AFGHAN GUERRILLA WARFARE

In the Words of the Mujahideen Fighters



আফগান গেরিলা যুদ্ধ

মুজাহিদ যোদ্ধাদের কথায়

লেখক: আলি আহমদ জালালি
এবং লেস্টার ডব্লিউ. গ্রাউ

আফগান গেরিলা যুদ্ধ
মুজাহিদ যোদ্ধাদের কথায়

লেখক: আলি আহমদ জালালি এবং লেস্টার ডব্লিউ. গ্রাউ

প্রকাশক: ফরেন মিলিটারি স্টাডিজ অফিস, ফোর্ট লিভেনওর্থ, কানসাস

ভূমিকা লিখেছেন:
লেফটেন্যান্ট জেনারেল জন ই. রোডস,
কমান্ডিং জেনারেল, ইউ.এস. মেরিন কর্পস কমব্যাট ডেভেলপমেন্ট কমান্ড

প্রকাশনায় সহায়তা করেছে:
ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কর্পস স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ডিভিশন,
কোয়ান্টিকো, ভার্জিনিয়া

ZENITH PRESS

ভূমিকা

আমাদের ইতিহাস জুড়ে—ফিলিপাইন, হাইতি, নিকারাগুয়া, লেবানন, ভিয়েতনাম এবং সোমালিয়ায় মেরিনরা গেরিলা বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছে। ২১শ শতাব্দীতেও মেরিনরা গেরিলা বাহিনীর সম্মুখীন হবে। তাই মেরিনদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে বুঝতে হবে এবং তাদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানতে হবে। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধে মুজাহিদিনরা সংখ্যায় বড় এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিপক্ষ—সোভিয়েত সেনাবাহিনী—এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। The Other Side of the Mountain বইটি সেই সংগ্রামের গল্প তুলে ধরে।

১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর মস্কো আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনা পাঠায়। সম্মিলিত অস্ত্র পরিচালনার জন্য সংগঠিত, সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত সেই বাহিনী ছিল ব্লিটজক্রিগ ধারণার প্রতিফলন। নয় বছর পর তারা পরাজিত হয়ে সরে যায়। The Other Side of the Mountain মুজাহিদিন যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা, যেখানে দেখা যায় কিভাবে পদাতিক গেরিলা বাহিনী প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কেবলমাত্র অগ্নিশক্তির আধিপত্য বিজয় নিশ্চিত করতে পারেনি। স্থানীয় ভূখণ্ডের জ্ঞান এবং প্রতিপক্ষের বিস্তারিত অধ্যয়ন সেই সুবিধাকে প্রতিহত করেছে। বিশেষ করে নগরযুদ্ধ বিষয়ক অধ্যায়টি বাহিনী সুরক্ষায় আগ্রহী কমান্ডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এই বই এবং এর সহগামী গ্রন্থ The Bear Went Over the Mountain: Soviet Combat Tactics in Afghanistan (১৯৯৬ সালে মার্কিন মেরিন কর্পসের জন্য প্রকাশিত) আফগান যুদ্ধের একটি ধারাবিবরণী প্রদান করে।

২১শ শতাব্দীর মেরিন কর্পস গেরিলা বাহিনীর তুলনায় বিপুল সুবিধা পাবে। আমাদের সরঞ্জাম, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা বিশ্বের সেরা। তবুও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব একাই সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। প্রতিপক্ষের সক্ষমতা, কৌশল এবং প্রেরণা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি আমাদেরকে নির্ণায়ক সুবিধা দেবে। The Other Side of the Mountain আমাদের সেই অন্তর্দৃষ্টি অর্জনে সহায়তা করবে। আমি আন্তরিকভাবে এই বইটি সকল মেরিনদের পড়ার সুপারিশ করছি।

জে. ই. রোডস
কমান্ডিং জেনারেল
মেরিন কর্পস কমব্যাট ডেভেলপমেন্ট কমান্ড

বই সম্পর্কে

লেখক লেস গ্রাউ নিয়মিত রাশিয়ায় যাতায়াত করেন। তিনি মস্কোর ফ্রুনজে কম্বাইন্ড আর্মস একাডেমির *History of Military Art* বিভাগ থেকে একটি বই পান। বইটি মূলত ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য লেখা হয়েছিল এবং এতে ভালো-মন্দ দুই দিকই তুলে ধরা হয়েছে। ফ্রুনজে একাডেমির অনুমতি নিয়ে লেস বইটি অনুবাদ করেন এবং মন্তব্য যোগ করেন। পরে এটি NDU Press থেকে প্রকাশিত হয় *The Bear Went Over the Mountain: Soviet Combat Tactics in Afghanistan* নামে। লেখক আলি জালালি সম্পাদনায় সহায়তা করেন। "The Bear" বইটিতে সোভিয়েতদের কৌশল দেখানো হয়েছিল, কিন্তু মুজাহিদিনদের কৌশল অনুপস্থিত ছিল। তাই ইউএস মেরিন কর্পসের চার্লি কুথবার্টসন ও ডিক ভল্টজ মনে করেন উভয় পক্ষের কৌশল থাকা উচিত। তারা আলি ও লেসকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে পাঠান মুজাহিদিন কমান্ডারদের সাক্ষাৎকার নিতে, যাতে একটি সহগামী গ্রন্থ তৈরি হয়।

আলি জালালি এই বই করার জন্য যথাযথ যোগ্য ছিলেন। তিনি আফগান সেনাবাহিনীর কর্নেল ছিলেন এবং আফগান মিলিটারি একাডেমি ও আর্মি স্টাফ কলেজে পড়াতেন। তার বিদেশি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিং-এ Infantry Officer's Advanced Course, ব্রিটিশ আর্মি স্টাফ কলেজ (ক্যাম্বারলি), এবং সোভিয়েত ফ্রুনজে একাডেমি। তার অনেক ছাত্রই পরবর্তীতে প্রতিরোধ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হন। আলি নিজেও প্রতিরোধ আন্দোলনের সদস্য ছিলেন এবং সংঘাত চলাকালে একজন স্বীকৃত সাংবাদিক ছিলেন। বর্তমানে তিনি সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন এবং গত ১৫ বছর ধরে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া নিয়ে রিপোর্ট করেছেন। তিনি সব পক্ষের কাছে সম্মানিত এবং মুজাহিদিনদের কাছে বিশেষ প্রবেশাধিকার রাখেন।

আলি ও লেস ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে পৌঁছান এবং আফগানিস্তানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তালেবান কাবুলের দিকে অগ্রসর হলে আমেরিকান নাগরিকদের জন্য সীমান্ত বন্ধ হয়ে যায়। আলি পাকিস্তানের পেশাওয়ার, কোয়েটা ও ইসলামাবাদে এক মাসে প্রায় ৪০ জন মুজাহিদিনের সাক্ষাৎকার নেন। তাদের সহকর্মী মেজর নসরুল্লাহ সাফি আফগানিস্তানের ভেতরে আরও দুই মাস সাক্ষাৎকার নেন। এই সাক্ষাৎকারগুলোই বইটির ভিত্তি। যেখানে একই ঘটনার একাধিক উৎস পাওয়া গেছে বা লিখিত রিপোর্ট পাওয়া গেছে, সেখানে ঘটনাগুলো তৃতীয় পুরুষে লেখা হয়েছে। আর যেখানে সাক্ষাৎকারদাতা প্রধান উৎস ছিলেন, সেখানে প্রথম পুরুষে লেখা হয়েছে। ঘটনাগুলো ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে, তবে একই স্থানে সময়ের ব্যবধানে একাধিক ঘটনা ঘটলে সেগুলো একসাথে দেওয়া হয়েছে।

বইটিকে যতটা সম্ভব সঠিক করার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে সময় ও পুনঃবর্ণনার কারণে কিছু তথ্য পরিবর্তিত হতে পারে। বইটির সময়সীমা সীমিত রাখা হয়েছে সোভিয়েত আক্রমণ থেকে তাদের প্রত্যাহার পর্যন্ত। যুদ্ধ আসলে আক্রমণের আগে শুরু হয়েছিল এবং তাদের চলে যাওয়ার পরও চলেছিল। ভবিষ্যতে সেই যুদ্ধগুলো নিয়ে আলাদা বই লেখার পরিকল্পনা রয়েছে।
চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য U.S. Defense Mapping Agency-এর 1:100,000 মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে মানচিত্র নম্বর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় শুরু হয়েছে একটি দেশীয় মানচিত্র দিয়ে যেখানে ঘটনাগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো দীর্ঘ ও বিস্তারিত ছিল, তাই প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে। একই যুদ্ধ বা অভিযানে অংশ নেওয়া বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যাতে তথ্য যাচাই ও তুলনা করা যায়।
মানচিত্রে উচ্চতা মিটারে দেওয়া হয়েছে। বানান আলি জালালির সর্বোত্তম ট্রান্সলিটারেশনের ভিত্তিতে করা হয়েছে, তবে দুটি বর্ণমালা থাকায় বানানে ভিন্নতা থাকতে পারে। মুজাহিদিনরা সবসময় “Russian” বলত, কিন্তু বইতে “Soviet” ব্যবহার করা হয়েছে, যদি না সরাসরি উদ্ধৃতি থাকে।
মানচিত্রে রাশিয়ান গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে। আফগান সেনাবাহিনী সোভিয়েত গ্রাফিক্স সিস্টেম ব্যবহার করত এবং মুজাহিদিনরাও এগুলো চিনত। রাশিয়ান গ্রাফিক্স পশ্চিমা গ্রাফিক্সের তুলনায় বেশি সহজবোধ্য ও চিত্রময়। এগুলোতে সময় বা লাইন যোগ করে ঘটনার ক্রমবিকাশ দেখানো যায়। বইয়ের শেষে রাশিয়ান গ্রাফিক্সের একটি টেবিল দেওয়া আছে। মানচিত্রে মুজাহিদিন বাহিনী নীল রঙে এবং সোভিয়েত/DRA বাহিনী লাল রঙে দেখানো হয়েছে।

শব্দকোষ

- ❖ **আফগানিস্তান ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ANLF)** — সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দল। এটি একটি মধ্যপন্থী দল।
- ❖ **AGS-17** — সোভিয়েত নির্মিত, ট্রাইপডে বসানো স্বয়ংক্রিয় গ্রেনেড লঞ্চার। ৩০ রাউন্ডের ড্রাম ম্যাগাজিন থেকে ৩০ মিমি গ্রেনেড ছোড়ে। সর্বোচ্চ পাল্লা ১,৭০০ মিটার।



- ❖ **Air assault** — হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে আক্রমণ।
- ❖ **AO** — অপারেশনের এলাকা।
- ❖ **APC** — সোভিয়েত নির্মিত সাঁজোয়া যান, যা সৈন্য পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ **Bernau** — চেকোস্লোভাক M26 হালকা মেশিনগান, ২০ রাউন্ডের ম্যাগাজিন থেকে গুলি ছোড়ে। ব্রিটিশ Bren gun এই ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। মুজাহিদিনরা একে "২০-শুটার" বলত।
- ❖ **BM-1** — একনল ১০৭ মিমি রকেট লঞ্চার।



❖ **BM-12** — পুরনো সোভিয়েত মাল্টিপল রকেট লঞ্চার। চীন এটি উন্নত করে Type 63 নামে তৈরি করে। ১২ নল, ১০৭ মিমি রকেট ছোড়ে, পাল্লা ৮,৫০০ মিটার।



❖ **BM-21** — ট্রাক-মাউন্টেড, ৪০ নল রকেট লঞ্চার। ১২২ মিমি রকেট ছোড়ে, পাল্লা ২০.৫ কিমি। মুজাহিদিনরা একে BM-40 বলত।



❖ **BM-22** — ট্রাক-মাউন্টেড, ১৬ নল রকেট লঞ্চার। ২২০ মিমি রকেট ছোড়ে, পাল্লা ৪০ কিমি। সোভিয়েত নাম "Uragan" (হারিকেন)।



❖ **BMP** — সোভিয়েত ট্র্যাকড ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকল। BMP-1 এ ৭৩ মিমি কামান, BMP-2 এ ৩০ মিমি স্বয়ংক্রিয় কামান থাকে।



❖ **BRDM** — সোভিয়েত চারচাকা সাঁজোয়া গাড়ি, মূলত রিকনেসান্সে ব্যবহৃত।

❖ **BMD** — সোভিয়েত এয়ার-ড্রপেবল APC। মুজাহিদিনরা একে "কম্যান্ডো ট্যাঙ্ক" বলত।

❖ **BTR** — সোভিয়েত আটচাকা APC, ১১ জন সৈন্য বহন করতে পারে।



❖ **Commander** — মুজাহিদিনদের কোনো আনুষ্ঠানিক র‍্যাঙ্ক ছিল না, তাই যে কোনো নেতা (১০ জন বা ১,০০০ জনের) কমান্ডার নামে পরিচিত ছিল।

❖ **Dari** — আফগান ফারসি/পার্সিয়ান ভাষা, জনসংখ্যার প্রায় ৫০% কথা বলে।

❖ **DRA** — ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান (কমিউনিস্ট সরকার)।

❖ **DShK** — সোভিয়েত নির্মিত ১২.৭ মিমি হেভি মেশিনগান। স্থল ও আকাশ লক্ষ্যবস্তুতে কার্যকর। সর্বোচ্চ পাল্লা ৭,০০০ মিটার।



❖ **Enfield** — ব্রিটিশ .303 বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল। মুজাহিদিনরা একে “১১-শুটার” বলত।



❖ **Etehad-e Islami (EIA)** — মুজাহিদিন গোষ্ঠী, নেতা আবদুর-রউফ- রাসুল সায়্যাফ।

❖ **Ghar** — পশতু ভাষায় “পর্বত”।

❖ **Green zone** — কৃষি অঞ্চল, যেখানে বাগান, ক্ষেত, আঙুরের বাগান থাকে। সাধারণত নদীর ধারে, যানবাহনের জন্য প্রায় অগম্য।

❖ **Goryunov** — সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গৃহীত ভারী মেশিনগান SGM (Stankovy Goryunov Modernizovanniy M-49)। গ্যাস-চালিত, এয়ার-কুলড, কোম্পানি-লেভেলের ৭.৬২ মিমি অস্ত্র। প্রতি মিনিটে ৬৫০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। সর্বোচ্চ পাল্লা ২,৫০০ মিটার, কার্যকর পাল্লা ১,০০০ মিটার।



❖ **Haji** — যে ব্যক্তি মক্কায় হজ সম্পন্ন করেছে তার উপাধি।

❖ **Harbakai** — পশতু উপজাতীয় পুলিশ বা নিয়ন্ত্রক।

❖ **HI** — আয়াতুল্লাহ শেখ আসেফ মুহসিনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক মুভমেন্ট।

❖ **HIH** — গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার-এর ইসলামিক পার্টি।

❖ **HIK** — মৌলভী ইউনুস খালিস-এর ইসলামিক পার্টি।

* **Inter-Services Intelligence (ISI)** — পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নিরাপত্তা, রাজনৈতিক ও সামরিক গোয়েন্দা এবং প্রতিগোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য। মুজাহিদিনদের কাছে সাহায্য পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বে ছিল।
* **IRMA** — মৌলভী মোহাম্মদ নবি মুহাম্মদির ইসলামিক রেভল্যুশনারি মুভমেন্ট।
* **Islamic Party (HIH)** — হিজব-ই-ইসলামি-গুলবুদ্দিন, ১৯৭৪ সালে দাউদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত। পরে বিভক্ত হয়ে রব্বানি ও খালিস নিজ নিজ দল গঠন করেন। গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার ছিলেন নেতা। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিল।
* **Islamic Party (HIK)** — হিজব-ই-ইসলামি-খালিস, মৌলভী ইউনুস খালিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯৭৩ সালে দাউদ অভ্যুত্থানের পর পাকিস্তানে চলে যান। বিখ্যাত কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন কাবুলের আবদুল হক এবং পাকতিয়ার জালালুদ্দিন হাক্কানি।
* **Islamic Revolutionary Movement (IRMA)** — মোহাম্মদ নবি মুহাম্মদির প্রতিষ্ঠিত, মধ্যপন্থী ইসলামি দল।
* **Islamic Movement (HI)** — আয়াতুল্লাহ আসেফ মুহসিনি কর্তৃক ইরানে প্রতিষ্ঠিত শিয়া সংখ্যালঘু দল। ঐতিহ্যবাহী ইসলামি অভিমুখ।
* **Islamic Society (JIA)** — বুরহানুদ্দিন রব্বানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বিখ্যাত কমান্ডারদের মধ্যে আহমদ শাহ মাসউদ ও ইসমাইল খান। মূলত তাজিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মৌলবাদী দল।
* **Islamic Union for the Liberation of Afghanistan (IUA)** — আবদ আল-রাব আবদুল-রাসুল সায়্যাফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে EIA নামে পরিচিত ছিল। মৌলবাদী দল।
* **JIA** — রব্বানির ইসলামিক সোসাইটি।
* **Jihad** — ধর্ম রক্ষার জন্য পরিচালিত পবিত্র যুদ্ধ।
* **Kal** — ফারাহ প্রদেশে "ক্যানিয়ন" বোঝাতে ব্যবহৃত স্থানীয় শব্দ।
* **Kalashnikov** — সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় অ্যাসল্ট রাইফেল। AK-47 ও AKM ৭.৬২ মিমি গুলি ছোড়ে, আর AK-74 ছোড়ে ৫.৪৫ মিমি।
* **Kandow** — পশতু ভাষায় "পর্বত গিরিপথ"।
* **Karez** — আফগানিস্তানের ভূগর্ভস্থ পানির টানেল ব্যবস্থা, সেচের জন্য ব্যবহৃত। মুজাহিদিনরা আশ্রয় ও আক্রমণের জন্য ব্যবহার করত।
* **KHAD** — আফগান সরকারের গোপন পুলিশ। অভ্যন্তরীণ বিরোধী দমন, মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে কাজ, বিদেশে বিরোধী দলে অনুপ্রবেশ এবং সামরিক গোয়েন্দা সরবরাহ করত। সোভিয়েত KGB ও GRU-এর আদলে গঠিত।
* **Khalq** — ফারসি ভাষায় "জনগণ" বা "গণমানুষ"। PDPA-এর দুই কমিউনিস্ট অংশের একটি।
* **KIA** — যুদ্ধে নিহত।

❖ **Kochi** — আফগানিস্তানের যাযাবর উপজাতি। ভেড়া, ছাগল ও উট পালা ও বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করে।

❖ **Koh** — দারি ভাষায় "পর্বত"।

❖ **Lashkar** — পশতু ভাষায় উপজাতীয় সশস্ত্র বাহিনী।

❖ **LOC** — যোগাযোগের লাইন।

❖ **LZ** — ল্যান্ডিং জোন।

❖ **Madrassa** — আরবি শব্দ, ইসলামি ধর্মীয় বিদ্যালয়।

❖ **Markaz** — মুজাহিদিন ঘাঁটি।

❖ **Mawlawi** — ইসলামি ধর্মীয় পণ্ডিত।

❖ **MIA** — যুদ্ধে নিখোঁজ।

❖ **Model 1938 Mortar** — সোভিয়েত ১৯৩৮ সালের ১০৭ মিমি মর্টার। পাহাড়ি ইউনিটের জন্য তৈরি। ১২০ মিমি মর্টারের ছোট সংস্করণ, যা পশুতে বহনযোগ্য। প্রতি মিনিটে ১৫ রাউন্ড ছোড়ে। ভারী রাউন্ডে সর্বোচ্চ পাল্লা ৫,১৫০ মিটার, হালকা রাউন্ডে ৬,৩০০ মিটার।

❖ **Mulla** — ইসলামি ধর্মীয় নেতা বা ইমাম।

❖ **Mosin-Nagant** — রাশিয়ান/সোভিয়েত বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল (Model M1891/30)। ৭.৬২x54 কার্তিজ ছোড়ে। সর্বোচ্চ পাল্লা ২,০০০ মিটার, কার্যকর পাল্লা ৪০০ মিটার। মুজাহিদিনরা একে "ফাইভ-শুটার" বলত।



❖ **MRL (Multiple Rocket Launcher)** — স্থল বা ট্রাক-মাউন্টেড রকেট আর্টিলারি সিস্টেম।

❖ **Mujahideen** — আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধা, "পবিত্র যোদ্ধা"।

❖ **National Islamic Front of Afghanistan (NIFA)** — পীর সাইয়্যেদ আহমদ গেইলানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মধ্যপন্থী দল। আফগান সেনাবাহিনীর সাবেক অফিসার ও টেকনোক্র্যাটদের আকর্ষণ করেছিল।

❖ **NIFA** — গেইলানির ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট।

- OP — পর্যবেক্ষণ পোস্ট।
- Parcham — ফারসি ভাষায় “পতাকা”; PDPA-এর একটি কমিউনিস্ট অংশ।
- PDPA — আফগানিস্তানের পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (কমিউনিস্ট দল)।
- Pir — সুফি তরিকার নেতা বা সাধু।
- POL — পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্ট।
- Pushtun — আফগানিস্তানের প্রধান জাতিগোষ্ঠী (প্রায় ৫০%), পশতু ভাষায় কথা বলে। ব্রিটিশরা একে “Pathan” বলত।
- PK — সোভিয়েত ৭.৬২ মিমি কোম্পানি মেশিনগান, গোরিউনভ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত। কার্যকর পাল্লা ১,০০০ মিটার। মুজাহিদিনরা একে “১০০-শুটার” বলত।



- Qawm — আফগানদের মৌলিক উপ-জাতিগত পরিচয়, আত্মীয়তা, বসবাস বা পেশার ভিত্তিতে।
- Ramadan — ইসলামি রোজার মাস।
- RDM — দূর থেকে স্থাপনযোগ্য মাইন। বিমান, আর্টিলারি বা MRL দিয়ে স্থাপন করা যায়।
- RPG-7 — সোভিয়েত নির্মিত কাঁধে বহনযোগ্য অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র। কার্যকর পাল্লা ৩০০ মিটার।
- RPG-18 — সোভিয়েত নির্মিত একবার ব্যবহারযোগ্য অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র। ৬৬ মিমি রকেট ছোড়ে। কার্যকর পাল্লা ১৩৫ মিটার। মার্কিন LAW-এর অনুকরণে তৈরি।



❖ **Saqar** — মিশরীয় ১০৭ মিমি বা ১২২ মিমি মাল্টিপল রকেট লঞ্চার। । "Saqar" অর্থ ঈগল। সর্বোচ্চ পাল্লা ৮,০০০–১০,৮০০ মিটার। বিশেষ রাউন্ডে ২০–৩০ কিমি পর্যন্ত যেতে পারে।

❖ **Sarandoy** — আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। প্রায় ৬০,০০০ সদস্য, বিভিন্ন প্রদেশে মোতায়েন।

❖ **Shaheed** — শহীদ। বহুবচন: Shaheedan বা Shuhada।

❖ **Shia** — আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু ইসলামি সম্প্রদায়, ইরানের ইমামি শিয়া বা ইসমাইলি শিয়া অনুসারী।

❖ **SKS** — সোভিয়েত সেমি-অটোমেটিক কারবাইন (Simonov)। ৭.৬২x39 কার্টিজ ছোড়ে। সর্বোচ্চ পাল্লা ১,০০০ মিটার, কার্যকর পাল্লা ৪০০ মিটার। মুজাহিদিনরা একে "কারবাইন" বলত।



❖ **SOP** — স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর।

❖ **Spetsnaz** — সোভিয়েত বিশেষ বাহিনী, দীর্ঘ-পাল্লার রিকনেসান্স ও কমান্ডো অভিযানে প্রশিক্ষিত।

❖ **Sufi** — ইসলামি আধ্যাত্মিক ধারা, আফগানিস্তানে বিশেষ প্রভাবশালী। সুন্নিদের মধ্যে বেশি প্রচলিত।

❖ **Sunni** — আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি সম্প্রদায়। জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সুন্নি, হানাফি মাজহাব অনুসারী।

❖ **Tadjik** — আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জাতিগোষ্ঠী, জনসংখ্যার প্রায় ২৫%।

❖ **Tsadar** — বহুমুখী কাপড়, আফগানরা বহন ও ব্যবহার করে। এটি মাটির কাপড়, স্লিপিং ব্যাগ, ছদ্মবেশী আবরণ, জিনিসপত্র বাঁধার কাপড় এবং কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

❖ **Uzbek** — আফগানিস্তানের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জাতিগোষ্ঠী, জনসংখ্যার প্রায় ১০%। তারা তুর্কি ভাষায় কথা বলে।

❖ **WIA** — যুদ্ধে আহত।

❖ **ZGU (Zenitnaya gornaya ustanovka)** — পাহাড়ি এয়ার ডিফেন্স অস্ত্র মাউন্ট। সোভিয়েত এয়ার ডিফেন্স অস্ত্র যা খুলে পশু বা বাহকের মাধ্যমে পাহাড়ে বহন করা যায়। সাধারণত চাকা থাকে না।

❖ **ZGU-1** — ZPU-1 কে ZGU মাউন্টে বসানো সংস্করণ।

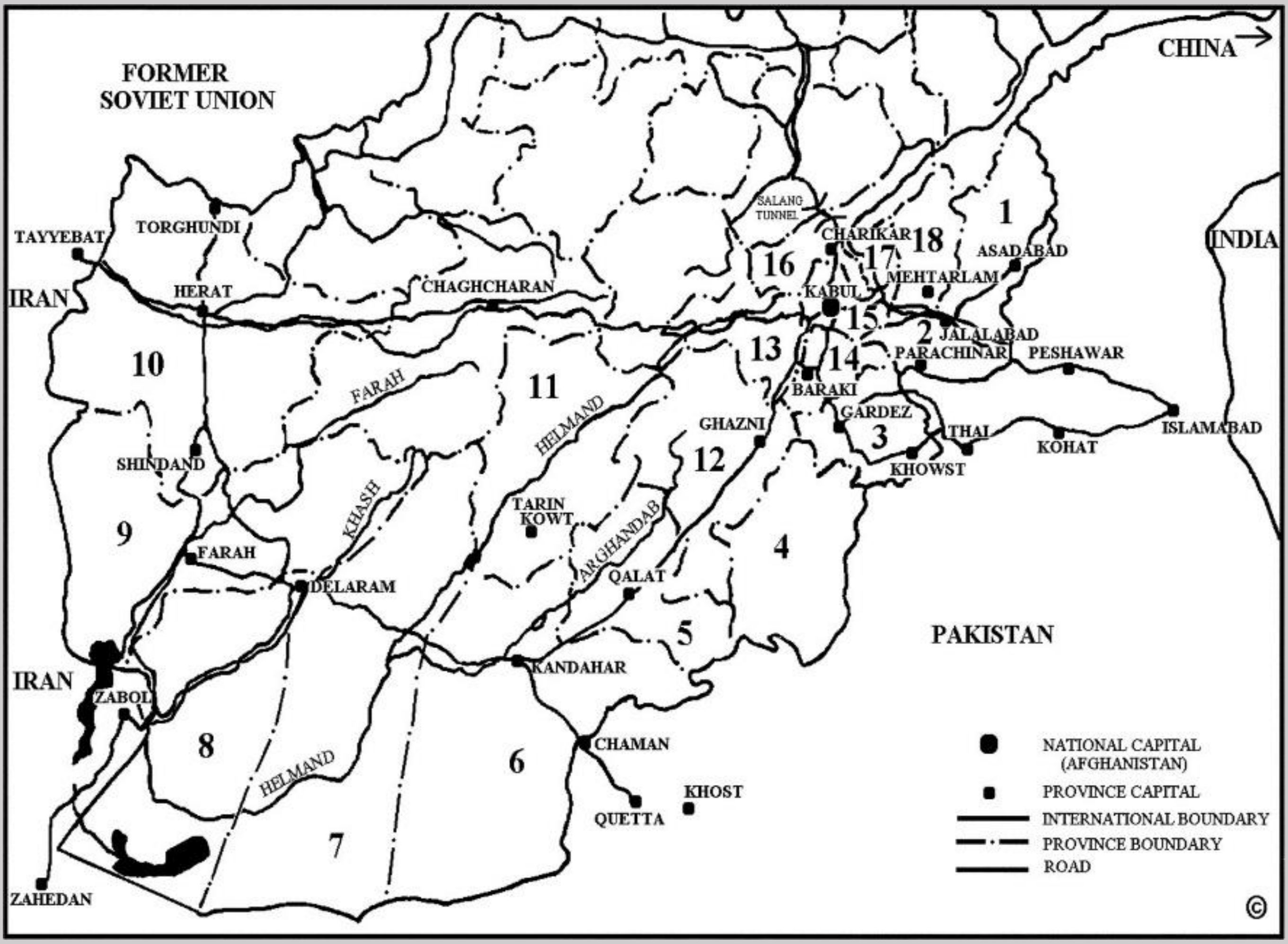
❖



- ❖ **ZPU-1** — সোভিয়েত ১৪.৫ মিমি স্থল-মাউন্টেড অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মেশিনগান। হালকা দুই-চাকা ক্যারেজে টানা যায়। প্রতি মিনিটে ৬০০ রাউন্ড সাইক্লিক ফায়ার, কার্যকর ফায়ার ১৫০ রাউন্ড। ১৫০ রাউন্ডের বেল্ট থেকে গুলি ছোড়ে। সর্বোচ্চ অনুভূমিক পাল্লা ৭,০০০ মিটার, কার্যকর এয়ারক্রাফট পাল্লা ১,৪০০ মিটার। ওজন ৫৮১ কেজি।
- ❖ **ZPU-2** — ZPU-1 এর দ্বি-নল সংস্করণ।
- ❖ **ZSU-23-4** — সোভিয়েত স্বচালিত এয়ার ডিফেন্স অস্ত্র। একসাথে চারটি ২৩ মিমি মেশিনগান ছোড়ে। সোভিয়েতরা এটি ব্যবহার করত অ্যামবুশ প্রতিরোধ ও স্থল লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসে।



সূচিপত্র



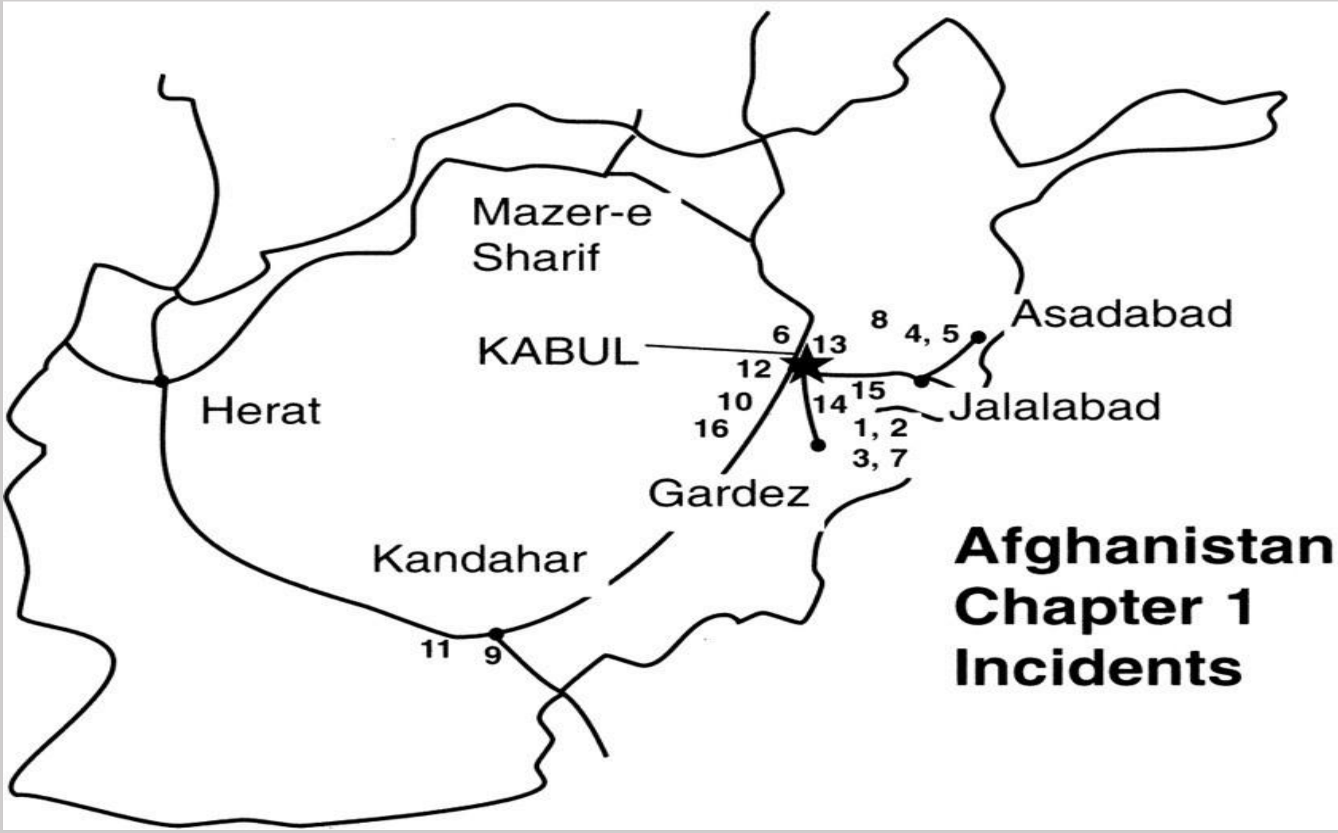
<u>ছবিতে উল্লেখিত আফগানিস্তানের প্রদেশসমূহঃ</u>

1. KUNAR
2. NANGRAHAR
3. PAKTIA
4. PAKTIKA
5. ZABOL
6. KANDAHAR
7. HELMAND
8. NIMROZ
9. FARAH
10. HERAT
11. ORUZGAN
12. GHAZNI
13. WARDAK
14. LOGAR
15. KABUL
16. PARWAN
17. KAPISA
18. LAGHMAN

চ্যাপ্টার ০১
Ambushes

পৃথিবীতে গেরিলা যুদ্ধে সবচেয়ে পছন্দের কৌশলগুলোর মধ্যে অ্যামবুশ (হঠাৎ আক্রমণ) একটি, কারণ এটি গেরিলাদের গোপনে বাহিনী জড়ো করতে, শত্রুদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতে, প্রয়োজনীয় রসদ দখল করতে এবং শত্রুর কার্যকর প্রতিক্রিয়ার আগেই সরে পড়তে সাহায্য করে। অ্যামবুশ বহুদিন ধরে আফগান যোদ্ধা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি ঐতিহাসিক আফগান যুদ্ধশৈলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য– তা তারা অন্য কোনো গোত্র, ব্রিটিশ বাহিনী অথবা সরকারের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করুক না কেন।

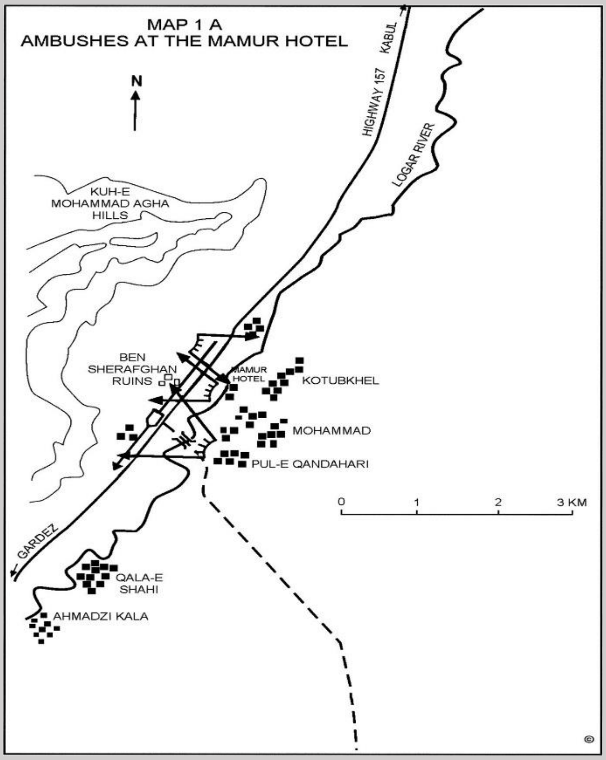
মুজাহিদীনদের অ্যামবুশ সোভিয়েত ও ডিআরএ (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান) বাহিনীর যোগাযোগ-রেখাগুলোতে আঘাত হানার জন্য ব্যবহৃত হতো, যা তাদের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করত এবং সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনীর মূল ম্যানুভারিং ইউনিটগুলোকে নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করত। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় রসদ সরবরাহ ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ, আর মুজাহিদীনদের অ্যামবুশ এই রসদের সাপ্লাই লাইনকে হুমকির মুখে ফেলে দিত এবং দেশের ভিতরে সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েনের পরিমাণ সীমিত করে দিত। মুজাহিদীনদের অ্যামবুশ ছিল সোভিয়েত ও ডিআরএ সামরিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ এবং এটি সোভিয়েত ও ডিআরএদের যুদ্ধ পরিচালনার সক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিত।



ঘটনা- ১

AMBUSHES AT THE MAMUR HOTEL

by Commander Mohammad Akbar



লোগার প্রদেশে মুজাহিদীনদের সঙ্গে সোভিয়েত বা ডিআরএ বাহিনীর সংঘর্ষ প্রায় প্রতিদিনই ঘটত। ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মে, আমার দল কাবুল থেকে গারদেজগামী সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনীর একটি রসদবাহী বহরের ওপর আক্রমণের জন্য মহাসড়ক ১৫৭-এ একটি অ্যামবুশ স্থাপন করেছিল। তখনো জনসংখ্যা ওই এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়নি, চারদিকে মানুষে ভরা ছিল। মুজাহিদীনদের সরকারের ভেতরে যোগাযোগ ছিল, যারা মূল মহাসড়কে চলাচলকারী সামরিক বহরের খবর সরবরাহ করত। এটি ছিল সোভিয়েত আগ্রাসনের পর এই মহাসড়কে আমাদের প্রথম বড় অ্যামবুশ।

অ্যামবুশটি স্থাপন করা হয়েছিল পুল-ই কান্দাহারী সড়কসংযোগস্থলের আশেপাশে, যেখানে মূল মহাসড়কের সাথে মিলিত হয়েছে। এই জায়গাটিতে লোগার নদী মহাসড়ক থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ২০০ মিটারের মধ্যে চলে আসে এবং মহাসড়কের পশ্চিম দিকে মোহাম্মদ আঘা পাহাড় প্রায় ৭০০ মিটার উঁচু হয়ে ওঠে। ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে রাস্তা একটি খাড়া গিরিপথ দিয়ে চলে যায়, যেখানে যানবাহন সহজে পেছনে ফিরতে পারে না (মানচিত্র ১ - মামুর ১)।

আমাদের হাতে ছিল ৫০ জন মুজাহিদ, যারা মসিন-নাগান কারবাইন, এনফিল্ড রাইফেল এবং দুটি আরপিজি-৭ দিয়ে সজ্জিত ছিল। আমাদের নেতা কমান্ডার হায়াত আমাদের তিনটি দলে ভাগ করে দেন। একটি দলকে তিনি রাস্তা থেকে প্রায় ৭০ মিটার পশ্চিমে বিনি শেরাফগান ধ্বংসাবশেষ এলাকায় স্থাপন করেন। দ্বিতীয় দলটিকে রাস্তার পূর্ব পাশে মামুর হোটেলের আশপাশে রাখেন এবং তৃতীয় দলটিকে রাস্তার পূর্ব দিকে পুল-ই কান্দাহারীতে মোহাম্মদ আঘা উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখোমুখি রাখেন। আমাদের অ্যামবুশটি দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। তখন আমি প্রয়াত কমান্ডার হায়াতের ডেপুটি কমান্ডার ছিলাম এবং পুল-ই কান্দাহারীর অবস্থানের দায়িত্বে ছিলাম।

কমান্ডার হায়াত নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন সামরিক বহরের শেষ অংশটি বিনি শিরাফগান ধ্বংসাবশেষ এলাকায় পৌঁছাবে, তখনই আক্রমণ শুরু হবে। ডিআরএ-র বহরটি এল। এতে প্রায় ১০০টি যানবাহন ছিল, যেগুলো খাদ্য, গোলাবারুদ ও জ্বালানিবাহী ছিল। বহরে বেশ কিছু পিওএল (POL - পেট্রোলিয়াম, অয়েল, লুব্রিকেন্ট) ট্যাংকারও ছিল। আমরা বহরটিকে অতিক্রম করতে দিলাম, এবং যখন এর শেষ অংশ ধ্বংসাবশেষ এলাকায় পৌঁছালো, তখন আমরা আক্রমণ শুরু করলাম। সেই সময়ে সামরিক বহরের প্রহরাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং আকাশ থেকে সহায়তাও ছিল অপর্যাপ্ত। আমাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রায় কোনো প্রতিরোধই গড়ে ওঠেনি। এমনকি বহরটির সাথে থাকা সাঁজোয়া যানগুলিও নিষ্ক্রিয় ছিল।

আমরা আমাদের অবস্থান ছেড়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম এবং গুলি চালাতে চালাতে বহরের ভেতরে ঢুকে প্রায় সব গাড়িই ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করলাম। আমাদের কোনো হতাহত হয়নি। ডিআরএ বাহিনীর কতজন নিহত বা আহত হয়েছিল জানি না, তবে আমরা অনেক চালককে আহত করেছিলাম, যাদের পরবর্তীতে সরকার সরিয়ে নিয়ে যায়। অ্যামবুশের পর আমরা দ্রুত এলাকা ত্যাগ করি।

মামুর হোটেল সংলগ্ন এলাকা অ্যামবুশের জন্য আদর্শ ছিল এবং আমরা ও অন্যান্য মুজাহিদীন দল এটি প্রায়ই ব্যবহার করতাম। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা মামুর হোটেল এবং পুল-ই কান্দাহারীতে, যেখানে উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত, দুটি স্থানে অ্যামবুশ স্থাপন করি। মামুর হোটেল অংশের নেতৃত্বে ছিলেন বিখ্যাত HIH কমান্ডার ডক্টর আবদুল ওয়ালি খায়াত এবং পুল-ই কান্দাহারীর অবস্থানের নেতৃত্বে ছিলেন আমার কমান্ডার, প্রয়াত কমান্ডার হায়াত।

আমাদের কাছে ছিল প্রায় ৩৫ জন মুজাহিদ, যাদের কাছে একে-৪৭ রাইফেল এবং তিনটি আরপিজি-৭ ছিল। অ্যামবুশটি প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কের একটি অংশজুড়ে বিস্তৃত ছিল। যখন সামরিক বহরটি আসে, আমরা বারোটি ট্রাক ধ্বংস করি এবং তিনটি অক্ষত অবস্থায় দখল করি। ওই তিনটি ট্রাক ছিল বড়, শক্তিশালী, আট-সিলিন্ডারের ট্রাক এবং এর ভেতরে ছিল ডাল, চাল এবং সামরিক বুট–যা আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল।

আমরা দুটি ৭৬ মিমি ফিল্ড গান এবং আরও একটি ভারী কামানও দখল করি, যার ধরন বা ক্যালিবার আমি জানি না। আমাদের কোনো মুজাহিদ হতাহত হয়নি।

১৯৮২ সালের জুলাই মাসে প্রয়াত ডক্টর ওয়ালি খায়াত মামুর হোটেলের কাছে একটি অ্যামবুশ স্থাপন করেন। একটি সোভিয়েত সামরিক বহর, যা কাবুল থেকে গারদেজের দিকে রসদ নিয়ে যাচ্ছিল, সেই অ্যামবুশের 'কিল জোনে' প্রবেশ করে। আক্রমণের সময়, এক মুজাহিদ একটি আরপিজি-৭ থেকে বহরটির একটি সাঁজোয়া যান (APC)-এর দিকে গুলি ছোড়ে। গুলি APC-টিতে আঘাত হানে, এবং একটি সোভিয়েত অফিসার সেই ক্ষতিগ্রস্ত APC থেকে লাফিয়ে নেমে আশ্রয় নেয়। ঐ অফিসার আহত হয়েছিল।

যখন লড়াই চলছিল, তখন সামরিক বহরটি গতি বাড়িয়ে অ্যামবুশ এলাকা থেকে পালিয়ে যায়–আর ঐ অফিসারকে পেছনে রেখে যায়। ডক্টর আবদুল ওয়ালি খায়াত সেই সোভিয়েত অফিসার যেখানে ছিল সেখানে গুলি চালান। সোভিয়েত অফিসার তার একে-৭৪ রাইফেল দিয়ে পাল্টা গুলি চালান। ডক্টর খায়াত আবার গুলি চালান এবং দ্বিতীয়বার অফিসারটিকে আঘাত করেন–এইবার তার হাতে। আহত অফিসার তার একে-৭৪ ফেলে দিয়ে পিস্তল বের করে। তখন ডক্টর খায়াত একটি হাতবোমা ছুড়ে মারেন এবং সেই অফিসারকে হত্যা করেন। এরপর তিনি রাস্তা পার হয়ে যান এবং তার একে-৭৪ রাইফেল ও মাকারভ পিস্তলটি নিয়ে নেন। তিনি মৃতদেহটি সেখানেই ফেলে রেখে দেন এবং মুজাহিদীনরা অ্যামবুশ স্থান ত্যাগ করে।

পরদিন সোভিয়েত বাহিনী কাবুল থেকে একটি সামরিক বহর নিয়ে ফিরে আসে। তারা এলাকা ঘিরে ফেলে এবং মোহাম্মদ আঘা জেলার সদর দপ্তর ও কুতুবখেল শহরের আশপাশের ঘরবাড়ি তল্লাশি করতে থাকে। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের নিখোঁজ অফিসারকে খুঁজতে থাকে। সেই সময় HIH কমান্ডার সামেহ জান কুতুবখেলে অবস্থান করছিলেন। তিনি কর্ডনের মধ্যে আটকা পড়া সব মুজাহিদীন দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং তাদের কার্যক্রম সংগঠিত করেন। কর্ডনের মধ্যে প্রায় ১৫০ জন মুজাহিদীন আটকা পড়েছিল।

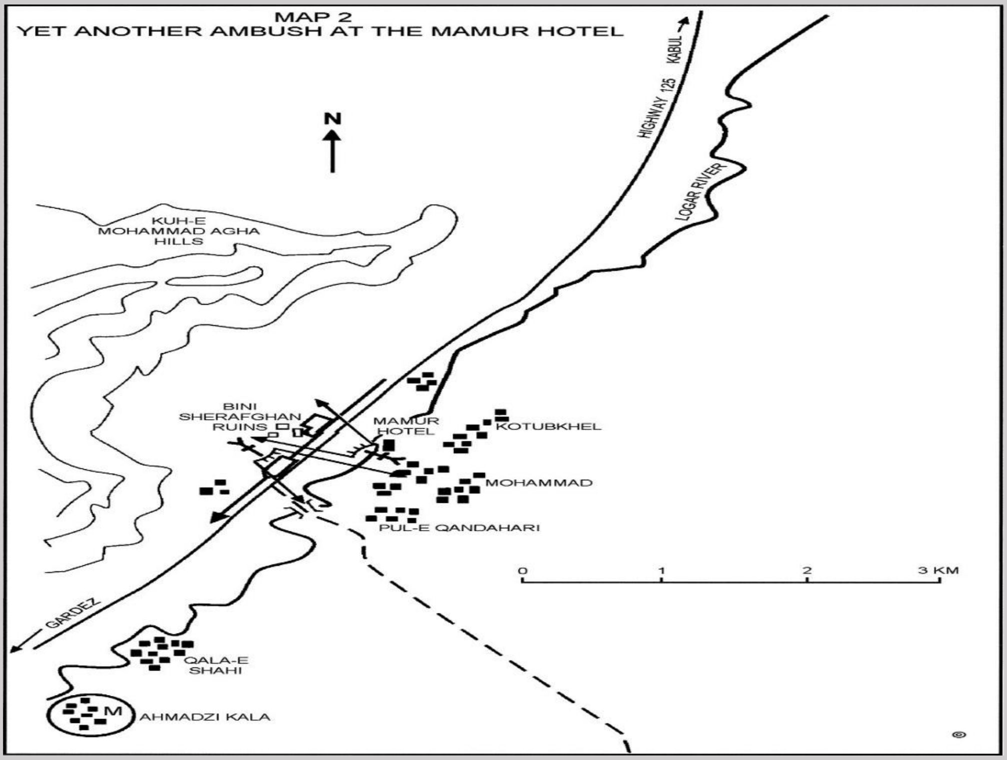
মুজাহিদীনরা সোভিয়েতদের ওপর আক্রমণ শুরু করে যারা তল্লাশি চালাচ্ছিল। তারা গ্রামগুলোর সরু রাস্তা ও গলিতে এবং গ্রামগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে আকস্মিক, চমকে দেওয়া আক্রমণ চালাতে থাকে। যুদ্ধ অনেক সময় খুব কাছাকাছি দূরত্বে সংঘটিত হয়। সকাল থেকে শুরু হয়ে যুদ্ধ চলতে থাকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত (মানচিত্র ২ - মামুর ২)। সোভিয়েত বাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি, তবে আমাদের ধারণা ক্ষয়ক্ষতি বেশ গুরুতর ছিল। মুজাহিদীনরা চারটি একে-৭৪ রাইফেল দখল করে।

মুজাহিদীনদের সাতজন শহীদ হয়, যাদের মধ্যে কমান্ডার সামেহ জানও ছিলেন। শহীদদের অধিকাংশই গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নিহত হন। সোভিয়েত বাহিনী নিহত মুজাহিদীনদের অস্ত্র– কিছু একে-৪৭, একটি গোরিউনোভ মেশিন গান, একটি আরপিজি-৭ এবং পূর্বে দখলকৃত কয়েকটি একে-৭৪–নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। সোভিয়েতরা যখন যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারা তল্লাশি বন্ধ করে দেয়। সন্ধ্যার আলো কমে এলে তারা সংঘর্ষ থেকে সরে আসে, তাদের মৃতদেহ সংগ্রহ করে এবং কাবুলে ফিরে যায়। তারা আগের দিন ডক্টর খায়াতের হাতে নিহত তাদের অফিসারের মৃতদেহ খুঁজে পায় এবং সরিয়ে নিয়ে যায়। মৃতদেহটি তখনও ঠিক সেখানেই পড়ে ছিল যেখানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

ঘটনা ২

YET ANOTHER AMBUSH AT THE MAMUR HOTEL

by Toryalai Hemat



আমার মোবাইল রেজিমেন্ট আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলাকালে বহু প্রদেশে লড়াই করেছে। আমাদের একটি যুদ্ধ হয়েছিল লোগার প্রদেশের মোহাম্মদ আঘা জেলায়। জিহাদ এখানেই শুরু হয়েছিল, গারদেজ ও কাবুলের মধ্যবর্তী সামরিক বহরের ওপর হামলার মাধ্যমে। এই অভিযানটি সংঘটিত হয় ১৯৮৬ সালের ৮ জুলাই। এটি ছিল HIH মুজাহিদীনদের সাথে একটি যৌথ অভিযান, যেটির নেতৃত্বে ছিলেন ডাক্তার ওয়ালি খায়াত এবং যেটি সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি ছোট অ্যামবুশ, যেখানে অংশগ্রহণকারী ছিল ১৩ জন মুজাহিদ, যাদের কাছে ছিল দুটি আরপিজি-৭, একটি পিকে মেশিনগান এবং ১০টি একে-৪৭ রাইফেল। মুজাহিদদের মধ্যে সাতজন ছিল আমার দলভুক্ত এবং ছয়জন ছিল HIH এর।

আমরা কোটুবখেল এলাকায়, মামুর হোটেলের পাশে যা মূল মহাসড়কের কাছেই অবস্থিত, সেখানে অ্যামবুশটি স্থাপন করি। আমি বাহিনীকে দুটি দলে ভাগ করি। একটি ছয়জনের দলকে আমি রাস্তার পূর্ব পাশে, লোগার নদীর তীরে রাখি। এই স্থানে নদী রাস্তা থেকে প্রায় ৪০ মিটার দূরে এবং আশেপাশের জমির তুলনায় প্রায় ২ মিটার নিচু। এই জায়গাটি হোটেলের সন্নিকটে। আমার সাতজনের দলটিকে আমি রাস্তার পশ্চিম পাশে, উঁচু জায়গায় রাখি। এই জায়গাটি একটু দক্ষিণ দিকে, হোটেল থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে। স্থানীয়রা এই উঁচু জায়গাটিকে “গুমবাজো মাজোগানি” নামে চেনে। দুই দিকেই একটি করে আরপিজি-৭ ছিল। আমরা আমাদের বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, যদি সামরিক বহরটি কাবুল দিক থেকে আসে, তবে দূরের দল (যা পশ্চিম দিকের উঁচু জায়গায় ছিল) প্রথমে গুলি চালাবে যাতে বহরটি ‘কিল জোন’ -এ প্রবেশ করে। সেটিই নদীর তীরের দলের জন্য গুলি চালানোর সংকেত হবে। আমরা আমাদের উঁচু এলাকার অবস্থান এমন এক খাদে প্রস্তুত করেছিলাম যা রাস্তা থেকে দেখা যেত না। এটি রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে। আমরা আমাদের অবস্থান খুব ভালোভাবে ছদ্মবেশে ঢেকে রেখেছিলাম (মানচিত্র ৩ - মামুর ৩)।

আমাদের ঘাঁটি মোহাম্মদ আঘার দক্ষিণ-পূর্বে তিন কিলোমিটার দূরে, আহমদজি কালার কাছে ক্বালা-এ শাহী গ্রামের দক্ষিন দিকে ছিল। আমরা মধ্যরাতে আহমদজি কালা থেকে রওনা হই। অ্যামবুশ স্থানে পৌঁছাতে আমাদের এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। আমি পশ্চিম দলটির সঙ্গে ছিলাম। আমরা আমাদের অবস্থান নিই একটি খালে। সে সময় পাকতিয়া প্রদেশের জাজাই জেলায় যুদ্ধ চলছিল এবং শত্রুরা সেখানে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাচ্ছিল।

সকালে একটি রসদ ও শক্তিবর্ধক বহর আসে। তারা আমাদের অ্যামবুশ এলাকায় প্রবেশ করলে আমরা গুলি ছোড়া শুরু করি এবং পূর্ব দিকের অ্যামবুশ দলটিও আক্রমণ শুরু করে। আমরা দুটি সাঁজোয়া যান, তিনটি জিপ এবং আটটি ট্রাক ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করি। কিছু ট্রাক কাবুলের দিকে ফিরে যায় এবং কিছু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। 'কিল জোন'-এর বাইরে কিছু অক্ষত ট্রাক ফেলে রাখা ছিল। মৃত ও আহত সৈন্যরা জমিনে ছড়িয়ে ছিল। কিল জোনে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনই পড়ে ছিল। আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। একটি জিপে আমরা কিছু সিনেমা প্রজেক্টর পাই। এছাড়াও আমরা ১১টি একে রাইফেল, দুটি পিস্তল এবং একটি ভারী মেশিন গান (যা একটি সাঁজোয়া যান থেকে নামানো হয়েছিল) দখল করি। আমরা যতটা সম্ভব নিয়ে নেই এবং লুণ্ঠিত মাল ভাগ করে নিই। HIH সব প্রজেক্টর নিয়ে যায়। এরপর আমরা প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ওয়াজির কালায় চলে যাই।

হেলিকপ্টার গানশিপ আসে এবং আমাদের পুরোনো অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। চারটি সোভিয়েত হেলিকপ্টার আসে এবং তাদের মৃত ও আহত সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা ওয়াজির কালায় দুই-তিন ঘণ্টা অবস্থান করি। এই সময় হেলিকপ্টারগুলো বোমাবর্ষণ ও গুলিবর্ষণ করছিল। বিকেলের দিকে পরিস্থিতি শান্ত হলে আমরা আবার এলাকায় ফিরে যাই এবং খোঁজখবর নেই যে আর কিছু রয়ে গেছে কি না। সেই সময় আমরা ভারী মেশিন গান ও প্রজেক্টরগুলো সরিয়ে নিয়ে যাই। আমরা একটি চলমান বাস থামিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে দিয়াশলাই চাই। প্রথমে তারা দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যেন তারা সহযোগী না হয়। পরে আমরা তাদের পকেট তল্লাশি করে কিছু দিয়াশলাই পাই এবং ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিই।

দুই দিন পরে, সোভিয়েত বাহিনী আমাদের পুরনো অবস্থান খুঁজে দেখতে একটি বাহিনী পাঠায়। ১৩ জন মুজাহিদীন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেবল বারিয়ালি, HIH-এর আসেফ এবং আমি যুদ্ধ শেষে বেঁচে ছিলাম।

COMMENTARY: সোভিয়েত ও মুজাহিদীন–দুই পক্ষই একটি ধরণ অনুসরণ করত। মুজাহিদীনরা মামুর হোটেল অ্যামবুশ সাইটটি বারবার ব্যবহার করেছে, কিন্তু তবুও সোভিয়েত বা ডিআরএ (আফগান সরকারি বাহিনী) সম্ভবত খুব কমই সৈন্য নামিয়ে ওই এলাকা তল্লাশি চালিয়েছে, অ্যামবুশ ব্যর্থ করার জন্য কিংবা পাল্টা অ্যামবুশ বসানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে। এই শেষ উদাহরণটি ১৯৮৬ সালের, তবুও দেখা যাচ্ছে যে সোভিয়েতদের কোনো শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা ছিল না। বিমান সহায়তা বিলম্বিত, আর্টিলারির সহায়তা অনুপলব্ধ এবং অ্যামবুশ মোকাবেলার জন্য কোনো রিজার্ভ বাহিনীও নেই। আগ্রাসী টহল, বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পাল্টা-অ্যামবুশ বাহিনী এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক গোয়েন্দা তথ্যের ঘাটতি ছিল।

সোভিয়েত/ডিআরএ বাহিনীর আদর্শ পাল্টা-অ্যামবুশ কৌশলগুলোর মধ্যে ছিল কলামের সামনে আকাশপথে টহল, সামনে ইঞ্জিনিয়ার দল দ্বারা মাইন শনাক্তকরণ, কলামের সামনের দিকে সাঁজোয়া যান, কলামের ভেতরে মাঝে মাঝে সাঁজোয়া যান এবং শক্তিশালী পিছনের নিরাপত্তা দল। যখন অ্যামবুশে পড়ত, তখন কলামের সাঁজোয়া যানগুলো পাল্টা গুলি চালাত, আর সাধারণ যানগুলো (সফট-স্কিন) কিল জোন থেকে দ্রুত বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। অ্যামবুশের শিকার বাহিনী খুব কমই সৈন্য নামিয়ে অ্যামবুশ স্থল পরিষ্কার করত বা মুজাহিদীনদের ধাওয়া করত।

মুজাহিদীনরা একই অ্যামবুশ এলাকায় অবস্থান পাল্টে অ্যামবুশ বসাত। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কলামের দুর্বলতম অংশে আঘাত করা–সাধারণত কলামের মাঝখান বা পিছনের দিকে–উদ্দেশ্য যতক্ষণ না পুরো কলামটিকে আটকানো হয়। অধিকাংশ অ্যামবুশে, অল্পসংখ্যক উচ্চ-চলনশীল মুজাহিদীন সামান্য রসদের সাহায্যে দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে হামলা চালাতে পারত, তবে তারা দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে সক্ষম ছিল না।

RPG-7 সম্ভবত মুজাহিদীনদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিল। যখন এটি কাছাকাছি থেকে এবং অতর্কিতে ব্যবহার করা হতো, তখন তা ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলত।

এই অঞ্চলে মুজাহিদীনদের অ্যামবুশগুলো ছিল অনেক বিস্তৃত ফ্রন্টে। এর কারণ ছিল খোলা ভূখণ্ড এবং কনভয় যানবাহনের মাঝে দূরত্ব। কনভয় SOP (Standard Operating Procedure) অনুযায়ী, প্রতিটি গাড়ির মাঝে কমপক্ষে ১০০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখা হতো। অ্যামবুশ সফলভাবে কার্যকর করতে হলে মুজাহিদীনদের এমন একটি বড় কিল জোন তৈরি করতে হতো, যা পশ্চিমা সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক বড়।

ঘটনা ৩

AMBUSH SOUTH OF THE TANGI WAGHJAN GORGE

by Haji Sayed Mohammad Hanif

মে ১৯৮১ সালে, আমরা কোলানগার জেলা, লগার প্রদেশে (মানচিত্র ৪ – কোলানগার) অন্য মুজাহিদীনদের সঙ্গে একটি অ্যামবুশ অভিযানে অংশ নিই। আমরা ছিলাম ১১ জন মুজাহিদীন—একটি RPG-7, সাতটি কালাশনিকভ, এবং দুটি এনফিল্ড রাইফেল নিয়ে। আমরা আগের রাতে এলাকায় প্রবেশ করি, একটি গ্রামে রাত কাটাই এবং পরদিন সকালে কোলানগার জেলা সদর দপ্তরের উত্তরে অ্যামবুশ স্থাপন করি।

আমাদের জানানো হয়েছিল যে একটি কনভয় কাবুল থেকে গারদেজ অভিমুখে আসছে, তাই দিনের আলোতেই আমরা অ্যামবুশ প্রস্তুত করার সময় পেয়েছিলাম, কারণ এসব কনভয় সাধারণত সকালবেলা, সূর্য ওঠার অনেক পর কাবুল ত্যাগ করত। কাবুল থেকে অ্যামবুশ স্থল প্রায় ৫০ কিলোমিটার উত্তরে। আমরা আমাদের অ্যামবুশ স্থাপন করি টাংগি ওয়াঘজান গর্জ-এর দক্ষিণে। এখানে একটি নদী সড়কের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হওয়ায়, শত্রুর চলাচল সীমিত হয়ে যায় এবং অ্যামবুশ বাহিনীর জন্য সুবিধাজনক ফায়ারিং পজিশন তৈরি হয়।

আমরা একটি ধসে পড়া বৈদ্যুতিক টাওয়ার রাস্তার ওপর ফেলে একটি ব্যারিকেড তৈরি করি। মোল্লা লতিফ, আমাদের RPG গানের জন্য একটি ফায়ারিং পজিশন তৈরি করি এবং দুইজন মুজাহিদকে নদীর ধারে পজিশনে রাখি। তারপর বাকিদের অবস্থান নির্ধারণ করি এবং পাশের কিছু ঘরে গিয়ে সকালের খাবার খেতে যাই। তখন স্থানীয় জনগণের মধ্যে আমরা এতটাই জনপ্রিয় ছিলাম যে রসদের কোনো চিন্তা ছিল না—লোকজন নিজেদের ঘরে খাওয়াত বা রান্না করা খাবার পাঠিয়ে দিত। মোল্লা লতিফ তার RPG পজিশনে রেখেই গিয়েছিল, কারণ আশপাশে লোকজন ঘোরাফেরা করছিল এবং তারা নজর রাখছিল।

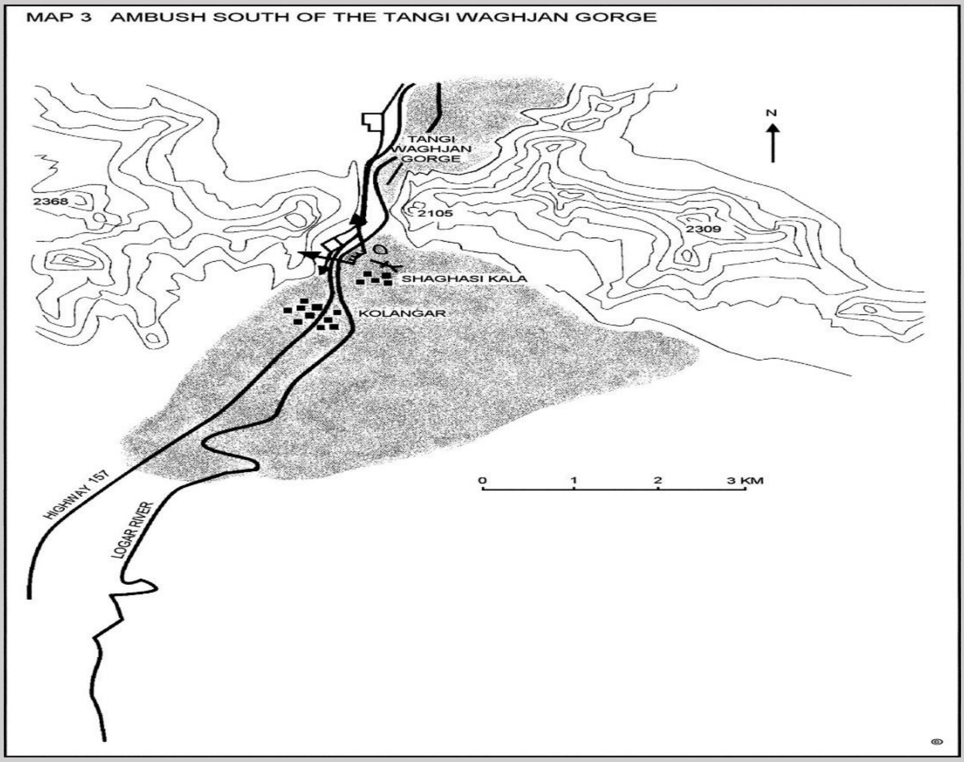
আমরা যখন নির্ভারভাবে সকালের খাবার উপভোগ করছিলাম, কিছু লোক এসে জানায় যে উত্তর থেকে কনভয় আসছে। সময় ছিল সকাল ১০টা। আমরা দৌড়ে পজিশনে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই কনভয়ের সামনের ট্যাঙ্কটি আমাদের রাস্তার ব্যারিকেডের সামনে আসে। ট্যাঙ্কচালক ট্যাঙ্ক থেকে নেমে ব্যারিকেড সরিয়ে আবার উঠে চালিয়ে এগিয়ে যায়। আমরা তখনো পজিশনে পৌঁছাইনি।

মোল্লা লতিফ দম নিতে নিতে তার RPG তুলে প্রথম গুলি চালায়—মিস করে। দ্বিতীয়বার গুলি করে, আবার মিস। তখনো তার নিশানা স্থির ছিল না। এরপর সে আবার গুলি ভরে, পজিশন ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে, এবং সরাসরি রাস্তায় বসে ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এবার গুলি ঠিকঠাক লাগে, ট্যাঙ্কটি আগুন ধরে পুড়ে যায়।

এই ট্যাঙ্কটি তখন টাংগি ওয়াঘজান গর্জ থেকে বের হচ্ছিল। রাস্তাটি সরু থাকায় এই জ্বলন্ত ট্যাঙ্ক পুরো কনভয়কে আটকে দেয়। আশপাশের অন্যান্য এলাকার মুজাহিদীন এসে গর্জ ধরে কনভয়ের দিকে এগিয়ে গুলি ছোঁড়ে। এই সরবরাহ কনভয়ে খুব একটা প্রতিরোধ ছিল না। কনভয়ে ১৫০ থেকে ২০০টি ট্রাক ছিল, যেগুলোতে খাবার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ছিল।

যা পারতাম, নিয়ে যাই। শত শত মুজাহিদীন এসে কনভয় লুট করে। আমার দলের জন্য ১৫টি ট্রাক দখল করি, যেগুলো আমরা পরে দুরু উপত্যকার ঘাঁটিতে নিয়ে যাই। যেগুলো নিতে পারিনি, সেগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিই। আমরা অঞ্চল ত্যাগ করি দুপুর ১টা নাগাদ।

আমরা চলে যাওয়ার পরে, হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমান এসে অ্যামবুশ এলাকার আশপাশে বোমাবর্ষণ করে। যদিও আমরা আগাম সতর্কতা ছাড়া অ্যামবুশ শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলাম, তারপরও এই অ্যামবুশ অত্যন্ত সফল হয়েছিল।



আমরা অ্যামবুশ পজিশনে ঠিক সময়মতো পৌঁছাতে পারিনি–এর একটি নির্দিষ্ট কারণ ছিল।

সাধারণত, অ্যামবুশের আগে, আমরা অ্যামবুশ পজিশন নির্বাচন ও প্রস্তুত করতাম, কিন্তু পজিশন দখল করতাম না। কারণ, কনভয় আসার আগে হেলিকপ্টারগুলো পথ ধরে উড়ে যেত, অ্যামবুশ বা রোডব্লক শনাক্ত করার জন্য।

সাধারণত, এই হেলিকপ্টার ওভারফ্লাই-ই আমাদের জন্য ছিল সংকেত–কনভয় আসছে। তখনই আমরা রোডব্লক বসাতাম ও পজিশন দখল করতাম।

কিন্তু এই বিশেষ অভিযানে, কোনো কারণবশত আমরা আগেই রোডব্লক বসিয়ে ফেলি, এবং হেলিকপ্টারের ওভারফ্লাইও হয়নি।

পরে আমি জানতে পারি কেন হেলিকপ্টার আসেনি।

ডিআরএ (DRA) প্রেসিডেন্ট বাবরাক কারমাল সেদিন মস্কো যাচ্ছিলেন, এবং সেই কারণে কাবুলের আকাশে "নো-ফ্লাই জোন" জারি করা হয়।

ফলে, হেলিকপ্টারগুলো মাঠে নামিয়ে রাখা হয় অথবা গজনিতে গিয়ে রিফুয়েল করতে হয়। এ কারণে তারা এই রুটে ওভারফ্লাই করতে পারেনি এবং অ্যামবুশ প্রতিরোধমূলক স্কাউটিংও করতে পারেনি।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনরা খুব দ্রুত সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনীর কৌশলগত ধরন ও পদ্ধতি বুঝে নেয় এবং সেগুলোর ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। এর ফলে মুজাহিদীনদের প্রতিক্রিয়াগুলো প্রায়শই **স্টেরিওটাইপ বা পূর্বনির্ধারিত** হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এর বিপরীতে, সোভিয়েত বা ডিআরএ বাহিনী প্রায়ই মুজাহিদীনদের আচরণ বা কৌশলের প্যাটার্ন ধরতে ব্যর্থ হয় অথবা সেগুলো মাঠ পর্যায়ের কমান্ডারদের জানিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়।

এই ঘটনাটিতে, টাংগি ওয়াঘজান গর্জ ছিল একটি স্পষ্ট চোক পয়েন্ট ও উপযুক্ত অ্যামবুশ এলাকা। কনভয়ের কমান্ডারের উচিত ছিল

- গর্জে প্রবেশের আগে **আগ্রিম টহলদল বা সিকিউরিটি ইউনিট পাঠানো,**
- গর্জের **প্রবেশপথ,**
- **উঁচু স্থানসমূহ,** এবং
- **প্রস্থানপথ** দখলে রাখা।

কিন্তু তিনি তা করেননি।

কনভয়ের **সামনের সাঁজোয়া যান** (lead armored vehicle) একটি **রোডব্লক** লক্ষ্য করে সেটি সরিয়ে ফেলে। এটি ছিল একটি **সতর্কবার্তা**, কিন্তু ততক্ষণে কনভয়ের একটি বড় অংশ ইতোমধ্যে গর্জে প্রবেশ করে ফেলেছিল।

প্রাথমিক গাড়িগুলোর দূরত্ব এবং কনভয় যেন গর্জে 'জট পাকিয়ে' না পড়ে—এই বিষয়ে কমান্ডারের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, **প্রায় ৭০ থেকে ১৫০টি গাড়ি** এই **তিন কিলোমিটার দীর্ঘ গর্জে** ফাঁদে পড়েছিল।

এই চালকেরা মূলত আশা করেছিল বাহিনীর ফায়ারপাওয়ার তাদের রক্ষা করবে, কিন্তু কনভয় তেমন গোলাবর্ষণ সক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারেনি, ফলে তারা নিজেদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

হেলিকপ্টারের ভূমিকা:

হেলিকপ্টার কনভয় সিকিউরিটিয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা—

- **গোয়েন্দা ও স্কাউটের কাজ করে,**
- **দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর বাহিনী হিসেবে কাজ করে,**
- এবং **উঁচু জায়গা দখলে সিকিউরিটি ফোর্স স্থানান্তর করতে সাহায্য করে।**

এই ঘটনায় হেলিকপ্টার না থাকায় কনভয় প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও ফায়ারপাওয়ার (firepower) হারিয়ে ফেলে।

মুজাহিদীনের দুর্বলতা:

মুজাহিদীনদের প্রয়োজন ছিল—

- **রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা**
- এবং **প্রাথমিক সতর্কতা চৌকি,**
  যেগুলো কনভয়ের বা বিমান উপস্থিতির আগাম বার্তা দিত।

কিন্তু **যুদ্ধের এই পর্যায়ে,** খুব অল্প মুজাহিদীনই **কৌশলগত রেডিও যোগাযোগের সুযোগ** পেত।

সারসংক্ষেপে, মুজাহিদীনরা সোভিয়েত বাহিনীর পুনরাবৃত্তি কৌশল কাজে লাগিয়ে সফলভাবে অ্যামবুশ পরিচালনা করলেও, উভয় পক্ষের মধ্যে **শেখার গতি ও সক্ষমতায় বড় ফারাক** ছিল।

ঘটনা ৪

AMBUSH AT KANDAY

by Doctor Mohammad Sadeq

আমরা কুনার উপত্যকার নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিআরএ এবং সোভিয়েত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছি। এই এলাকা পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এবং অত্যন্ত পর্বতশ্রেণীপূর্ণ ও বনভূমিতে ঢাকা। অনেক পর্বত ৫,০০০ মিটার উচ্চতাও ছাড়িয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী তুষারাবৃত। আমরা কুনার নদীর পাশে শেওয়া জেলার মধ্যে অপারেশন চালাতাম। সেখানে পর্বতগুলো ততটা উঁচু নয়, এবং প্রধান ভূ-প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল কুনার নদী এবং এর সঙ্গেই চলমান মহাসড়ক।

সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে, আমরা জলালাবাদ থেকে কুনারগামী একটি সামরিক সরবরাহের কনভয় (মার্চ) ঘাতকযুদ্ধে আক্রমণ করি (মানচিত্র ৫ - কানদাই)। কনভয়টি প্রায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল। আমার হাতে ছিল ২২ জন মুজাহিদীন, যাদের মধ্যে দুই জনের কাছে ছিল আরপিজি-৭, চারজনের কাছে ছিল একে-৪৭ কালাশনিকভ এবং ষোলোজনের কাছে ছিল বোল্ট-অ্যাকশন এনফিল্ড রাইফেল।

আমি কুনার নদীর উত্তরে কানদাইয়ে উঁচু জমিতে অ্যামবুশ স্থাপন করি। আমার বাহিনীকে দুটি ভাগে ভাগ করি — একটি সহায়ক দল এবং আরেকটি অ্যামবুশ ও আক্রমণ দল। সহায়ক দলটি ছিল উঁচুতে, আর অ্যামবুশ ও আক্রমণ দলটি ছিল সড়কের পাশে নিচু জায়গায়। যখন কনভয়টি আসছিল, আমরা প্রথমে এটি পার হতে দিলাম। আমি চেয়েছিলাম আক্রমণ শুরু হবে কনভয়ের শেষাংশে।

কনভয়ের শীর্ষ দিক যখন জিরায়বাবার কাছে পৌঁছালো, যা কানদাই থেকে ছয় কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, তখন একটি সংকেত আমাদের জানালো। আমরা তখন আরপিজি দিয়ে কনভয়ের ওপর গুলি চালাই। একটি সাঁজোয়া যান রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের দিকে গুলি চালাতে এলে সেটি আমাদের বোমাবাজি করে স্থাপন করা অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন উপর ধাক্কা দেয় এবং বিস্ফোরিত হয়। আমরা আরপিজি-৭ দিয়ে সেটিও আঘাত করি। এছাড়াও আমরা একটি জিল ট্রাককে আঘাত হানে। আমাদের আক্রমণের ফলে কনভয় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; এর একাংশ কুনারে চলে যায়, আর অপরাংশ জলালাবাদের দিকে ফিরে যায়। আমরা যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায় লড়াই চালিয়ে যেতে পারিনি এবং সরে আসতে বাধ্য হই। সাঁজোয়া যান এবং ট্রাক ধ্বংস করার পাশাপাশি আমরা ছয়জন শত্রুকে হত্যা করি। আমার দলের একজন মুজাহিদীন আহত হয়।

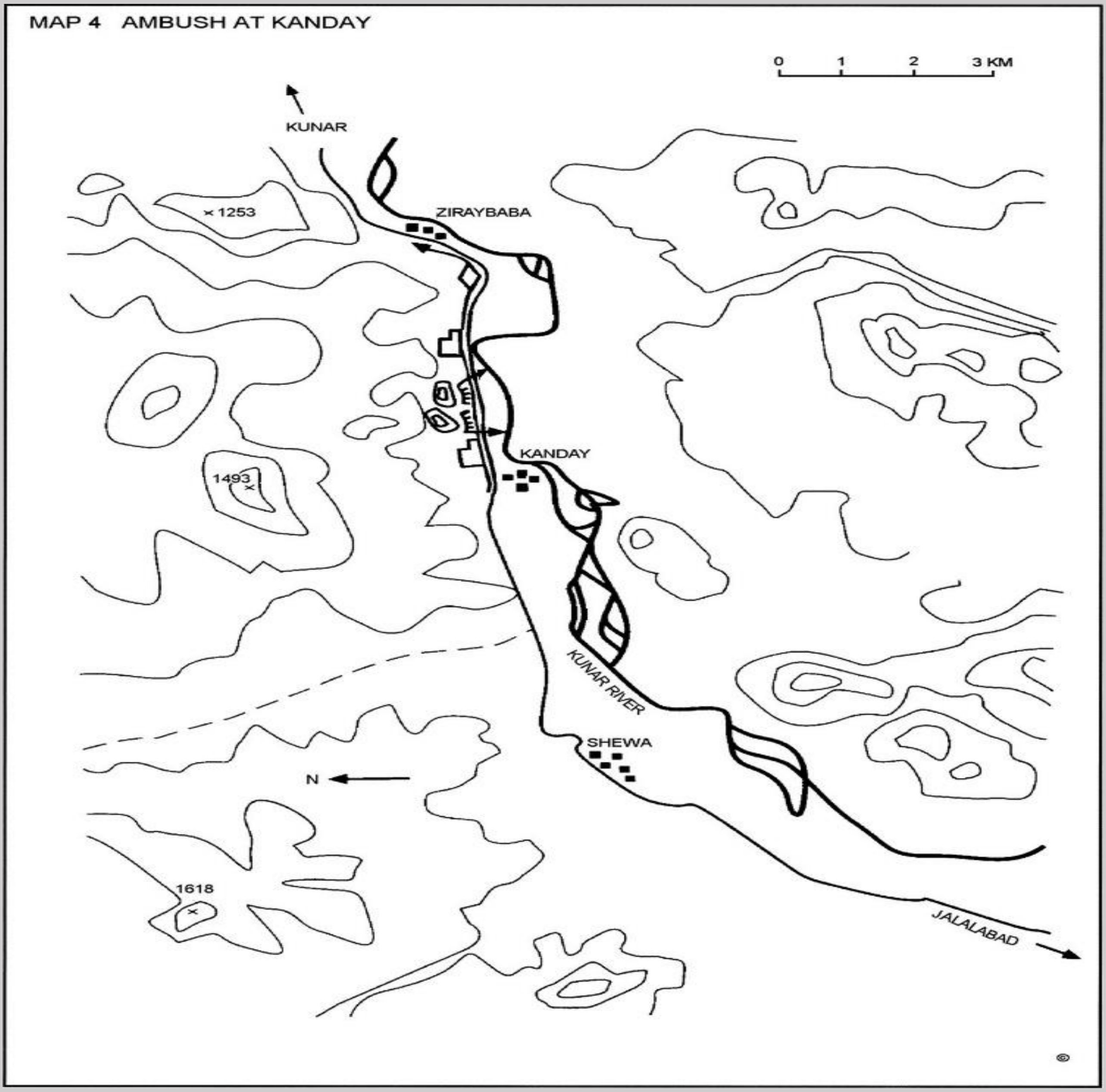
<u>COMMENTARY:</u> দীর্ঘ কনভয় কোথায় অ্যামবুশ (ঘাঁটা) বসাবেন তা সাধারণত নির্ধারিত হয় ভূগোল, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং পালানোর পথ দেখে। সোভিয়েত/ডিআরএ কনভয় কমান্ডারের প্রধান চিন্তা ছিল রাতে সড়কে থাকা এড়ানো এবং তার বড় ধরনের মালসামান সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। সে চায়নি গেরিলাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ঝামেলায় পড়তে।

যদি অ্যামবুশের স্থানটি খুবই সংকীর্ণ হয়, যেমন এখানে নদী এবং সড়ক উঁচু জমির খুব কাছাকাছি ছিল, তবে গেরিলারা সাধারণত কনভয়ের সামনের অংশে হামলা চালায়, রাস্তা বন্ধ করে দেয় সড়ক অবরোধ বা পোড়া গাড়ি দিয়ে।

কনভয়ের সামনের দিকে যদি সাঁজোয়া যান ও ইঞ্জিনিয়ার গাড়ি বেশি থাকে, তবে গেরিলারা সাধারণত কনভয়ের মাঝখান বা পিছনের দিক লক্ষ্য করে হামলা চালায়, কারণ কনভয় কমান্ডার হয়তো তার সামরিক শক্তির বড় অংশ সামনের দিকে রাখতে পছন্দ করবে এবং পিছনের অংশে বেশি মনোযোগ দেবে না।

যদি গেরিলাদের উদ্দেশ্য হয় সরবরাহ ধরা, তাহলে কনভয়ের মাঝখানই সেরা জায়গা, কারণ বেশিরভাগ কনভয়ের পিছনে একটি রিয়ার গার্ড থাকে, আর মাঝখান আলাদা করে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সরবরাহ জিনিসপত্র হাতিয়ে নেওয়া সহজ হয়।

এই ঘটনায়, অ্যামবুশের উদ্দেশ্য ছিল কেবল বিরক্ত করা, সরবরাহ জব্দ করা নয়। অ্যামবুশ সাইটটি নদী ও রাস্তার কাছাকাছি হওয়ায় সংকীর্ণ ছিল, তবে সাঁজোয়া যান ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল। অ্যামবুশ কমান্ডার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কনভয়ের পিছনের দিকে হামলা চালাবেন, কিন্তু যথেষ্ট সামনের দিকে যাতে রিয়ার গার্ডের প্রতিরোধ এড়ানো যায়।

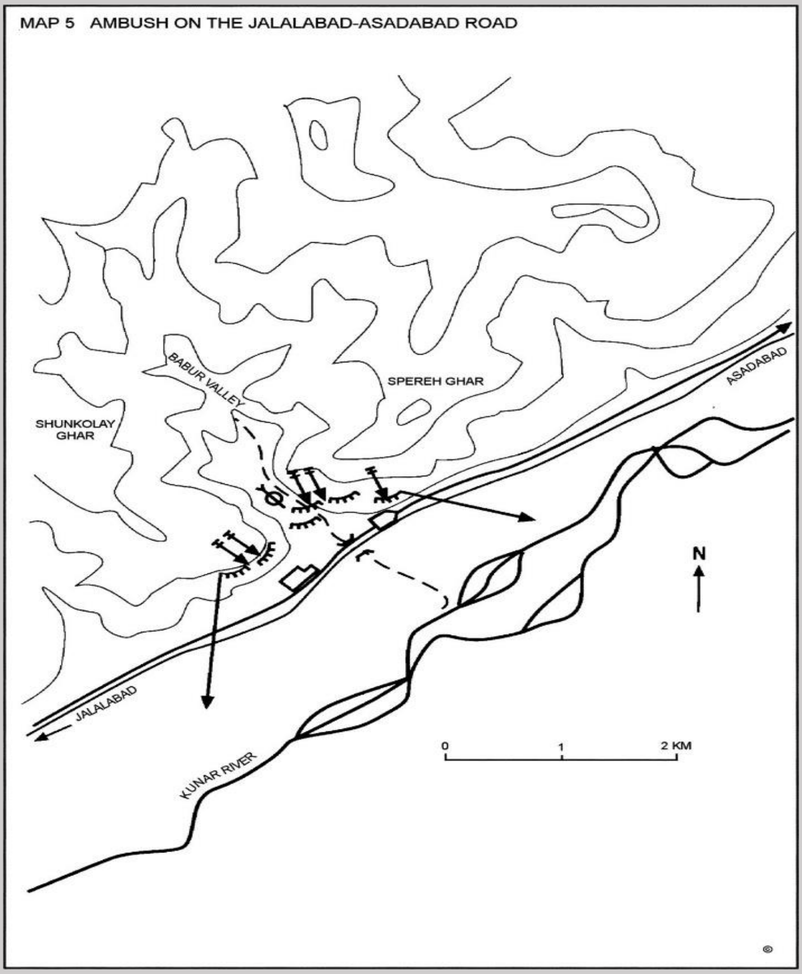


ঘটনা ৫

AMBUSH ON THE JALALABAD–ASADABAD ROAD

by LTC Haji Mohammad Rahim

জালালাবাদ-আসাদাবাদ সড়কটি বাবর উপত্যকার মুখের পাশে দিয়ে যায় (যাকে আমরা ইসলামদারা — ইসলামের উপত্যকা — বলে ডাকতাম)। আমার ঘাঁটি ছিল ওই উপত্যকায়, যেখানে ছিল ১৫০ জন মুজাহিদীন, একটি ৮২ মিমি রিকোয়েললেস রাইফেল, তিনটি ডিএসএইচকে হেভি মেশিনগান, একটি গোরিউনভ মিডিয়াম মেশিনগান, পাঁচটি আরপিজি-৭ এবং কিছু কালাশনিকভ ও এনফিল্ড রাইফেল। ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে আমি অ্যামবুশ বসানোর সিদ্ধান্ত নিলাম উপত্যকার মুখে। জায়গাটি অ্যামবুশের জন্য একদম উপযুক্ত (মানচিত্র ৬ - বাবর)। উপত্যকার মুখটি ইউ-আকৃতির অ্যামবুশের সুযোগ দেয়, যার কিল জোন প্রায় ১০০০ মিটার দীর্ঘ। ঘন বনযুক্ত উপত্যকা আমাদের দ্রুত বনঘেরা পাহাড়ে পালানোর সুযোগ দেয়।
আমি ডিএসএইচকে মেশিনগানগুলো উঁচুতে বসালাম আর পাঁচটি আরপিজি ও রিকোয়েলেস রাইফেল সড়কের কাছে রাখলাম। আমার ফোর্সের তিনটি অবস্থান ছিল–স্পেরেহ গাহরের নিচে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, উপত্যকার তলদেশ এবং শুংকোলাই গাহরের রিজ, যা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ করে। আমি নিজে উপত্যকার তলদেশের কেন্দ্রে অবস্থান করলাম, যেখানে অ্যামবুশ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। আমার কাছে উভয় পাশে ফায়ারের (গোলাগুলি) জন্য ভালো সুযোগ ছিল।
পাহাড়ি ভৌগোলিক অবস্থা শত্রুকে এক জায়গায় জড়ো হয়ে অ্যামবুশের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ দেয়নি। নদী শত্রুকে ঘুরে ফেরা কঠিন করে দিয়েছিল। পালানোর রাস্তা বন দিয়ে ঢাকা ছিল।



জালালাবাদ থেকে একটি সরবরাহ কনভয় এসেছিল। আমরা প্রথমে তাদের কিছু অংশ পার হতে দিয়েছিলাম, তারপর কনভয়ের মাঝামাঝি অংশে হামলা শুরু করলাম। শত্রুকে তিনটি দিক থেকে আঘাত করা হয়েছিল। আমরা তিনটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করলাম এবং এক তরমুজ ও অন্যান্য ফল ভর্তি ট্রাক, আরেকটি টাকা ভর্তি ট্রাক ধ্বংস করলাম। শত্রুর কিছু লোক পালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নদীর নানা শাখার কারণে তারা আটকে পড়েছিল। টাকা ভর্তি ট্রাক আগুনে পুড়ে গেল, কিন্তু আমরা যত পারলাম টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম, পরে সবাইকে 'পে-ডে' দিলাম। আমার কাছে এখনও কিছু পোড়া নোট আছে, একদিন আমি ভালো নোটের সঙ্গে বদলাবো।

শত্রুরা পাল্টা লড়াই ও কৌশল করেও ভালো অবস্থান খুঁজে পায়নি। অবশেষে শত্রুর হেলিকপ্টার গানশিপগুলি এসে আমাদের অবস্থান থেকে বের করে দেয়। গাছের ভেতর দিয়ে আমাদের গোপন পালানোর পথগুলো আমাদেরকে গানশিপগুলোর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল।। সামেহ জান হেজরান (চাকদারা থেকে) নিহত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন শিক্ষক। আমার দলে একজন আহতও হয়েছিল। শত্রুর ক্ষতি অজানা, কারণ তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। পরের দিন ডিআরএ এসে ক্ষতিগ্রস্ত সাঁজোয়া যান গুলো তুলে নিয়ে গেছে।

COMMENTARY: মুজাহিদীনরা বেতনহীন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, তাই টাকা ভর্তি ট্রাকটি তাদের জন্য এক বিশাল সুবিধা ছিল। মুজাহিদীনদের পরিবার পরিচালনা করতে হতো, তাই সাধারণত কোনো অ্যামবুশ বা দস্যুতার শিকার থেকে পাওয়া সমস্ত ভারী অস্ত্র এবং শিকার থেকে ১/৫ অংশ কমান্ডারের জন্য রাখা হতো। বাকী ৪/৫ অংশ লড়াকু মুজাহিদীনদের মধ্যে ভাগ করা হতো। কেউ কেউ পাকিস্তানে নিজেদের জব্দকৃত কালাশনিকভগুলো নিয়ে যেতেন, সেখানকার বাজারে সেগুলো বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ পরিবারের জন্য পাঠাতেন। মুজাহিদীনদের পৃষ্ঠপোষকতা করা রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানের বাজার থেকে এসব অস্ত্র কিনে মুজাহিদীন দলের নেতা ও কমান্ডারদের কাছে বিতরণের জন্য পাঠাতো।
এখানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল রহিমের সামরিক পেশাদারিত্ব খুবই স্পষ্ট। তার অ্যামবুশ প্রস্তুতি একদম বই অনুসারে এবং অত্যন্ত কার্যকর ছিল। হয়তো তিনি কিল জোনের মাঝামাঝি সেতুটি ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা করলে সেতু মেরামত করার জন্য একটি রক্ষিত মেরামত দল তার ঘাঁটির খুব কাছাকাছি দীর্ঘদিনের জন্য অবস্থান করতে হতো, যা তার চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটাতো। তাই সে সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্থির ছিল।

ঘটনা ৬

NO–PULA AMBUSH

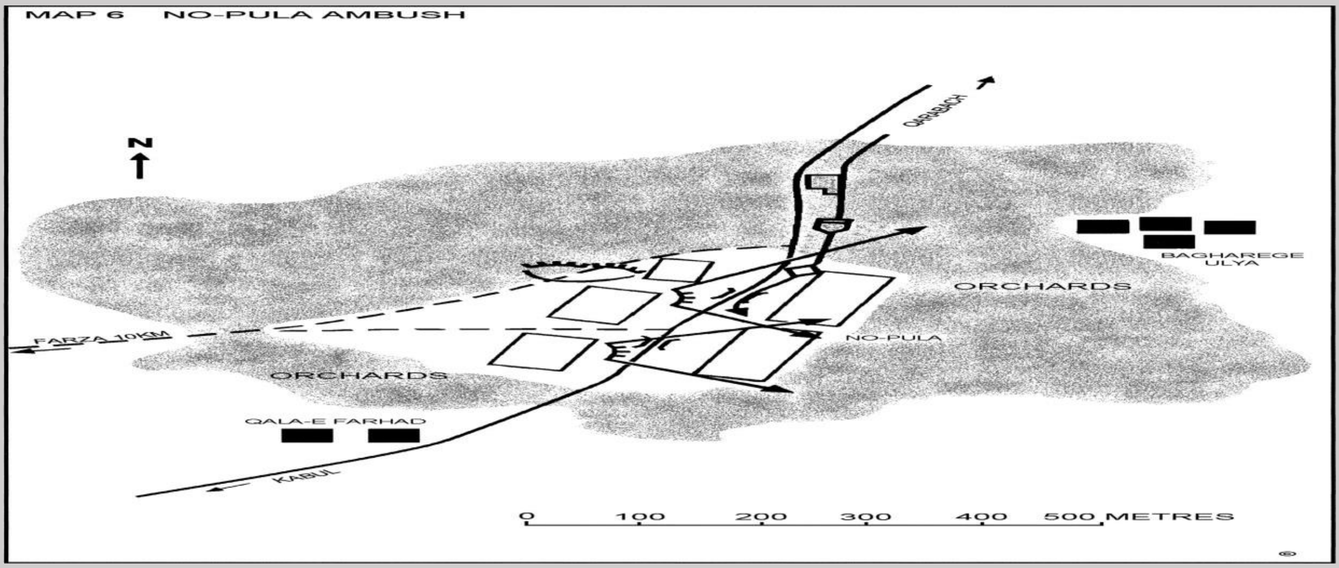
by Commander Sofi Lal Gul

ডিসেম্বর ১৯৮০ এ, আমি ১২ জন মুজাহিদীন নিয়ে কাবুল-চারিকার মহাসড়কের নো-পুলা, কাড়া বাগ নিকটস্থ স্থানে একটি অ্যামবুশ পরিচালনা করেছিলাম। আমাদের অস্ত্র ছিল কালাশনিকভ রাইফেল এবং দুটি RPG-7। আমি অ্যামবুশ সাইট নির্বাচন করেছিলাম এমন একটি জায়গায় যেখানে বাগান এবং অন্যান্য গাছপালা সড়কের কাছে ঢেউখেলানো পথ এবং লুকানো অবস্থান প্রদান করত। আমরা ফারজা থেকে, যা পশ্চিমে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে, রাত থেকে বেরিয়ে সূর্যোদয়ের আগে অ্যামবুশ সাইটে পৌঁছেছিলাম। আমি আমার বাহিনীকে দুইটি অ্যামবুশ পজিশনে সাজিয়ে রাখলাম সড়কের কাছে এবং একটি তিনজনের ফ্ল্যাঙ্ক নিরাপত্তা দল রেখেছিলাম একটি রাস্তা জংশনে, যা প্রধান মহাসড়কের সাথে মিলিত।
(মানচিত্র ৭ - নো-পুলা)

প্রায় ০৯০০ ঘণ্টায়, শত্রুর একটি কনভয় ট্রাক, জিপ ও আর্মার্ড যানবাহনের নিয়ে আসে। কনভয়ের শীর্ষভাগ যখন আমাদের অ্যামবুশ জোনের কাছে পৌঁছালো, তখন আমরা RPG-7 দিয়ে একটি প্রধান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করলাম। শত্রুরা আড়াল নিতে চেষ্টা করলেও, আমাদের গোলাবারিতে একটি জিপ এবং একটি APC ধ্বংস হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহনের বিস্ফোরণে কিছু ট্রাক আগুনে পুড়ে যায়। শত্রু ফিরে গুলি চালালেও তাদের পদাতিক সৈন্যরা সরাসরি আক্রমণ চালায়নি। সংঘর্ষ এক ঘণ্টারও কম সময় স্থায়ী হয়। শত্রুর বিমান এসে পৌঁছানোর পর আমরা নিরাপদে যোগাযোগ ভেঙে গ্রিন জোন হয়ে ফিরে আসলাম। আমরা কোনো হতাহতের সম্মুখীন হইনি, আর শত্রুর একটি ট্যাঙ্ক, একটি APC, একটি জিপ এবং আটটি ট্রাক ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনরা অন্ধকারে মোতায়েন হয়ে এবং সড়কের কাছে ঢেকে থাকা এলাকা ব্যবহার করে আক্রমণের প্রথম মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ধাক্কা দিয়ে সফল হয়। কম সংখ্যক সৈন্য থাকার কারণে তাদের একবারই আঘাত করার সুযোগ ছিল, এরপর অবশ্যই সরে যেতে হয়েছে। সিদ্ধান্তহীনতা শত্রুর পক্ষ থেকে অনেক যানবাহনের ক্ষতি করেছে এবং মুজাহিদীনদের নির্বিঘ্নে পালাতে সক্ষম করেছে। শত্রু দ্বারা অ্যামবুশে আক্রান্ত হলে সোভিয়েতদের নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া প্রায়শই এই কারণে ছিল যে, তারা তাদের আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ারগুলোতে খুব কম সংখ্যক পদাতিক সেনা থাকত।



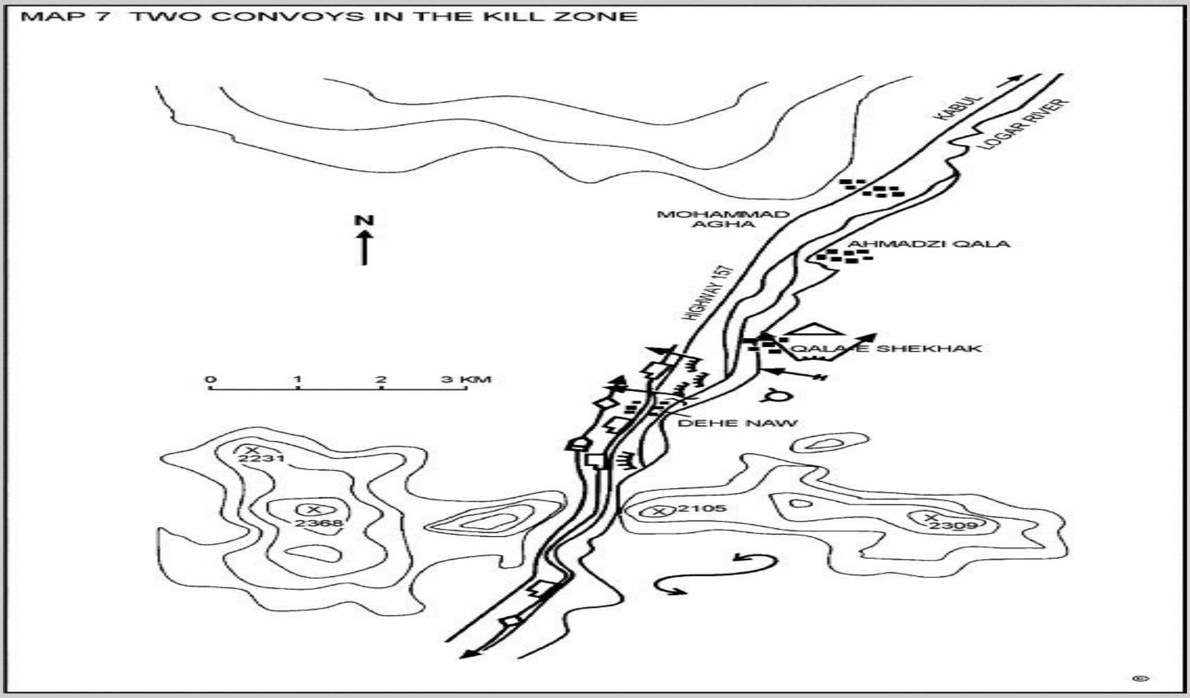
কালাশনিকভ রাইফেল এবং RPG-7 সহ মুজাহিদীনরা কাবুল-চারিকার মহাসড়কের দুই পাশের বাগান ও গাছপালার আড়ালকে কাজে লাগিয়ে সফল অ্যামবুশ চালাতো। যুদ্ধে পরে, সোভিয়েতরা মুজাহিদীনদের এই সুবিধা বন্ধ করার জন্য সড়কের পাশে থাকা বাগান ও গ্রামগুলি ধ্বংস করেছিল।

ঘটনা ৭

Two CONVOYS IN THE KILL ZONE

by Toryalai Hemat

১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মে, সোভিয়েত এবং ডিআরএ (আফগান সরকার) বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত সৈন্য ও রসদ পাকতিয়া প্রদেশে পাঠাচ্ছিল। আমরা ১২ জুলাই মোহাম্মদ আঘা জেলা সদর থেকে দক্ষিণে “হাইওয়ে ১৫৭”-এ একটি হামলা প্রস্তুত করলাম। এটি মামুর হোটেল-এ সংঘটিত হামলার চার দিন পরের ঘটনা। হামলা এলাকা ক্বালা-ই শেখক ও দেহে নবের মধ্যে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল। ক্বালা-ই শেখক মোহাম্মদ আঘার থেকে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে এবং ্দেহে নাও ক্বালা-ই শেখক থেকে আরও তিন কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ক্বালা-ই শেখকে একটি DRA পোস্ট ছিল, যা মাইন দ্বারা ঘেরা ছিল এবং DRA-র সৈন্যরা খুব কমই পোস্ট থেকে বের হতো। আমি মনে করেছিলাম যে DRA আমাদের ওপর গুলি চালাতে পারে, কিন্তু পোস্ট থেকে সরাসরি হামলা করবে না (মানচিত্র ৮ - দুইটি কনভয়)।



আমার দলে ৩৫ জন মুজাহিদীন ছিল। আমি তাদের চারটি দলে ভাগ করেছিলাম–উত্তর অবরোধ দল, হামলাকারী দল, দক্ষিণ সিকিউরিটি দল এবং সহায়ক দল। উত্তর অবরোধ দল DRA পোস্টকে গুলি করে হামলার বিঘ্নতা রোধ করত, হামলা দল কনভয়কে কাছ থেকে আঘাত করত, দক্ষিণ সিকিউরিটি দল দেহে নাও এ অবস্থান করত যেন আমাদের দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাঙ্ক (পার্শ্ব) সুরক্ষিত থাকে এবং দক্ষিণ থেকে আসা সাহায্য বাহিনী আটকানো যায়। এই তিনটি দল AK-47, PK মেশিন গান এবং RPG দিয়ে সজ্জিত ছিল। সহায়ক দলে ছিল একটি ৮২ মিমি মর্টার এবং একটি গোরিউনভ মেশিন গান। আমি সহায়ক দলকে লোগার নদীর পূর্ব তীরে হামলাকারী দলের পিছনে স্থাপন করেছিলাম। সব দল রাস্তার পূর্ব পাশে অবস্থান করেছিল। আমরা ভোরের আগে আহমদজি ক্বালা থেকে সরিয়ে আমাদের অবস্থান গ্রহণ করেছিলাম।

আমাদের কোনো অগ্রিম তথ্য ছিল না কনভয়গুলোর গতিবিধি সম্পর্কে, তবে পাকতিয়ার দিকে প্রচুর কনভয় চলাচল করছিল। সেই সময় সাধারণত প্রতিদিনই একটা কনভয় চলত, তাই এটা ছিল এক ধরনের মুক্ত শিকার। ওই কনভয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলো পেট্রোল ট্যাঙ্কার ছিল। এগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া সহজ, শুধু গুলি করলেই কাজ হয়ে যেত। একবার জ্বালিয়ে দিলে পুরো কনভয়ের মনোবল নষ্ট হয়ে যেত কারণ ধোঁয়া সবাই দেখতে পেত। আমরা সবসময় DRA কনভয়গুলোকে

আঘাত করতে চাইতাম কারণ তারা লড়াই করত না, আর সোভিয়েত কনভয় লড়াই করত। সাধারণত যখন একটা কনভয় আসত, তখন শত্রু সন্দেহভাজন হামলার স্থানে নিরাপত্তা বাহিনী বসাত এবং কনভয় চলে যাওয়া পর্যন্ত বা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করত। অনেক সময় আমরা পুরো কনভয়ের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নেই। আমরা সাধারণত কনভয়ের পিছন অংশে আক্রমণ করতাম কারণ শত্রু পিছনে ফিরে এসে পেট্রোল ট্যাঙ্কারদের সাহায্য করত না। কনভয় অনেক সময় গারদেজে পৌঁছাত, তবে পথে এর কিছু অংশ হারিয়ে যেত। কনভয়ের পিছন থেকে আক্রমণ করা আমাদের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, যদিও কখনো কখনো কনভয়ের পিছনে কিছু APC থাকত।

শত্রুর প্রতিক্রিয়া যখন তারা হত্যা ক্ষেত্রের (কিল জোনের) মধ্যে ধরা পড়ত, সাধারণত তা অকার্যকর হতো। তারা সাধারণত থামত, নামত এবং আড়াল নিত। সাহায্য আসলে তারা পাল্টা আঘাত হানত। আমরা শিখেছিলাম কনভয়ে আঘাত করে সরে পড়তে। আমরা সাহায্য বাহিনী (Reinforcements) বা হেলিকপ্টারের সঙ্গে লড়াই করতে চাইতাম না কারণ আমাদের যথেষ্ট যুদ্ধসক্ষমতা ছিল না এবং আহতদের গুলির নিচ থেকে সরিয়ে নেওয়া খুব কঠিন ছিল।

পরবর্তী সকাল নাগাদ, সোভিয়েত নিরাপত্তা বাহিনী সশস্ত্র যানবাহন নিয়ে আমাদের কাছে আসলো এবং একটি অবস্থান নিয়েছে। তারপর কনভয়টি উত্তরের দিকে থেকে এলো। নিরাপত্তা বাহিনী কনভয়ের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটাল পুরো কনভয় পার হওয়ার আগে। এতে কনভয়ের পিছনের দিকের জ্বালানি ট্যাঙ্কারগুলো আমাদের জন্য রয়ে গেল! আমরা তাদের অবাক করে আঘাত করলাম এবং এটি কার্যকর প্রমাণিত হলো। আমরা একটি জিপ এবং নয়টি ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করলাম। মোহাম্মদ হাসেম তার RPG দিয়ে একটি সশস্ত্র নিরাপত্তা যানবাহন ধ্বংস করেছিল। পরে জানতে পারলাম যে আমাদের হামলার সময় দক্ষিণমুখী কনভয় থেকে দুইজন রাশিয়ান পালিয়ে গিয়েছিল। তারা HIH-এর মুজাহিদীনদের দ্বারা ধরা পড়েছিল।

আমরা যখন হামলার স্থান থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন দক্ষিণ থেকে একটি সোভিয়েত সশস্ত্র কনভয় এলো। আমার দক্ষিণ সিকিউরিটি দল আগেই ফিরে গিয়েছিল, তাই আমরা সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়লাম। তারা আমাদের দিকে বুলেটের আগ্রাসন চালাতে শুরু করলো। চারটি হেলিকপ্টারও আমাদের উপর গুলি ছুড়ছিল। মোহাম্মদ হাসেম তার RPG দিয়ে একটি হেলিকপ্টার আঘাত করেছিল, কিন্তু যুদ্ধ অসম ছিল। আমার দলের সবাই, আমি এবং ইহসান ছাড়া সবাই আহত হয়েছিল–তাদের বেশিরভাগই সরে যাওয়ার সময় আহত হয়েছিল। বেশিরভাগ হালকা আহত হয়েছিল, কিন্তু দুজন এখনও প্যারালাইজড।

ঘটনাটা এমন হলো যে, আমরা যখন দক্ষিণমুখী কনভয়ের পিছনের অংশে হামলা করছিলাম, তখন একই সড়কে উত্তরমুখী একটি কনভয় চলছিল। উত্তরে যাওয়া কনভয়ের সশস্ত্র এবং ভারী সজ্জিত অংশ কিল জোনের কাছে আসলো যখন আমরা সরে যাচ্ছিলাম। হেলিকপ্টারও আসা কনভয়ের আকাশীয় কাভার দিচ্ছিল। যেহেতু আমার দক্ষিণ সিকিউরিটি দল সরে গিয়েছিল, আমরা তাদের আগমন সম্পর্কে জানতাম না যতক্ষণ না তারা আমাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করল।

COMMENTARY:

রোডটি দেহে নাও থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে একটি গভীর উপত্যকা দিয়ে বয়ে যায়। সোভিয়েতরা সম্ভবত এই এলাকায় সমস্যা আশা করছিল এবং সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনীকে আগে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়ে হেলিকপ্টার দিয়ে আকাশ থেকে মোকাবিলা করছিল। নিরাপত্তা দলগুলি অবশ্যই হামলার শেষে শেষ দিকে সরে যাওয়া উচিত–আগে নয়। দক্ষিণ সিকিউরিটি দলটি উঁচু জায়গায় দক্ষিণে অবস্থান করা উচিত ছিল, যেখান থেকে তারা দেখতে পেত। সাধারণ হ্যান্ডহেল্ড ওয়াকি-টকি রেডিও এবং তাদের দায়িত্ব পালন করা নিরাপত্তা দল এই মুজাহিদীন কমান্ডারের জন্য বিপর্যয় এড়াতে পারত।

RPG-7 একটি কার্যকর অ্যান্টি-হেলিকপ্টার অস্ত্র হতে পারে–বিশেষত যখন একসঙ্গে একাধিক RPG গুলি একটি স্থির অবস্থানে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে অথবা হেলিকপ্টারটি মাটিতে থাকাকালে চালানো হয়।

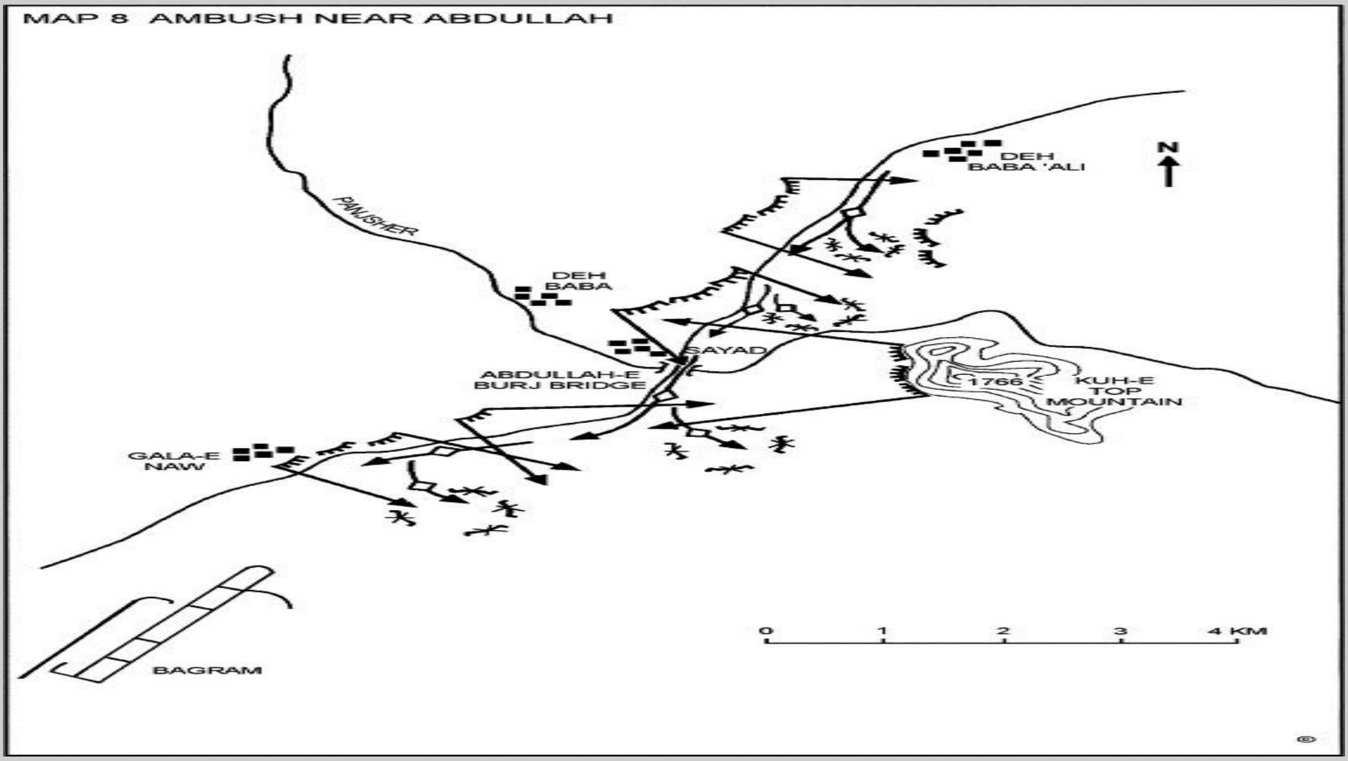
ঘটনা ৮

AMBUSH NEAR ABDULLAH-E BURJ

by Haji Abdul Qader and Haji Qasab

অক্টোবর ১৯৮০ সালে, সোভিয়েত বাহিনী বাগরাম ঘাঁটি থেকে কাপিসা প্রদেশের নেজরাও জেলায় মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে চারদিনব্যাপী একটি অভিযানে বের হয়। সেখানে পৌঁছাতে, তারা পাঞ্জশির নদীর উপর অবস্থিত আবদুল্লাহ-এ বুর্জ সেতু অতিক্রম করে। এই সেতুটি বাগরামকে প্রাদেশিক রাজধানী মাহমুদ-এ রাকি এবং দেহ বাবা আলি, এবং উত্তরে গুলবাহার ও দক্ষিণে সারোবি সহ অন্যান্য বড় শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করে মূল মহাসড়কে অবস্থিত। যেহেতু এই অঞ্চলে পাঞ্জশির নদীর উপর এটি একমাত্র সেতু, মুজাহিদীনেরা বিশ্বাস করত যে সোভিয়েত বাহিনী ফেরার পথে একই রাস্তায় ফিরে আসবে।

আবদুল্লাহ-এ বুর্জ অঞ্চলে অবস্থানরত মুজাহিদীনেরা পরিকল্পনা করে যে তারা সোভিয়েত বাহিনীর ফিরে আসার সময় তাদের ওপর হামলা চালাবে, যখন সৈন্যরা ক্লান্ত থাকবে এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল অবস্থায় থাকবে। তারা ঠিক করে যে তারা তখনই আক্রমণ করবে যখন সোভিয়েত বাহিনী কাপিসা থেকে পারওয়ান প্রদেশে সেতু পার হবে। এই সময় সোভিয়েতরা সবচেয়ে দুর্বল থাকবে, কারণ তাদের কনভয়ের অর্ধেক সেতু পার হয়ে যাবে এবং বাহিনীর দুই ভাগ নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকবে (মানচিত্র ৯ - বুর্জ দেখুন)।



হাজি আবদুল কাদির এবং হাজি কাসাব যৌথভাবে এই হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন। তারা ঠিক করেন যে তারা সোভিয়েত বাহিনীকে কোনোরকম প্রতিরোধ না করে অগ্রসর হতে দেবে যতক্ষণ না কনভয়ের অগ্রভাগ কালা-এ নাও এলাকায় পৌঁছায়, যা সেতু থেকে প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। মুজাহিদীনেরা আগেই কনভয়টি যাওয়ার সময় দেখেছিল এবং জানত যে এটি কতটা দীর্ঘ। তাদের হিসেব অনুযায়ী, যখন কনভয়ের অগ্রভাগ কালা-এ নাও পৌঁছাবে, তখন কনভয়ের অর্ধেক এখনও নদীর উত্তরে থাকবে এবং পেছনের অংশ দেহ বাবা আলির ঠিক দক্ষিণে অবস্থান করবে।

হাজি আবদুল কাদিরের দল (প্রায় ১৫০ জন) সেতুর দক্ষিণে বাগরাম-কাপিসা সড়কের পাশে ও কালা-এ নাও ও আবদুল্লাহ-এ বুর্জের মাঝখানের বাগান ও পাহাড়ে তাদের হামলার অবস্থান নেয়। হাজি কাসাব, স্থানীয় কমান্ডার শাহিনের দলের সহযোগিতায় (মোট প্রায় ২০০ জন), নদীর উত্তরে আবদুল্লাহ-এ বুর্জ এবং দেহ বাবা আলির মাঝখানে অবস্থান নেয়। এই দুই এলাকাই দুই কমান্ডারের নিয়মিত অপারেশন এরিয়া ছিল।

উভয় এলাকায়, মুজাহিদীনেরা তাদের RPG-7 গুলি সড়কের কাছাকাছি রাখে এবং ভারী মেশিনগানগুলো উঁচু স্থানে পিছনে স্থাপন করে। তারা কিছু রিকয়েললেস রাইফেল এবং ৮২ মিমি মর্টার দিয়ে হামলার জন্য অতিরিক্ত সমর্থনও প্রদান করে।

৫ অক্টোবর, মুজাহিদীনরা গোপনে নির্ধারিত অবস্থানগুলোতে মোতায়েন হয় এবং তাদের অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্রের জন্য আড়ালযুক্ত অবস্থান প্রস্তুত করে। সেই বিকেলে সোভিয়েত কনভয়টি ফিরে আসে। এটি বিনা বাধায় আবদুল্লাহ-এ বুর্জ সেতু অতিক্রম করে এবং কনভয়ের অগ্রভাগ বিকেল ৪টার দিকে (১৬০০ ঘণ্টা) কালা-এ নাও এলাকায় পৌঁছে।

এরপর হাজি আবদুল কাদিরের সংকেতে, মুজাহিদীনেরা কনভয়ের পুরো দৈর্ঘ্যজুড়ে ট্যাংক, সাঁজোয়া যান (APC), এবং ট্রাকের উপর একযোগে হামলা চালায়। সোভিয়েত বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়ে যায়।

নদীর দক্ষিণে, সোভিয়েত বাহিনী সড়ক ত্যাগ করে উন্মুক্ত সমভূমির দিকে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক যানবাহন RPG-7 হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে যায়। গাড়িগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং APC থেকে নেমে আসা সোভিয়েত পদাতিক সেনারা ভারী মেশিনগানের গুলির সম্মুখীন হয়।

নদীর উত্তর দিকে, চারপাশে থাকা ফলের বাগান ও আঙুরের ক্ষেতের কারণে যানবাহনের চলাচলের জায়গা সীমিত ছিল। অনেক সৈনিক তাদের যানবাহন পরিত্যাগ করে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে। কেউ কেউ স্রোতে ভেসে যায়, আবার কেউ নদীর ওপারে পৌঁছে খোলা সমভূমির মধ্য দিয়ে বাগরামের দিকে রওনা দেয়। বহু সোভিয়েত সেনা আতঙ্কে ছিল এবং তাদের সামগ্রিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়েছিল।

কিছু সেনা তাদের যানবাহনের চারপাশে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী তৈরি করে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে। অন্যরা যানবাহন পরিত্যাগ করে বাগরামের দিকে পালিয়ে যায়। আনুমানিক ২০ থেকে ৩০টি যানবাহন পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

রাত নামে। সোভিয়েত আর্টিলারি কালা-এ নাও অঞ্চলে মুজাহিদীনদের অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে, কিন্তু তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। মুজাহিদীনরা পুড়ে যাওয়া ও পরিত্যক্ত যানবাহনের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সরঞ্জাম ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সংগ্রহ করে।

পরদিন সকালে, সোভিয়েতেরা বাগরাম থেকে একটি উদ্ধার কনভয় পাঠায়। মুজাহিদীনরা তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যায়। সকাল ৮টায়, সোভিয়েত কনভয়ের অবশিষ্টাংশ বাগরাম ঘাঁটির দিকে ফিরে যায়।

মুজাহিদীনদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল তুলনামূলকভাবে কম–হাজি আবদুল কাদিরের দলের ২ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। শত্রু পক্ষের (সোভিয়েত) মোট ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা অজানা।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনদের সাফল্যের পেছনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

প্রথমত, সঠিকভাবে অ্যামবুশ (হামলার) স্থান নির্বাচন করাই ছিল মূল চাবিকাঠি। মুজাহিদীনরা সোভিয়েত কনভয়টিকে নদীর দু' পাশে ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় আক্রমণ করে, ফলে সোভিয়েতদের দুই ভিন্ন, একে অপরকে সহায়তা করতে না পারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে বাধ্য করে। নদীর দক্ষিণ পাশ দিয়ে পালানো ছাড়া তাদের আর তেমন কোনো গতি ছিল না।

দ্বিতীয়ত, হামলার সময় নির্বাচন ছিল অত্যন্ত উপযুক্ত। বিকেলের শেষ দিকে আক্রমণ চালানোর ফলে মুজাহিদীনরা পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিল সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি সাধনের, কিন্তু সোভিয়েত বিমান বাহিনী প্রতিক্রিয়া জানাতে পর্যাপ্ত সময় পায়নি। সোভিয়েত আর্টিলারি পুরো যুদ্ধক্ষেত্র ঢাকতে পারেনি এবং রাতে গোলাবর্ষণের সময় লক্ষ্য নির্ধারণে কোনো অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক ছিল না বলে মনে হয়।

তৃতীয়ত, মুজাহিদীনরা সম্পূর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে আক্রমণ চালায়। কনভয়টি নির্ভয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল এবং ফেরার সময় কোনো বাধার সম্মুখীন হবে না বলেই ধারণা করেছিল। সৈন্যরা ছিল ঠাণ্ডায় ক্লান্ত ও সতর্কতা হারিয়েছিল। কনভয়ের অগ্রভাগ তখনই বাগরাম বিমানঘাঁটি দেখতে পাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই হামলা শুরু হয়।

চতুর্থত, পুরো কনভয়ের উপর একযোগে হামলা চালানোর ফলে কনভয় কমান্ডারের কাছে আর কোনো রিজার্ভ (সংরক্ষিত) বাহিনী অবশিষ্ট ছিল না, যা জরুরি মুহূর্তে ব্যবহার করা যেত। মুজাহিদীনরা তাদের কম জনবল সত্ত্বেও খুব বিস্তৃত এলাকাজুড়ে অ্যামবুশ সাজিয়েছিল, যার ফলে তারা পুরো কনভয়ের উপর একই সঙ্গে আঘাত হানতে পেরেছিল।

পেছন থেকে ফিরে দেখলে মনে হয়, দক্ষিণে পালানোর পথটিতে মাইন ও মর্টারের ব্যবহারে মুজাহিদীনরা আরও সাফল্য পেতে পারত।

সোভিয়েত কমান্ডার নিজেই তার পরাজয়ে অবদান রেখেছেন।
তিনি তার চলাচলের এলাকায় তথ্য-উপাত্তের অভাবে ভুগছিলেন এবং রিকনেসান্স (গোপন পর্যবেক্ষণ) বাহিনী যথাযথভাবে ব্যবহার করেননি। তিনি অগ্রবর্তী বাহিনী দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো–যেমন আবদুল্লাহ-এ বুর্জ সেতু–আগে থেকেই দখল করেননি। তিনি অত্যন্ত পূর্বানুমেয় ও একঘেয়ে রুটিনে চলছিলেন–যে পথে গিয়েছিলেন, সে পথেই ফেরার চেষ্টা করেন–কিন্তু সেই পথে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেননি। তিনি কনভয়ের সাথে আর্টিলারি ইউনিটগুলো ধাপে ধাপে সাজিয়ে রাখেননি, যাতে দ্রুত গোলাবর্ষণ সম্ভব হতো।

এছাড়া, তার কাছে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার জন্য হেলিকপ্টার গানশিপও (gunship helicopters) প্রস্তুত ছিল না বলেই মনে হয়। তার বাহিনীকে অ্যামবুশ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি এবং হামলার প্রথম মিনিটেই তিনি কনভয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সোভিয়েত বাহিনী রাতের বেলায় সাহায্যে যেতে অসচেতনতা ও অনীহা দেখিয়েছে। বাগরামে অবস্থানরত বাহিনী সম্ভবত ভয় পেয়েছিল যে তারাও অ্যামবুশে পড়বে। তাদের এই নিরাপদ ঘাঁটি ছেড়ে বের না হওয়ার মানসিকতা মুজাহিদীনদের পক্ষে কাজ করেছে।

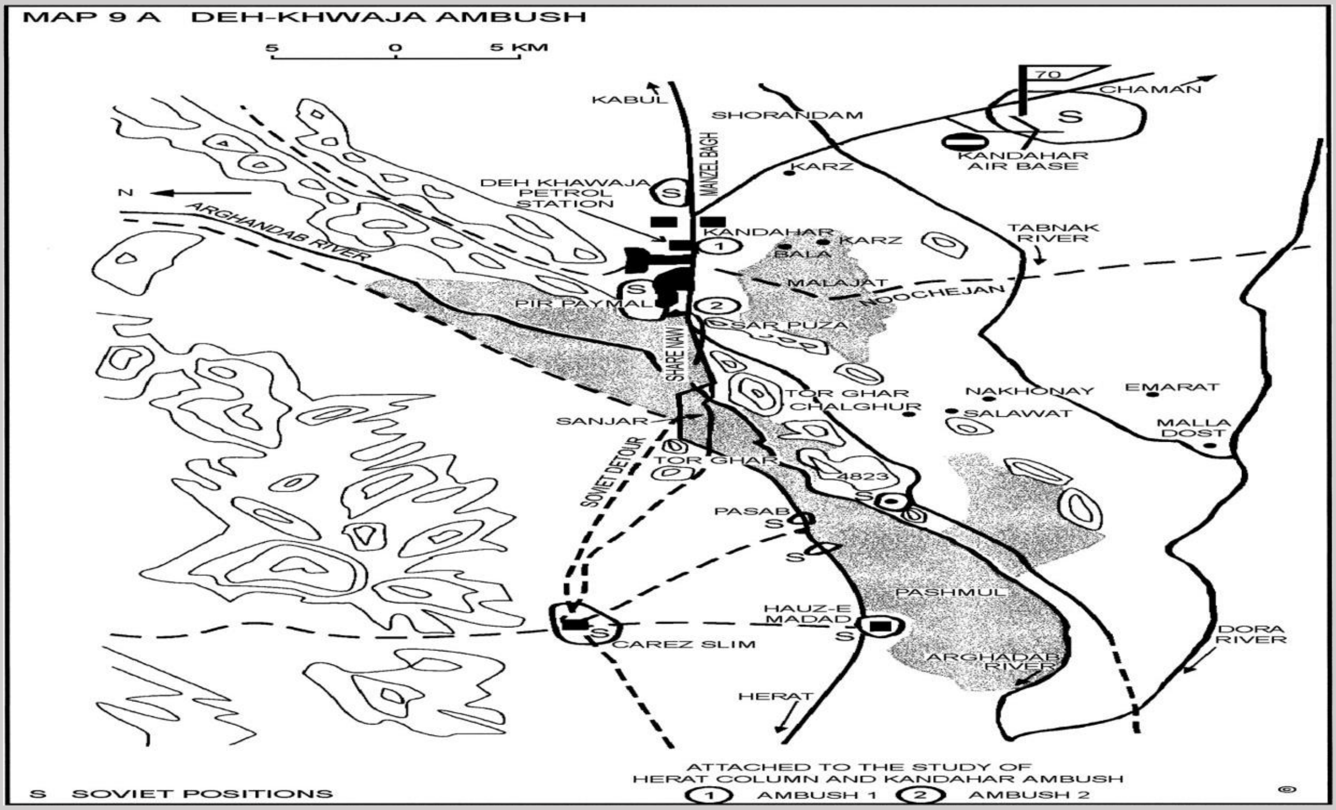
ঘটনা ৯

DEH–KHWAJA AMBUSH

by Commander Mulla Malang

১৯৮২ সালে, সোভিয়েত ৭০তম আলাদা মোটরাইজড রাইফেল ব্রিগেড, আফগান সরকারের (DRA) বাহিনী দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে, কান্দাহার শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাঞ্জওয়ায়ী জেলায় মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে একটি ব্লক অ্যান্ড সুইপ (Block and Sweep) অভিযান শুরু করে। মুজাহিদীন সূত্র অনুসারে, এই ২৫ দিনের অভিযানে শত শত শত্রু ট্যাংক, এপিসি (APC), বিএমপি (BMP) এবং অন্যান্য যানবাহন অংশগ্রহণ করে।
সোভিয়েতদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল:

প্রধান কান্দাহার-হেরাত মহাসড়কে সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনীর কনভয় ও সরবরাহ লাইনের উপর নিরবচ্ছিন্ন হামলা চালানো মুজাহিদীনদের শাস্তি দেওয়া। এলাকায় প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা। সরকার-নিয়ন্ত্রিত জেলা কেন্দ্রের চারপাশে নিরাপত্তা অঞ্চল আরও প্রশস্ত করা।



পাঞ্জওয়ায়ী অঞ্চলে সোভিয়েতদের এই দীর্ঘমেয়াদি অভিযানের জন্য কান্দাহার বিমানঘাঁটির মূল সোভিয়েত ঘাঁটি থেকে নিয়মিত রসদ সরবরাহ প্রয়োজন ছিল। সরবরাহ কনভয়গুলোকে প্রধান চামান-কান্দাহার সড়ক ধরে চলতে হতো, যা কাবুল-হেরাত মহাসড়কের সাথে মিলিত হয়, তারপর দেহ-খাজা ও কান্দাহার শহরের মধ্য দিয়ে সারপুজা পৌঁছাতো, যেখানে থেকে একটি রাস্তা পাঞ্জওয়ায়ীর দিকে চলে গেছে।
(মানচিত্র ১০এ - দেহ-খাজা ১ দেখুন)

কান্দাহার অঞ্চলের মুজাহিদীনরা ঠিক করেন যে, তারা একটি বিভ্রান্তিমূলক অভিযান পরিচালনা করবেন, যাতে পাঞ্জওয়ায়ীতে মুজাহিদীনদের উপর শত্রুর চাপ কিছুটা লাঘব করা যায়। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সোভিয়েতরা তাদের সরবরাহ রুটে সবচেয়ে দুর্বল ও অসুরক্ষিত, তাই সেখানে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন।

যদিও মুজাহিদীনরা পুরো রাস্তা জুড়ে ছোট আকারের অ্যামবুশ চালাতে পারত, তারা দেখল যে দুইটি স্থান রয়েছে যেখানে বৃহৎ পরিসরের অ্যামবুশ চালানো সম্ভব:

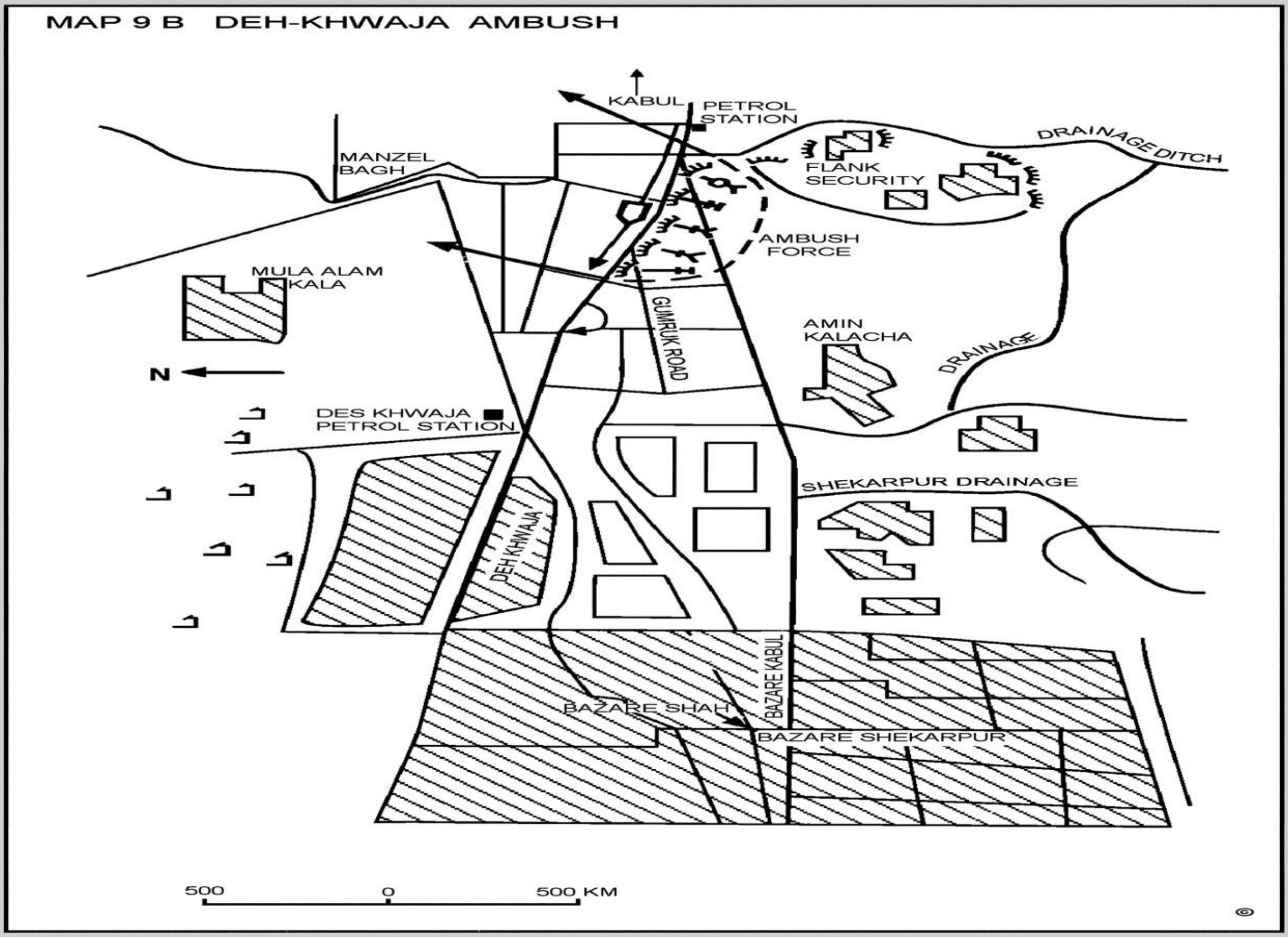
- মানজেল বাগ চওক থেকে দেহ-খাজা পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তা,
- শহর-ই-নও থেকে সারপুজা পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা।

স্থানীয় মুজাহিদীনরা মালাজাত অঞ্চলে একটি যুদ্ধ পরিষদ (War Council) আহ্বান করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা সড়ক অবরোধ করে প্রতিটি নির্ধারিত স্থানে বৃহৎ পরিসরের অ্যামবুশ চালাবে। অ্যামবুশ বাহিনীর পাশাপাশি, মুজাহিদীনরা অ্যামবুশ ও সড়ক অবরোধকারী ইউনিটগুলোর পার্শ্বদিক এবং পেছনের দিক রক্ষার জন্য সহায়ক ইউনিটও নির্ধারণ করে।

রাতের আঁধারে মালাজাত এলাকা থেকে প্রায় ১৫০ জন মুজাহিদীন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে যায় এবং মানজেল বাগ চওক থেকে দেহ-খাজা গ্যাস স্টেশন পর্যন্ত প্রধান সড়কের পাশে বাগান, ভবন ও ড্রেনগুলোর মধ্যে অবস্থান নেয়। সহায়ক ইউনিটটি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মোতায়েন হয়।
(মানচিত্র ১০বি - দেহ-খাজা ২ দেখুন)

একই রকম একটি ইউনিট শহর-ই-নও থেকে সারপুজা পর্যন্ত সড়কটিও অবরোধ করে।

সকালে, কান্দাহার বিমানঘাঁটি থেকে পাঞ্জওয়ায়ীর দিকে রওনা হয় একটি ট্রাক কনভয়, যেগুলো গোলাবারুদ, রকেট এবং গ্যাসোলিন বহন করছিল।
কনভয়টি যখন প্রথম সড়ক অবরোধে পৌঁছায়, মুজাহিদীনরা একযোগে RPG-7, মেশিনগান, রাইফেল এবং রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে গুলি বর্ষণ করে।
আচমকা আক্রমণে কনভয় থেমে যায়, আর সোভিয়েত নিরাপত্তা যানগুলো পাল্টা গুলি চালায়। তাদের গুলি দেহ-খাজার আবাসিক এলাকায় আঘাত হানে এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।
তবে, শেষ পর্যন্ত মুজাহিদীনদের গুলি গোলাবারুদ বোঝাই ট্রাকগুলোতে আঘাত হানে, এবং এতে আগুন ধরে যায়।
শত শত রকেট এবং গোলাবারুদের বাক্স বিস্ফোরিত হতে থাকে। বিস্ফোরণ এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, APC-এর জ্বলে ওঠা টায়ার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে বালা কারজ এলাকায় গিয়ে পড়ে।
এই অ্যামবুশে প্রায় ৩০টি সোভিয়েত সরবরাহ ট্রাক ধ্বংস হয় এবং আরও অনেক ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বাকি কনভয় ফিরে যায়।
শহর-ই-নও ও সারপুজা অঞ্চলে মুজাহিদীনরা যে রোডব্লক তৈরি করেছিল, সেখানে কোনো শত্রু পৌঁছায়নি, ফলে তাদের আক্রমণ চালানোর সুযোগ হয়নি।
এই মুজাহিদীন অ্যামবুশটি শত্রুর অভিযানে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে—সোভিয়েত বাহিনী বাধ্য হয় পাঞ্জোয়ীতে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে ঘেরাও অভিযান বন্ধ করে কান্দাহারে ফিরে যেতে।
তবে, ভবিষ্যতে এই এলাকায় আরও অ্যামবুশ ঠেকাতে, সোভিয়েত বাহিনী দেহ-খওয়াজার মূল রাস্তার পাশে প্রায় ৩০০ মিটার দূর পর্যন্ত ঘরের পর ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়।



COMMENTARY:

যোগাযোগ লাইন (Supply Line) বা সরবরাহ পথের নিরাপত্তা আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর জন্য একটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জ ছিল।

এই যোগাযোগ লাইনের নিরাপত্তার উপরই নির্ভর করতো–সোভিয়েতরা আফগানিস্তানে কত সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন করতে পারবে এবং তারা কত বড় আকারে এবং কত ঘন ঘন আফগান প্রতিরোধ বাহিনীর (মুজাহিদীনদের) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারবে।

এই ঘটনার উদাহরণে, সোভিয়েত বাহিনীকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থানকারী একটি বড় বাহিনীর কাছে সরবরাহ পৌঁছে দিতে হয়েছিল।

যদিও এটি ছিল একটি সর্ব-মৌসুমে ব্যবহারের উপযোগী প্রধান মহাসড়ক, তবুও সড়কটি মুজাহিদীনদের অ্যামবুশের জন্য প্রায় প্রতিটি পয়েন্টেই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

উপরন্তু, পুরো যুদ্ধে সোভিয়েতরা এবং মুজাহিদীনরা কান্দাহারের নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে।

সোভিয়েতরা জানত যে রাস্তা নিরাপদ নয়। তবুও কনভয় কমান্ডার সরবরাহপথে নিরাপদ চলাচলের জন্য তেমন কিছু করেনি।

যদি একটি প্রাথমিক রাস্তা-পরিষ্কার (road-clearing) দল আগে থেকেই পাঠানো হতো, তাহলে মুজাহিদীনদের সফল অ্যামবুশটি হয়তো প্রতিরোধ করা যেত।

ফলস্বরূপ, পুরো সোভিয়েত অভিযান বাধাগ্রস্ত হয় কারণ তারা সময়মতো পাঞ্জওয়ায়ীতে রসদ পাঠাতে ব্যর্থ হয়।

সাধারণভাবে, সোভিয়েতরা কনভয়ের মধ্যে APC (সাঁজোয়া যান) ছড়িয়ে রাখতো নিরাপত্তার জন্য।

অ্যামবুশ হলে APC-গুলো ‘কিল জোনে’ থেকে গুলি ছুড়তো, আর বাকিরা ওই অঞ্চল থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেত।

যারা অ্যামবুশের মধ্যে পড়তো না, তারা অপেক্ষা করতো যতক্ষণ না APC-রা অ্যামবুশকারীদের সরিয়ে দিত।

এরপর কনভয়টি আবার একত্রিত হয়ে এগিয়ে যেত।

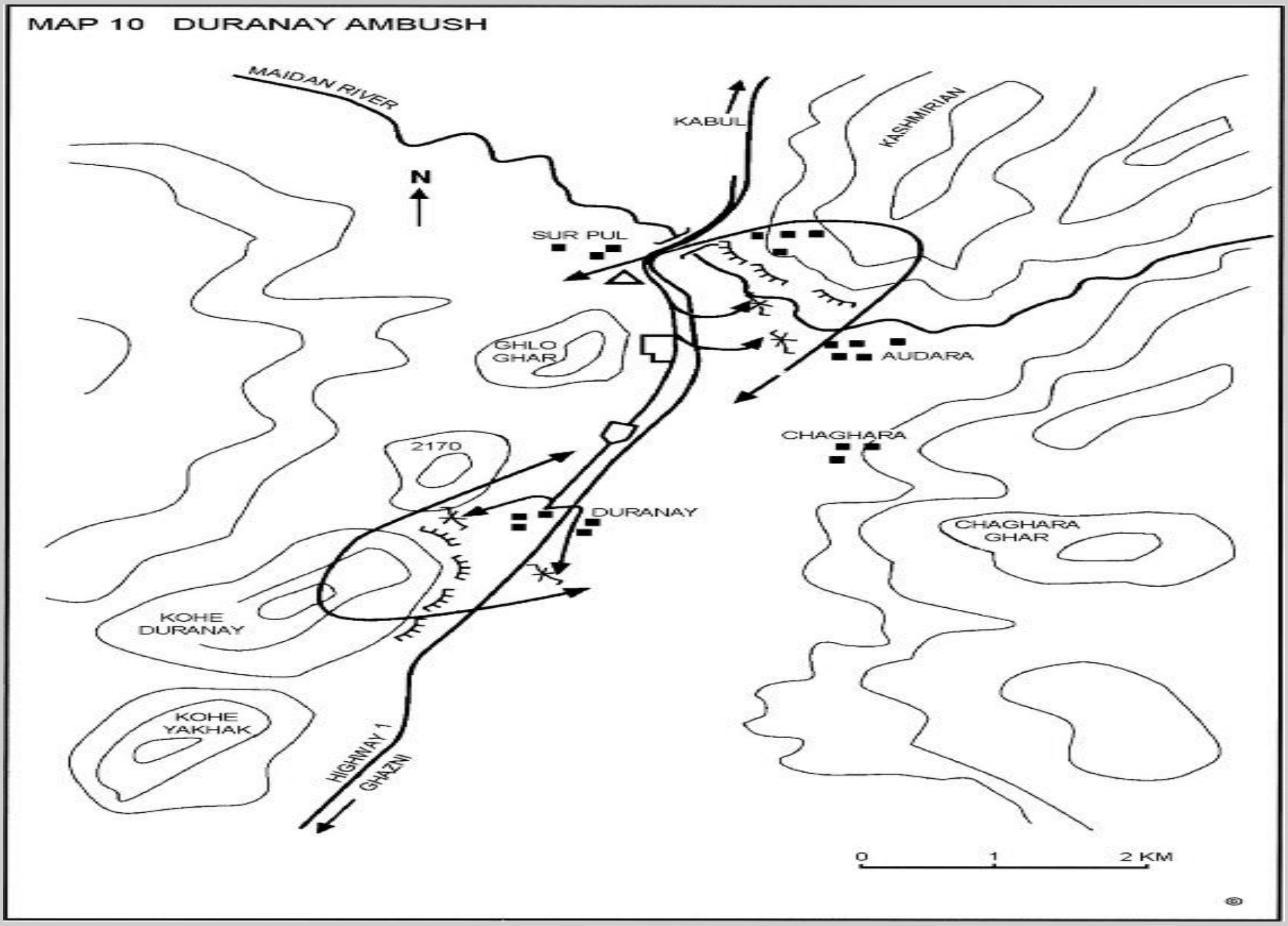
এই কারণেই মুজাহিদীনরা দুটি অ্যামবুশ অঞ্চল তৈরি করেছিল।
তারা ভেবেছিল, প্রথম অ্যামবুশেই পুরো কনভয় থামানো সম্ভব হবে না, তাই দ্বিতীয় অ্যামবুশ দিয়ে বাকি কনভয় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত ছিল।

অন্যদিকে, মুজাহিদীনদের পাঞ্জওয়ায়ীর প্রতিরোধ বাহিনীকে সাহায্য করতে সিদ্ধান্ত নিতে প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যায়। যদি তারা আরও আগে হামলা চালাত, তাহলে সোভিয়েতরা হয়তো আগেই তাদের পাঞ্জওয়ায়ী অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হতো।

ঘটনা ১০

DURANAY AMBUSH

by Commander Haji Mohammad Seddiq



সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে, আমি ও আমার দল ময়দান (Maidan) এলাকায় সফরে গিয়েছিলাম।

ময়দানের মুজাহিদীনরা জানতে পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে একটি কনভয় কাবুল থেকে গজনীর দিকে যাবে, এবং তারা সেটিতে অ্যামবুশ করার পরিকল্পনা করছিল।

আমি HIH কমান্ডার গুলাম সাখি, ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ, মাওলানা হালিম এবং জাবেত ওয়ালির সঙ্গে এই অ্যামবুশ পরিকল্পনায় যোগ দিই।

আমরা কাবুল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি অ্যামবুশ বসানোর সিদ্ধান্ত নেই।

আমাদের সঙ্গে প্রায় ৬০ জন মুজাহিদীন ছিল, যারা AK-47, ৬০ মিমি মর্টার, RPG-7 এবং ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে সজ্জিত ছিল।

আমরা দুটি অ্যামবুশ পয়েন্ট পরিকল্পনা করি।

একটি দল মোতায়েন হবে দুরানায় বাজার এবং সুরপুলের মাঝখানে রাস্তাটির পূর্ব পাশে।

অন্য দল থাকবে দুরানায় পর্বতের সামনের ঢালে, রাস্তাটির পশ্চিম পাশে, রাস্তার কাছাকাছি।

এই দুই জায়গায় মুজাহিদীনদের আগেই ভালোভাবে প্রস্তুতকৃত অবস্থান ছিল।

আমরা ভোরে অবস্থান গ্রহণ করি এবং কনভয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

সকাল ৯টার দিকে, কনভয়টি কাবুল থেকে এসে পৌঁছায়।

এটি ছিল ট্রাক ও সাঁজোয়া যানসমূহের একটি কনভয়।
একটি অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দল কনভয়ের আগে চলছিল।
তারা অ্যামবুশ এলাকার ভেতর দিয়ে গিয়ে আমাদের অবস্থান টের পায়নি।
তারপর পুরো কনভয়টি অ্যামবুশ এলাকায় প্রবেশ করে।

আমরা কনভয়টিকে পাস করতে দিই, যতক্ষণ না কনভয়ের অগ্রভাগ দ্বিতীয় অ্যামবুশ পয়েন্ট, দুরানায় পর্বতে পৌঁছে যায়।
তখন পুরো কনভয়টি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা 'কিল জোনে' ছিল।
আমরা পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে একযোগে গুলি চালানো শুরু করি।

একটি তীব্র যুদ্ধ শুরু হয় কারণ আমরা খোলা জায়গায় থাকা সব যানবাহনকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকি।
সুরপুলে একটি সোভিয়েত নিরাপত্তা পোস্ট ছিল, তারা যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের অবস্থানের ওপর গুলি চালায়।
তবে এই পোস্টের গুলিবর্ষণ এবং সাঁজোয়া যানগুলোর পাল্টা আঘাত সত্ত্বেও সোভিয়েতদের প্রতিক্রিয়া খুব একটা তীব্র ছিল না।

আমাদের পূর্বপ্রস্তুত অবস্থানগুলো আমাদের রক্ষা করছিল।
সোভিয়েত কনভয়ের সঙ্গে সম্ভবত কোনো পদাতিক সৈন্য ছিল না, তাই তারা গাড়ি থেকে নেমে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারেনি।
আমাদের অবস্থানগুলো পাশ দিয়ে, কাশ্মিরিয়ান বা ঘলো ঘর দিক থেকে পাশ কাটিয়ে আক্রমণের জন্য দুর্বল ছিল,
কিন্তু সোভিয়েত বাহিনীর পদাতিক সহায়তার অভাবে তাদের সাঁজোয়া যানগুলো নিচের মাটিতে আটকে ছিল এবং আমরা সেখানেই আমাদের অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্র দিয়ে গুলি চালিয়ে যেতে পারি।
দিনের পরের দিকে, শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে আসে এবং মুজাহিদীন অবস্থানের ওপর তীব্র কামান ও বিমান হামলা শুরু করে।
আমরা ধীরে ধীরে আমাদের অ্যামবুশ বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া শুরু করি, এবং বিকেল ৩টার মধ্যে ঐ এলাকায় আর কোনো মুজাহিদীন অবশিষ্ট ছিল না।
একজন প্রখ্যাত মুজাহিদীন কমান্ডার গুলাম সাখি শহীদ হন, আরও অনেক মুজাহিদীন নিহত ও আহত হন।
আমরা ৩৩টি সাঁজোয়া যান এবং ২৭টি ট্রাক ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করি।
আমরা প্রায় ৪০টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র জব্দ করি।

COMMENTARY:

এই অ্যামবুশে মুজাহিদীন ভালো পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা প্রদর্শন করেন, কিন্তু তারা এমন প্রস্তুত অবস্থান ব্যবহার করেন যা তারা পূর্বেও ব্যবহার করেছিলেন।
তারা জানতেন যে এই অবস্থানগুলোর পাশে ফাঁকা দিক রয়েছে, কিন্তু কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন করেননি।
তাদের বিশ্বাস ছিল সোভিয়েতরা গাড়ি থেকে নেমে অ্যামবুশ অবস্থানগুলো খুঁজবে না এবং তারা আশা করেননি যে শত্রু তাৎক্ষণিক পাল্টা পদক্ষেপ নিয়ে তাদের পাশ থেকে ঘুরে আক্রমণ চালাবে।
তাদের অনুমান সঠিক ছিল।
মুজাহিদীনরা একটি নির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করছিলেন, কিন্তু সোভিয়েতরা এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

মুজাহিদীনরা তাদের অবস্থানে কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত গোলাবারুদ মজুত রেখেছিলেন।

তাদের বেশিরভাগ ক্ষয়ক্ষতি কামান ও বিমান হামলায় হয়েছিল, বিশেষ করে যখন তারা পোড়া যানবাহনের দিকে যাচ্ছিল লুটপাট করতে বা পিছু হটছিল।

সোভিয়েত কনভয়ের চলাচল গোপন ছিল না।
মুজাহিদীনদের DRA-র ভিতরে যোগাযোগ ছিল এবং সমাবেশ এলাকাগুলোর কাছে তাদের গোয়েন্দা ছিল।
সোভিয়েতরা সাধারণত ভোরের পরপরই রওনা দিত এবং তাই সকাল ৮:৩০ থেকে ৯:৩০-এর মধ্যে এলাকায় পৌঁছাত।
এটি মুজাহিদীনদের জন্য সুবিধাজনক ছিল, কারণ তাদের সারাদিন অবস্থানে থাকতে হতো না।

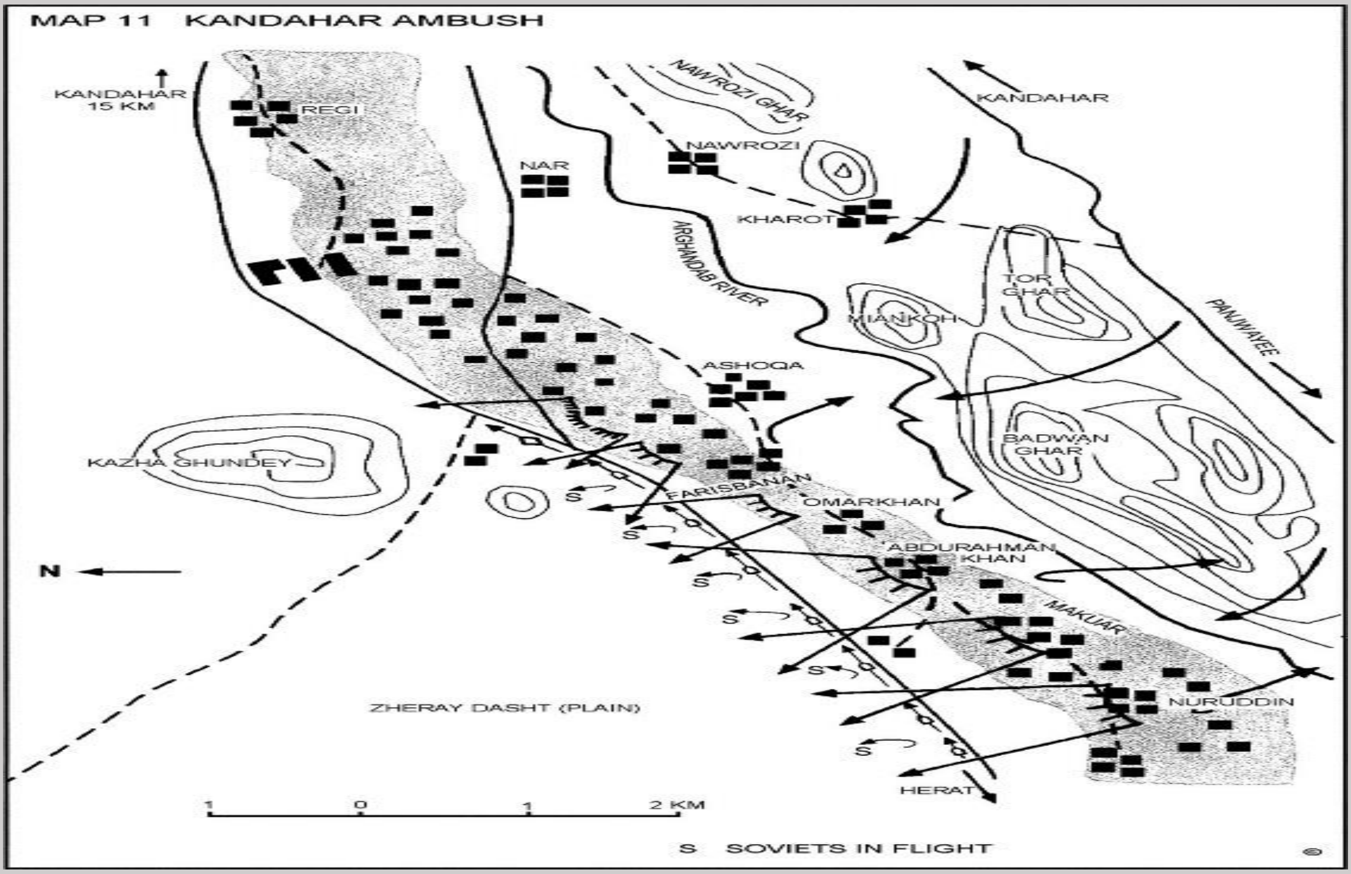
সোভিয়েতরা জানত যে এটি একটি অ্যামবুশ এলাকা, কিন্তু তারা অ্যামবুশ অবস্থান ধ্বংস করেনি, উঁচু জায়গায় হেলিকপ্টার সহ নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেনি, এবং অ্যামবুশ সনাক্ত করতে পায়ে হেঁটে সেনা পাঠায়নি।
তারা হেলিকপ্টার গানশিপও প্রস্তুত রাখেনি বা ঝটিকা প্রতিক্রিয়া বাহিনী বহন করেনি যারা পাহাড়ে উঠে পাশ ঘুরে আক্রমণ করতে পারত।
তারা নির্ভর করেছিল শুধু তাদের সাঁজোয়া যান, ধীরগতি সম্পন্ন কামান এবং বিমান সহায়তার ওপর।

মুজাহিদীন কমান্ডারের কাছে ৬০ জন যোদ্ধা ছিল, যারা পাঁচ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে দুই পাশে অ্যামবুশে মোতায়েন ছিল।
তাদের সবার সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ ছিল না।
ফায়ার শুরু করার সংকেত ছিল কমান্ডারের প্রথম গুলি ছোঁড়া।
অন্যান্য নির্দেশ বার্তাবাহক বা দৃশ্যমান সংকেত–আয়না, রঙিন আতশবাজি, ধোঁয়ার গ্রেনেড, বা হাত নাড়িয়ে দেওয়া হতো।
কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করতো কমান্ডারের অ্যামবুশ-পূর্ব ব্রিফিং ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের (SOP) ওপর।

ঘটনা ১১

KANDAHAR AMBUSHES

by Commander Mulla Malang



সোভিয়েতরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও কখনোই বৃহৎ পশতুন শহর কান্দাহারকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি।

কান্দাহারের জন্য যুদ্ধ ছিল ব্যতিক্রমধর্মী, কারণ সকল গেরিলা দল একত্রে সহযোগিতা করত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে চাপ বজায় রাখতে তারা নিয়মিতভাবে বাহিনী ঘুরিয়ে আনত ও নিত।

কান্দাহারের উপশহরগুলো ছিল যুদ্ধকালে মুজাহিদীনের রোডব্লক ও অ্যামবুশ পরিচালনার প্রধান ক্ষেত্রগুলোর একটি।

প্রতিদিনই গজনি (উত্তর-পূর্বে) ও গিরিশক (পশ্চিমে) সংযুক্ত প্রধান মহাসড়কে শত্রু কনভয়ের ওপর মুজাহিদীন হামলা চালাত।

শত্রু কনভয়গুলোর জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ ছিল কান্দাহার শহরের পশ্চিম উপশহর থেকে শুরু করে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত হাউজ-ই মাদাদ পর্যন্ত রাস্তার অংশ।

এই এলাকায় মুজাহিদীনরা বাগান ও গ্রামগুলোতে লুকিয়ে থেকে শত্রু কনভয়ের ওপর অ্যামবুশ চালাতে পারত।

যখন রাস্তা সানজারিকে ছাড়িয়ে আর্গান্দাব নদীর কাছ দিয়ে চলে যায়, তখন দক্ষিণ পাশে সবুজ অঞ্চল মহাসড়কের সমান্তরালভাবে বিস্তৃত, এবং উত্তরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে ওঠা শুষ্ক সমতলভূমি রাস্তাটিকে ঘিরে রাখে।

(দেখুন মানচিত্র ১০এ - দেহ-খাজা ১, ভিনিয়েট ৯-এ)

হেরাত কনভয়

তাদের প্রাথমিক বৃহৎ আকারের অ্যামবুশ অপারেশনগুলোর একটিতে, বিভিন্ন দলভুক্ত মুজাহিদীন গোষ্ঠী কন্দাহার ও গিরিশেকের মধ্যকার প্রধান মহাসড়কের উপর ধারাবাহিক অ্যামবুশ পরিচালনার পরিকল্পনা করে।

(মানচিত্র ১২ - কন্দাহার)

১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সোভিয়েত/ডিআরএ-র একটি সরবরাহ কনভয় সোভিয়েত তুর্কমেনিস্তান সীমান্তবর্তী তোরঘুন্দি থেকে যাত্রা করে, পশ্চিম আফগানিস্তানে অবস্থিত শিনদান্দ বিমানঘাঁটি হয়ে কান্দাহারে অবস্থিত সোভিয়েত ঘাঁটিতে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

কনভয়টিতে কয়েকশ' ট্রাক ছিল, যেগুলোর সাথে ট্যাঙ্ক ও এপিসি দ্বারা নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছিল।

ট্রাকগুলোর বেশিরভাগ শিনদান্দ থেকে আনা গ্যাসোলিনে পরিপূর্ণ ছিল।

শিনদান্দে এই গ্যাসোলিন সোভিয়েত-নির্মিত একটি পাইপলাইন থেকে সরবরাহ করা হতো।

নিফা (NIFA) কমান্ডার সারণওয়াল আবদুল ওয়ালি এবং আমি মিলে এই মুজাহিদীন পরিকল্পনার সমন্বয় করি।

আমরা পরিকল্পনা করি যে, একাধিক সংযুক্ত অ্যামবুশ পয়েন্টে ছোট ছোট মুজাহিদীন দল বসিয়ে একযোগে পুরো কনভয়ের ওপর হামলা চালানো হবে, যাতে পুরো কনভয়কে একসাথে গুলির মধ্যে ফেলা যায়।

এর জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একটি রাস্তার অংশ নির্বাচন করা, যা কনভয়ের পুরো দৈর্ঘ্যকে কভার করতে যথেষ্ট দীর্ঘ।

আমরা একটি প্রায় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্বাচন করি, যা শুরু হয় সানজারির শেষ প্রান্ত (আশোকা গ্রামের শুরু) থেকে এবং শেষ হয় পেশমল গ্রামের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত।

আমাদের ধারণা ছিল যে, এই সাত কিলোমিটার রাস্তা শত্রু কনভয়ের মোট দৈর্ঘ্যের সমান।

আমরা উপলব্ধ ২৫০ জন মুজাহিদীনকে একাধিক দলে বিভক্ত করি।

প্রতিটি দলের কাছে RPG-7 অ্যান্টি-ট্যাংক গ্রেনেড লঞ্চার এবং ৪ থেকে ৫টি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল ছিল।

সব অ্যামবুশ পজিশন দক্ষিণ পাশের সবুজ অঞ্চলে (গ্রিন জোনে) বসানো হয়।

প্রত্যেক অ্যামবুশ দলের জন্য 'কিল জোনে' একটি নির্দিষ্ট সেক্টর নির্ধারণ করা হয়।

সব দলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, যখন কনভয়ের অগ্রভাগ আশোকা গ্রামে পৌঁছাবে, তখনই একযোগে আগুন খুলে দিতে হবে। আমাদের ধারণা ছিল, সেই সময়ে কনভয়ের পিছনের অংশ পেশমল গ্রাম পেরিয়ে যাবে।

সেই সময়, স্থানীয় জনসংখ্যার বেশিরভাগই এখনও মহাসড়কের পাশে তাদের নিজ নিজ ঘরে বাস করত।

এই অঞ্চলে এখনো কোনো বড় ধরনের সোভিয়েত সামরিক অভিযান না হওয়ায় খুব কম মানুষই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

মালাজাত এলাকা (কান্দাহারের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপশহর) এবং আশেপাশের অন্যান্য ঘাঁটি থেকে আগত মুজাহিদীনরা রাতের অন্ধকারে তাদের নির্ধারিত অ্যামবুশ স্থানে পৌঁছায়।

অ্যামবুশ পরিকল্পনাটি স্থানীয় জনগণ ও আশেপাশের মুজাহিদীন ইউনিট থেকে গোপন রাখা হয়, কারণ অ্যামবুশ এলাকায় অবস্থানকারী প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলি এতে অংশ নিতে অনিচ্ছুক ছিল–তাদের ভয় ছিল, এই হামলার প্রতিশোধ হিসেবে সোভিয়েত বাহিনী তাদের বাড়িঘর ও পরিবারের ওপর হামলা চালাতে পারে, যারা এখনো সেখানে বসবাস করছিল।

রাতেই অ্যামবুশ দলগুলো তাদের অবস্থানে পৌঁছে যায় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এলাকায় টহল মোতায়েন করে।

দিন শুরু হলে এবং স্থানীয়রা চলাচল শুরু করলে, মুজাহিদীন টহলদল সাময়িকভাবে গ্রামবাসীদের আটক রাখে যাতে গোপনীয়তা বজায় থাকে।

সোভিয়েত কনভয় সকাল ৯টায় 'কিল জোনে' প্রবেশ করে।

নির্দেশ অনুযায়ী, মুজাহিদীন দলগুলো একযোগে আগুন খুলে দেয়, এবং শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত হয়।

কনভয় থেমে যায় এবং অনেক যানবাহন মহাসড়ক ছেড়ে উত্তরের খোলা সমভূমির দিকে পালিয়ে যেতে থাকে।

সঙ্গী ট্যাংক ও এপিসিগুলো আতঙ্কিত হয়ে এলোমেলোভাবে সড়ক থেকেই গুলি চালায়, কিন্তু অ্যামবুশ অবস্থান লক্ষ্য করে সঠিকভাবে গুলি চালাতে কিংবা এগিয়ে এসে মুখোমুখি লড়াই করতে চেষ্টা করে না।

যেসব শত্রু যানবাহন মহাসড়ক ছেড়ে উত্তরে চলে গিয়েছিল, তারা দ্রুতই মুজাহিদীনদের অনেক অস্ত্রের রেঞ্জের বাইরে চলে যায়।

এই সময়ে, কয়েকটি গ্যাসোলিনবাহী ট্রাকে আগুন ধরে যায় এবং সেই আগুন দ্রুত অন্যান্য গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।

একটির পর একটি বিস্ফোরণে একটি চেইন রিঅ্যাকশন তৈরি হয়, যা মহাসড়কের দু' পাশে দাহ্য ধ্বংসাবশেষ ছুঁড়ে ফেলে।

আমরা প্রায় ৫০টি গাড়িতে সরাসরি আঘাত হানতে সক্ষম হই, এবং বিস্ফোরিত ট্রাক ও গ্যাস ট্যাংকার থেকে ছড়ানো আগুন ও বিস্ফোরণে আরও অনেক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পুরো অ্যাকশনটি ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।

আমরা শত্রু বিমান আসার আগেই সরে পড়ি। শত্রুপক্ষ আমাদের পেছনে ধাওয়া করে না।

এই অ্যামবুশটি কান্দাহারের পশ্চিম দিকের মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান যুদ্ধে একটি সূচনা চিহ্ন ছিল।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত বাহিনীর প্রত্যাহার পর্যন্ত, এই রাস্তা মুজাহিদীনদের দ্বারা ক্রমাগত হুমকির মুখে ছিল। তারা রাস্তা অবরোধ করত, অ্যামবুশ চালাত, রাস্তার দীর্ঘ অংশ মাইন করত এবং বিস্ফোরিত না হওয়া বিমান বোমা ব্যবহার করে সেতু, আন্ডারপাস ও ব্রিজ ধ্বংস করত।

মুজাহিদীনদের এই ধারাবাহিক অ্যামবুশ ও হামলার মুখোমুখি হয়ে, সোভিয়েত বাহিনী ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা পোস্ট এবং আগুনের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে।

তারা কান্দাহার সিলোতে একটি বড় আগুনের ঘাঁটি এবং উত্তর সমভূমির কারেজ স্লিমে একটি আরেকটি ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল, যা কান্দাহারের পশ্চিম মহাসড়কের ওপর নজর রাখে।

সোভিয়েতরা তিনটি নিরাপত্তা পোস্ট স্থাপন করেছিল, যেখানে বাগান ও সবুজ অঞ্চল রাস্তার সাথে মিলেছে এবং সেখানে মুজাহিদীনদের গোপন থাকার সুযোগ ছিল।

সেগুলো পাসাবের দুই পাশ এবং হাউজ-ই মাদাদের কাছে অবস্থিত ছিল (মানচিত্র ১০এ - দেহ-খাজা ১, ঘটনা ৯)।

এই পোস্টগুলো মাটির বাধা দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। রাস্তার পাশে অবস্থিত পোস্টগুলোকে প্রধান আগুনের ঘাঁটি কারেজ স্লিমের সঙ্গে যোগাযোগ নালার মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছিল, যা দ্রুত এবং নিরাপদ পুনঃবলবৎকরণ সম্ভব করত।

দ্বৈত পাসাব পোস্ট দুটির প্রতিটিতে ১০ থেকে ১৫ জন সৈনিক ছিল এবং প্রতিটি পোস্টে একটি করে ট্যাংক, একটি করে হাউইটজার ও একটি মর্টার ছিল।

হাউজ-ই মাদাদের নিরাপত্তা পোস্ট দুটি পাসাব পোস্টের যোগফলের দ্বিগুণ আকারের ছিল।

নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি ওই এলাকায় মুজাহিদীনদের গতিবিধিকে ব্যাহত করেছিল।

মুজাহিদীনদের বারবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সোভিয়েত পোস্টগুলো ধ্বংস করতে পারেনি।

মালাং আমাকে ডেকে পাঠায় এবং ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত নিরাপত্তা পোস্টগুলোর ওপর সমন্বিত আক্রমণে আমাকে যোগ দিতে অনুরোধ করে।

তবে মুজাহিদীনদের নিরাপত্তা পোস্ট ধ্বংস করার সামর্থ্য ছিল না, কারণ তাদের আবছা অবস্থান থেকে সীমিত আচ্ছাদন নিয়ে লড়াই করতে হত এবং তারা শত্রুর মাইন ক্ষেত্র নিষ্ক্রিয় করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামের অভাবেও ভুগত।

তাই, তারা পোস্টের গ্যারিসন ওপরে চাপ অব্যাহত রাখতে পারেনি।

আমরা কান্দাহারের মুজাহিদীনরা প্রথমে আমাদের ট্যাকটিক্যাল টিকিয়ে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিলাম, তারপরে শত্রুর নিরাপত্তা পোস্ট ধ্বংসের চেষ্টা পুনরায় শুরু করব।

আমরা ধীরে ধীরে কান্দাহারের আশেপাশে মাঠের খুঁটি-খুঁটি বেঁধে নিজেদের অবস্থান উন্নত করতে শুরু করলাম।

আমরা শত্রুর নিরাপত্তা পোস্টগুলোর দিকে নজর রাখার জন্য খনন করলাম খাঁদান, যার উপর ঢাকনা ছিল।

আমরা বাঙ্কার, ভূগর্ভস্থ রাতের আশ্রয় এবং ঢাকা থাকা যোগাযোগ নালা তৈরি করলাম এবং এই প্রস্তুত অবস্থানে গোলাবারুদ ও সরবরাহ জমা করলাম।

যেখানে সম্ভব ছিল, আমরা কাঠের গঠন দিয়ে উপরের ঢাকনা বানালাম, যার ওপর মাটি মেখে পুরু স্তর দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম যাতে সেটা আর্টিলারি ও বিমান হামলার বিরুদ্ধে সিকিউরিটি দেয়।

আমরা আমাদের বহু-নলাকার রকেট লঞ্চারের জন্য ফায়ারিং পজিশন তৈরি করলাম। প্রতিটি পজিশনে একটি পানি জমা থাকার জায়গা ছিল যাতে ফায়ারিং ক্রু রকেট ছোড়ার আগে সেখানে পানি ছিটিয়ে আগুন ও ধোঁয়া কমাতে পারে।

এই অবস্থানগুলো মুজাহিদীনদের মাঠে টিকে থাকার সক্ষমতা অনেক বেশি বৃদ্ধি করেছিল এবং তাদের শত্রুর পোস্টগুলোকে সারাদিন-রাত ফায়ার করতে সক্ষম করেছিল।

শত্রুর বিমান হামলা ও আর্টিলারি গুলিতে মুজাহিদীনদের সরানোর প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়।

শত্রুর ট্যাংক ও মোটরাইজড রাইফেল বাহিনীও সবুজ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে মুজাহিদীনদের অবস্থান ধ্বংস করতে পারেনি।

অবশেষে শত্রুকে বাধ্য হতে হয় পাসাব ও হাউজ-ই মাদাদের পোস্ট ছেড়ে কারেৎ স্লিমে তাদের বাহিনী সরাতে।

একজন স্থানীয় মুজাহিদীন কমান্ডার, মোল্লা নেক মোহাম্মদ, ও অন্যরা শত্রুর চলাচল নিয়ে প্রতিবাদ আরও তীব্র করে তোলেন সবুজ অঞ্চলের কাছে।

প্রতিদিন সকালে সোভিয়েতরা কান্দাহার সিলোর ঘাঁটি থেকে নিরাপত্তা টহল পাঠাতো শহর থেকে সানজারি এলাকা পর্যন্ত মহাসড়ক সিকিউরিটির জন্য।

কারেজ স্লিম ফায়ার বেস সানজারির পশ্চিম অংশ ঢেকে রাখতো।

যেহেতু মুজাহিদীনদের হামলা শত্রুর কনভয়ের নিরাপত্তা আরও হুমকির মুখে ফেলছিল, সোভিয়েতরা সেই রাস্তার অংশটি এড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় যেখানে তারা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি।

তারা মহাসড়কের উত্তরে একটি বিকল্প রাস্তা তৈরি করলো।

১৯৮৫ সালে ওই বিকল্প রাস্তা নির্মিত হয় এবং সানজারি ও কারেজ স্লিমকে সংযুক্ত করেছিল (দেখুন মানচিত্র ১০এ - দেহ-খাজা ১, ঘটনা ৯)।

COMMENTARY:

সোভিয়েতদের পর্যাপ্ত গোয়েন্দা নজরদারির অভাব তাদেরকে বড় দাম দিতে হয়েছে। পাহাড়ি ও জটিল অঞ্চলে কনভয় চালানো, সঠিক সিকিউরিটি ব্যবস্থা না থাকায়, প্রায়শই বড় ট্যাকটিক্যাল ক্ষতি ঘটায়। তারা কনভয়ের গতিবিধি হেলিকপ্টার গোয়েন্দা ও গানের সহায়তায় আচ্ছাদন করতেও ব্যর্থ হয়। মুজাহিদীনরা আন্দাজ করেছিল কান্দাহার বিমান ঘাঁটি থেকে গানের জন্য সাড়া দেওয়ার সময়।

হেলিকপ্টার গানের দ্রুত সাড়া কনভয়ের জন্য বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সোভিয়েতরা হয়তো এটা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেনি বা তা প্রস্তুত ছিল না।

সাধারণত, সোভিয়েতরা তাদের কনভয়ে সমান্তরালভাবে APC (বাহ্যিক সিকিউরিটি যান) রাখতো। কমান্ডোর আক্রমণ হলে APC গুলো “কিল জোনে” থেমে ফিরে গুলি চালিয়ে শত্রুর আগ্রাসন দমন করতো, আর বাকিরা ওই জোন থেকে দ্রুত চলে যেত।

এই সিকিউরিটি পদ্ধতি তারা অনুসরণ করলেও, APC-গুলো আক্রমণকারীদের ঘিরে ফেলার বা তাদের প্রত্যাহার পথ কেটে দেওয়ার বদলে নিষ্ক্রিয়ভাবেই সংরক্ষিত কলামের সঙ্গে থেকে সন্দেহভাজন মুজাহিদীন অবস্থানগুলোর ওপর গুলি চালিয়েছে। এদের গুলি খুবই কম প্রভাব ফেলেছিল।

পরে, সোভিয়েত বাহিনী যখন গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ের এলাকায় স্থায়ী নিরাপত্তা পোস্ট গঠন করল, তখন তারা নিয়মিত মুজাহিদীন আক্রমণের মুখে এই পোস্টগুলোকে সঠিক সাহায্য ও সাপোর্ট দিতে ব্যর্থ হল। এর ফলে, তারা বিপজ্জনক সবুজ অঞ্চলের বাইরে উত্তরে একটি বাইপাস রাস্তা নির্মাণ করতে বাধ্য হল।

সোভিয়েতরা চলাচলের নিয়ন্ত্রণে আত্মসমর্পণ করলো মুজাহিদীনদের কাছে এবং কখনোই তা পুনরায় ফিরে পায়নি। ফলশ্রুতিতে, ওই এলাকায় তাদের বেশিরভাগ কাজ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে, উদ্যোগ হারানোই ট্যাকটিক্যাল লড়াইয়ের ফলাফলে চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে।

মুজাহিদীনদের শত্রুকে ব্যাপক ক্ষতি দেওয়ার মূল কারণ ছিল তাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা, গোপনীয়তা ও সমন্বিত কাজ। শত্রুর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, যেমন তাদের আকার, গতিপথ এবং কনভয়ের আসার আনুমানিক সময়, মুজাহিদীনদের এই সফলতা এনে দেয়।
শত্রু কনভয়ের পুরো গভীরতা জুড়ে একযোগে হামলা চালানো সম্ভবত এই হামলার সবচেয়ে কার্যকরী অংশ ছিল।
এই হামলায় প্রায় প্রতি কিলোমিটারে ৪০ জন মুজাহিদীন যুদ্ধ করছিল, যা সাধারণ মুজাহিদীন হামলার তুলনায় অনেক বেশি ঘনত্ব। এর কারণ তারা একটি সবুজ অঞ্চল থেকে লড়াই করছিল যা আরও বেশি যোদ্ধা নিয়ে লড়াই করার সুযোগ দিত।

তবে, তারা এই আচমকা সুবিধা কাজে লাগিয়ে রাস্তায় গিয়ে শত্রুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি, যারা হতাশ ও আতঙ্কিত ছিল। বরং সফলতার পরই তারা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহার করেছিল।
এই হামলার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করার প্রবণতা মুজাহিদীনদের 'হিট এন্ড রান' যুদ্ধ কৌশলের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সারাজীবন।

পরে লড়াই থেকে বোঝা যায়, মাঠের কাঠামো ও ভূ-প্রকৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকার ক্ষমতা এবং শত্রুর বিমান ও আর্টিলারি আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এটি মুজাহিদীনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল, যা তারা পুরো যুদ্ধজুড়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছিল।
অপরদিকে, সোভিয়েত ও প্রজাতন্ত্র সরকারের বাহিনী এই অবস্থানগুলো খুঁজে ধ্বংস করার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা করেছিল না।

স্থানীয় প্রতিরোধের পারোচিয়াল বা স্বতন্ত্র স্বভাব সবসময় শত্রুর বিরুদ্ধে ট্যাকটিক্যাল আক্রমণের সময় ও স্থান নির্বাচনকে প্রভাবিত করত।
যেসব এলাকায় স্থানীয় জনগণ এখনও তাদের ঘরে ছিল এবং পাকিস্তানে প্রবাসী হয়নি, সেসব এলাকায় স্থানীয় প্রতিরোধ ইউনিটগুলো নিজেরাই শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের সময়, স্থান ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে চাইত এবং বাইরে থেকে আসা মুজাহিদীন গোষ্ঠীকে তাদের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধ করতে দিতে চাইত না, কারণ এতে তাদের নিরাপত্তা ও পরিকল্পনা ঝুঁকিতে পড়ত।
প্রতিরোধের বিকেন্দ্রীকৃত স্বভাব, গোষ্ঠী বিভাজন এবং একক কমান্ডের অভাব মুজাহিদীনদের জন্য একদিকে শক্তি ও অন্যদিকে দুর্বলতা হিসেবেই কাজ করেছিল।

ঘটনা ১২

AMBUSH AT QALA-E HAIDAR

by Asil Khan

১৯৮০ সালের আগেই, মুজাহিদীনরা আফগান রাজধানী কাবুলকে গাজনী এবং কান্দাহারের সঙ্গে যুক্ত প্রধান দক্ষিণ-পশ্চিম মহাসড়কের সোভিয়েত কনভয়ের ওপর আক্রমণ শুরু করে। এই ৪৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক অনেক এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কাবুলের বাইরে চেলতান থেকে ময়দান পর্যন্ত সড়কটি অবিরাম মুজাহিদীনদের আক্রমণের মুখে ছিল, যারা কাবুল, পাঘমান, কুরুঘ, আর্ঘান্দেহ এবং ময়দান শহরের আশেপাশের ঘাঁটি থেকে অপারেশন করত।

শুরুতে, সোভিয়েত/প্রজাতন্ত্র সরকারের বাহিনী যখনই কনভয় চালাতো, তারা সড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নিরাপত্তা পোস্ট গঠন করত। ডিআরএ' র নিরাপত্তা পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিভিন্ন সামরিক ইউনিট রাস্তার নির্দিষ্ট অংশ এবং নিরাপত্তা পোস্টগুলো ম্যান করার দায়িত্ব পেত যখন কনভয় তাদের এলাকায় আসত। পরবর্তীতে, যখন সড়কে সামরিক চলাচল বেড়ে গেল, তখন ইউনিটগুলো নিয়মিত প্রতিদিন সকালে নিরাপত্তা পোস্টগুলোতে সদস্য স্থাপন করত এবং সন্ধ্যা হলে তাদের সরিয়ে নিত।

একটি নিরাপত্তা পোস্ট ছিল কাবুল থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে পুরনো কেল্লা ক্বালা-এ-হায়দারের কাছে। এই পোস্টটি মুজাহিদীনদের আক্রমণের প্রতি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, কারণ তারা সরকার নিয়ন্ত্রণে নেই এমন আশেপাশের গ্রাম থেকে গোপনে ওই পোস্টে হামলা চালাত (মানচিত্র ১৩ - হায়দার)।

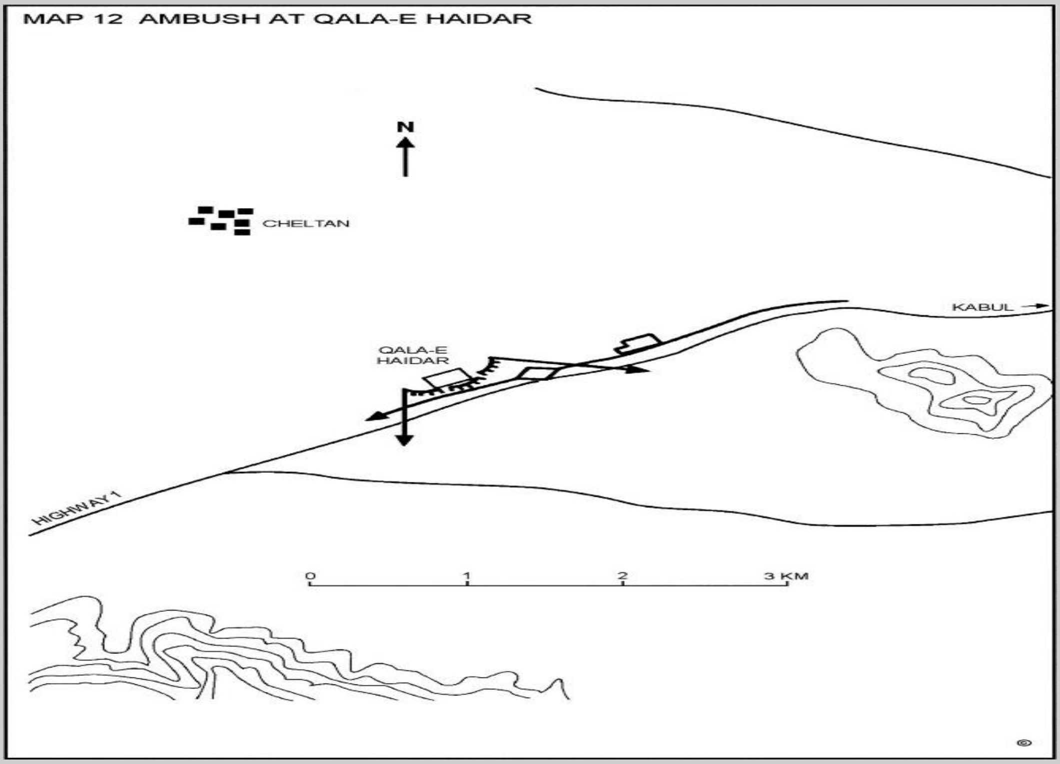
অক্টোবর ১৯৮৪-এর শুরুতে, ডিআরএ বারবারের মুজাহিদীন আক্রমণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কয়েকদিন ওই পোস্টে কাউকে স্থাপন করে না। তখন আসিল খান সিদ্ধান্ত নিলেন, ক্বালা-এ-হায়দারে একটি অ্যাম্বুশ (ঘাঁটি ঘিরে হামলা) চালাবেন, যদিও জানতেন হামলার পর কয়েক মিনিটের বেশি পোস্টটি ধরে রাখা সম্ভব হবে না, কারণ ডিআরএ দ্রুত পাশের পোস্ট থেকে সেখানে পৌঁছাতে পারতো।

১৮ অক্টোবর ১৯৮৪ রাতের অন্ধকারে আসিল খান ১৫ সদস্যের একটি দল নিয়ে ক্বালা-এ-হায়দারে গেলেন। পোস্টের কাছে সড়ক সংস্কার করা হচ্ছিল এবং সড়ক সমতল করা হয়েছিল। আসিল খান তার লোকদের সঙ্গে পোস্টের সামনের সড়কে তিনটি শক্তিশালী রিমোট-কন্ট্রোল মাইন পুঁতে দিলেন। তারা মাইন থেকে অ্যাম্বুশ সাইটে যাওয়া তারগুলোও পুঁতে বা লুকিয়ে রাখলো। তারা দুই রাত ধরে মহাসড়কটি মাইন দিয়ে প্রস্তুত করলো এবং ক্বালা-এ-হায়দারের সামনে বাগান ও একটি খালে যুদ্ধ অবস্থান তৈরি করলো। নজরদারির জন্য পথের দিকে পাহারা রাখা হয়।

২০ অক্টোবর সকালে, ওই এলাকায় অস্বাভাবিক সংখ্যক হেলিকপ্টার উড়ছিল। আসিল খান অনুভব করলেন যে, এটা নির্দেশ দিচ্ছে যে কাবুল থেকে একটি কনভয় চলাচল শুরু করতে যাচ্ছে। তাই তিনি তার দলকে অ্যাম্বুশ স্থল থেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং কনভয়ের আগমনের জন্য অপেক্ষা করলেন। প্রায় ১০০০ (সকাল ১০ টা) ঘণ্টার সময়, ট্যাঙ্ক ও এপিসি (আর্মার্ড পারসোনাল ক্যারিয়ার) দ্বারা সুরক্ষিত একটি বড় সাপ্লাই কনভয় মুজাহিদীনদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসলো। হেলিকপ্টারগুলো আকাশে ঘুরছিল।

যখন অগ্রবর্তী ট্যাঙ্ক ও এপিসি কিল জোনে পৌঁছালো, তখন মুজাহিদীনরা মাইনগুলো বিস্ফোরিত করলো। একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গেল এবং কনভয় হঠাৎ থেমে গেল। মুজাহিদীনরা কনভয়ের ওপর ফায়ার করলো। কিন্তু তারা এতটাই দ্রুত পালানোর

চিন্তায় ব্যস্ত ছিল যে তাদের গুলি তেমন কার্যকর হয়নি। তারা কেবলমাত্র একটি ট্রাক তাদের আরপিজি দিয়ে ধ্বংস করতে পারলো, তারপর দ্রুত যোগাযোগ ছেড়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পশ্চিম দিকে চলে গেলো।



COMMENTARY:

মুজাহিদীনরা সপ্রাইজ লাভ করেছিল, কিন্তু যখন শত্রু কনভয় থেমে গেল, তখন তারা তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। কমান্ডারের সতর্কতাবোধ তাদের বাহিনীকে রক্ষা করতে চাওয়ায় কনভয়ের ওপর অতিরিক্ত ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। তবুও, একটি ট্যাঙ্ক এবং একটি ট্রাক ধ্বংস করা ১৫ জনের একটি অ্যাম্বুশ বাহিনীর জন্য যথেষ্ট ভালো কাজ।

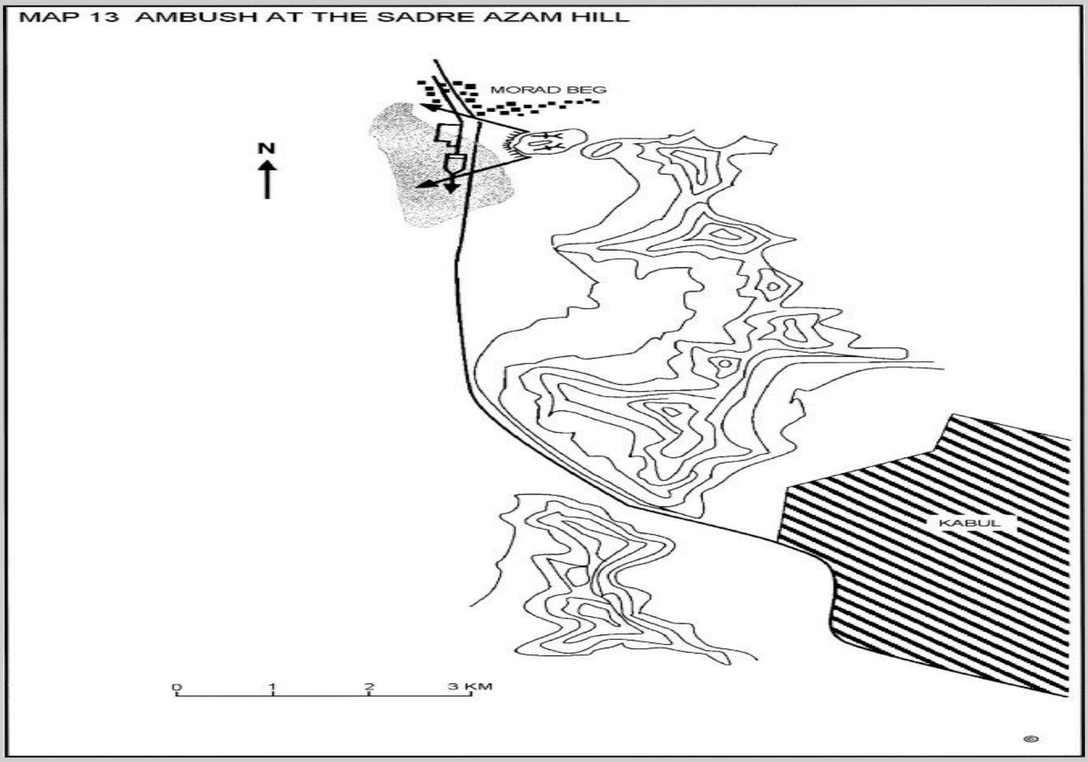
অ্যাম্বুশ স্থল সঠিকভাবে নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই এলাকা ছিল খুবই খোলা, যেখানে বাহিনীর খুব কম সিকিউরিটি মিলত। এর প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে কোটাল-এ-তখত (তখত পাস), যা একটি অ্যাম্বুশের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত। ওখানকার ভৌগলিক পরিবেশও গোপনভাবে আক্রমণ চালাতে সুবিধা দেয় এবং আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য আশ্রয় ও গোপন পালানোর পথও সুযোগ করে দেয়। ওই এলাকায় একটি অ্যাম্বুশ বাহিনী অনেক দীর্ঘসময় লড়াই চালাতে পারত এবং একটি কনভয়ের ওপর আরও বেশি ক্ষতি করতে পারত।

তবে, এই এলাকায় অ্যাম্বুশ স্থল নির্বাচনে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত, মুজাহিদীনরা সাধারণত নিজেদের মাতৃভূমিতে লড়াই করত। মাতৃভূমির বাইরে লড়াই করলে রাজনৈতিক এবং সমর্থনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারত। দ্বিতীয়ত, মুজাহিদীনরা তাদের শত্রুকে যতটা সম্ভব রাজধানীর কাছাকাছি হয়েই কষ্ট দিতে চাইত রাজনৈতিক ও প্রোপাগান্ডার কারণে। কাবুলের দরজায় আক্রমণ করা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল দূরের আক্রমণের তুলনায়। সর্বশেষে, যেহেতু এই এলাকা খুবই খোলা, তাই এখানে একটি অ্যাম্বুশের ভালো সুযোগ ছিল, কারণ এটি সাধারণত একটিকে অ্যাম্বুশের স্থান হিসেবে ধরা হয় না।

ঘটনা ১৩

AMBUSH AT THE SADRE AZAM HILL

by Doctor Mohammad Wakil



১৯৮৪ সালের আগস্ট মাস। আমাদের কাছে খবর আসে যে সোভিয়েত সাপ্লাই কনভয় উত্তরের দিক থেকে কাবুলে আসবে। কাবুল থেকে দক্ষিণে ক্কালা-ই মোরাদ বেগের কাছে হাইওয়ের পাশে একটি ছোট টিলা রয়েছে (মানচিত্র ১৪ - মোরাদ)। এটি সাদরে আজম টিলা নামে পরিচিত। এটি একটি উৎকৃষ্ট অ্যাম্বুশ স্থান এবং আমরা হাইওয়ের পূর্ব পাশে ওই টিলায় আমাদের অ্যাম্বুশ গড়ে তুলি। আমার কাছে ৩০ জন মুজাহিদীন এবং চারটি RPG-৭ রকেট লঞ্চার ছিল। শত্রু খুব নজরদারি করত এই এলাকায়, তাই আমরা আমাদের বাহিনী ছড়িয়ে দিতে পারিনি। তাই আমরা বাহিনীকে টিলার ওপর কেন্দ্রীভূত করলাম, রাইফেলধারীরা নিচে এবং RPG গুলি টিলার উপরে।

আমরা ধারণা করেছিলাম কনভয় ১৬০০ (বিকেল ৪ টা) ঘণ্টায় আসবে এবং আমরা সেই সময়ের আগে প্রস্তুত ছিলাম। ১৬০০ ঘণ্টায় কনভয় এসে পৌঁছালো। একটি BMP গাড়ি কনভয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সোভিয়েত সৈনিকরা BMP-এর ছাদে বসে ছিল। সাধারণত আমরা কনভয়ের প্রথম গাড়ি আক্রমণ করতাম না, কিন্তু যেহেতু শীর্ষ গাড়িটি একটি চমৎকার নিশানা ছিল, তাই আমরা ওপেন ফায়ার করে তা ধ্বংস করলাম। আমরা কনভয়কে সম্পূর্ণরূপে সারপ্রাইজড করে দিলাম। কনভয় থেমে গেল এবং শত্রু কিছু সৈন্য নেমে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে গুলি চালাল। আমরা একে অপরকে প্রায় এক ঘণ্টা গুলি চালালাম, যতক্ষণ না কাছের কাবুল থেকে একটি রিলিফ কনভয় এসে আটকা পড়া কনভয়কে সাহায্য করে। আমরা সরে পড়লাম। শত্রুর একটি BMP, চারটি পেট্রোল ট্যাঙ্কার এবং আনুমানিক দশজন নিহত ও আহত বরণ করল। আমরা কারেজ-ই মির থেকে মালেক মোহাম্মদের হারালাম, যিনি নিহত হয়েছিলেন।

COMMENTARY:

এ ধরনের ছোট আকারের অ্যাম্বুশ ছিল যেগুলো মুজাহিদীন নিয়মিত করত। দুই পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সামান্য হলেও, সময়ের সাথে সাথে তা বড় হয়ে ওঠে। সোভিয়েত সৈনিকরা সাধারণত তাদের APC-এর উপর বসে যেত কারণ যদি APC একটি

মাইন বিস্ফোরণে পড়তো, তখন বাইরে বসা সৈনিকদের ফেলে দিত, আর ভিতরে থাকা সবাই মারা যেত। উপরন্তু, APC-এর ভিতর ভীষণ ভিড় এবং দেখতে অসুবিধা, আর আগস্ট মাসে অসহ্য গরম হয়ে যেতো।

কনভয়টি মোরাদ বেগ গ্রামের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তাই সোভিয়েতরা তাদের সশস্ত্র যানগুলি সামনের দিকে চালিয়ে অ্যাম্বুশ স্থলে গুলি চালাতে পারছিল না। অ্যাম্বুশের উদ্দেশ্য ছিল গাড়ি ধ্বংস করা, তাই কনভয়ের শীর্ষ অংশ আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। যদি লক্ষ্য অস্ত্র দখল করা হতো, তাহলে মাঝ বা শেষ অংশ আক্রমণ করা ভালো হতো। উপলব্ধ ভূখণ্ড মুজাহিদিনদের অতর্কিত হামলাকে সীমিত রেখেছিল–যা তারা সাধারণত পছন্দ করে না। এটি ছিল পশ্চিমা ধাঁচের অতর্কিত হামলার কাছাকাছি। প্রাথমিক গুলিবর্ষণের পর হামলাটি ধীরে ধীরে একটি এলোমেলো, দীর্ঘমেয়াদি স্নাইপিং অভিযানে পরিণত হয়, যা হামলাকারীদের জন্য যেন এক বিকেলের বিনোদনের মতো ছিল, কোনো নির্ণায়ক লড়াইয়ের মতো নয়।

ঘটনা ১৪

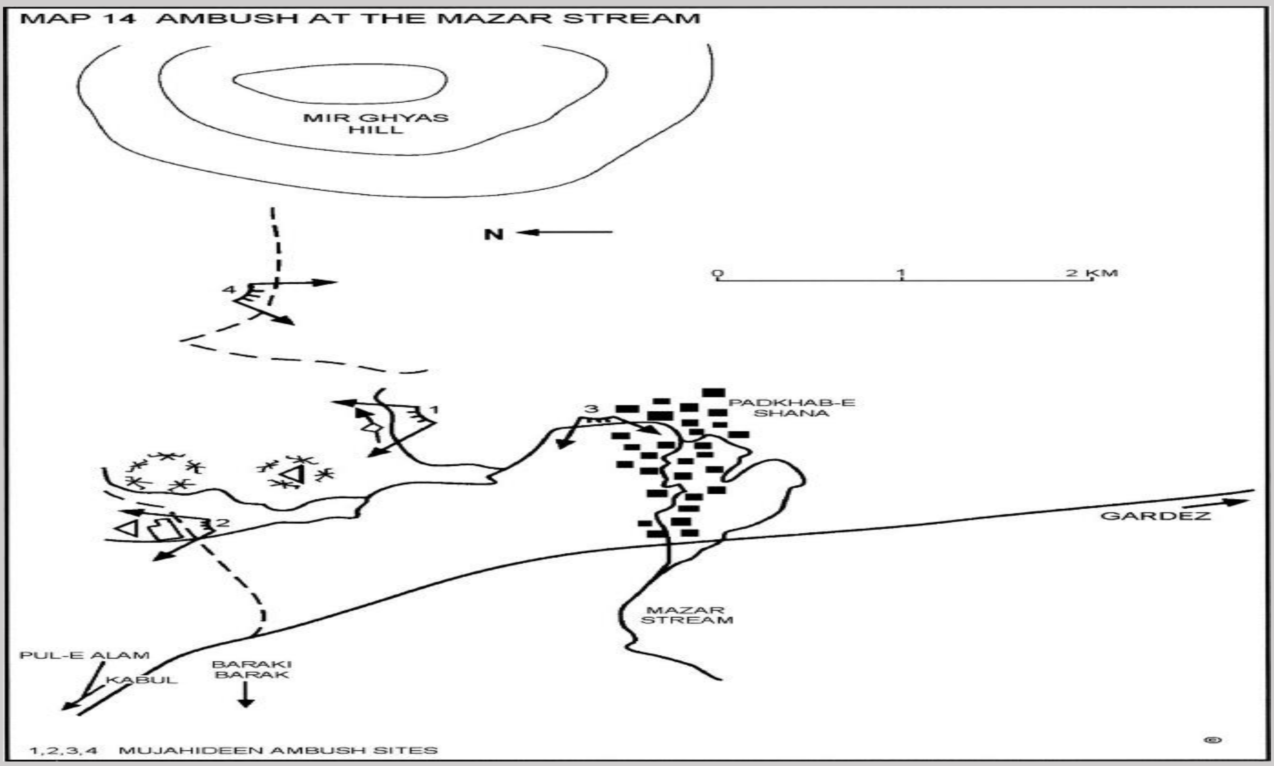
AMBUSH AT MAZAR CREEK

by Commander Qazi Guljan Tayeb

আমার বারাকি বারাক ঘাঁটির পূর্বে পাডখাব-ই শানা নামের একটি শহর আছে। এটি কাবুল-গার্দেয মহাসড়ক থেকে এক কিলোমিটার অর্ধেক দূরে অবস্থিত। সোভিয়েতরা এই শহরের আশেপাশের উঁচু জমিতে নিরাপত্তা পোস্ট স্থাপন করেছিল, যাতে বারাকি বারাক জেলার মুজাহিদীন আক্রমণ থেকে মহাসড়ককে রক্ষা করা যায়। আমি ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে এই পোস্টগুলো আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমি হিকমতিয়ার গ্রুপ থেকে সায়াফ গ্রুপে যোগ দিয়েছি।

আমরা সন্ধ্যার সময় বারাকি বারাক থেকে রওনা দিলাম। আমার সঙ্গে ছিল প্রায় ১০০ মুজাহিদীন। আমরা মহাসড়ক পার হয়ে পাডখাব-ই শানা শহরে ঢুকলাম। এটি একটি বড় শহর, যার আয়তন প্রায় এক বর্গকিলোমিটার এবং প্রায় ১,০০০টি বাড়ি রয়েছে। আমার মুজাহিদীনরা বাড়িগুলোতে প্রবেশ করে সেখানে একদিন অবস্থান করল। সেই রাতে, স্থানীয় পথপ্রদর্শকদের সাহায্যে, আমরা শহরে ঢোকার রাস্তা বরাবর অ্যাম্বুশ স্থাপন করলাম। শহরের আশেপাশে বাগান ও বনের সঙ্গে একটি সবুজ অঞ্চল রয়েছে (মানচিত্র ১৫ - মাজার)। মাজার নদী বাজারের কাছে শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। মাজার নদীর উৎস একটি ঝর্ণা এবং এখানের পানি ভালো। সোভিয়েত সৈন্যরা পানির জন্য, গোসলের জন্য, মাছ ধরার জন্য এবং স্নানের জন্য নদীতে যেত।

আমরা ঝর্ণার কাছে নদীর পাশে একটি অ্যাম্বুশ স্থাপন করলাম। আরেকটি অ্যাম্বুশ স্থাপন করলাম তাদের সরবরাহ রুট বরাবর, যা প্রধান সড়ক থেকে সোভিয়েত নিরাপত্তা পোস্টগুলো পর্যন্ত যেত। নিরাপত্তা পোস্ট থেকে শহরের বাসিন্দাদের দিকে একটি পথও ছিল। সোভিয়েতরা প্রায়ই এই পথ দিয়ে শহরে আসত চুরি বা গন্ডগোল করার জন্য। আমরা আমাদের তৃতীয় অ্যাম্বুশ সেই পথে স্থাপন করলাম, যেখানে ভবন ও বাগানের আচ্ছাদনে শত্রুর চলাচল কঠিন ও সীমিত ছিল। আমাদের চতুর্থ অ্যাম্বুশ স্থাপন করলাম নদী থেকে মির গিয়াস টিলার পথে।

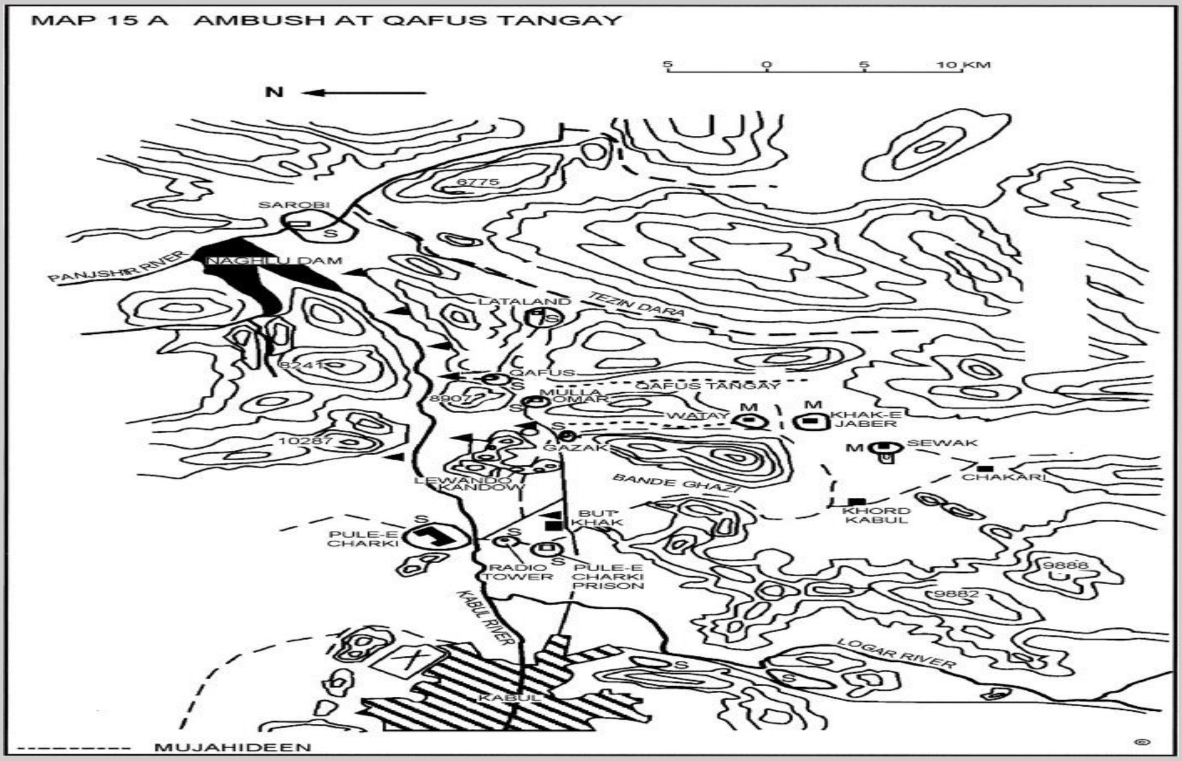


সকালে কয়েকজন সোভিয়েত নদীতে এল। সেই অ্যাম্বুশ স্থানের মুজাহিদীনরা গুলি চালিয়ে কয়েকজন সোভিয়েতকে হত্যা করে দ্রুত সরে পড়ল। একই সময়ে, একটি সোভিয়েত জীপ সরবরাহ রুট বরাবর আসছিল, সেটিও গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত হল। সোভিয়েত ট্যাঙ্কগুলি পুলে-ই আলাম থেকে এসে শহরকে ঘেরাও করল। আমরা আমাদের অস্ত্র লুকিয়ে সাধারণ লোকের ভান করে শহর থেকে ধীরে ধীরে উত্তরে এবং পশ্চিমে চলে গেলাম। আমাদের দুইজন মুজাহিদীন আহত হয়েছিল। আমরা ১২ জন সোভিয়েতকে হত্যা করলাম, একটি জীপ ধ্বংস করলাম এবং চারটি অস্ত্র হাতিয়ে নিলাম।

ঘটনা ১৫

AMBUSH AT QAFUS TANGAY

by Major Sher Aqa Kochay



১৯৮৫ সালের ১৩ আগস্ট, আমার ৪০ জন মুজাহিদীনের একটি দল রাজধানী কাবুল থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সেওয়াক ঘাঁটি থেকে রওনা হয়ে কাবুল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পূর্বে ক্বাফুস তাঙ্গাই অঞ্চলে একটি হামলার প্রস্তুতি নিতে যায়। এই এলাকাটি আগে একটি উপজাতীয় মিলিশিয়া দ্বারা রক্ষা করা হতো, তবে ঠিক এক বছর আগে হাসান খান কারোখেলের নেতৃত্বাধীন স্থানীয় উপজাতীয় মিলিশিয়া মুজাহিদীনদের পক্ষে যোগ দেয়। এর ফলে, সোভিয়েতপন্থী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন সারণডয় (Sarandoy) বাহিনীর একটি রেজিমেন্ট গাজাক ও সারোবি-র মধ্যবর্তী কাবুলের পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন হয় এবং নাগলু ও সারোবি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কাবুলে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী পাওয়ার লাইনের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত হয়। এই রেজিমেন্টের সদরদপ্তর ছিল সুর কান্দাও-তে এবং এর বাহিনী বুতখাক-সারোবি সড়কের পাশে বিভিন্ন নিরাপত্তা পোস্টে মোতায়েন ছিল। (মানচিত্র ১৬a - ক্বাফুস ১)

প্রতিদিন, রেজিমেন্ট সদর দপ্তর থেকে এর ব্যাটালিয়নগুলোর জন্য সরবরাহবাহী ট্রাক পাঠাতো। ব্যাটালিয়নগুলো একইভাবে তাদের মহাসড়কের চৌকিগুলিতে রসদ পৌঁছে দিত। ডি.আর.এ. (দ্য ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান)-র মুল্লা ওমর ঘাঁটি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে, রাস্তা একটি সংকীর্ণ উপত্যকা, ক্বাফুস তাঙ্গাই, এর মুখ অতিক্রম করে। ক্বাফুস তাঙ্গাই উপত্যকাটি দক্ষিণে খাক-এ জাবার পাস থেকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে গাজাক-সারোবি সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপত্যকা দক্ষিণে খোরদ কাবুলে অবস্থিত মুজাহিদীন ঘাঁটিগুলো থেকে গোপনভাবে এগিয়ে আসার সুযোগ দিত। উপত্যকার মুখে রাস্তার ভূপ্রকৃতি এমনভাবে তৈরি ছিল যে, যানবাহনগুলোকে ধীরে চলতে বাধ্য করত। ফলে এটি একটি আদর্শ অ্যামবুশ বা অতর্কিত হামলার স্থান ছিল।

আমি আমার দলকে রাতেই নিয়ে রওনা হই এবং ১৩ আগস্টের সকালেই আমরা অ্যামবুশের স্থানটিতে পৌঁছে যাই। আমার দল সজ্জিত ছিল চারটি RPG-7 অ্যান্টি-ট্যাংক গ্রেনেড লঞ্চার, কয়েকটি হালকা মেশিনগান এবং কালাশনিকভ স্বয়ংক্রিয়

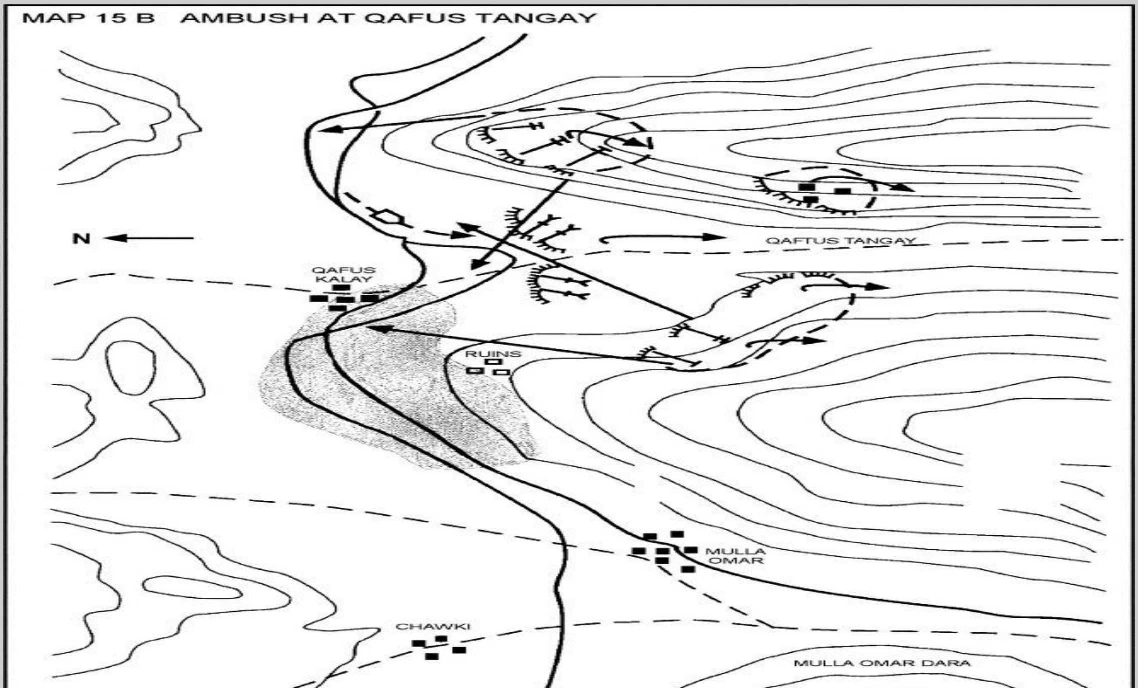
রাইফেল দিয়ে। আমি আমার দলকে তিনটি উপদলে ভাগ করে নেই। একটি ১০ জনের দল, যাতে চারটি RPG-7 ছিল, উপত্যকার নিচে রাস্তার পাশে অবস্থান নেয়। বাকি দুটি ১৫ জনের দল, যাদের প্রত্যেকটির কাছে একটি করে PK মেশিনগান ছিল, উপত্যকার উভয় পাশে অবস্থিত পাহাড়ের চূড়ায় মোতায়েন করা হয়, যেখান থেকে তারা উত্তরের দিকে সড়কটির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। (মানচিত্র ১৬b - ক্বাফুস ২)

পরিকল্পনা ছিল, শত্রুর সরবরাহবাহী যানবাহনগুলো ক্বাফুস তাঙ্গাই উপত্যকার মুখোমুখি দুর্গম রাস্তায় পৌঁছানোর পর তাদের ওপর হামলা চালানো। আমি RPG-7 বাহকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা ভাবছিলাম, যেমন — "প্রথম ব্যক্তি, সামনে থাকা ট্রাকে গুলি করো"। আমি চাচ্ছিলাম যেন একসঙ্গে চারটি ট্রাকে আঘাত হানা যায়, যাতে অতর্কিত আক্রমণের প্রভাব এবং অগ্নিশক্তি সর্বোচ্চ হয়। উপত্যকার দুই পাশের পাহাড়চূড়ায় অবস্থানরত দল দুটি নিজেদের অস্ত্রের গুলি ছোড়ার ক্ষেত্র একত্র করে পুরো উপত্যকাটি ঢেকে রাখবে, RPG দলগুলোর পেছনে হঠে যাওয়ার পথ রক্ষা করবে এবং শত্রু সেনাদের বাধা দেবে। এছাড়া, তারা বন্দী ধরবে এবং ধ্বংস হওয়া শত্রু কনভয় থেকে অস্ত্র ও রসদ সরিয়ে নিয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত, আমরা শুনতে পেলাম পূর্ব দিক থেকে একটি যান আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি শত্রু জিপ সড়কের বাঁক ঘুরে হাজির হলো। জিপটি পাথুরে রাস্তায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল অ্যামবুশ স্থানের দিকে, তখন হঠাৎ করে এক মেশিনগানার পাহাড়ের ওপর থেকে গুলি চালিয়ে দেয় জিপটির দিকে।

আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ি, কারণ আমাদের অ্যামবুশ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। আমি সাথে সাথে একজন RPG-7 বাহককে আদেশ করি — জিপটি যেন পালাতে না পারে, তাকে ধ্বংস করো। কয়েক সেকেন্ড পরেই, জিপটি আগুনে জ্বলছিল এবং আহত চালকটি বাইরে পড়ে ছিল। সে ছিল জিপটির একমাত্র আরোহী। সে ছিল লাতাবান ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর থেকে ফিরছিল, যেখানে সে রেজিমেন্টের রাজনৈতিক কর্মকর্তাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিই এবং পরে ছেড়ে দিই। সে ছিল পাঞ্জশির উপত্যকার একজন বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত নবীন সৈনিক।

এরপর, সারণডয়ের বাহিনী কাছাকাছি স্পিনা তানা এবং নু’ মানাক চৌকি থেকে টহলদল পাঠায়। কিন্তু, এই এলাকায় থেকে যাওয়া অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় আমরা ক্বাফুস তাঙ্গাই উপত্যকার পথ দিয়ে আমাদের ঘাঁটিতে ফিরে যাই।



COMMENTARY:

মুজাহিদদের অ্যামবুশটি ব্যর্থ হয় কারণ তারা গুলির নিয়ন্ত্রণ (ফায়ার ডিসিপ্লিন) বজায় রাখতে পারেনি। অনুমতি ছাড়াই গুলি ছোঁড়ার কারণে একটি সুচারুভাবে পরিকল্পিত এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত করা অ্যামবুশ ভেস্তে যায়। একটি সংগঠিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা সবসময়ই মুজাহিদ কমান্ডারদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, কিছু মুজাহিদ কমান্ডার প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশলগুলো অবহেলা করতেন।

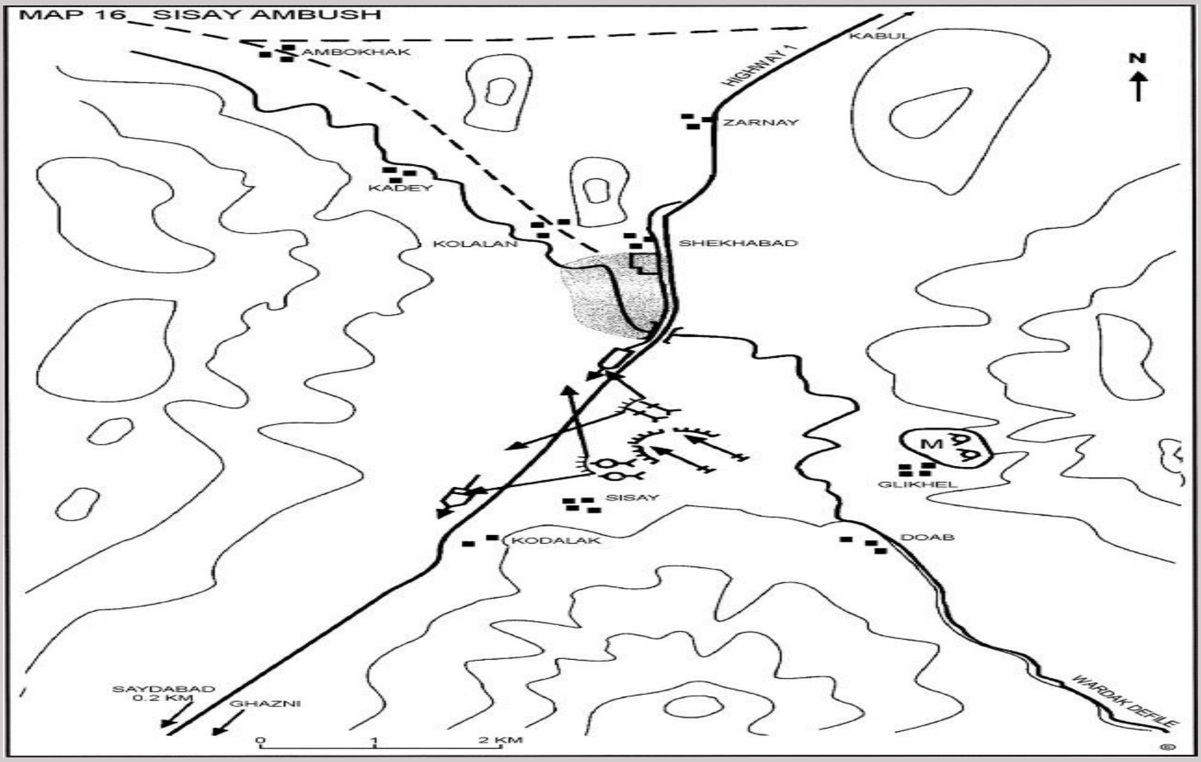
এক্ষেত্রে স্পষ্ট নয় যে, মেজর আকা তার বাহিনীর পাহাড়চূড়ায় অবস্থানরত অংশের গুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। যদি কমান্ডার প্রত্যেক চূড়ায় উপ-নেতা নিয়োগ করতেন এবং গুলির নির্দেশনার ব্যাপারে পরিষ্কার আদেশ দিতেন, তাহলে হয়তো অ্যামবুশের ফল ভিন্ন হতে পারত।

এ অ্যামবুশে পর্যাপ্ত প্রাথমিক সতর্কতাও ছিল না, যার মাধ্যমে আসন্ন কনভয়ের আকার, গঠন ও তৎপরতা সম্পর্কে আগে থেকেই জানা যেত। যদি কমান্ডারের কাছে এমন কোনো প্রাথমিক সতর্কবার্তা এবং একটি কমান্ড শৃঙ্খলা থাকত, তাহলে তিনি কেবল শব্দের ওপর নির্ভর না করে যানবাহনের আগমন সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারতেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন আক্রমণ করবেন কি না, এবং তার সিদ্ধান্ত যথাসময়ে তার বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন।

ঘটনা ১৬

SISAY AMBUSH

by Commander Haji Mohammad Seddiq



১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে, কয়েকটি মুজাহিদীন দল একত্রিত হয়ে ওয়ারদাক প্রদেশের সাইদাবাদ জেলার সদর দপ্তর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত সিসায় নামক স্থানে একটি অ্যামবুশ স্থাপন করে। অ্যামবুশ স্থানটি কাবুল ও গজনির মধ্যবর্তী প্রধান মহাসড়কের পাশে, একটি উপত্যকার মুখে অবস্থিত। এই উপত্যকা লোগার অঞ্চলের দিকে প্রসারিত, যা মুজাহিদীনদের জন্য গোপন আগমন ও পশ্চাদপসরণের পথ সরবরাহ করে। অঞ্চলটির ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য মুজাহিদীনদের জন্য সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে সহায়ক, তবে যারা অ্যামবুশে পড়েছে তাদের চলাফেরার পরিসর সীমিত করে দেয়।

মাওলানা ফাইজান, হিজবে ইসলামি হিকমতিয়ার (HIH)-এর ওয়ারদাক প্রাদেশিক নেতা, এই সম্মিলিত অ্যামবুশ অপারেশনের প্রধান কমান্ডার ছিলেন। তাঁর গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল যে একটি বড় সোভিয়েত/ডি.আর.এ. (DRA) কনভয় কাবুল থেকে গজনির দিকে রওনা দেবে। সেই অনুযায়ী তিনি সিসায় অ্যামবুশ পরিকল্পনা করেন এবং স্থানীয় বিভিন্ন মুজাহিদীন দলকে এতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান (রেফারেন্স: মানচিত্র ১৭ – সিসায়)।

তিনি মোট ৮০ জন মুজাহিদীন নিয়ে একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেন, যাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল:

- চারটি ৮২ মিমি মর্টার
- ছয়টি ৮২ মিমি রিকয়ললেস রাইফেল
- চারটি ৬০ মিমি মর্টার
- দশটি RPG-7

এবং বিভিন্ন ধরনের গরিউনভ মেশিনগান, একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল এবং বোল্ট-অ্যাকশন এনফিল্ড রাইফেল।

আমি আমার দলকে নিয়ে লোকার প্রদেশ থেকে এসেছিলাম। আমাদের অ্যামবুশ স্থানে পৌঁছাতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগেছিল। সাধারণত আমরা প্রতি ৬ জনের একটি করে টিম গঠন করতাম, কিন্তু শত্রুর কনভয়ের শক্তি বিবেচনায় এবার আমরা প্রতি ১০ জনে একটি করে টিম গঠন করি। এই অ্যামবুশ অপারেশনে মোট তিনটি গ্রুপ ছিল:

আক্রমণকারী দল (Assault Group):

- চারটি টিম (মোট ৪০ জন)।
- অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত।
- গুলেই পাহাড়ের পাশে, রোডের খুব কাছাকাছি মোতায়েন করা হয়।

সহায়ক দল (Support Group):

- তিনটি টিম (মোট ৩০ জন)।
- মেশিনগান দিয়ে সজ্জিত।
- এদের দায়িত্ব ছিল আক্রমণকারী দলকে আগুনে সহায়তা দেয়া, আহতদের সরিয়ে নেয়া এবং গোলাবারুদ সরবরাহ।

ভারী অস্ত্রের দল (Heavy Weapons Group):

- একটি টিম (১০ জন)।
- মর্টার দিয়ে সজ্জিত।
- এরা ওয়ারদাক নদীর ওপারে অবস্থান নেয়।
- এদের অবস্থান ছিল খাদিবুচ পাহাড় দ্বারা আড়াল করা, যাতে শত্রুর নজরে না পড়ে।

এই অ্যামবুশের পরিকল্পনা এবং বাহিনীর গঠন ছিল একটি উন্নত সমন্বিত হামলার প্রতিচ্ছবি, যেখানে স্পষ্টভাবে প্রত্যেক দলের ভূমিকা ও অবস্থান নির্ধারিত ছিল।

আমরা রাতের অন্ধকারে আমাদের পূর্বপ্রস্তুত অবস্থানে পৌঁছে যাই। সকাল ৯টার দিকে, সোভিয়েত কনভয়ের অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দল উত্তর দিক থেকে কিল জোনে প্রবেশ করে। এই অগ্রবর্তী দলে ছিল দুইটি BMP এবং একটি অতিরিক্ত সাঁজোয়া যান (APC)। আমরা তাদের পার হতে দিই।

অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দলটি কিল জোন পেরিয়ে গেলে তারা থেমে যায়। সম্ভবত তারা ধরে নিয়েছিল যে পথটি নিরাপদ, তাই তারা মূল কনভয়কে অগ্রসর হওয়ার সংকেত দেয়। এরপর, মূল কনভয়টি শেখাবাদ গ্রামের দক্ষিণের সবুজ অঞ্চল থেকে বের হয়ে কিল জোনে প্রবেশ করে। এই কনভয়ে ছিল GAZ-66 ট্রাক এবং অন্যান্য সাঁজোয়া যান।

যখন কনভয়ের মূল অংশ কিল জোনে প্রবেশ করে, তখন আমরা আমাদের অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্র দিয়ে অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দলটিকে লক্ষ্য করে হামলা শুরু করি। আমরা দুইটি BMP ও একটি অতিরিক্ত APC ধ্বংস করি। এরপর আমরা মূল কনভয়ের দিকে মনোযোগ দেই।

লড়াই দুই ঘণ্টা ধরে চলে। শত্রুপক্ষ তাদের APC ও অন্যান্য সাঁজোয়া যান থেকে পাল্টা গুলি চালায়, কিন্তু আমাদের ভালোভাবে প্রস্তুত অবস্থানের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের প্রভাব ছিল সীমিত। আমরা অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্র ও মর্টার দিয়ে শত্রুকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করি। শত্রুপক্ষ লড়াইয়ের নিয়ন্ত্রণ নিতে তেমন কিছুই করেনি–তারা শুধু পাল্টা গুলি চালিয়েছে, আর যারা কিল জোনে ছিল, তারা সেখানেই মারা গেছে।

আমি ছিলাম আক্রমণকারী দলের প্রথম টিমের কমান্ডার। সকাল ১১টার মধ্যে আমরা কিল জোনে থাকা সমস্ত যানবাহন ধ্বংস করি এবং অঞ্চলটিতে প্রবেশ করে যতটুকু অস্ত্র ও সরঞ্জাম বহন করা সম্ভব, তা নিয়ে নিই। তারপর আমরা পিছু হটি।

আমরা ১৭টি সাঁজোয়া যান ও ৪৫টি GAZ-66 ট্রাক ও গ্যাস ট্যাঙ্কার ধ্বংস করি, যেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিল জোনে। আমরা চারটি AK-74 অ্যাসল্ট রাইফেল জব্দ করি–এই অস্ত্রটি শুধুমাত্র সোভিয়েত সেনাদের জন্য বরাদ্দ ছিল।

মুজাহিদীন ক্ষয়ক্ষতি:

- ১০ জন শহীদ (KIA)
- ২ জন আহত (WIA)

COMMENTARY:

সতর্ক পরিকল্পনা, ভালো গোয়েন্দা তথ্য, যুদ্ধরত দলগুলোকে বিস্তারিত নির্দেশনা এবং সহজ কাজের সংগঠন–এসবই এই অ্যামবুশকে সফল করতে সাহায্য করেছে। ভারি অস্ত্রে সজ্জিত মুজাহিদীনরা ছিল সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত। তারা শত্রু কনভয়ের ওপর সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে এবং পরে এগিয়ে গিয়ে লুণ্ঠন করে। এটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি, কারণ তারা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত অবস্থান থেকে এমন এক শত্রুর ওপর আঘাত করে যার আশেপাশে কোনো প্রতিরক্ষা ছিল না এবং যারা খোলা স্থানে ফেঁসে গিয়েছিল।

তবে হয়তো অ্যামবুশে চারটি উপাদান থাকা উচিত ছিল। সহায়তা দলটি একইসাথে যুদ্ধের (মেশিনগান সহায়তা) ও লজিস্টিক (গুলির সরবরাহ ও আহতদের উদ্ধার) দায়িত্ব পালন করছিল। সম্ভবত, এই দুটি ভিন্নধর্মী কাজ ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া উচিত ছিল। এছাড়া, হেভি অস্ত্র দলটির আরও লোক প্রয়োজন ছিল–মাত্র ১০ জন দিয়ে চারটি মর্টার পরিচালনা করা কঠিন, আটটি পরিচালনা করা তো প্রায় অসম্ভব।

সোভিয়েতরাও তাদের বিপর্যয়ের জন্য নিজেদের দায়ী করেছে। অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দলটি এলাকা “পরিষ্কার” করার জন্য শুধু গাড়ি চালিয়ে কিল জোনের ভেতর দিয়ে যায়। যেহেতু তাদের উপর তখন কেউ গুলি চালায়নি, তারা ধরে নেয় এলাকা নিরাপদ। অথচ এটি ছিল মুজাহিদীনদের প্রিয় অ্যামবুশ স্থান–ভালোভাবে প্রস্তুত করা অবস্থানসহ। মুজাহিদীনরা এর আগে বহুবার এখান থেকে অ্যামবুশ করেছে। কমপক্ষে, সোভিয়েতদের উচিত ছিল কনভয়ের রওনা হওয়ার আগে এই স্থানে হামলা চালিয়ে প্রতিরক্ষা পজিশনগুলো ধ্বংস করে দেওয়া। এরপর, অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দলটির উচিত ছিল কিছু সেনা নামিয়ে এলাকা তল্লাশি করা এবং কনভয় পুরোপুরি চলে না যাওয়া পর্যন্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

আরও খারাপ হয়েছে কারণ এই অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দলটি এমন জায়গায় থেমে গিয়েছিল যেটি ছিল অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে (৩০০–৮০০ মিটার) এবং যেখানে ভূপ্রকৃতি যানবাহনের চলাচল সীমিত করছিল। ফলে, যখন মুজাহিদীনরা গুলি চালায়, তারা একটি জ্বলন্ত ব্যারিকেডে পরিণত হয়, যা পুরো কনভয়কে ফাঁদে ফেলেছিল।

যদি তারা কনভয়ের অনেকটাই সামনে গিয়ে অবস্থান নিত, তাহলে কনভয়ের কিছু অংশ দক্ষিণ দিকে পালাতে পারত, এবং তারা ফিরে এসে ফাঁদে পড়া বাহিনীকে সহায়তা করতে পারত। যদি তারা রাস্তা থেকে পশ্চিমে সরে গিয়ে অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্রের পাল্লার বাইরে ঢাকা অবস্থানে গিয়ে বসত, তাহলে তারা কনভয়কে তাৎক্ষণিক শক্তিশালী আগুন সহায়তা দিতে পারত।

CHAPTER COMMENTARY

মুজাহিদীনরা সাধারণত দুই উদ্দেশ্যে অ্যামবুশ চালাতো — উত্যক্ত করার জন্য (harassment) অথবা লুটপাটের জন্য (spoils)। উত্যক্তমূলক অ্যামবুশগুলো অনেক সময় ছোট পরিসরে পরিচালিত হতো, যেখানে তারা শত্রু কনভয়ের দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে কিছু যানবাহন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করেই দ্রুত পিছু হটত। এই ধরনের অ্যামবুশে তারা সাধারণত লুট করতে যেত না, যাতে কনভয়ের কমান্ডার প্রতিক্রিয়া জানানোর আগেই তারা সরে যেতে পারে।

অন্যদিকে, লুটপাটের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অ্যামবুশগুলো ছিল বড় আকারের এবং এতে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদীনরা প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারত। তবুও এই অ্যামবুশগুলো ছিল স্বল্প-মেয়াদী অভিযান — যা হঠাৎ আক্রমণ ও ভূপ্রকৃতির সুবিধা কাজে লাগিয়ে চালানো হতো।

রোডব্লক (রাস্তা বন্ধ করে শত্রুর অগ্রগতি থামানো), যা পরে আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে, তা ছিল একেবারে ভিন্ন কৌশল — যেখানে শত্রুকে অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখে সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা হতো।

লুটপাটের অ্যামবুশ ছিল মুজাহিদীনদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।
মুজাহিদীনরা ছিল বেতনবিহীন স্বেচ্ছাসেবক। তাদের অধিকাংশের ঘরে পরিবার ছিল এবং তাদের জন্য দায়িত্ব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোনো ভারী অস্ত্র এবং মোট লুটের ১/৫ অংশ কমান্ডার পেতেন। অবশিষ্ট ৪/৫ অংশ অংশগ্রহণকারী মুজাহিদীনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো।

অনেক মুজাহিদ আহরিত কালাশনিকভ বা অন্যান্য ট্রফি (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পাকিস্তানে নিয়ে বিক্রি করত এবং সেই অর্থ তাদের পরিবারকে দিত যাতে তারা চলতে পারে।

RPG-7 ছিল মুজাহিদীনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।
যদিও জনপ্রিয় ধারণায় মুজাহিদ যোদ্ধা মানেই একজন কালাশনিকভ হাতে কঠোর যোদ্ধা, বাস্তবতা হলো যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদীন অস্ত্র ছিল RPG-7 অ্যান্টি-ট্যাংক গ্রেনেড লঞ্চার।

এই সোভিয়েত নির্মিত স্বল্প-পাল্লার অস্ত্রটি মুজাহিদীনদের ট্যাংক, ট্রাক এমনকি মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার ধ্বংসের সক্ষমতা দিত। RPG-7 ছিল এক মহান ভারসাম্যকারী অস্ত্র যা অ্যামবুশ অভিযানে চমৎকার কার্যকর ছিল।

যদিও মুজাহিদীনরা হালকা পদাতিক বাহিনী ছিল, কিন্তু ভারী অস্ত্রসমূহ যেমন মর্টার, রকেট, রিকয়েললেস রাইফেল ও হেভি মেশিন গান–এগুলো তাদের দূরপাল্লার গুলিবর্ষণ এবং শত্রুর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করার সক্ষমতা বাড়িয়ে দিত।

◈ সোভিয়েত/ডিআরএ কনভয়ের গঠন
একটি সাধারণ সোভিয়েত বা ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান (ডিআরএ) কনভয়ে নিচের কাঠামো অনুসরণ করা হতো–

- সামনের দলে কিছু সাঁজোয়া যান (armored vehicles) থাকত।
- কনভয়ের মাঝে মাঝেও সাঁজোয়া যান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত।
- শেষে থাকত আরেকটি সাঁজোয়া যানবাহন দল (rear guard)।

কোনো কোনো সময়, কনভয়ের আগে আগে হেলিকপ্টার বা স্থল টহল দল (advance guard/patrol) পুরো রুট পরিদর্শন করত।

- মাঝে মাঝে মাইন শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয়কারী দল কনভয়ের আগে চলত। তবে সাধারণত রাস্তায় পাহারার দায়িত্বে থাকা ইউনিট মাইন ক্লিয়ারিং করত এবং তারা "সব ঠিক আছে" সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত কনভয় চলা শুরু করত না।
- কোনো কোনো সময় কনভয়ের সাথে আর্টিলারি ইউনিটও থাকত যারা "লীপ-ফ্রগ" কৌশলে এগোত এবং প্রয়োজন পড়লে দ্রুত ফায়ার সাপোর্ট দিতে পারত।

◈ অ্যামবুশে পড়লে সোভিয়েত/ডিআরএ প্রতিক্রিয়া

- কনভয় আক্রান্ত হলে, সাঁজোয়া যানগুলো অ্যামবুশ জোনেই থেকে গুলি চালাত, আর ট্রাকগুলো যতদূর সম্ভব দ্রুত সরে যেত।
- যদি সাঁজোয়া যান দিয়ে মুজাহিদীনদের সরিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে কনভয় চলতে থাকত।
- যদি তা সম্ভব না হতো, তাহলে হেলিকপ্টার গানশিপ ব্যবহার করে মুজাহিদীনদের পিছু হটানোর চেষ্টা হতো।
- কনভয়ের কমান্ডার সাধারণত সার্বিক অগ্রগতি বজায় রাখার চেষ্টা করতেন; তিনি সাধারণত বাহিনীকে পেছনে ঘুরিয়ে অ্যামবুশ মোকাবেলায় পাঠাতেন না।
- এর ফলে অনেক সময় অ্যামবুশের মাধ্যমে কনভয় দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ত।

সোভিয়েত/ডিআরএ বাহিনী সাধারণত পদাতিক সৈন্য নামিয়ে অ্যামবুশকারীদের তাড়া দিত না, কারণ–

- কনভয়ের অগ্রগতি ছিল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।
- তাদের সাথে যথেষ্ট পদাতিক সৈন্য থাকত না যারা মুজাহিদীনদের এলাকায় ঢুকে লড়াই করতে পারত।

◈ মুজাহিদীনদের অ্যামবুশ কৌশল

- মুজাহিদীনরা সাধারণত কোনো কনভয়ের সামনে আঘাত করত না, যদি না এলাকা এমন হতো যেখানে সামনে আঘাত করে পুরো কনভয় আটকে রাখা যেত।
- তারা সাধারণত মাঝের অংশে হামলা চালাত যেখানে সাঁজোয়া যান কম থাকত।
- লুটপাটের উদ্দেশ্যে হলে, তারা একটি নির্দিষ্ট অংশকে আলাদা করে ফেলার চেষ্টা করত।
- তারা সাধারণত সুসজ্জিত যুদ্ধ অবস্থান তৈরি করে রাখত যাতে সাঁজোয়া যান এবং হেলিকপ্টারের গুলির মোকাবিলা করতে পারে।

◈ সফল অ্যামবুশের বৈশিষ্ট্য

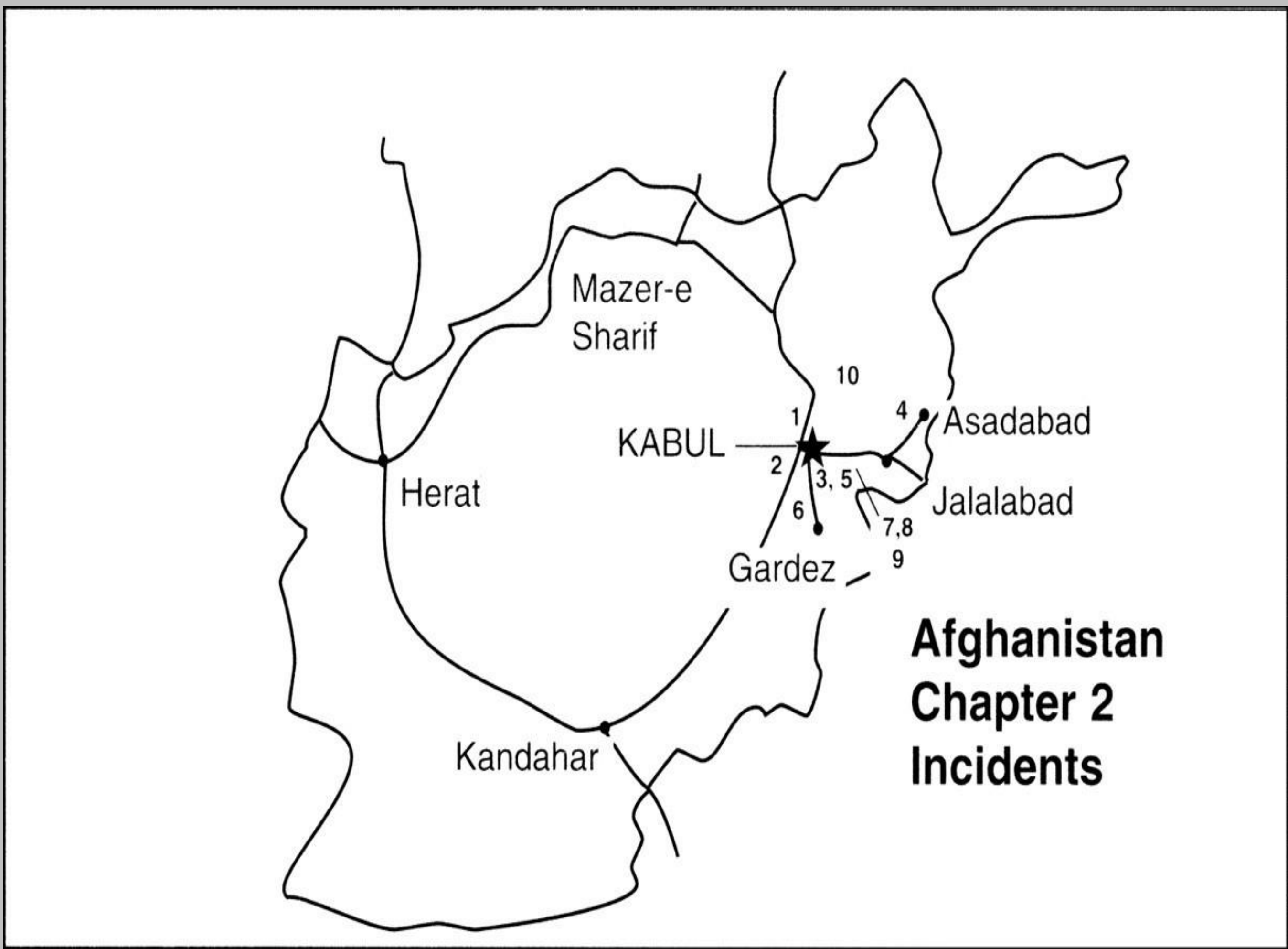
সফল মুজাহিদীন অ্যামবুশে সাধারণত নিচের মত গঠন দেখা যেত–

1. ভারী অস্ত্র সহায়তা দল (Heavy Weapons Support Group)
2. দুই পাশে নিরাপত্তা দল (Flank Security Groups)
3. প্রধান আক্রমণ দল (Assault Group)
4. লজিস্টিক সহায়তা/লুটপাট অপসারণ দল (Logistics Support / Spoils Removal Group)
    - সবচেয়ে সফল অ্যামবুশে ছিল একটি সুস্পষ্ট কমান্ড চেইন এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে রেডিও যোগাযোগ।
    - অ্যামবুশের পরে, ফ্ল্যাংক সিকিউরিটি গ্রুপ (যেখানে সাধারণত একটি বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট থাকত) বাকিদের সুরক্ষিত প্রস্থানের পথ রক্ষা করত।

চ্যাপ্টার ০২

RAIDS

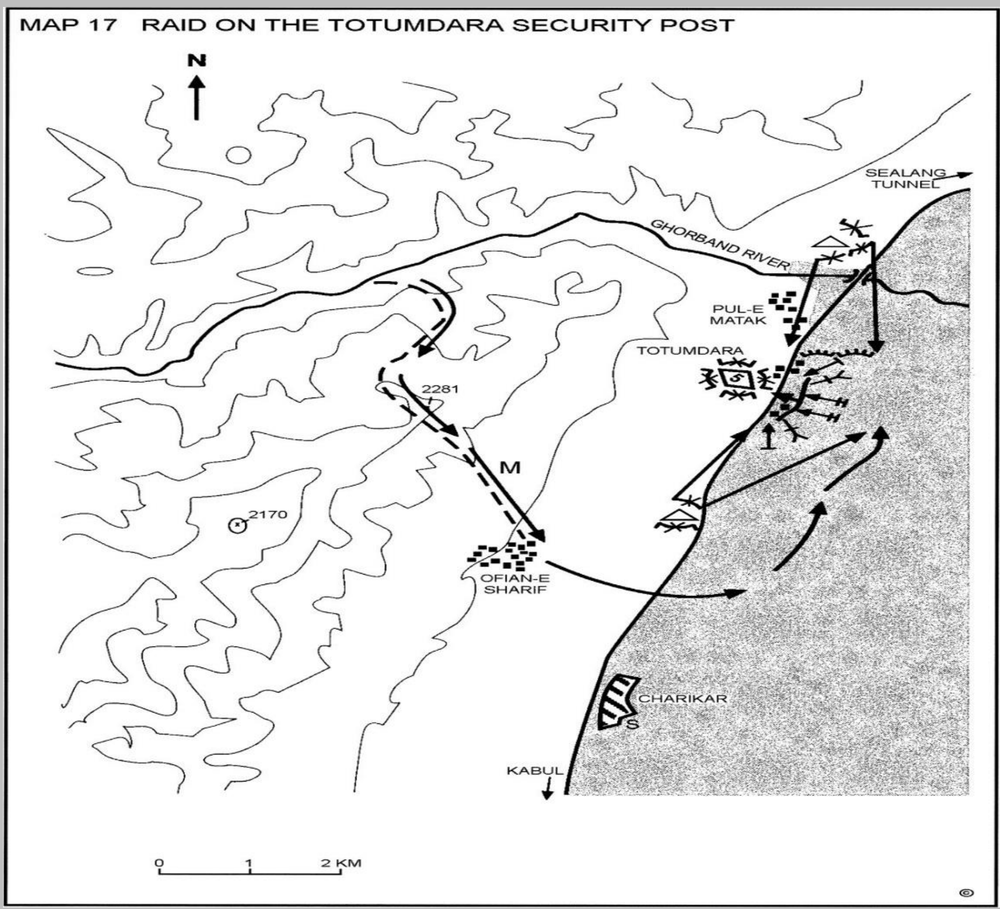
হঠাৎ আক্রমণ (রেইড) একটি আকস্মিক অভিযান, যার উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট স্থান দখল করা, সফলতা অর্জনের সুযোগকে কাজে লাগানো এবং তারপর দ্রুত সেখান থেকে সরে যাওয়া। এটি একটি সাময়িক কৌশল, যার মাধ্যমে সরঞ্জাম জব্দ করা, স্থাপনা ধ্বংস করা, শত্রুকে প্রতিক্রিয়ায় প্রলুব্ধ করার জন্য ফাঁদ পেতে রাখা এবং শত্রুর মনোবলে আঘাত হানা যায়। মুজাহিদরা মূলত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের অন্যতম উপায় হিসেবে এই ধরনের রেইড পরিচালনা করত—বিশেষ করে ডিআরএ (DRA) নিরাপত্তা চৌকিগুলোর ওপর। তারা এসব অভিযান পরিচালনা করত আরও একটি উদ্দেশ্যে—এটি প্রমাণ করা যে, তারা তুলনামূলকভাবে সহজেই ডিআরএ এবং সোভিয়েত ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাতে সক্ষম। রেইড সাধারণত একটি শক্তিশালী অবস্থানে আক্রমণের তুলনায় কম সরবরাহের প্রয়োজন হয়, কারণ রেইডের পর সেই জায়গা দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রাখার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।



ঘটনা- ১

RAID ON THE TOTUMDARA SECURITY POST

by Commander Sarshar



MAP 17 RAID ON THE TOTUMDARA SECURITY POST

**সোভিয়েত বাহিনী সালাং-কাবুল মহাসড়ক রক্ষার জন্য একাধিক নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করেছিল। তাদের একটি চৌকি ছিল তোটুমদারা এলাকায়, যা চারিকার শহর থেকে আট কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত (মানচিত্র ২-১ - তোটুমদারা)। এই চৌকিতে পাঁচটি সাঁজোয়া যান ছিল। আমরা ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই নিরাপত্তা চৌকিতে একটি হঠাৎ আক্রমণ পরিচালনা করি। আমার ঘাঁটি ছিল ঘোরবন্দ উপত্যকায়। আমার সঙ্গে ৬০ জন মুজাহিদ ছিল, যারা সশস্ত্র ছিল চারটি গরিউনোভ ভারী মেশিন গান, দুটি পিকেএম মাঝারি মেশিন গান, চারটি আরপিজি-৭ এবং কালাশনিকভ রাইফেল দিয়ে।

আমার ঘাঁটির আশপাশের অঞ্চলটি অত্যন্ত পর্বতময় এবং সোভিয়েত বাহিনীর কঠোর নজরদারিতে ছিল, তাই আমাদের রাতে চলাচল করতে হতো। আমরা আমাদের ঘাঁটি থেকে পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ওফিয়ান-এ শরীফ এলাকায় যাই, যা আমাদের লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ঘোরবন্দ থেকে এই জায়গায় পৌঁছাতে আমাদের ছয় ঘণ্টা লেগেছিল এবং আমাদের সব সরঞ্জাম নিজের পিঠে বহন করতে হয়েছিল।

আমরা দিনের বেলা ওফিয়ান-এ শরীফে বিশ্রাম নিই এবং পরিকল্পনা করি। সেই রাতেই আমরা পূর্ব দিকে চলে যাই এবং সবুজ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি গ্রামগুলোতে অবস্থান নিই। আমি আমার ৪০ জন মুজাহিদকে আমাদের ফিরে আসার পথ সুরক্ষিত রাখার এবং অস্ত্র-সরঞ্জাম বহনে সহায়তার জন্য নিযুক্ত করি। বাকি ২০ জন ছিল মূল আক্রমণকারী দল। আমি এই ২০ জনকে দুটি ভাগে ভাগ করি—১০ জনের একটি নিরাপত্তা দল এবং ১০ জনের একটি আক্রমণ দল। আক্রমণ দলে ছিল দুটি গরিউনোভ ভারী মেশিন গান, দুটি পিকেএম মাঝারি মেশিন গান, দুটি আরপিজি-৭ এবং কয়েকটি কালাশনিকভ রাইফেল।

আমরা সেদিন রাতেই চৌকিতে আক্রমণ চালাই। আমাদের আরপিজি দিয়ে দুটি ট্যাংক ধ্বংস করি এবং গরিউনোভ মেশিন গান দিয়ে শত্রু সেনাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলি। তবে, নিরাপত্তা চৌকিটি প্রচুর মাইন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তাই আমরা মাইনফিল্ড পার হয়ে চৌকির ভেতরে ঢুকতে পারিনি। তোটুমদারা চৌকির দু'পাশে ছিল পুল-এ মাতাক এবং প্রকল্প চৌকি (যা একটি চীনা সেচ প্রকল্পের নামে পরিচিত)। এই দুটি চৌকিও আমাদের ওপর গুলি চালায়, যার ফলে আমরা বাধ্য হয়ে পিছু হটি। আমরা আগের পথ ধরে ঘোরবন্দ ঘাঁটিতে নিরাপদে ফিরে আসি। আমাদের কোনো হতাহত হয়নি।**

COMMENTARY:

সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তানে লাখ লাখ মাইন পুঁতে রেখেছিল, যা তারা করেছিল বিভিন্ন স্থাপনার নিরাপত্তা, যোগাযোগ রক্ষার পথ (LOC) নিরাপত্তা এবং এলাকা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। প্রস্তুত অবস্থানে পরিচালিত মুজাহিদদের যেকোনো আক্রমণের ক্ষেত্রে এই মাইনগুলো ছিল একটি বড় সমস্যা এবং বহু সময় এটি মুজাহিদদের সফলতাকে ব্যর্থ করে দেয়। মুজাহিদদের প্রয়োজন ছিল এমন মজবুত, হালকা ওজনের মাইন শনাক্ত ও অপসারণের সরঞ্জাম, যা তাদের গুলির মধ্যেও দ্রুত মাইন পরিষ্কার করতে সক্ষম করত। অনেক সময় তাদেরকে বিশাল পাথর ছুড়ে মাইনফিল্ডের মধ্যে দিয়ে পথ তৈরি করতে হতো।

পার্ক করা যানবাহনে আক্রমণ করা অবশ্যই চালিত ও সচল যানবাহনের তুলনায় অনেক সহজ। মনে হচ্ছে, সোভিয়েতরা তাদের ট্যাঙ্কের চারপাশে স্যান্ডব্যাগ প্রাচীর তৈরি করত না, যদিও আরপিজি (RPG) পুরোনো ট্যাঙ্কের টারেট বর্ম ভেদ করতে পারে।

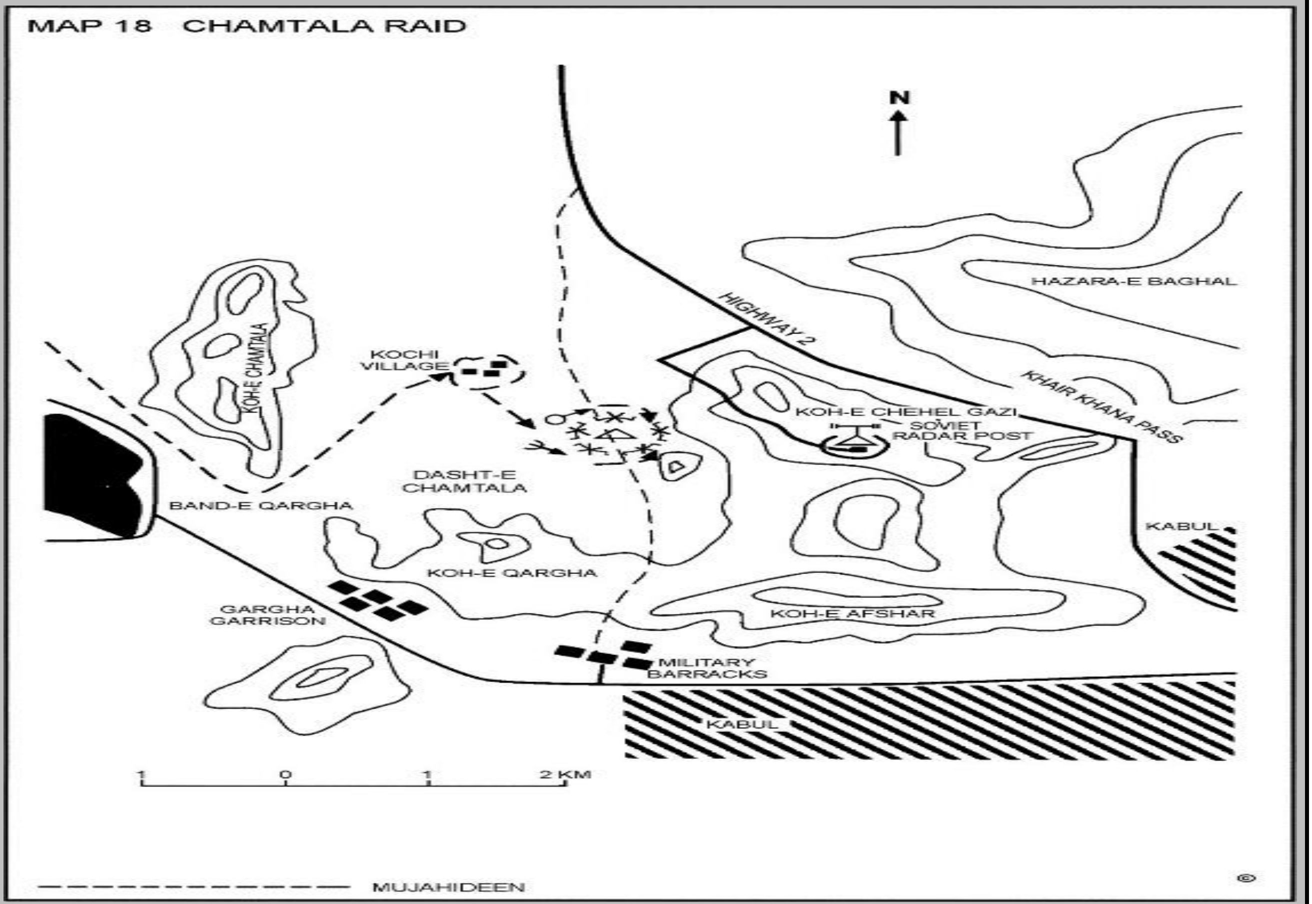
মুজাহিদরা এমন একটি লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন করেছিল যার দু’ পাশে দুটি অন্য পোস্ট ছিল, যেগুলো আক্রমণকারী দলের ফ্ল্যাঙ্কে (পার্শ্বদিক) গুলি বর্ষণ করতে পারত। ফ্ল্যাঙ্ক সুরক্ষা দল ছিল খুব কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করা দল, যারা কেবল পাশ রক্ষা করছিল, কিন্তু পাশের পোস্টগুলোকে কোনোভাবেই বাধা দিয়ে আটকে রাখেনি। সেতুর নিরাপত্তা চৌকিটি হতে পারত অপেক্ষাকৃত সহজ লক্ষ্য, যেখানে সফলতার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

এই আক্রমণে আরও বড় বাহিনী ব্যবহার করে দু'টি ধাপে পরিচালনা করা যেত। প্রথম ধাপে পাশের ফায়ারিং পোস্টগুলোতে আক্রমণ করে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যেত। এরপর দ্বিতীয় ধাপে তোটুমদারা চৌকির ওপর আক্রমণ চালানো যেত। তবে এমন একটি আক্রমণের জন্য প্রয়োজন হতো আরও ভালো সমন্বয় এবং কঠোর শৃঙ্খলা–যা এই অভিযানে অনুপস্থিত ছিল।

ঘটনা- ২

CHAMTALA RAID

by Tsaranwal (Attorney) Sher Habib



১৯৮২ সালের জুন মাসে কমান্ডার শেরাগাই আমার দশজন মুজাহিদের একটি দল নিয়ে কাবুলের উত্তরে হাইওয়ে ২ এর কাছাকাছি চামতালা সমতলে অবস্থিত একটি ডি.আর.এ. (গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান) ফোর্ড পোস্টে সফলভাবে হামলা পরিচালনা করেন। কমান্ডার শেরাগাই ছিলেন কোচি গোত্রের একজন সদস্য এবং কাবুল ও পাঘমান অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বসবাসকারী কোচি গোত্রের আত্মীয়। ওই গোত্রের কিছু পরিবার চামতালা সমতলে তাঁবু গেঁড়ে গবাদি পশু চরাতো। এই চারণভূমি কাবুলের উত্তরে ডি.আর.এ.র একটি নিরাপত্তা চৌকির খুব কাছাকাছি ছিল, যা মুজাহিদদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করত (মানচিত্র ২-২ - চামতালা)।

আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, চৌকিটিতে অভিযান চালানো হবে। যেহেতু কমান্ডার শেরাগাই ওই এলাকার কোচি গোত্রের পূর্ণ সহযোগিতা সহজেই পেতে পারতেন, তাই আমি তাকেই অভিযানের নেতৃত্ব দিতে নির্বাচিত করি। তার দলটি হালকা অস্ত্র নিয়ে পাঘমানের কালা-ই হাকিম ঘাঁটি থেকে চামতালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে কোচি পরিবারগুলো মুজাহিদদের নিজ তাঁবুতে আশ্রয় ও দেখভাল করে। তারা কয়েক দিন কোচি পরিবারগুলোর সঙ্গে থাকে এবং এ সময় তারা চৌকিটি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এবং অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি করে।

কমান্ডার শেরাগাই একটি নিষ্কণ্টক পথ খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তার আত্মীয়দের অনুরোধ করেন যাতে তারা ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে চৌকির চারপাশের বিভিন্ন স্থানে যায়। এতে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে চৌকির কাছে পৌঁছানোর পথ পরীক্ষা করতে পারেন। তিন দিন ধরে এই পর্যবেক্ষণ চলে এবং তিনি এমন একটি পথ খুঁজে পান, যেটি দিয়ে মুজাহিদরা অদেখা অবস্থায় চৌকির কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। এরপর তারা সেই পথ মাইনমুক্ত করে।

অভিযানের সকালে, মুজাহিদদের দলটি একটি ভেড়ার পালের সঙ্গে মিশে চৌকির দিকে অগ্রসর হয়। কিছু মুজাহিদ রাখাল ছদ্মবেশে ছিল এবং অন্যরা ভেড়ার মাঝে লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। পুরো দলটি চৌকির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও ডি.আর.এ. প্রহরীরা তাদের উপস্থিতি টের পায়নি বা সন্দেহ করেনি। মুজাহিদরা সারা দিন ভেড়ার পালের মধ্যেই অবস্থান করে এবং আশপাশে নিজেদের লুকিয়ে রাখে।

সূর্যাস্তের সময়ে রাখালেরা পাল নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে যায়, কিন্তু মুজাহিদরা নিজেদের লুকানোর স্থানে থেকে যায়। তারা আগেই জেনে নিয়েছিল, চৌকির সাতজন সেনা কখন রাতের খাবার খায়। খাওয়ার সময় একজন প্রহরী ডিউটিতে থাকতো এবং বাকিরা খেতো। ঠিক সেই সময়ে তিনজন মুজাহিদ চুপিসারে এগিয়ে যায়, প্রহরীকে ধরে ফেলে এবং নিরস্ত্র করে। একজন মুজাহিদ প্রহরীর মুখ চেপে ধরে যাতে সে চিৎকার না করতে পারে। এরপর বাকি দলটি চৌকির ভেতরে হানা দেয়। তারা বাকি ডি.আর.এ. সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে চমকে দেয় এবং কোনো গুলি না চালিয়ে সবাইকে বন্দী করে ফেলে। বন্দিদের মধ্যে একজন ডি.আর.এ. লেফটেন্যান্টও ছিল।

মুজাহিদরা যা বহন করতে পারে তা নিয়ে এবং বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে তারা নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

COMMENTARY:

কাবুল ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল কঠোরভাবে নিরাপত্তাবেষ্টিত। সেখানে সোভিয়েত ১০৩তম প্যারাট্রুপার ডিভিশন, সোভিয়েত ১০৮তম মোটর রাইফেল ডিভিশনের ১৮০তম ও ১৮১তম মোটর রাইফেল রেজিমেন্ট, গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তানের (ডি.আর.এ.) ৮ম পদাতিক ডিভিশন, ৩৭তম কমান্ডো ব্রিগেড এবং ১৫তম ট্যাংক ব্রিগেড মোতায়েন ছিল। এই অভিযানের সফল বাস্তবায়নে মুজাহিদদের সতর্ক টহল, কঠোর ছদ্মবেশ রক্ষা এবং চতুর প্রতারণামূলক কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোচিদের স্থানীয় সহায়তা ছিল এই পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ। একজন কোচি কমান্ডার নির্বাচন এবং তার আত্মীয়-পরিজনদের সহযোগিতা আদায়ে প্রচেষ্টা সফল হয়।

মুজাহিদরা স্থানীয় জনসাধারণের ওপর নির্ভর করতো লুকানোর জায়গা, খাবার ও পানি, গোয়েন্দা তথ্য, আশ্রয় এবং আগাম সতর্কবার্তার জন্য। এই সাফল্য অর্জনে ব্যয় করা সময় ও পরিশ্রম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, ডি.আর.এ. কমান্ডার তার চৌকির কার্যক্রমকে একঘেয়ে ও রুটিনমাফিক হতে দিয়েছিলেন। মুজাহিদরা নিরাপত্তা ঢিলেঢালা অবস্থায় আক্রমণের পরিকল্পনা করে এবং কোনো গুলি চালানো ছাড়াই এবং আশেপাশের ঘাঁটিগুলিকে সতর্ক না করেই চৌকিটি দখল করতে সক্ষম হয়।

ঘটনা- ৩

RAID ON BAGRAMI DISTRICT HEADQUARTERS

by Commander Shahabuddin

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে কাবুলের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বাগরামী জেলা সদর দপ্তরে হামলা চালানোর জন্য সাতটি প্রধান মুজাহিদীন গোষ্ঠীর স্থানীয় ইউনিটগুলো একত্রিত হয়। (কোনো মানচিত্র নেই)। আমরা প্রায় ২৫০ জন মুজাহিদ একত্র করি, যাদের কাছে ছিল ছয়টি ৮২ মিমি মর্টার, নয়টি রিকয়েললেস রাইফেল এবং আটটি আরপিজি-৭। আমরা ইয়াখদারা-স্থিত আমার ঘাঁটিতে একত্র হই, পরিকল্পনা তৈরি করি এবং এরপর আমাদের বাহিনীকে বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে দিই।

আমরা ১০০ জন মুজাহিদকে রুট নিরাপত্তার দায়িত্বে নিই এবং প্রধান হামলাকারী বাহিনীকে বাগরামী ও কালা-এ আহমাদখানে পাঠানোর আগে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করে দিই। এই দুটি শহর কাবুলের শহরতলিতে অবস্থিত এবং রাজধানীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বেষ্টনের অংশ।

বাগরামীর ৪০-জন বিশিষ্ট আক্রমণকারী দলটির কাছে ছিল আটটি আরপিজি-৭, তিনটি রিকয়েললেস রাইফেল এবং দুটি মর্টার। তারা তিন দিক থেকে জেলা সদর দপ্তরে হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল। আমি (লেখক) কালা-এ আহমাদখানের হামলা দলটির নেতৃত্ব দিই। আমার দলে ৫০ জন ছিল–তাদের মধ্যে ১০ জনকে আমি পার্শ্ব সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করি এবং বাকি ৪০ জন সরাসরি হামলায় অংশ নেয়।

যখন আমরা কালা-এ আহমাদখানের কাছে পৌঁছাই, তখন একটি ছোট চৌকি আমাদের থামায়। আমরা সেটি দখল করি। এরপর আমরা গ্রামের একটি নিরাপত্তা চৌকিতে আক্রমণ চালাই। আমরা এই চৌকিটিও দখল করি, যেখানে ২৫ জন ডি.আর.এ. সৈন্যকে হত্যা করি এবং ৮ জনকে আটক করি। আমরা ১৪টি কালাশনিকভ রাইফেল এবং একটি টেলিফোন সেট জব্দ করি। তবে বাগরামী আক্রমণকারী দল তাদের লক্ষ্যবস্তুতে যথেষ্ট কাছে যেতে পারেনি, ফলে তারা দূর থেকে গোলাবর্ষণ করে।

COMMENTARY:

ডি.আর.এ. এবং সোভিয়েত বাহিনী কাবুল শহরকে তিনটি নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে ঘিরে রেখেছিল, যা ছিল বিভিন্ন চৌকি, মাইনফিল্ড ও প্রতিবন্ধক দ্বারা গঠিত। এই নিরাপত্তা বেষ্টনীর উদ্দেশ্য ছিল মুজাহিদীনদের শহরে প্রবেশ এবং শহরের ওপর গোলাবর্ষণ ঠেকানো।

মুজাহিদীনরা প্রায়ই এই নিরাপত্তা চৌকিগুলোতে হামলা চালাত, তবে তারা দীর্ঘ সময় ধরে সেগুলো ধরে রাখতে পারত না। তবে এই চৌকিগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুজাহিদীনরা কয়েকটি লাভ অর্জন করত:

1. অনেক সৈন্যকে কেবল পাহারার কাজে ব্যস্ত রাখত, ফলে তারা সক্রিয় সামরিক অভিযানে অংশ নিতে পারত না।
2. এই চৌকিগুলো অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
3. এই আক্রমণসমূহ শত্রুপক্ষের মনোবলে প্রভাব ফেলত।

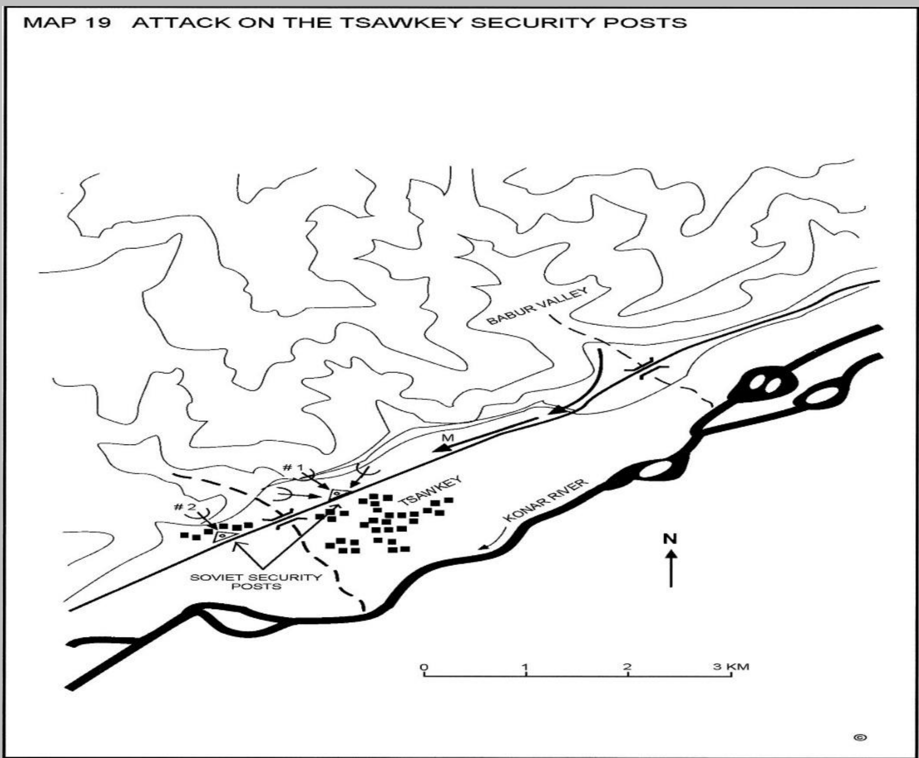
ঘটনা- ৪

ATTACK ON THE TSAWKEY SECURITY POSTS

by LTC Haji Mohammad Rahim

ছাওকে জেলা কুনার প্রদেশের অন্তর্গত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান (DRA) ছাওকে হাই স্কুলে একটি নিরাপত্তা পোস্ট স্থাপন করেছিল। এই হাই স্কুল নিরাপত্তা পোস্টটি জালালাবাদ থেকে আসাদাবাদ সড়কের একটি অংশকে সুরক্ষা দিত। (মানচিত্র ২-৩: ছাওকে) গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান (DRA)-এর জন্য এটি ছিল একটি সাধারণ চর্চা—পাবলিক ভবনগুলোকে সামরিক কাজে রূপান্তর করা। আমি ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এই পোস্টটি দখলের সিদ্ধান্ত নিই। আমার সঙ্গে ছিল আনুমানিক ৭০ জন মুজাহিদীন, যাদের কাছে ছিল দুইটি ৮২ মিমি মর্টার, একটি DShK (ভারী মেশিন গান) এবং কিছু এনফিল্ড রাইফেল। আমরা আমাদের পরিকল্পনা তৈরি করি নিকটবর্তী বাবুর গিরিখাতে আমাদের ঘাঁটিতে। দাওয়াগাল থেকেও কিছু মুজাহিদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা তিনটি দিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা করি—উত্তর (উঁচু এলাকা) থেকে, উত্তর-পূর্ব দিকের সড়ক ধরে, এবং পশ্চিম দিক থেকে।

আমরা রাতে আমাদের ঘাঁটি থেকে রওনা হই, অবস্থান নিই এবং লক্ষ্যে আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণ ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়। আমরা পোস্টটি দখল করি, তবে ধরে রাখতে পারিনি। আমরা ১১ জন DRA সৈন্যকে হত্যা করি এবং একজনকে আটক করি। আমরা একটি ZGU-1, একটি DShK এবং কিছু কালাশনিকভ রাইফেল জব্দ করি। আমাদের তিনজন মুজাহিদ শহীদ হন এবং একজন আহত হয়। নিরাপত্তা পোস্টটি ধরে রাখতে না পারায় আমরা সেটি ত্যাগ করি।



Tsawkey জেলা সদর দপ্তরের কাছে দুটি DRA নিরাপত্তা চৌকি ছিল। একটি ছিল হাই স্কুলে, অন্যটি একটি সেতুর পাশে। দ্বিতীয় পোস্টে আমাদের একজন সংযোগ ব্যক্তি ছিল—একজন DRA কর্মকর্তা, নাম মুসা খান। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে তিনি আমাদের ওই নিরাপত্তা পোস্ট দখল করতে সাহায্য করেন। আমি ৫০ জন মুজাহিদীন জড়ো করি, যাদের কাছে ছিল একটি RPG-7, কিছু কালাশনিকভ ও এনফিল্ড রাইফেল। আমরা রাতের বেলা বাবুর উপত্যকার ঘাঁটি থেকে রওনা হই এবং সড়কের ধারে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হই। আমরা ভোরবেলা উত্তর দিকের উঁচু এলাকা থেকে পোস্টের দিকে

এগিয়ে যাই। আমাদের সংযোগ ব্যক্তি আমাদের ভেতরে প্রবেশ করান। বেশিরভাগ সৈন্য ঘুমিয়ে ছিল এবং আমরা চেয়েছিলাম তাদের জীবিত আটক করতে। কিন্তু আমাদের কয়েকজন মুজাহিদ চুপচাপ থাকতে পারেনি, ফলে পাহারাদার সৈন্যরা জেগে উঠে আমাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। আমরা নিরাপত্তা দলের সাতজনকে হত্যা করি এবং একজনকে আটক করি। আমরা একটি PK মিডিয়াম মেশিন গান, ১২টি কালাশনিকভ রাইফেল এবং গোলাবারুদ জব্দ করি।

গুলির শব্দ Tsawkey হাই স্কুলের অপর DRA ইউনিটকে সতর্ক করে দেয়। তারা একটি দল পাঠায় এই পোস্টে, কিন্তু আমি রাস্তায় একটি নিরাপত্তা দল পোস্ট করে রেখেছিলাম। তারা সেই দলটির অগ্রগতি থামিয়ে দেয় এবং আমাদের প্রত্যাহারের পথ রক্ষা করে। আমরা সবাই ফিরে যাই আমাদের পাহাড়ি ঘাঁটিতে। আমার একজন মুজাহিদ আহত হয়।

COMMENTARY:

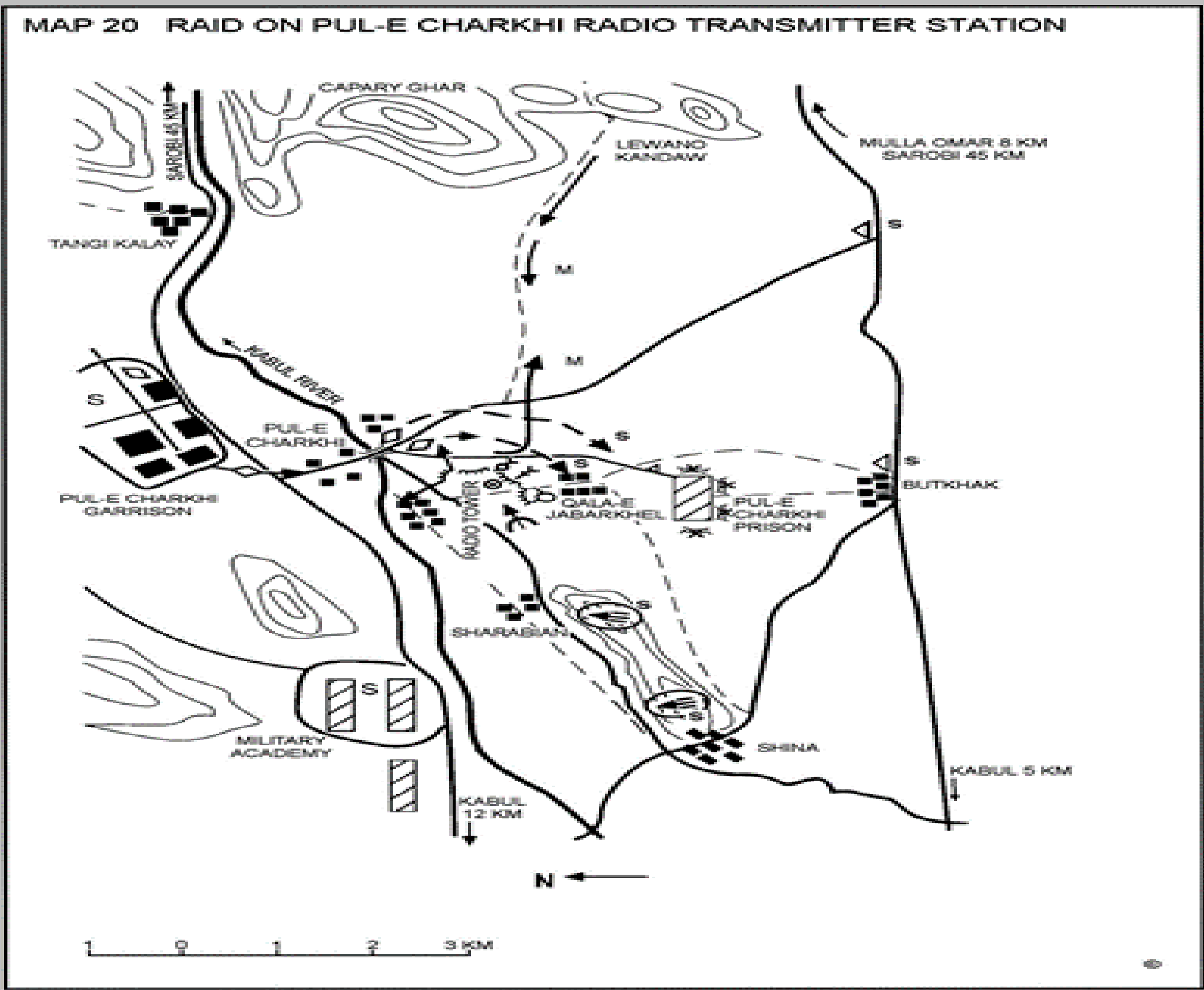
মুজাহিদীন কমান্ডারদের মধ্যে ১৫% এরও কমের পূর্বে সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল, তবুও যারা মুজাহিদিনে যোগ দিয়েছিল, তাদের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তারা একটি ধারাবাহিকতা, সামরিক পরিকল্পনা ও কৌশল বোঝার ক্ষমতা, এক ধরনের একরূপ প্রশিক্ষণ এবং মুজাহিদীনকে সহায়তা প্রদানকারী বাহ্যিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা সরবরাহ করেছিল।

অন্যদিকে, এই নিরাপত্তা পোস্টগুলো ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ লক্ষ্যবস্তু। এগুলো সাধারণত বিদ্যমান ভবনে স্থাপন করা হতো, যার পেছনে থাকত বনাকীর্ণ উঁচু ভূমি। মুজাহিদীনদের কাছে লুকিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ ছিল, এবং ভিতরে সহায়তাকারী লোকও থাকত।

ঘটনা- ৫

RAID ON PUL-E CHARKHI RADIO TRANSMITTER STATION

by Major Sher Aqa Kochay and others



১৯৮৪ সালের জুন মাসে, প্রাদেশিক নিফা (NIFA) নেতা ওয়ালি খান মেজর শের আকা কোচায়কে একটি অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। মেজর আকা ছিলেন সেওয়াক নামক স্থানে (কাবুল থেকে প্রায় ২০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে) নিফার একটি ঘাঁটির কমান্ডার। তিনি এই অভিযানে আরও দুই আঞ্চলিক কমান্ডারের সঙ্গে যোগ দেবেন—নারে ওবাহ'র হাজী হুসাইন জান এবং খাক-ই জাবারের সাইয়েদ হাসান খান। লক্ষ্য ছিল একটি রেডিও ট্রান্সমিটার স্টেশনে হামলা চালানো, যা কাবুল শহরের পূর্বে পুল-ই-চারখিতে অবস্থিত। আক্রমণটি পরিচালিত হবে ২৬ জুন রাতে।

সোভিয়েত-সমর্থিত আফগান সরকার তখন ট্রান্সমিটার স্টেশনটি সম্প্রসারণ করছিল, যাতে দেশ এবং দেশের বাইরে বিস্তৃত শ্রোতাদের কাছে সম্প্রচার পৌঁছে দেওয়া যায়। এই কেন্দ্র থেকে স্থানীয় অনুষ্ঠান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রযোজিত প্রোগ্রাম উভয়ই প্রচার করা হতো।

এই ট্রান্সমিটার স্টেশনটি ছিল একটি সামরিক জটিল স্থাপনার পাশে, যেখানে অবস্থিত ছিল ডি.আর.এ'র ১৫তম ট্যাংক ব্রিগেড, ১০ম ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্ট এবং অন্যান্য ইউনিট। এর আরও পূর্বে, বুতখাক ও সারোবির মাঝামাঝি একটি সরকার-পরিচালিত মিলিশিয়া বাহিনী টহল দিত এবং নাগলু বাঁধ থেকে সারোবি হয়ে কাবুলে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী লাইন এবং টাওয়ারগুলো রক্ষা করত। এই মিলিশিয়াটি ছিল স্থানীয় আহমাদজাই পশতুন গোত্রের কারোখেল শাখা থেকে গঠিত। তাদের নেতা হাসান খান কারোখেল ছিলেন উপরিভাগে সরকারের সমর্থক, কিন্তু বাস্তবে ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদীন

সহযোগী। তিনি মুজাহিদীনদের লজিস্টিক সহায়তা দিতেন, তাদের যোদ্ধাদের আশ্রয় দিতেন এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে সুযোগ করে দিতেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, তিনটি ঘাঁটির মুজাহিদীনরা মুল্লা ওমর গ্রামে একত্রিত হয় অভিযান-পূর্ব নির্দেশনা পাওয়ার জন্য। ২৬ জুন বিকেল নাগাদ সব ইউনিট সেখানে পৌঁছে। মেজর শের আকা ও হাজী হুসাইন জান প্রত্যেকে ৩০ জন করে যোদ্ধা নিয়ে আসেন সেওয়াক ও নারে ওবাহ থেকে। সাইয়েদ হাসান খান ৫০ জনের একটি ইউনিট নিয়ে আসেন খাক-ই-জাবার থেকে।

ওয়ালি খান কারোখেল চূড়ান্ত নির্দেশনা দেন। মেজর শের আকা পুরো অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং তার বাহিনীকে চারটি দলে ভাগ করেন:

হাজী হুসাইন জান-এর নেতৃত্বে ২০ জনের আক্রমণ দল: তারা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, হালকা মেশিনগান এবং RPG-7 নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ট্রান্সমিটার আক্রমণ করবে, ধ্বংস করে পেছনের সাপোর্ট ইউনিটের নিরাপত্তায় সরে যাবে।

মেজর শের আকার ২০ জনের সহায়ক দল: তারা লক্ষ্যস্থলের পূর্ব পাশে একটি খালে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ দলের অগ্রযাত্রা কভার করবে। এদের কাছে ছিল ৮২ মিমি মর্টার, BM-1 রকেট লঞ্চার, PK মেশিনগান, কিছু RPG-7 ও একে-৪৭ রাইফেল। মেজর শের আকা এই দলের সঙ্গেই থাকেন কারণ তাদের শেষেই পিছু হটার কথা।

সাইয়েদ হাসান খানের ২৫-৩০ জনের ঘেরাও দল (containment team): তারা কাবুল নদীর পূর্বতীরে পুল-ই-চারখি-বুতখাক সড়ক অবরোধ করবে যাতে শত্রু বাহিনী এসে আক্রমণে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

বাকি মুজাহিদীনরা সরবরাহ ও আহতদের উদ্ধার কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিল।

মেজর আকা মধ্যরাতে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু মুল্লা ওমর থেকে ট্রান্সমিটার পর্যন্ত পথ প্রায় ১৫ কিমি এবং মাঝপথে গাজাক এলাকায় সোভিয়েত ইউনিটকে এড়িয়ে চলতে হবে, তাই সন্ধ্যা ৮টার দিকে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বাহিনী গাজাক অতিক্রম করে লেওয়ানো কান্দও নামক স্থানে পুনরায় জড়ো হয়। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একই পথে এগিয়ে যায়। দুইটি টহল দল বাহিনীর পাশে ও একটিকে সামনে পাঠানো হয়।

লেভানো কান্দও'র পানির ঝরণার কাছে পৌঁছে মেজর আকা চূড়ান্ত নির্দেশ দেন এবং জানান—তার গুলির মাধ্যমে অভিযান শুরু হবে। এখান থেকে বিভিন্ন ইউনিট তাদের নির্ধারিত অবস্থানে রওনা দেয়।

মধ্যরাতের একটু আগে সব ইউনিট প্রস্তুত অবস্থানে পৌঁছায়। চারদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। মেজর আকার সংকেত অনুযায়ী আক্রমণ দল গুলি চালিয়ে অভিযান শুরু করে। সহায়ক দল আক্রমণকারীদের অগ্রযাত্রা কভার করে। RPG দিয়ে কাঠের ভবনগুলোতে আগুন লাগানো হয়, যা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় রক্ষীরা আতঙ্কিত হয়ে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। আক্রমণকারীরা এলাকাটি দখল করে কয়েকজন সৈন্যকে হত্যা করে, ৫টি কালাশনিকভ রাইফেল দখল করে এবং ট্রান্সমিটার স্টেশন ধ্বংস করে দেয়।

ডি.আর.এ দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা পুল-ই-চারখি ঘাঁটি থেকে ট্যাংকের একটি বহর পাঠায়। তারা কাবুল নদীর ওপর সেতু পার হয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে পূর্ব সমতল ভূমি দিয়ে ঘুরপথে আসে—ফলে সাইয়েদ হাসান খানের ঘেরাও দলের অবস্থান এড়িয়ে যায়। ট্যাংকগুলো আলো নিভিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মুজাহিদীনদের পশ্চাদপসরণের পথ কেটে দেয়। তরুণ মুজাহিদ বাবরাক একটি RPG দিয়ে একটি ট্যাংকে আঘাত করে পুড়িয়ে ফেলে, তবে বাকি ট্যাংকগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

ঘেরাও ও আক্রমণ দল শত্রু ঘিরে ফেলবে এই আশঙ্কায় সাথে সাথে পিছু হটে যায়, মেজর শের আকার কোনো নির্দেশ ছাড়াই, এবং তাঁকে রেখে চলে যায়। শের আকা তখন অন্য ইউনিটগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন—এমন সময় তিনি শোনেন যে, ট্যাংকগুলো তাঁর অবস্থানের পেছনে চলে এসেছে। তখন এলাকায় সব বৈদ্যুতিক আলো নিভে গেলেও ট্রান্সমিটার স্টেশনের আগুন এখনও জ্বলছিল। মুজাহিদীন ও ডি.আর.এ উভয় বাহিনীই সেই আগুনকে পথনির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করছিল।

একটি ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে, মেজর শের আকা তার লোকদের আতঙ্কিত না হয়ে নির্দেশ দেন আলাদাভাবে ট্যাংকের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে পিছু হটার। তিনি তাদের বলেন যেন ভূপ্রাকৃতিক আড়াল ব্যবহার করে নির্ধারিত সমাবেশ স্থল লেওয়ানো কান্দও-তে পৌঁছায়। ধীরে ধীরে সবাই সেখানে পৌঁছায় এবং দেখতে পায় যে আক্রমণ ও ঘেরাও দল, সরবরাহ ও উদ্ধার দল ইতোমধ্যেই সেখানে উপস্থিত। মেজর শের আকা তখন আবিষ্কার করেন যে শত্রু ট্যাংক কনভয় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সহায়ক দল ছাড়া অন্য সব দলই পিছু হটেছে।

রাত ২টার মধ্যে সব মুজাহিদীন লেওয়ানো কান্দওতে পৌঁছান। মুজাহিদীনদের মধ্যে ৬ জন আহত হয়—তাদের মধ্যে একজন সহায়ক দলের সদস্য পিছু হটার পথে মারা যান, দুইজন আক্রমণ দল থেকে এবং তিনজন ঘেরাও দল থেকে আহত হন।

ভোর হতে তখনও দুই ঘণ্টা বাকি, এবং গাজাক এলাকায় অবস্থানরত সোভিয়েত বাহিনীকে আবার এড়িয়ে চলার প্রয়োজন ছিল। ফলে মুজাহিদীনদের সামনে আর এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। পুল-ই-চারখি অভিযানের কারণে সোভিয়েত বাহিনী এই এলাকায় মুজাহিদীন উপস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেছে নিশ্চিতভাবেই।

দুইটি দল—হাজী হুসাইন জানের ইউনিট এবং সাইয়েদ হাসান খানের দল—দিনভর লেওয়ানো কান্দও পাহাড়ে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ রাতের বাকি সময়ের মধ্যে তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না।

অপরদিকে, মেজর শের আকার দল আহতদের নিয়ে মুল্লা ওমর গ্রামে অগ্রসর হয়। এটা সম্ভব হয় কারণ হাসান খান কারোখেল লেওয়ানো কান্দও-তে ট্রাক পাঠান, যা ভোর হওয়ার আগেই আহতদের এবং অন্যান্য মুজাহিদীনদের নিরাপদে নিয়ে যায়। এই ট্রাকগুলো ছদ্মবেশে মিলিশিয়া টহল দল হিসেবে কাজ করছিল এবং তারা মুজাহিদীনদের মুল্লা ওমরে নিয়ে যায়। সেখানে আহতদের যত্ন নেওয়া হয় এবং কাবুল থেকে ডাক্তার ডেকে আনা হয়।

পরের রাতে মুজাহিদীনরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যায় এবং নিহত এক যোদ্ধার মরদেহ তার পরিবারের কাছে পাঠানো হয় দাফনের জন্য।

COMMENTARY:

কারোখেল মিলিশিয়ার সহযোগিতা মুজাহিদীনদের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। কাবুলের মতো শক্তভাবে সুরক্ষিত শহরের আশেপাশে পরিচালিত অভিযানের ক্ষেত্রে এমন সহায়তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত এই মিলিশিয়া বহু মুজাহিদীনকে কাবুলে অনুপ্রবেশে সহায়তা করেছিল এবং পরে তারা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধে যোগ দেয়।

বিশেষ করে অভিযানের পর মুজাহিদীনদের পিছু হটায় এই ধরনের ‘ভিতরের সাহায্য’ ছিল অপরিহার্য। এই সহায়তা ছাড়া একশ’র বেশি সদস্যের একটি বাহিনী শত্রুর মূল ঘাঁটির ভিতরে গিয়ে এমন অভিযান পরিচালনা করতে পারত না। আদর্শগতভাবে, ১৫ জনের একটি ছোট দল এ ধরনের অভিযানের জন্য বেশি উপযুক্ত হতো। কিন্তু মুজাহিদীনরা বড় দল নিয়ে চলতে পছন্দ করত। কারণ বড় দল বেশি সরঞ্জাম বহন করতে পারে, মাঠপর্যায়ে শ্রম দিতে পারে এবং আহত ও নিহতদের বহনে সহায়তা করতে পারে।

অনেক মুজাহিদ স্বজন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে থাকলেই বেশি নিরাপদ বোধ করতেন।

তবে, মুজাহিদীন ইউনিটগুলোর মধ্যে কার্যকর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের অভাব থেকে একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যা সহজেই ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারত। ঘেরাও দলটি তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন না করে ট্যাংক দেখে সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে যায়। তারা আক্রমণের সময় কিছুটা সহায়তা করলেও সেটাই তাদের মূল দায়িত্ব ছিল না।

যদি তারা কাবুল নদীর সেতু ও নদী পারাপারের পথে অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পেতে রাখত, তবে শত্রু ট্যাংক কলামকে বিলম্বিত করা যেত এবং তাদের সঙ্গে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যেত। এতে পুরো মুজাহিদীন বাহিনীকে ঘিরে ফেলার যে চেষ্টা হয়েছিল, তা রোধ করা যেত।

সম্ভবত, ডি.আর.এ-এর পক্ষেও এমন হঠাৎ আক্রমণের প্রতিরোধে বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না বা তারা অনুশীলন করেনি। এটাই, এবং কিছুটা সৌভাগ্য, মুজাহিদীনদের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

ডি.আর.এ আরও সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দেখালে পুরো এলাকাজুড়ে নিয়ন্ত্রণ থাকা অবস্থায় এত বড় মুজাহিদীন বাহিনীর একত্র হওয়াই হুমকির মুখে পড়ত। তারা শুধু ট্যাংক ব্যবহার করে, কিন্তু ট্যাংকের সঙ্গে পদাতিক সেনা মোতায়েন করেনি। অথচ অন্ধকারে গেরিলাদের বিরুদ্ধে পদাতিক সেনা বেশি কার্যকর এবং তারা ট্যাংকগুলোকে RPG গানারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

অন্যদিকে, মুজাহিদীনরাও ট্যাংক কলামের দুর্বলতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। তারা খুব কাছ থেকে RPG-7 ব্যবহার করে আরও ট্যাংক ধ্বংস করতে পারত, কিন্তু শুধু একটি ট্যাংক ধ্বংস করেই থেমে যায়।

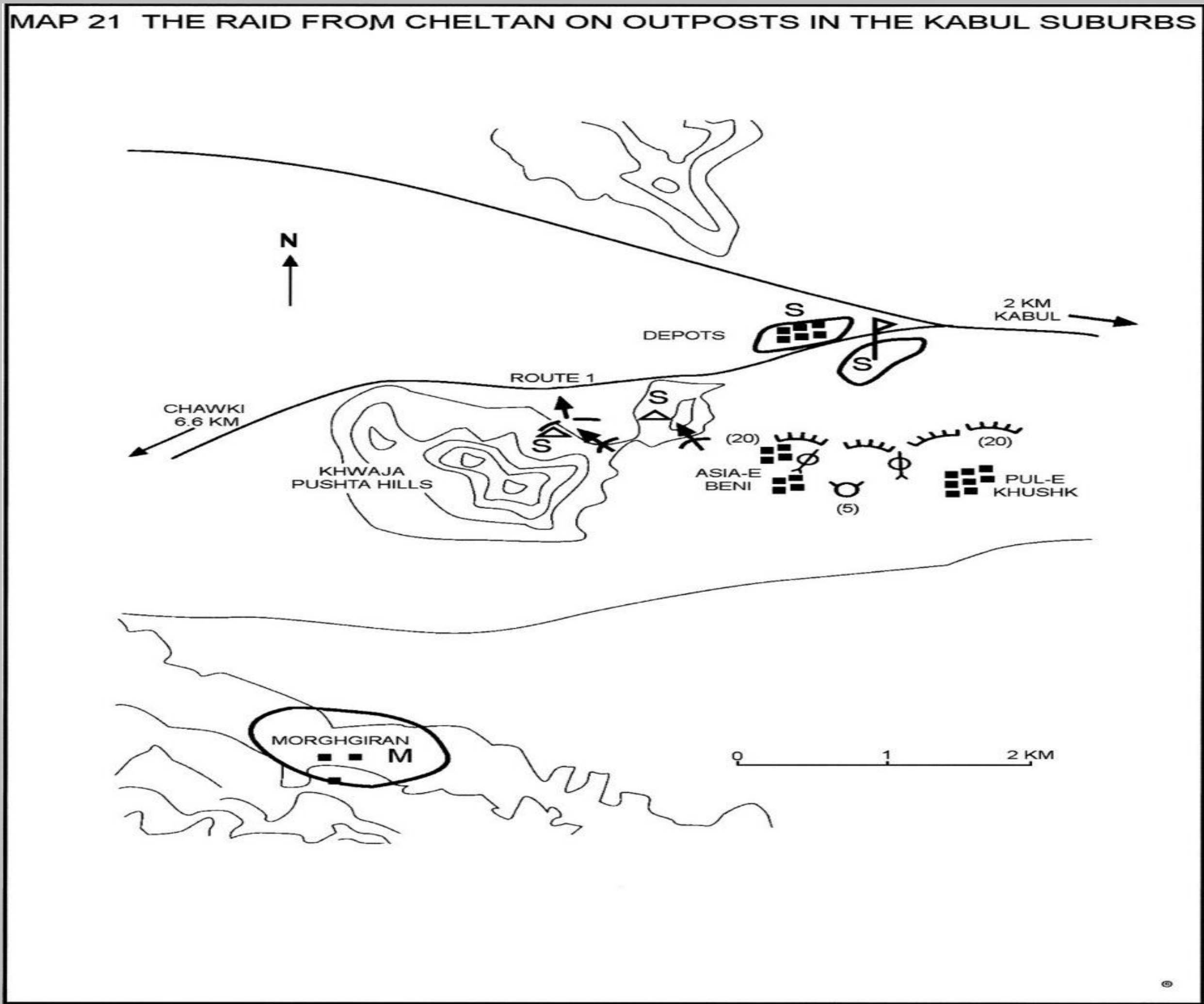
ট্যাংকের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যাওয়ার ভয় সফলভাবে ট্রান্সমিটার ধ্বংসের পর মুজাহিদীনদের অনেক কর্মতৎপরতা রোধ করে দেয়।

তবুও, মেজর শের আকার নেতৃত্বের দক্ষতার মাধ্যমে তিনি একটি হুমকির মুখোমুখি কৌশলগত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন এবং তাঁর লোকদের ট্যাংকের ঘেরাও পেরিয়ে বের করে আনেন।

ঘটনা- ৬

RAID FROM CHELTAN ON OUTPOSTS IN THE KABUL SUBURBS

by Commander Asil Khan



কাবুল ছিল তিনটি সুরক্ষা বেষ্টনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. (DRA) বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত সুরক্ষা চৌকিগুলো নিয়ে গঠিত ছিল। ডি.আর.এ. ৮ম পদাতিক ডিভিশনের একটি ব্যাটালিয়ন কাবুলের পশ্চিম উপকণ্ঠে পুরনো সড়ক নির্মাণ সদর দপ্তরে (সাধারণভাবে যেটি "দ্য কোম্পানি" নামে পরিচিত) অবস্থান করত।

এই ব্যাটালিয়নটি পশ্চিমের মহাসড়কের ওপারে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি সরবরাহ গুদামও রক্ষা করত। ব্যাটালিয়নটি দক্ষিণের খ্বাজা পুশতা পাহাড়ে সুরক্ষা চৌকি স্থাপন করেছিল। ব্যাটালিয়নটি তাদের সব স্থাপনায় মাইনফিল্ড বসিয়ে রক্ষা করেছিল, শুধুমাত্র পাহাড়ের চৌকিগুলো ছাড়া। ফলে রাতে এসব স্থাপনায় হামলা চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আমি একটি ২০০ জনের যৌথ মুজাহিদীন ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, যা স্থানীয় প্রতিরোধ ইউনিট থেকে সংগঠিত হয়েছিল এবং যারা NIFA, HIK এবং ইত্তেহাদ-ই-ইসলামী (IUA)-এর সাথে যুক্ত ছিল।

আমাদের সম্মত পরিকল্পনা অনুযায়ী, আমরা চেলতান অঞ্চলের আশপাশের ঘাঁটি থেকে রাতের অন্ধকারে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হব। আমাদের ভারী অস্ত্র থেকে প্রধান ব্যাটালিয়ন ক্যাম্প ও গুদামগুলোর ওপর গোলাবর্ষণ চলবে, আর আক্রমণকারী দলগুলো খ্বাজা পুশতা পাহাড়ের চৌকিগুলোর ওপর হামলা চালাবে (ম্যাপ ২-৫ - চেলতান)।

১৯৮৫ সালের ১ জুন বিকেলের শেষ দিকে, আমি আমার NIFA ইউনিটকে মোর্ঘগিরান ঘাঁটি থেকে নিয়ে রওনা হই। রাত ৮টার পর আমরা লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা যুদ্ধের জন্য মোতায়েন হই।

আমি এশিয়া-ই বেনি এবং পুল-ই খুশক এলাকায় ব্লকিং অবস্থান স্থাপন করি, এবং প্রতিটিতে প্রায় ২০ জন করে মুজাহিদ মোতায়েন করি। এশিয়া-ই বেনিতে আমি একটি ৮২ মিমি মর্টার (৫ জনের দল) এবং দুটি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল (প্রতিটি ৫ জনের দলে) মোতায়েন করি, শত্রু ব্যাটালিয়নের ওপর গোলাবর্ষণের জন্য।

রাত ৯টার দিকে হামলা শুরু হয় এবং ১১টা পর্যন্ত চলে। আমাদের ভারী অস্ত্র শত্রু ব্যাটালিয়ন এবং গুদাম বাহিনীকে স্থানে স্থানে আটকে রাখে।

শত্রুপক্ষ পাল্টা কামান হামলা চালালেও, তারা পদাতিক বা ট্যাংক ব্যবহার করেনি। পুরো হামলার সময় কোনো হেলিকপ্টার প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

এই প্রতিক্রিয়ার অভাবেই কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে চলে আসে। আমরা সহজেই খ্বাজা পুশতা পাহাড়ের চৌকিগুলো দখল করে নিই এবং অস্ত্র ও একটি রেডিও সেট বাজেয়াপ্ত করি।

ডি.আর.এ.-এর বেশিরভাগ সৈনিক পালিয়ে যায়। একটি চৌকিতে আমরা ২ জন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করি এবং একজনকে আহত করি। আমাদের দলে কোনো হতাহত হয়নি।

রাত ১২টার আগেই আমরা পিছু হই এবং ইউনিটটি বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

COMMENTARY:

পুরো যুদ্ধে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী মুজাহিদীনদের রাতের আক্রমণের বিরুদ্ধে আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া দেখাতে সাধারণত অনিচ্ছুক ছিল।

যদি সোভিয়েত এবং ডিআরএ (আফগান সেনাবাহিনী) বাহিনী কোনো পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা ও মহড়া আগে থেকে করে না রাখত, তাহলে তারা খুব কমই তাদের নিরাপদ প্রস্তুত অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে মুজাহিদীনদের রাতের আক্রমণের মোকাবিলা করত।

এই মনোভাব মুজাহিদীনদের উৎসাহিত করত শত্রুদের রাত্রিকালীন উত্ত্যক্ত করতে এবং তাদের প্রতিরক্ষার দুর্বল পয়েন্টে আঘাত হানতে।

মুজাহিদীনরা প্রায়ই সাহসিকতার সঙ্গে বড় শত্রু বাহিনীর পাশের নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা চালাত। এসব চৌকি অন্যান্য চৌকির সহায়তা সীমার বাইরে থাকায়, ডি.আর.এ যদি সাড়া না দিত, তাহলে এই চৌকিগুলো কার্যত মুজাহিদীনদের হাতে তুলে দেওয়া হতো।

তবে, মুজাহিদীনরা এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তাৎক্ষণিক কৌশলগত সাফল্য অর্জন করতে পারত না।

কারণ, তারা সোভিয়েত ও ডি.আর.এ ঘাঁটিগুলোর চারপাশে বিস্তৃত মাইনফিল্ড সহজে অতিক্রম করতে পারত না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সঙ্গতিপূর্ণ বড় হুমকি না ভাবত, ততক্ষণ পর্যন্ত সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনী আর্টিলারি ফায়ারে সাড়া দিত এবং আক্রমণে না গিয়ে ঘাঁটির বাইরে পা রাখত না, যাতে তারা কোনো ফাঁদে পা না দেয়।

তবে যেখানে মুজাহিদীনদের প্রাধান্য দেখা দিত, সেখানে সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনী পরে বড় আকারে ঘেরাও ও অনুসন্ধান অভিযান চালাত।

ঘটনা- ৭

RAID ON MAHIPAR OUTPOSTS

by Commander Wazir Gul

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে, তিনটি মুজাহিদীন গ্রুপ একত্রিত হয়ে কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কের প্রধান সোভিয়েত/ডি.আর.এ. (DRA) সুরক্ষা চৌকিগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়।(ম্যাপ ২-৬ – মাহিপার)

মাহিপার অঞ্চলে হাইওয়ে ১- একটি গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, যেখানে রাস্তার উত্তর পাশে একটি নদী প্রবাহিত এবং দক্ষিণ পাশে একটি খাড়া পাহাড়ি চূড়া উঠে গেছে। এই হাইওয়ে ব্যতীত মাহিপারে প্রবেশের প্রধান পথ ছিল মুল্লা ওমর দারা, যা মুল্লা ওমর গ্রামকে হাইওয়ে ১ এর সঙ্গে সংযুক্ত করে এমন একটি পাহাড়ি উপত্যকা।

সেসময়, ডি.আর.এ. এর একটি মিলিশিয়া ইউনিট মুল্লা ওমরে সদর দপ্তর স্থাপন করেছিল। এই মিলিশিয়ার কমান্ডার ছিলেন হাসান খান কারোখেল, যিনি স্থানীয় ঘিলজাই পশতুন গোত্রপ্রধানও ছিলেন। হাসান খান মুজাহিদীনদের একজন গোপন সহযোগী ছিলেন। তিনি আমাদের চলাচল এবং সোভিয়েত/ডি.আর.এ. বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানে সহায়তা করতেন।

আমার দল তাঙ্গি তেজিন ঘাঁটি থেকে দিনের পদযাত্রা শেষে সন্ধ্যায় মুল্লা ওমরে পৌঁছে। সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন দুইজন NIFA কমান্ডার—দেহ সাবজের ক্যাপ্টেন আফগান এবং খাক-ই-জাবারের সায়েদ হাসান খান। সব মিলিয়ে আমাদের ৮০ জন মুজাহিদ ছিল, যারা সজ্জিত ছিল AK-47 এবং .303 এনফিল্ড রাইফেল, ৫টি BM-1, ৪টি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল, ৪টি ৮২ মিমি মর্টার, ২টি DShK ভারী মেশিনগান এবং ১৩টি RPG-7 নিয়ে।

আমরা মুল্লা ওমরে আমাদের সম্মিলিত অভিযান পরিকল্পনা করি এবং পরদিন সকালে লাতাবান পাহাড় অতিক্রম করে মাহিপারের দিকে রওনা হই। আমাদের ভারী অস্ত্রগুলো খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে বহন করা হয়।

আমাদের সম্মিলিত বাহিনী মূলত তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল:

- দুটি ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপ
- একটি আক্রমণকারী গ্রুপ

প্রত্যেকটি ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপে BM-1 এবং ৮২ মিমি মর্টার ছিল। তাদের কাজ ছিল—ডান পাশে থাকা সোভিয়েত ঘাঁটি এবং বাম পাশে থাকা ডি.আর.এ. ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করে আক্রমণ এলাকা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

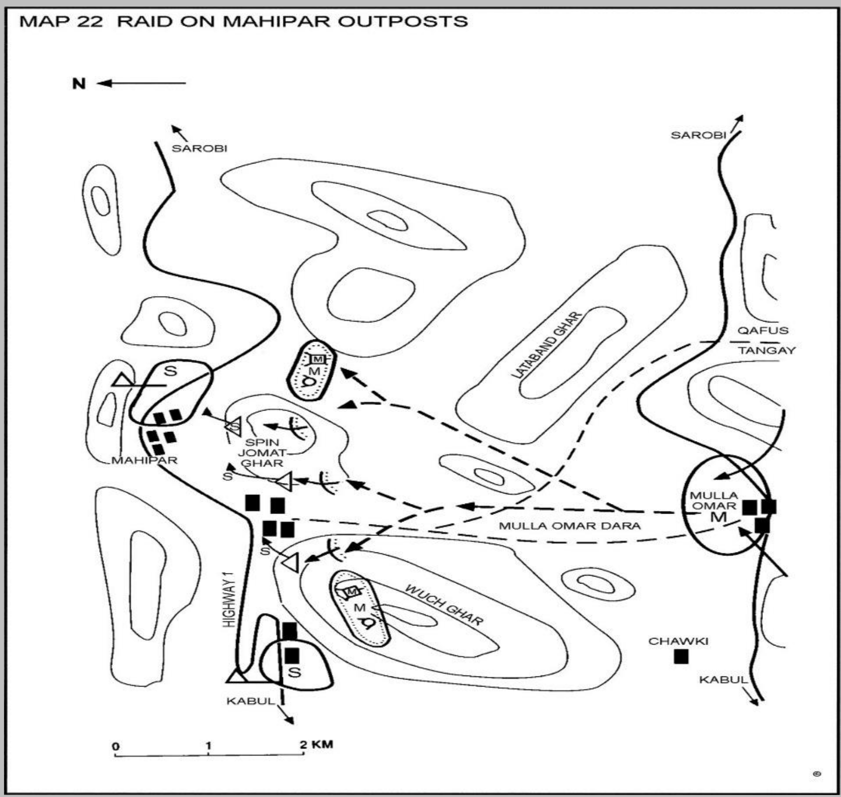
আক্রমণকারী গ্রুপ ছিল তিনটি টিমে বিভক্ত। প্রতিটি টিমের নির্দিষ্ট একটি চৌকি ছিল যেটিতে আক্রমণ চালাতে হবে। প্রতিটি টিমে RPG এবং রিকয়েললেস রাইফেল ছিল যাতে তারা চৌকির ওপর শক্তিশালী আঘাত হানতে পারে।

শত্রুপক্ষের বিমানকে দিনের আলো কম পাওয়ার সুযোগ দিতে, আমরা বিকেল ৪টা (১৬০০) থেকে হামলা শুরু করি। আমরা জানতাম যে, শত্রুদের প্রতিক্রিয়া জানাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

আমাদের ভারী অস্ত্র থেকে ফায়ার সাপোর্ট বাহিনী শত্রুর ডান ও বাম দিকের ঘাঁটিগুলোতে গোলাবর্ষণ শুরু করে, যাতে তারা বিচ্ছিন্ন থাকে এবং আক্রমণ এলাকা থেকে সাহায্য না পাঠাতে পারে।

আক্রমণকারী টিমগুলো চৌকিগুলোর ওপর গুলি ছোড়ে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। তবে শত্রুপক্ষ মাইন পুঁতে রেখেছিল, যা আমাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে এবং অনেক সময় লেগে যায় চৌকিগুলো দখলে নিতে।

শেষ পর্যন্ত, দীর্ঘ ও তীব্র লড়াইয়ের পর রাত ৯টার মধ্যে (২১:০০) ডি.আর.এ. বাহিনীর সৈন্যরা হয় নিহত হয় বা পালিয়ে যায়। আমরা একটি ট্যাংকের ক্রুকে (চালকদলকে) বন্দি করি।



সোভিয়েত ঘাঁটি ও সড়কের নিচের দিকে থাকা অন্যান্য ফাঁড়িগুলো লড়াইরত ডি.আর.এ. (DRA) ফাঁড়িগুলোকে সহায়তা করতে পারেনি। কিন্তু যখন আমরা পিছু হটছিলাম, তখন সোভিয়েত ঘাঁটি আমাদের পিছু হটতে থাকা মুজাহিদীনদের ওপর ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করে।

তবে অন্ধকারে তাদের এই গোলাবর্ষণের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

আমরা দুইটি ট্যাংক ধ্বংস করি, ৯ জন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করি এবং তিনটি DShK ভারী মেশিনগান, ছয়টি AK-47 রাইফেল এবং প্রচুর গোলাবারুদ জব্দ করি।

এই যুদ্ধে আমাদের দুইজন মুজাহিদ আহত হয়।

আমরা রাতে মুল্লা ওমরে অবস্থান করি এবং পরদিন আমাদের ঘাঁটিতে ফিরে যাই।

COMMENTARY:

এই এলাকার ভৌগোলিক গঠন অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং দুর্গম। সোভিয়েত/ডি.আর.এ. ঘাঁটি এবং ফাঁড়িগুলো সবই একটি গিরিখাতের (canyon) ভেতরে অবস্থিত।

সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী এখানে কৌশলগত উদ্যোগ ত্যাগ করে বসে ছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, পাহাড়ি দুর্গম পথ এবং বানানো বাংকার ও প্রতিরক্ষা কাঠামো তাদের অবস্থানগুলোকে মুজাহিদীনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

এই রাস্তায় মোট তিনটি সুরক্ষা ফাঁড়ি ছিল:

- দুইটি গিরিখাতের উভয় পাশে উঁচু জায়গায়
- একটি ফাঁড়ি সরাসরি রাস্তায়

এই ফাঁড়িগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল—

- সেতু, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাঁধ রক্ষা করা
- পাশের উপত্যকাগুলো অবরুদ্ধ করা

কিন্তু যেসব ফাঁড়ি উঁচু জায়গায় ছিল, সেগুলো মুজাহিদীনদের গতিবিধিতে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করার জন্য যথেষ্ট উঁচু ছিল না।

এছাড়া পাহাড়চূড়ার কিছু পর্যবেক্ষণ পোস্ট থাকলেও রাতে তারা কার্যকর ছিল না।

উঁচু জায়গার এসব সুরক্ষা ফাঁড়িগুলো সাধারণত DRA বা মিলিশিয়া দ্বারা পরিচালিত হতো, যাদের প্রশিক্ষণ ছিল দুর্বল এবং যারা প্রকৃতপক্ষে মাইন দিয়ে ঘেরা নিজেদের দুর্গে বন্দির মতোই ছিল।

মুজাহিদীনরা সহজেই এসব ফাঁড়ি পাশ কাটিয়ে চলতে পারত—বিশেষ করে রাতের বেলায়।

সোভিয়েত/ডি.আর.এ. বাহিনী গিরিখাতের মূল প্রবেশপথে মাইন পুঁতে রাখলেও, পথগুলো এত খাড়া ছিল যে বৃষ্টিতে প্রায়ই সেই মাইনগুলো ধুয়ে যেত।

মুজাহিদীনরা প্রায়ই এই ধরনের খাড়া জায়গা ব্যবহার করেই হাইওয়েতে নেমে আসত।

অন্যদিকে, মুজাহিদীন এই পরিস্থিতিকে শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার, অস্ত্র সংগ্রহের ও গোলাবারুদ পুনরায় মজুত করার চমৎকার সুযোগ হিসেবে দেখত।

তারা এই রোড বরাবর থাকা ফাঁড়িগুলোর ওপর হামলার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা কৌশল তৈরি করেছিল—

- তারা বিকেল বেলা দেরিতে হামলা চালাত, যাতে শত্রুদের বিমান হামলা ও গোলাবারুদের কার্যকারিতা কমে যায়।
- তারা রকেট ও মর্টার দিয়ে আক্রমণ এলাকা দুপাশের মূল ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করত, যাতে ওই ঘাঁটিগুলো তাদের মনোযোগ আক্রমণ এলাকা থেকে সরাতে না পারে।
- এরপর তারা ফাঁড়িগুলোতে হামলা চালাত, যেগুলো সাধারণত দুর্বলপ্রশিক্ষিত ও মনোবলহীন DRA অনিয়মিত সেনা (conscripts) দ্বারা পরিচালিত হতো।

DRA সেনাদের যুদ্ধ করার মনোবল ছিল খুব কম।

মুজাহিদীনরা যদি ফাঁড়ির চারপাশের মাইনফিল্ড পার হতে পারত, তাহলে তারা সহজেই ফাঁড়ি থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেত।

মুজাহিদীনরা সাধারণত DRA বন্দিদের দুইটি বিকল্প দিত—

- হয় শ্রমিক হিসেবে মুজাহিদীনদের সঙ্গে যোগ দিতে
- নয়তো ছেড়ে দেওয়া হতো

তাদের বিশ্বাস ছিল যে DRA সেনারা লড়াইয়ে বাধ্য হয়েছিল, তাদের অনেকের হাতে বিকল্প ছিল না।

তবে DRA অফিসারদের যুদ্ধ আদালতে বিচার না হওয়া পর্যন্ত বন্দি রাখা হতো।

মুজাহিদীনরা বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, রাতের বেলায় মূল ঘাঁটিগুলো থেকে কোনো পাল্টা আক্রমণ (sally) আসবে না।

সোভিয়েত/ডি.আর.এ. প্রতিক্রিয়া মূলত এলাকাভিত্তিক গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলাতেই সীমাবদ্ধ থাকত।

ঘটনা- ৮

RAID ON MAHIPAR OUTPOSTS

by Commander Wazir Gul

কাবুল ও সারোবি শহরের মধ্যে দুটি মহাসড়ক রয়েছে। এর মধ্যে উত্তর দিকের মহাসড়কটি নতুন এবং এটি আফগানিস্তানের প্রধান মহাসড়ক হাইওয়ে ১-এর অংশ। পুরনো কাবুল-সারোবি মহাসড়কটি হাইওয়ে ১-এর প্রায় চার থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. (গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান সরকার) বাহিনী এই দুটি মহাসড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নিরাপত্তা ঘাঁটি ও চৌকির ব্যবস্থা করেছিল।

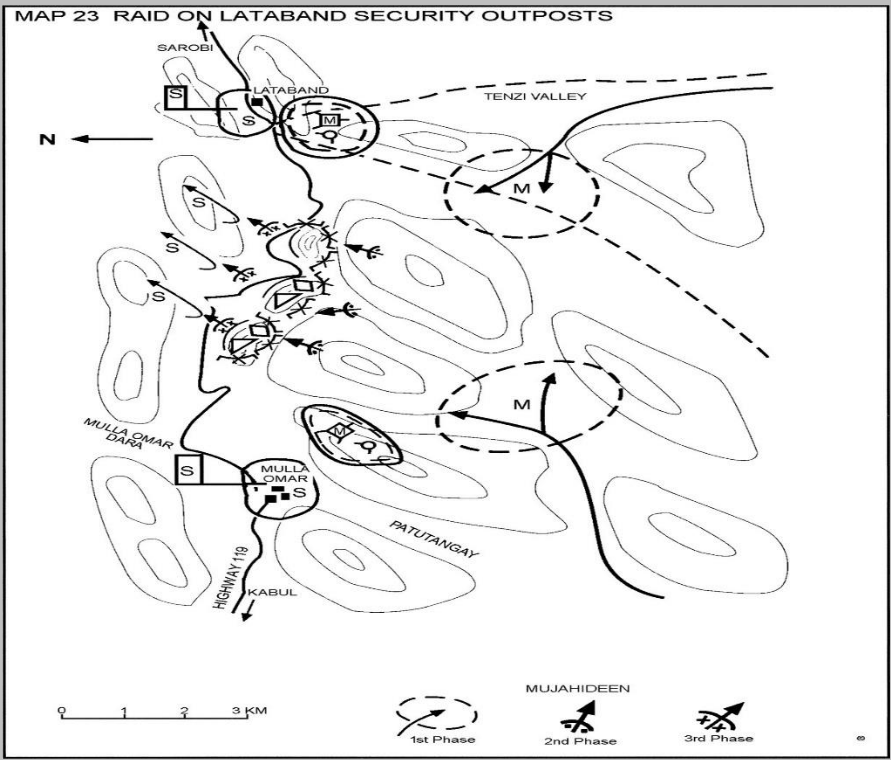
সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালে, বিভিন্ন মুজাহিদীন গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে কাবুলের পূর্বে লাতাবান্দ পাসে অবস্থিত সোভিয়েত ও ডি.আর.এ.র নিরাপত্তা চৌকিগুলোর ওপর হামলার পরিকল্পনা করে (মানচিত্র ২-৭ - লাতাবান্দ)। লাতাবান্দ পাসটি পুরনো কাবুল-সারোবি মহাসড়কে অবস্থিত। এই পাসের পশ্চিম পাশে ছিল সোভিয়েত ঘাঁটি ‘মোল্লা ওমর’, আর পূর্ব পাশে ছিল ডি.আর.এ.র সারানডয় বাহিনীর ঘাঁটি ‘লাতাবান্দ’। এই দুই ঘাঁটির মাঝামাঝি এলাকায় ডি.আর.এ.র সেনাদল দ্বারা পরিচালিত একাধিক নিরাপত্তা চৌকি ছিল।

আমার দলের ঘাঁটি ছিল জান্দে কালায়ে, যেটি পাস থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। আমি সেখানেই হামলার পরিকল্পনা করি। আমরা বিকেল ৩টায় ঘাঁটি থেকে রওনা হই এবং তেজিন উপত্যকায় গিয়ে রাত যাপন করি। আমাদের রসদ ও গোলাবারুদ খচ্চরের পিঠে করে নিয়ে যাই। তেজিন উপত্যকায় পৌঁছানোর পর আমি অন্যান্য গোষ্ঠীর কমান্ডারদের সঙ্গে দেখা করি এবং আমরা যৌথভাবে হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করি। আমাদের সম্মিলিত মুজাহিদীন বাহিনীর মোট শক্তি ছিল প্রায় ১৫০ যোদ্ধা। আমরা সঙ্গে যা যা জরুরি নয়, তা তেজিনে রেখে আসি এবং আমাদের লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হই। খচ্চরগুলো সঙ্গে নিয়ে যাই।

এই সম্মিলিত বাহিনী প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল—দুটি ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপ (অর্থাৎ গোলাবর্ষণ সহায়তা দল) এবং একটি আক্রমণকারী গ্রুপ। প্রতিটি ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপের কাছে ভারী অস্ত্র ছিল (তিনটি বিএম-১, চারটি দাশকা, তিনটি ৮২ মিমি মর্টার)। তাদের কাজ ছিল মোল্লা ওমর ও লাতাবান্দ ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে সেখানকার বাহিনীকে ব্যস্ত ও চাপে রাখা। আক্রমণকারী গ্রুপের কাছে ছিল বারোটি আরপিজি-৭ এবং চারটি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল। এই গ্রুপটি তিনটি ২০ জনের দলে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক দলের জন্য নির্দিষ্ট একটি শত্রু চৌকি নির্ধারিত ছিল।

আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে চলে যাই। শত্রু বিমান যেন দিনের আলোতে খুব বেশি সময় কাজ করতে না পারে, এজন্য আমরা বিকেলে দেরিতে হামলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেই। বিকেল ৪টায় আমরা মোল্লা ওমর ও লাতাবান্দ ঘাঁটিতে ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করি। এ সময় আক্রমণকারী দলগুলো লাতাবান্দ পাসের দক্ষিণে উচ্চভূমিতে অবস্থান নিয়ে নিচের শত্রু চৌকিগুলোর ওপর গুলি চালাতে থাকে। এই গোলাবর্ষণে শত্রুদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং এই সুযোগে আক্রমণকারী তিনটি দল নিজ নিজ টার্গেট চৌকির দিকে এগিয়ে গিয়ে হামলা চালায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে এবং আক্রমণকারী দলগুলো শত্রু চৌকিগুলো দখল করে নেয়।

মুজাহিদীন যখন চৌকিগুলোর খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন অধিকাংশ ডি.আর.এ. সেনা পালিয়ে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ ও অন্যান্য সামগ্রী ফেলে রেখে যায়। আমরা যতটা পারি খচ্চরের পিঠে করে মালপত্র নিয়ে যাই। শত্রুপক্ষ এরপর সেই এলাকায় ব্যাপক গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা শুরু করে। আমরা দুটি খচ্চর হারাই এবং রাত ৯টায় পিছু হটি। আমাদের কিছু হতাহত হয়। আমার দলের মধ্যে একজন শহীদ হন এবং ছয়জন আহত হয়। আমরা দুজন ডি.আর.এ. সেনাকে বন্দি করি এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করি।



COMMENTARY:

পাহাড়ি উঁচুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন মহাসড়ক নিরাপত্তা চৌকিগুলো মুজাহিদীনদের হামলার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই এলাকায় সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. (গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান) বাহিনীর গোয়েন্দা বা নজরদারির ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত। তদুপরি, চৌকিগুলোতে দ্রুত শক্তি পাঠানো বা মুজাহিদীনদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কোনো কার্যকর পরিকল্পনা তাদের ছিল না, অথবা থাকলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হতো না। ঘাঁটিতে অবস্থানরত বাহিনীগুলোর মধ্যে যেন এক ধরনের "বাঙ্কার মানসিকতা" দেখা গিয়েছিল—তারা চুপচাপ বসে থাকত এবং মুজাহিদীনদের গোলাবর্ষণ বা আক্রমণ সহ্য করত, কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলত না।

সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী বিশেষভাবে রাত্রিকালে চলাফেরা বা লড়াই করতে অনীহা দেখাত। মুজাহিদীনরা এই দুর্বলতাকে কৌশলগতভাবে কাজে লাগাত। বিমান সহায়তা সাধারণত দেরিতে আসত এবং রাতে তা খুব একটা কার্যকর বা নির্ভুল হতো না।

এই ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সোভিয়েত/ডি.আর.এ. ঘাঁটির বাহিনী ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি যতক্ষণ না মুজাহিদীনরা চৌকিগুলো দখল করে পিছু হঠতে শুরু করে। এরপর তারা শুধু গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানায়—কোনো মোতায়েন বা চলমান বাহিনী পাঠানো হয়নি। চৌকিগুলোর ভিতরে থাকা ডি.আর.এ. বাহিনীকে কার্যত তাদের ভাগ্য নিজেকেই সামলাতে হয়েছে।

ডি.আর.এ. বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিল অপ্রশিক্ষিত এবং তাদের মনোবল ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাদের অনেকেই জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল এবং তারা নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মোটেও আগ্রহী ছিল না। সে কারণে তারা দৃঢ় প্রতিরোধের চেয়ে পালিয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করত এবং মুজাহিদীনদের কাছে গোলাবারুদ ও রসদ ফেলে রেখে চলে যেতে একরকম প্রস্তুত থাকত। এই কারণেই মুজাহিদীনরা সাধারণত ডি.আর.এ.র চৌকিগুলোতেই আক্রমণ করতে আগ্রহী ছিল।

তবে এই ধরনের হামলার মাধ্যমে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের কৌশল মুজাহিদীনদের জন্য কিছু ক্ষতির কারণও হতো। যখনই সম্ভব হতো, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখাত, কিন্তু এই আক্রমণ সাধারণত রাতভর চলত না। এ সুযোগে মুজাহিদীনরা দুটি পথ নিতে পারত—তারা হয় সঙ্গে সঙ্গে চৌকিতে ঢুকে যতটা সম্ভব রসদ ও মালামাল নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত, অথবা গোলাবর্ষণ বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় থেকে কিছু দেরিতে সরে পড়ত, যাতে ভোরের আগে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছানো যায়। উভয় কৌশলেরই কিছুটা ঝুঁকি ছিল।

ঘটনা- ৯

RAID ON OUTPOSTS AT WRESHMIN GORGE

by Commander Wazir Gul

অক্টোবর ১৯৮৫ সালের সময়ে বিভিন্ন মুজাহিদীন গোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়ক অবরোধ করেছিল ওরেশমিন তাঙ্গাই (খাঁদ/গিরিখাত) এলাকায়, যা দাবিলি ও দারগো ব্রিজের মাঝখানে অবস্থিত (মানচিত্র ২-৮ – ওরেশমিন)। আমার দায়িত্ব ছিল আটদিনের জন্য মহাসড়কটি অবরোধ করে রাখা। সে সময় আমি ৭০ জন মুজাহিদিনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম। আমাদের কাছে ছিল পাঁচটি বিএম-১, দুটি বিএম-১২, চারটি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল, দুটি জেডজিইউ-১ (জেনিথ মেশিনগান), তিনটি ৮২ মিমি মর্টার এবং অনেক আরপিজি-৭।

মহাসড়ক অবরোধ করার জন্য আমাকে প্রথমে ওই রাস্তায় অবস্থিত শত্রু নিরাপত্তা চৌকিগুলো সরাতে হতো। আমি আমার বাহিনীকে হিসারকের মানায় এলাকা থেকে ৎসাপার (ক্যাপার) পাহাড়ে নিয়ে আসি এবং সেখানে আমি আমার যুদ্ধপরিকল্পনা চূড়ান্ত করি। যেহেতু এলাকাটিতে প্রবেশপথ সীমিত ছিল এবং মহাসড়কের আশপাশের এলাকা প্রচুর মাইনবিদ্ধ ছিল, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই আমাদের টার্গেট এলাকাটির দু'পাশের প্রান্তে—পশ্চিমের দাবিলি ব্রিজ ও পূর্বের দারগো ব্রিজে—প্রথম আক্রমণ চালানো হবে। এই দুই স্থান দক্ষিণের পাহাড় থেকে তুলনামূলকভাবে সহজে পৌঁছানো যায়।

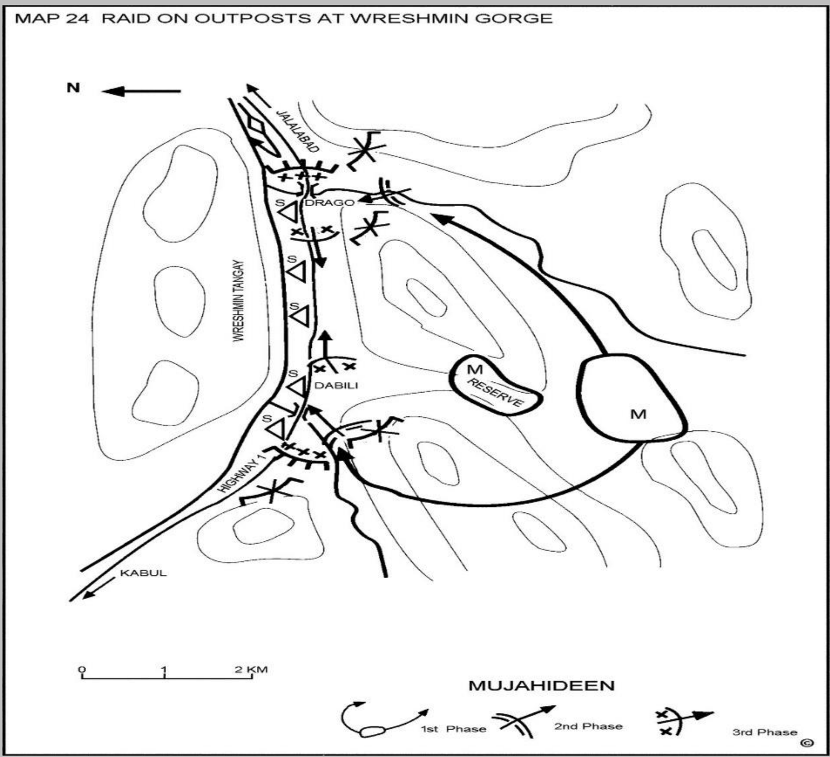
এই দুই সেতু ধ্বংস করার মাধ্যমে আমি পুরো এলাকাটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চেয়েছিলাম এবং পরে মহাসড়ক ধরে শত্রু নিরাপত্তা চৌকিগুলোর ওপর ধারাবাহিক হামলা চালানোর পরিকল্পনা করি, কারণ মহাসড়কটিতে মাইন ছিল না এবং এটি ব্যবহারযোগ্য ছিল।

আমি আমার বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করি—একটি দল দাবিলির দিকে এবং আরেকটি দারগোর দিকে যায়। আমি একটি রিজার্ভ বাহিনী মাঝখানে পেছনে রাখি যাতে প্রয়োজনে সহায়তা পাঠানো যায়। রাতের অন্ধকারে দুই দল তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। পরদিন সকালে তারা হঠাৎ আক্রমণের মাধ্যমে দাবিলি ও দারগো সেতু দখল করে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এরপর দুই দল বিপরীত দিক থেকে মহাসড়ক ধরে অগ্রসর হয় (যাতে মাইনবিদ্ধ এলাকায় না পড়তে হয়)। তারা পথ ধরে অবস্থিত সোভিয়েত/ডি.আর.এ.-র ১৬-১৭টি ছোট নিরাপত্তা চৌকি একের পর এক দখল করে নেয়। এরপর তারা ফিরে এসে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে।

পরবর্তী আটদিন ধরে সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী মহাসড়কটি পুনরায় খুলে দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। সরু গিরিখাতের কারণে তাদের বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণ কার্যত খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। শত্রু জালালাবাদ থেকে একটি সেনা বহর পাঠিয়েছিল সড়ক দখলে নেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা দারগো ব্রিজের সরু পথেই তাদের থামিয়ে দিতে সক্ষম হই এবং তাদের পিছিয়ে যেতে হয়।

এই আটদিনে আমরা দখলকৃত ঘাঁটি ও চৌকিগুলো থেকে যত সম্ভব অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ সংগ্রহ করি এবং পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাই। আমরা প্রায় ১০০টি অস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ দখল করি। আটদিনের শেষে আমি আমার বাহিনীকে সরিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসি। আমার বাহিনীতে ছয়জন শহীদ হন এবং ১৮ জন আহত হন—অর্থাৎ আমার মোট বাহিনীর প্রায় ৩০% হতাহত হয়। শত্রু পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি ছিল আরও বেশি—প্রায় ৫০ জন নিহত বা আহত এবং ২৪ জন সৈন্য বন্দি হয়।



COMMENTARY:

ভূপ্রকৃতি (পাহাড়ি অঞ্চল) এই যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সোভিয়েত/ডি.আর.এ. বাহিনী একটি সরু গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া মহাসড়কের ফিতা-সদৃশ অংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল, অথচ মুজাহিদিনেরা যখনই চাইত, তখনই চারপাশের পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারত।

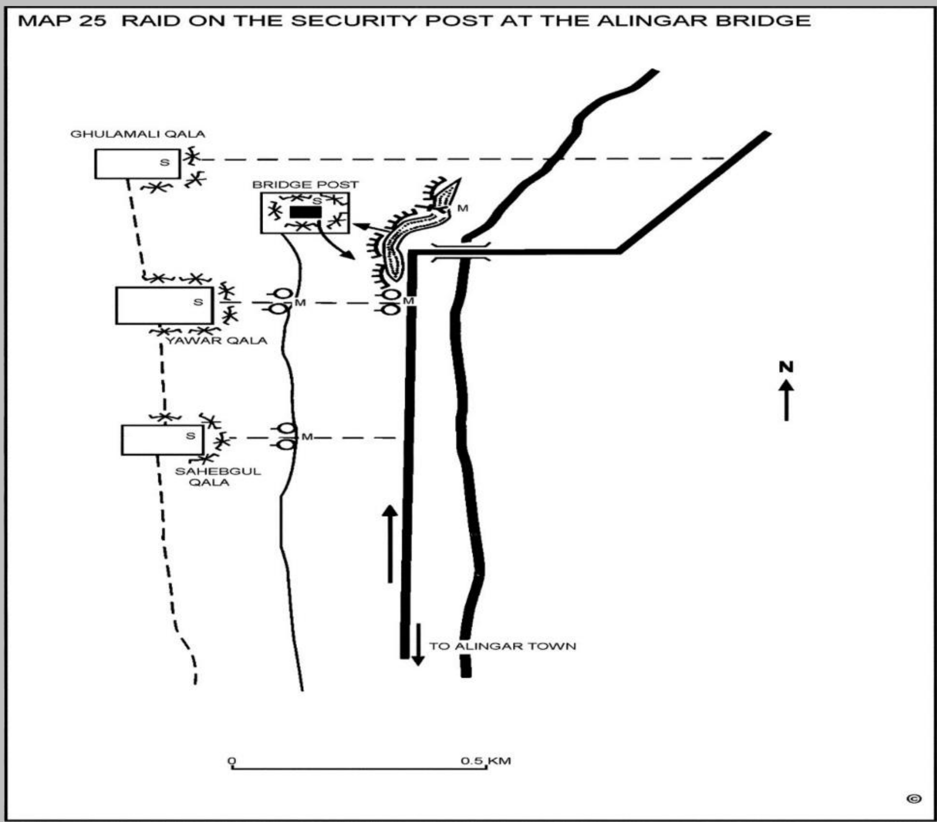
মুজাহিদীনদের হাতে ছিল সময় ও স্থান বেছে নিয়ে হামলা চালানোর পূর্ণ স্বাধীনতা—আর সেই সুযোগে তারা মাহিপার ও ওরেশমিন তাঙ্গাই অঞ্চলের সরু গিরিখাত দিয়ে আঁকাবাঁকা চলা বিপজ্জনক মহাসড়ক বরাবর ছড়িয়ে থাকা ডজনখানেক নিরাপত্তা চৌকিতে ছদ্মআক্রমণ বা সরাসরি হামলা চালাতে পারত।

ওরেশমিন তাঙ্গাই এলাকায় প্রায় সব মুজাহিদীন গোষ্ঠীর অভ্যাস ছিল প্রথমেই দুটি প্রধান সেতু—দাবিলি ও দারগো—আক্রমণ করে সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া। এরপর, এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, তারা দুই প্রান্ত থেকে বাকি নিরাপত্তা চৌকিগুলোতে আক্রমণ চালাত। ভূপ্রকৃতি, মাইনফিল্ড, শত্রু বাহিনীর অবস্থান এবং মুজাহিদীনদের সীমিত সক্ষমতার কথা বিবেচনায় এই কৌশলই সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

ঘটনা- ১০

RAID ON THE BRIDGE POST IN ALINGAR

by Doctor Abdul Qudus Alkozai and Commander Haji Sidiqullah



ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে, কমান্ডার আবদুল কুদ্দুস আলকোজাইয়ের নেতৃত্বে ১৫ জন মুজাহিদিনের একটি দল লাগমন প্রদেশের আলিনগর জেলার কেন্দ্রের কাছে সরকার-নিয়ন্ত্রিত একটি পোস্টে হামলা চালায়। এই পোস্টটি আলিনগর নদীর উপর একটি সেতুর ওপর নজরদারি রাখত এবং বারওয়াই গ্রামসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ছিল, যা আলিনগরের প্রায় চার কিলোমিটার উত্তরে। সেতু সংলগ্ন এই চৌকিটি একটি প্রাচীরবেষ্টিত ঘেরের ভেতরে ছিল, যেখানে কভারড (আবদ্ধ) ফায়ারিং পজিশন ও প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর (প্যারা-পেট) ছিল। এই পোস্টে ছয়জন সৈন্য অবস্থান করত এবং একটি এক-কক্ষবিশিষ্ট গার্ড হাউস ছিল তাদের জন্য।

এই চৌকিটি মূলত জেলা কেন্দ্রকে মুজাহিদীনদের হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি একটি নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ ছিল। এলাকায় আরও বেশ কিছু নিরাপত্তা চৌকি ছিল, যেগুলো ব্যক্তিগত বাড়ি ও দুর্গ-সদৃশ কাঠামোতে স্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—উত্তরে ‘গুলাম আলী ক্বালা’, আর দক্ষিণে ‘ইয়ার ক্বালা’ ও ‘সাহেবগুল ক্বালা’। এইসব চৌকিগুলো একে অপর থেকে আনুমানিক ১৫০ থেকে ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত ছিল (মানচিত্র ২-৯: আলিনগর)।

আমার গেরিলা অভিযানকারী দলটি রাত ১০টায় (২২০০ ঘণ্টা) একটি নিকটবর্তী গ্রাম থেকে রওনা দেয়। সেদিন রাতটি ছিল অন্ধকার, ঠান্ডা ও বৃষ্টিভেজা এক শীতের রাত। লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়ে আমি সাহেবগুল ক্বালার বিপরীতে একটি দুই সদস্যের পর্যবেক্ষণ/নিরাপত্তা দল রেখে দিই। আরেকটি দুই সদস্যের দল ইয়ার ক্বালার বাইরে অবস্থান নেয় এবং তৃতীয় দলটি সেতুর রাস্তাসংলগ্ন জায়গায় পোস্ট করা হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল সেতু চৌকিতে সাহায্য পাঠাতে আসা যেকোনো বাহিনীকে বাধা দেওয়া।

আমার বাকি আটজন মুজাহিদীন ও আমি ছিলাম আটটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও একটি আরপিজি-৭ সহ সজ্জিত। আমরা সেতুর কাছে গিয়ে রাস্তার পাশে একটি খাদে অবস্থান নিই এবং সেতুর পশ্চিম প্রান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিই।

আমার পরিকল্পনা ছিল: আমরা খাদেই অপেক্ষা করব যতক্ষণ না চৌকির প্রহরী বদলের জন্য গার্ড হাউসের দরজা খোলা হয়। তখন দরজা থেকে বের হওয়া আলো ব্যবহার করে আমরা এক মিটার উঁচু দেয়াল টপকে পোস্টে ঢুকব, হঠাৎ করে আক্রমণ চালাব এবং ভিতরে থাকা সৈন্যদের হত্যা করব।

আমরা বৃষ্টিভেজা শীতের রাতে সেই খাদে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করি, কিন্তু গার্ড হাউস থেকে কিছুই ঘটতে দেখা যায়নি। অবশেষে আমি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে পরিকল্পনা পরিবর্তন করি। আমি তিনজন মুজাহিদীনকে নিঃশব্দে চৌকির দিকে এগিয়ে যেতে বলি—দেয়াল টপকে প্রহরীকে আক্রমণ করবে। বাকিরা তখন গার্ড হাউস থেকে সৈন্যরা বের হলে হামলা চালাবে ও আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাবে।

আমি আরপিজি-৭ কে এমনভাবে স্থাপন করি যাতে প্রয়োজনে গার্ড হাউসে আঘাত করা যায়। আমি গান অপারেটরকে বলে দিই, যদি সে শুনে তার সাথিরা "সারেন্ডার" বলছে, তবে সে যেন গুলি না ছোড়ে। কিন্তু যদি শত্রুপক্ষ গুলি চালিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়, তবে যেন সে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায়।

রাত প্রায় ১টা (০১০০ ঘণ্টা) নাগাদ, আমার তিনজনের দল চৌকির কাছে পৌঁছে। একজন মুজাহিদীন তাদের কভার দেয়, আর বাকি দু'জন দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকে। তাদের একজন সরাসরি ঘুমন্ত প্রহরীর ওপর ল্যান্ড করে। প্রহরী একটি কম্বলে মোড়ানো ছিল এবং গভীর ঘুমে ছিল। কিন্তু হঠাৎ শরীরের ওপর একজন মুজাহিদীন পড়ে গেলে সে চমকে ওঠে এবং চিৎকার শুরু করে। এতে ঘাবড়ে গিয়ে মুজাহিদীনরা গুলি চালিয়ে প্রহরীকে হত্যা করে।

প্রহরীরা গার্ড হাউস থেকে বের হওয়ার আগেই একজন মুজাহিদীন একটি হ্যান্ড গ্রেনেড ভিতরে ছুঁড়ে মারে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা গার্ড হাউসে প্রবেশ করে। এ সময় আরপিজি অপারেটর গুলির শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু আত্মসমর্পণের কোড শব্দটি (surrender) শোনে না। ফলে সে মনে করে শত্রুরা তার সাথিদের দমন করেছে এবং সে গার্ড হাউসের দিকে রকেট ছুঁড়ে দেয়।

রকেটটি গার্ড হাউসের দেয়াল ভেদ করে ভিতরে বিস্ফোরিত হয়, এতে দুজন সৈন্য নিহত হয় এবং আমার এক মুজাহিদীন গুরুতরভাবে আহত হয়, যে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এই মুহূর্তে পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায়। আহত মুজাহিদীন সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে এবং তার সাথিরা তাকে সরিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্য মুজাহিদীনরা যখন দেখে তাদের সাথিরা থেমে গেছে, তারাও আক্রমণ বন্ধ করে দেয়।

আমি তখন অভিযান বাতিল করি এবং সবাইকে পিছু হটার নির্দেশ দিই। পিছু হটার পথে আমার নিরাপত্তা দলগুলো আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং আমরা সবাই ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

COMMENTARY:

এই অভিযানের জন্য মুজাহিদীনদের সময় নির্বাচন ছিল অত্যন্ত উপযুক্ত। খারাপ আবহাওয়া এবং রাতের অন্ধকার তাদের গোপনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। শত্রুর প্রহরী তখন ঘুমিয়ে ছিল। এই ধরনের শত্রুপক্ষের অসতর্কতা অস্বাভাবিক ছিল না। সাধারণভাবে ডি.আর.এ. ও সোভিয়েত বাহিনী রাতে তাদের চৌকিগুলোর মধ্যে পায়ে হেঁটে টহল পাঠাত না। এছাড়া, চৌকিগুলোর মধ্যে কোনো কার্যকর কৌশলগত বা আগুন সমন্বয় (fire coordination) ছিল না। রাতের এই নিষ্ক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয় মানসিকতা (bunker mentality) শত্রু বাহিনীর মধ্যে বিস্তার লাভ করে, বিশেষ করে যারা বিচ্ছিন্ন চৌকিতে অবস্থান করত। এতে মুজাহিদীনদের চলাচলে স্বাধীনতা তৈরি হতো এবং তারা রাতের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারত ও সফলভাবে 'আঘাত করে পিছু হটা' ধাঁচের অভিযান পরিচালনা করত।

এই অভিযানে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে নিয়ন্ত্রণের অভাব পুরোপুরি পরিকল্পিত এক অপারেশনকে ব্যর্থ করে দেয়। যা ঘটেছিল, তা মূলত "মারফির নিয়ম" (Murphy’s Law: যা খারাপ হতে পারে, তা হবেই), পূর্ব-যুদ্ধ মহড়ার অভাব এবং নিয়মিত কমান্ড কাঠামোর অভাবের সমন্বয়। ঘুমন্ত সৈন্যের ওপর একজন মুজাহিদিনের ল্যান্ড করাটা ছিল নিছক দুর্ভাগ্য, কিন্তু যদি পূর্বমহড়া করা হতো, তাহলে এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি রাখা যেত—যেমন কীভাবে অভিযান চালিয়ে যেতে হবে যখন আহত সঙ্গীকে সরাতে হচ্ছে। যেহেতু কমান্ডারের সঙ্গে RPG গানের অপারেটরের কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাই এখানে একটি সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দরকার ছিল, যেটা সম্ভব হতো যদি কোনো অধীনস্থ নেতা আরপিজি অপারেটরের পাশে থাকত। এই যোগাযোগহীনতা, নেতৃত্বের অভাব এবং ফায়ার সমন্বয়ের অভাবের কারণে মুজাহিদীনরা এই অভিযানে কৌশলগত বিজয় থেকে বঞ্চিত হয়।

CHAPTER COMMENTARY

মুজাহিদীনদের এই ধরনের অভিযান (raid) নির্ভর করত সারপ্রাইজ এবং দ্রুততার ওপর। এই অভিযানগুলো তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সরঞ্জাম এনে দিত। এছাড়াও, এগুলো ছিল ডি.আর.এ. বা সোভিয়েত বাহিনীর নিরাপত্তা চৌকি ধ্বংস করার কার্যকর উপায়।

একটি সুশৃঙ্খল অভিযানে সাধারণত তিনটি উপাদান থাকত—আক্রমণকারী দল (assault force), ফায়ার সাপোর্ট দল (fire support group) এবং নিরাপত্তা দল (security element)। এই দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য রেডিও (portable radios) প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুজাহিদীনদের কাছে এই রেডিওগুলো থাকত না।

মুজাহিদীনদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা ছিল শত্রু চৌকিগুলোর চারপাশে পুঁতে রাখা মাইনফিল্ড পার হওয়া। সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী নিজেদের চৌকি ও ঘাঁটিগুলোর চারপাশে ব্যাপক মাইন পুঁতে রাখত। মুজাহিদীনরা অধিকাংশ অভিযানই রাতের বেলা পরিচালনা করত, যাতে তারা বিমান হামলা বা গোলাবর্ষণের লক্ষ্য না হয় এবং যাতে ডি.আর.এ./সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে—কারণ এসব বাহিনী সাধারণত রাতের বেলায় তাদের ঘাঁটি ছাড়তে অনিচ্ছুক ছিল।

চ্যাপ্টার ০৩

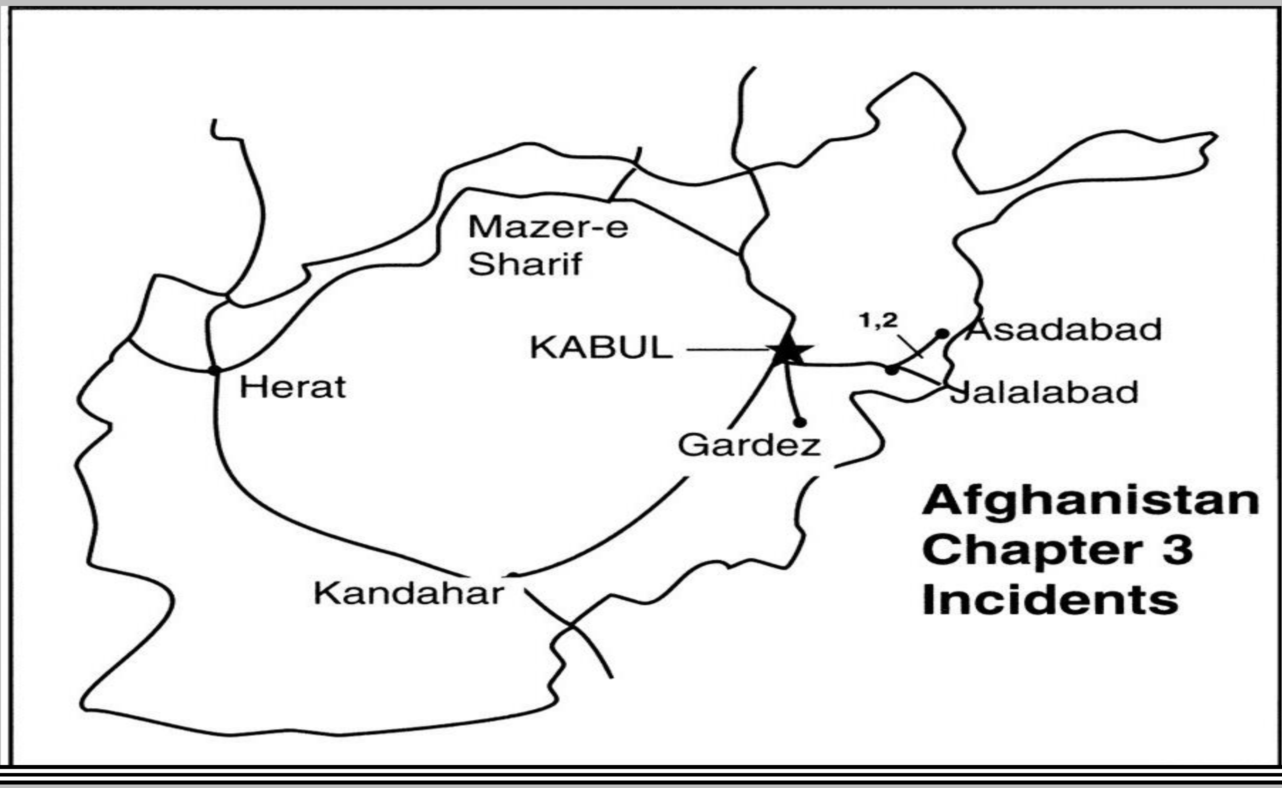
SHELLING ATTACKS

মুজাহিদীনদের গোলাবর্ষণ হামলা—যা দুর্গ, চৌকি, বিমানঘাঁটি এবং শহরের ওপর চালানো হতো—প্রতিদিনকার ঘটনা ছিল। এই হামলাগুলোর সময় মুজাহিদীনরা সাধারণত মর্টার, রকেট এবং রিকয়েললেস রাইফেল ব্যবহার করত। কখনো কখনো তারা পাহাড়ি কামান এবং হাউইটজারও ব্যবহার করত। এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের উত্যক্ত করা এবং তাদের যুদ্ধসামগ্রী ধ্বংস করা।

মুজাহিদীন গোলাবারুদ ব্যবহারকারী যোদ্ধারা শিখে গিয়েছিল কীভাবে একাধিক ফায়ারিং পজিশন তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে দ্রুত গুলি চালিয়ে সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে হয় যাতে ডি.আর.এ. বা সোভিয়েত বাহিনীর আর্টিলারি বা বিমান হামলা কার্যকরভাবে পাল্টা আঘাত হানতে না পারে।

যদি সম্ভব হতো, মুজাহিদীনরা তাদের গোলাবারুদ ফায়ারিং পজিশনের কাছে পানি রেখে দিত, যাতে রকেট বা রিকয়েললেস রাইফেলের পেছন দিকের ব্যাকব্লাস্টে মাটি থেকে যে ধুলা উড়ে যায়, তা কমানো যায়। এই ধুলা অনেক সময় শত্রুকে অবস্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করত।

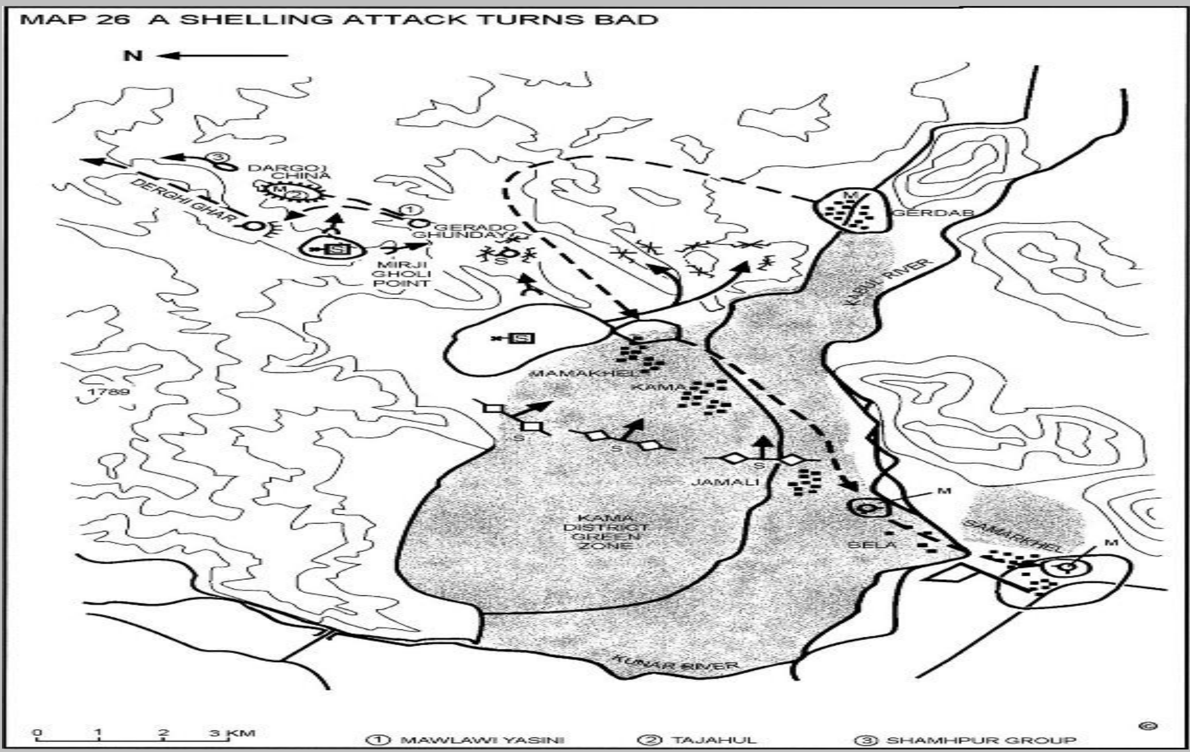
সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী এই ধরনের হামলা ঠেকাতে পাল্টা গোলাবর্ষণ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী (rapid reaction forces) এবং অ্যামবুশ কৌশল ব্যবহার করত। তবে এই হামলাগুলো যেহেতু নিয়মিত ও অভ্যস্ত কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছিল, তাই মুজাহিদীনরা সাধারণত এসব নিয়ে তেমন আলোচনা করত না—যতক্ষণ না সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বিশেষভাবে প্রশ্ন করতেন। মুজাহিদীনদের কাছে এই হামলাগুলো অনেক সময় একঘেয়ে বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতো এবং তাই তারা এসব ঘটনা বিশেষভাবে বর্ণনা করত না।



ঘটনা- ১

A SHELLING ATTACK TURNS BAD

by Mawlawi Shukur Yasini



১৯৮১ সালের বসন্তে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান) বাহিনী আমাদের এলাকায় খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে আমরা আমাদের স্থায়ী ঘাঁটিগুলো ভেঙে ফেলে সেগুলোকে চলমান ঘাঁটিতে (Mobile bases) পরিণত করি এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিই। আমি পরিকল্পনা করি সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের শক্তি-প্রদর্শনমূলক অভিযান চালানোর, এই মোবাইল ঘাঁটিগুলোর ভিত্তিতে। আমার কাছে ছিল দুটি মর্টার—একটি ৬০ মিমি ও একটি ৮২ মিমি। ৬০ মিমি মর্টারের সমস্যা হলো এর রেঞ্জ মাত্র ১৪০০ মিটার, তাই শত্রুর কাছাকাছি গিয়ে গুলি ছোড়ার প্রয়োজন হয়। আরও ছিল দুটি DShK মেশিনগান এবং পাঁচটি আরপিজি-৭। এই ভারী অস্ত্রগুলো আমি গেরদাবে আমার ঘাঁটিতে রেখে দিই। আমার যোদ্ধারা তাদের সঙ্গে হালকা অস্ত্র রাখে।

১৭ এপ্রিল ১৯৮১ সালের অভিযান:

আমি ১৭ এপ্রিল ১৯৮১ সালে সোভিয়েত ৬৬তম আলাদা মোটরাইজড রাইফেল ব্রিগেডের ঘাঁটি (সামারখেল) লক্ষ্য করে একটি গোলাবর্ষণ অভিযান চালাই। আমার সঙ্গে কেবল ৪২ জন ছিল, কারণ আমাদের অস্ত্রস্বল্পতা ছিল এবং আমরা বড় সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তার ওপর, কামা জেলা নদীর অপর পাশে অবস্থিত এবং ৬৬তম ব্রিগেড সবসময়ই এলাকাটি নজরদারিতে রাখত। আমি চাইনি বেশি লোক নিয়ে গেলে তাদের নজরে পড়ে যাই।

তাই আমরা গেরদাব থেকে উত্তরে পাহাড়ে উঠি, তারপর পশ্চিম দিকে পাহাড় পার হয়ে কামা এলাকার মামাখেল গ্রামে যাই (মানচিত্র ৩-১ – দারগো)। আমরা মামাখেলে তিন রাত কাটাই এবং দিনের বেলা যাই পাহাড়ের ওপর দারগো চীনা ঝর্ণার

কাছে—যেটি প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল। এরপর আমরা কামা গ্রামে যাই, যেখানে কিছু মানুষ তখনও বসবাস করছিল, যদিও অনেকেই ইতোমধ্যে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

শেলিং পরিচালনার দায়িত্ব:

আমি আমার ভাতিজা শাহপুরকে দায়িত্ব দিয়ে বলি, সে যেন আমার দুই মর্টার এবং ৩৮ জন যোদ্ধা নিয়ে ৬৬তম ব্রিগেডের ঘাঁটি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ চালায়। আমি চারজনকে সঙ্গে রেখে দিই। শেলিং দলটি সন্ধ্যার সময় কামা থেকে রওনা দেয়। তারা ৮২ মিমি মর্টারটি নদীর উত্তর প্রান্তে জামালি গ্রামের খান-এ-মোল্লার বাড়িতে স্থাপন করে—কারণ এটি দীর্ঘ পাল্লার অস্ত্র। এরপর তারা বেলা এলাকায় নদী পার হয়ে সামারখেল গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘাঁটির কাছাকাছি চলে যায়। তারা সঙ্গে করে নিয়ে যায় ৬০ মিমি মর্টার ও আরপিজি-৭।

রাত ১০টায় (২২০০ ঘণ্টা) তারা আরপিজি ও ৬০ মিমি মর্টার দিয়ে ঘাঁটির প্রবেশপথের কাছ থেকে গুলি ছোঁড়ে। একই সময়ে ৮২ মিমি মর্টারও দূর থেকে ঘুমন্ত ঘাঁটিতে গুলি চালায়। পুরো ঘাঁটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই গোলাবর্ষণ প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চালানো হয়, তারপর তারা অভিযান শেষ করে এলাকা ত্যাগ করে। আমি তখনও কামাতে ছিলাম। পরদিন ভোরে আমার সঙ্গে সবাই দারগো চীনা ঝর্ণা এলাকায় দেখা করবে বলে নির্দেশ ছিল। আমি সেখানে ভোরে পৌঁছাই এবং দেখি তারা আগেই পৌঁছে গেছে। তবে আমার দুইজন যোদ্ধা অনুপস্থিত—তারা ভুল করে ৬০ মিমি মর্টার ও ভিডিও ক্যামেরা ফেলে এসেছিল, সেগুলো আনতে ফিরে গিয়েছিল।

সোভিয়েত পাল্টা অভিযান ও ঘিরে ফেলা:

আমি তখন খবর পাই যে শত্রু বাহিনী পাঁচ দিনের মধ্যে কামা জেলায় সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় মিশন চালাবে। কিন্তু যেহেতু আমরা তাদের ঘাঁটিতে শেলিং করেছি, তারা আরও আগেই আক্রমণ করবে ধরে নিই। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই এলাকা ছাড়তে হবে। সূর্যোদয়ের সময় আমি আমার লোকদের আরও গভীরে পাহাড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিই। আমি নিজে ক্লান্ত ও ঠান্ডায় আক্রান্ত ছিলাম, তাই গেরদাবে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু যাত্রা শুরু করতেই দেখি দুটি হেলিকপ্টার এয়ারপোর্ট থেকে উড়ে কামা জেলায় নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ে লুকিয়ে পড়ি। তখন আমার সঙ্গে ছিল শুধু হাজী শাহবাজ।

আরও কয়েকটি হেলিকপ্টার প্রথম দুটি অনুসরণ করে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ওগুলো কুনার প্রদেশে যাচ্ছে, কিন্তু এরপর দেখি তারা দারঘি ঘার পাহাড়ে (মিরজি ঘোলি পয়েন্ট) দুইটি হেলিকপ্টার থেকে সেনা নামাচ্ছে—এটি আমার অবস্থান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। তারা মামাখেলের উত্তরের সমতল ভূমি ও গেদারো ঘুন্ডায় পাহাড়েও সৈন্য নামায়।

আমার লোকেরা হেলিকপ্টার নামতে দেখে এবং বুঝতে পারে যে তারা যদি পাহাড়ে উঠতে থাকে তবে শত্রু তাদের দেখে ফেলবে। তাই তারা চওড়া উপত্যকায় ঘুরে আমার দিকে ফিরে আসতে থাকে। আমি তখন মিরজি ঘোলি ও দারগো চীনার মাঝখানে এক খাদে লুকিয়ে ছিলাম এবং পাহাড়ের সকালের ছায়া আমাকে আড়াল করছিল।

সোভিয়েত বাহিনীর অবস্থান ও হামলা:

আমি মাথা উঁচু করে দেখি মিরজি ঘোলির উঁচু অঞ্চল থেকে গেদারো ঘুন্ডার দিকে প্রায় ২৫ জন সোভিয়েত সৈন্য এবং 'চাদর পরা' কিছু লোক (সম্ভবত ডি.আর.এ.) এগিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখি তারা গেদারো ঘুন্ডার ওপরে মর্টার বসাচ্ছে। আমি

৫০ মিটার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই, কারণ সূর্যের বিপরীতে থাকার কারণে তারা আমাকে দেখতে পায়নি। আমি হামাগুড়ি দেওয়ার সময় পকেটের ভারী জিনিস—যেমন প্লায়ার্স ও টাকার বান্ডিল—ফেলে দিই।

আমি তখন পাহাড়ের চূড়ার দিকে এগোই। এমন সময় জাফর ও নূর—যারা ৬০ মিমি মর্টার ও ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ফিরছিল—সোজা গিয়ে পড়ে সোভিয়েত সৈন্যদের মুখোমুখি। সাথে সাথেই তারা ধরা পড়ে। নূর ছিল আমার চাচাতো ভাই।

হেলিকপ্টার হামলা ও পাল্টা প্রতিরোধ:

আমি দারঘি ঘার পাহাড়ে উঠে যা ঘটছিল তা দেখতে থাকি। দেখি, আমার লোকেরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—তাজাহুলের অধীনে ১৩ জন দারগো চীনায় ফিরে এসেছে, আর শাহপুরের দল পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে। সোভিয়েতরা তখন ১৩ জনের দলের দিকে এগোতে শুরু করে। তারা প্রথমে ফ্লেয়ার ছুঁড়ে অবস্থান চিহ্নিত করে, এরপর হেলিকপ্টার গানশিপ দিয়ে গুলি চালায়। তারপর দারঘি ঘার থেকে সোভিয়েত সৈন্যরা নিচে নেমে এসে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়।

আমি তখন সোভিয়েতদের ও আমার দলের মাঝামাঝি—প্রায় ৫০০ মিটার দূরে। দূরবীন দিয়ে দেখি, উপত্যকায় আরও একটি সোভিয়েত দল আমি ফেলে যাওয়া প্লায়ার্স, ফার্স্ট এইড প্যাকেট ও টাকাগুলো তুলছে। তারা দেখতে অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা লাগছিল—সম্ভবত অফিসার। আমি সিদ্ধান্ত নিই, যখন হেলিকপ্টার আবার গুলি চালাবে, সেই শব্দের আড়ালে আমি গুলি চালাবো।

হেলিকপ্টার যখন আবার গুলি চালায়, আমি গুলি ছুঁড়ে একজনকে আঘাত করি। আমি তারপর আড়ালে সরে যাই, আবার মাথা উঁচু করে আরও একজনকে গুলি করি। এরপর সোভিয়েতরা আমার দিকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছোড়ে। আমার চারপাশে আর্টিলারি পড়তে শুরু করে। আমি দ্রুত ১০০ মিটার দূরে আরেকটি পজিশনে ছুটে যাই। তখন আমার সঙ্গে ছিল "২০-শুটার" (চেকোস্লোভাক এম২৬ লাইট মেশিনগান)। আমার দলের আরও কয়েকজনের কাছেও এই অস্ত্র ছিল। পজিশন পরিবর্তনের সময় আমি শুনতে পাই আমার দলের ২০-শুটার গর্জে উঠছে—তারা তীব্র গুলির লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে।

আমি তখন উত্তরের দিক থেকে শব্দ শুনতে পাই এবং ভাবলাম, সোভিয়েত সৈন্যরা সেই দিক থেকেও এগিয়ে আসছে। কিন্তু পরে দেখি, শাহপুর এবং আমার আরেকজন যোদ্ধা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা আমাকে উদ্ধারের জন্য এসেছিল। শাহপুর জানায়, কামা দিয়ে ট্যাংক অগ্রসর হচ্ছে এবং সব বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। শত্রু গোটা কামা জুড়ে লোকজনকে গ্রেফতার করছে। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিই উত্তর দিকে পালাব।

এর আগে, শাহপুর একজন বার্তাবাহক পাঠিয়ে আমার ১৩ জন যোদ্ধাকে জানিয়েছিল যে তারা যেন উত্তর দিকে সরে যায়। কিন্তু তারা ভারী আর্টিলারি ও সরাসরি গুলিবর্ষণে আটকে পড়ে এবং শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত লড়াই করে। এলাকা ছাড়ার সময়, আমার এক মুজাহিদ একটি হেলিকপ্টারে RPG ছোড়ে। হেলিকপ্টারটিতে আগুন ধরে যায়, এটি উড়ে গিয়ে কামার কাছে মাটিতে পড়ে এবং বিস্ফোরিত হয়। আমি জানি না RPG-ই হিট করেছিল নাকি অন্য কোনো স্থলভিত্তিক গুলি হেলিকপ্টারটিকে ভূপাতিত করে।

আমরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাই এবং চার ঘণ্টা হেঁটে ঘারা মামাখেল গ্রামে পৌঁছি, সেখানে আমি আরও দুইজন যোদ্ধার সাথে দেখা করি। সকাল হতেই ১২ জন মুজাহিদ এসে পৌঁছায়। আমি তখন আমার ১৩ জন যোদ্ধার ভাগ্য জানতে পারি। সোভিয়েত বাহিনী কামায় আরও দুই দিন অবস্থান করে। এরপর আমরা শহীদদের মৃতদেহ আনতে ফিরে যাই। আমরা একসাথে ১৩ জন শহীদ যোদ্ধার মৃতদেহ পাই, সঙ্গে জাফর, নূর এবং আরও পাঁচজনের দেহ ছিল। কিছু লাশে সোভিয়েতরা

বোমা পুঁতে রেখেছিল (booby-trap) এবং অন্যদের শরীরে এমন রাসায়নিক ছিটিয়ে দেয় যা লাশ দ্রুত পচে গলে যায়। এই দেহগুলো সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই আমরা সেগুলোর ওপরেই কবর বানিয়ে দিই। আজও তাদের দেহ পাথরের নিচে সেখানেই রয়েছে।

আমি জানি না সোভিয়েতরা কত জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু আমি নিজে দুজনকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম, একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়েছিল এবং আমাদের পুঁতে রাখা মাইনের কারণে তাদের তিনটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়।

যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা ও পরিণতি:

পুরো যুদ্ধে, আমি এভাবে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে সাতবারের মতো ব্লক অ্যান্ড সুইপ অভিযানের সম্মুখীন হয়েছি। শহীদদের পরিবারের সদস্যদের আমি পেশোয়ারের শরণার্থী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিই, কারণ কামা এলাকায় আমরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারতাম না।

পরে আমি জানতে পারি সোভিয়েতরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুঁজছিল। তারা একবার একজনকে গ্রেফতার করে, যে আমার মতো দেখতে (কারণ আমার নাক বড়)। সে তখন ক্লোভার ঘাস কাটছিল। তখন আমার দাড়ি ছিল ছোট। তাকে জালালাবাদে নিয়ে গিয়ে শহরের রাস্তায় মিছিল করে দেখিয়ে বলছিল—"এই হলো সেই হারামজাদার ছেলে!"। পরে কেউ একজন তাকে চিনতে পেরে বলে, সে আমি নই। তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই সময়েই ডি.আর.এ.-এর কামা জেলার গভর্নর মির্জাখেল গ্রামে অবস্থান করছিল। সোভিয়েতরা তাকে চিনতে না পেরে গ্রেফতার করে এবং জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োজিত করে। তারা তাকে পাহাড়ের ওপর তাদের সৈন্যদের জন্য পানি বহন করতে বাধ্য করে। সোভিয়েতরা আফগানদের জীবনকে অত্যন্ত অবহেলার চোখে দেখত। তারা অনেক গ্রামবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। এমনকি তারা আমার এক নিরস্ত্র মুজাহিদকেও হত্যা করে।

আমি খুশি যে আমরা শেষমেশ সোভিয়েতদের দেশ থেকে বের করে দিতে পেরেছিলাম। তবে, মুজাহিদীনদের পরবর্তী কার্যকলাপ (যুদ্ধ-পরবর্তী দলাদলি, সহিংসতা ইত্যাদি) তাদের বিজয়ের সম্মানকে নষ্ট করেছে। আমি তাদের বর্তমান কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদমূলক কবিতা লিখেছি।

COMMENTARY:

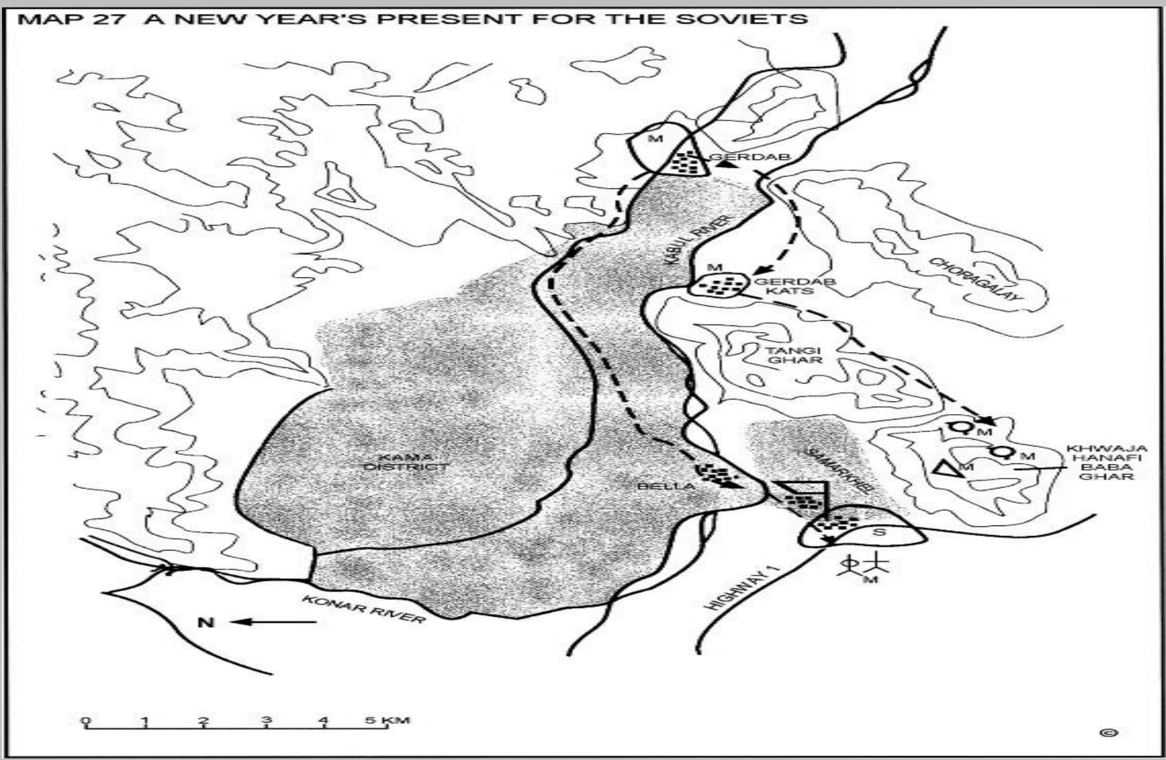
মুজাহিদীনরা তাদের গোলাবর্ষণ অবস্থান বারবার বদল করেছিল, যার ফলে তারা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে গ্যারিসনে গোলাবর্ষণ চালাতে পেরেছিল এবং পাল্টা হামলা এড়াতে পেরেছিল। সোভিয়েতরা রাতে কোনো পায়ে চলা টহল পাঠায়নি যেগুলো এই ফায়ারিং পজিশন খুঁজে বের করতে পারত, বরং তারা শুধু আর্টিলারি দিয়ে পাল্টা জবাব দেয়। এই আর্টিলারি আঘাত কোনো ফল দেয়নি। মনে হয়, ঘাঁটির কমান্ডার সম্ভাব্য বা বাস্তব মুজাহিদীন অবস্থানগুলো আগে থেকে নিরীক্ষণ করেনি, যাতে প্রয়োজনমতো প্রতিরোধ গঠন করা যেত।

মুজাহিদীনদের একত্রিত হওয়ার স্থান ছিল কামা জেলার তিনটি পাহাড়ি পালানোর পথের একটি। এটি এমন এক স্থানের পাশে অবস্থিত, যা সোভিয়েতরা তাদের ব্লক অ্যান্ড সুইপ অভিযানের সময় নিয়মিতভাবে ঘিরে রাখত। মুজাহিদীনরা সেই সোভিয়েত ব্লকিং বাহিনীর নিচে (downhill) ধরা পড়ে যায় এবং পালাতে পারে না। প্রতিবারের মতোই, মুজাহিদীনদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল—কমপ্যাক্ট, স্বল্প-পাল্লার রেডিওর অভাব। এই রেডিও থাকলে তারা পরস্পরের সাথে সমন্বয় করতে পারত।

ঘটনা- ২

A NEW YEARS PRESENT FOR THE SOVIETS

by Mawlawi Shukur Yasini



সোভিয়েতরা ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিই, তাদের জন্য ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৩-তে একসাথে বর্ষপূর্তি ও নববর্ষের উপহার হিসেবে একটি গোলাবর্ষণ অভিযান চালাবো—লক্ষ্য হবে সামারখেলের সোভিয়েত ৬৬তম স্বতন্ত্র মোটরাইজড রাইফেল ব্রিগেড।

আমি ১৫০ জন মুজাহিদ একত্র করি, যাদের কাছে ছিল দুটি ৮২ মিমি মর্টার, দুটি RPG-7, একটি রিকয়ললেস রাইফেল এবং পাঁচ-ছয়টি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন। আমাদের কাছে ২৫০ রাউন্ড মর্টার শেল ছিল এই আক্রমণের জন্য। আমি আমার ভাতিজা শাহপুরকে এই অভিযানের কমান্ড দিই। সে চারটি দল গঠন করে: একটি মর্টার দল (আওজুবেল্লাহর নেতৃত্বে), আরেকটি মর্টার দল (আমার ছেলে আব্দুল বাসিরের নেতৃত্বে), একটি পর্যবেক্ষণ ও আগুন-সমন্বয় দল (শাহপুরের নেতৃত্বে) এবং একটি হালকা আক্রমণ দল।

আক্রমণের দুই দিন আগে থেকেই আমরা গাধা ও খচ্চরের মাধ্যমে গোলাবারুদ ও রসদ বহন করে কাবুল নদী পার করে গ্রদি কাতস গ্রামে মজুত করতে থাকি। সেখান থেকে এসব পৌঁছাই খ্বাজা হানাফি বাবা ঘর পাহাড়ে, যেটি সামারখেলকে উপেক্ষা করে রয়েছে।

এই দুই দিনে আমরা সবকিছু নিরবে পাহাড়ে পৌঁছে দিতে পারি। আমরা মর্টারগুলো পাহাড়ের পেছনে বসাই এবং পর্যবেক্ষণ পোস্ট রাখি চূড়ায়। হালকা আক্রমণ দলটি রিকয়ললেস রাইফেল, RPG ও মাইন নিয়ে রাতে বেলা নদী পার হয়ে সামারখেলের পশ্চিম দিক দিয়ে যায়। স্থানীয় মুজাহিদীন তাদের পথ দেখায় এবং লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে মাইন পুঁততে সাহায্য করে। তারা একটি মসজিদের পাশে থাকা শিবিরের মূল গেটের কাছে রাস্তায় মাইন বসায়।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল, প্রথমে হালকা দলটি একটি দ্রুত হামলা চালাবে এবং পরে মর্টার হামলা শুরু হবে। ৬৬তম ব্রিগেড ছিল তাঁবু ও ব্যারাকে অবস্থানরত, তাই আমরা আশাবাদী ছিলাম যে মর্টার হামলা কার্যকর হবে। সেই রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল, আকাশে ছিল বিদ্যুৎ চমক।

রাত ১০টায় হালকা আক্রমণ দল রিকয়ললেস রাইফেল ও RPG দিয়ে শত্রুর ঘাঁটির মূল ফটকে আঘাত হানে। শত্রুপক্ষ ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান নিয়ে পাল্টা আসে, কিন্তু দুটি যান অ্যান্টি-ট্যাংক মাইনের বিস্ফোরণে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হালকা দলটি তখন নিরাপদে সরে পড়ে।

এই সময়েই আমাদের মর্টার দল গোলাবর্ষণ শুরু করে। তারা ২৫০টি মর্টার শেল শত্রু ঘাঁটিতে নিক্ষেপ করে—এই ছিল ৬৬তম ব্রিগেডের জন্য আমাদের "নববর্ষের উপহার"।

৬৬তম ব্রিগেড পাল্টা BM-21 রকেট, আর্টিলারি ও মর্টার ব্যবহার করে জবাব দেয়। তাদের প্রতিটি গোলা পাহাড়ে আঘাত করে, আর আমাদের মর্টার দল উপত্যকা থেকে পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। বিদ্যুৎ চমক, মর্টার ও আর্টিলারির আওয়াজে রাত যেন দিনে পরিণত হয়। তা এক বিশাল আতশবাজির মতো লাগছিল।

আমি তখন গ্রদাবে ছিলাম। আমি একটি গরু জবাই করে রান্না করাই—আমার বীরদের স্বাগত জানানোর জন্য ভোজের আয়োজন করি। তারা ভোরে ফিরে আসবে বলে ঠিক ছিল। তাই সবকিছু প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ভোর হলে দেখা গেল, কেউই ফিরে আসেনি। তারা শত্রুর ভারী গোলাবর্ষণে আটকে পড়েছিল। সকালে সোভিয়েত হেলিকপ্টার ও বিমান এলাকা জুড়ে গুলি বর্ষণ শুরু করে। আমি ভেবেছিলাম, কেউ বেঁচে নেই।

আমি আল্লাহর কাছে মানত করি, যদি অর্ধেক লোকও ফিরে আসে, আমি দান করব। সকাল ৮টায় আমি ও আমার দেহরক্ষী জুমা খান গ্রদাব ছেড়ে পাহাড়ে উঠি। দূরবীনে দেখি, একজন রাখাল আমার দিকে ছুটে আসছে। তখন এলাকা শান্ত, বিমান চলে গেছে, গোলাবর্ষণ থেমে গেছে। আমি নিচে নেমে রাখালের সঙ্গে দেখা করি। সে সুখবর দেয়—সব মুজাহিদ নিরাপদে ফিরে এসেছে, কেউ আহত হয়নি! এরপর আমরা আনন্দঘন ভোজ সেরে নিই।

সোভিয়েতদের ভারী গোলাবর্ষণের কারণে অন্য অনেক মুজাহিদীন এলাকা ছেড়ে যায়। পরে আমাদের সূত্র জানায়, সোভিয়েত হেলিকপ্টার আহত ও নিহত সৈন্যদের জামালাবাদ বিমানঘাঁটিতে নিয়ে গেছে। ১২টি হেলিকপ্টার রওনা হয়েছিল। সূত্র মতে, অন্তত ২০০ জন হতাহত হয়।

এই আক্রমণের ফলে সোভিয়েত তৎপরতা বেড়ে যায়। প্রতিদিন হেলিকপ্টার বের হয় মুজাহিদীন খুঁজতে।

মন্তব্য (COMMENTARY) অনুবাদ:

মুজাহিদীনরা সাধারণত পাহাড়ের সামনের ঢালে মর্টার বসিয়ে থেকে নিজেরাই গুলির সমন্বয় করত। এই অভিযানে তারা যদি সামনের ঢাল থেকে গুলি চালাত, তাহলে সোভিয়েত পাল্টা গোলাবর্ষণে তারা বেঁচে থাকতে পারত না। তারা উপত্যকার পেছনের ঢালে মর্টার বসিয়েছিল, যেখানে সোভিয়েত আর্টিলারি পৌঁছতে পারত না—এটা ছিল চমৎকার কৌশল।

এছাড়া, সামনে পর্যবেক্ষণকারী ব্যবহার করে গোলার গতিপথ ঠিক করাও ছিল মুজাহিদীনদের দক্ষতার পরিচয়। তবে, সোভিয়েত মর্টার কমান্ডারদের উচিত ছিল সম্ভাব্য এইসব গুলি চালানোর স্থানের মানচিত্র আগে থেকেই তৈরি করে রাখা—বিশেষ করে যখন এটা একটি স্থায়ী ঘাঁটি। এটা একেবারেই অবহেলার প্রমাণ।

যদিও "২০০ জন হতাহত" মনে হতে পারে বেশি, এই অভিযান এত নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত ও কার্যকর ছিল যে তা সম্ভব।

কামা অঞ্চলে ডি.আর.এ ও সোভিয়েত গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এমনকি এই যোদ্ধা বারবার একই অঞ্চল থেকে অভিযান চালালেও তারা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। তারা জানত এই কমান্ডার কে, কেমন দেখতে, কোথা থেকে এসেছে, তবুও তারা কখনো তাকে ধরতে বা হত্যা করতে পারেনি।

Chapter Commentary

মুজাহিদীনরা দুই ধরনের অবস্থান থেকে গোলাবর্ষণ চালাত—নির্ধারিত, পূর্বপরিকল্পিত ফায়ারিং সাইট থেকে এবং মোবাইল ফায়ারিং বেস থেকে। মোবাইল ফায়ারিং বেস সাধারণত দুইটি ধাপে কাজ করত। দিনে, একটি 'ফায়ারিং সার্ভে দল' নির্দিষ্ট এলাকায় যেত, অস্ত্র স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করত, অবস্থান ম্যাপ করত, গোলার দিক, লক্ষ্যচিহ্ন স্থাপনের স্থান এবং ফায়ারিং ডেটা হিসাব করত। রাতে, একটি 'ফায়ারিং দল' জিপ নিয়ে আসত, সার্ভে দলের সঙ্গে দেখা করত, দ্রুত অস্ত্র স্থাপন করে গোলাবর্ষণ করত এবং দ্রুত স্থান ত্যাগ করত।

মুজাহিদীনরা 'নির্জন ফায়ারিং বেস' (unmanned firing base) ব্যবহারের কৌশলও গ্রহণ করেছিল। এই ধরনের বেস সাধারণত এমন লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতো, যেগুলোর আশপাশে আড়াল বা গোপন থাকার ব্যবস্থা ছিল না। মুজাহিদীনরা দিনের বেলা এসব স্থানের জরিপ করত এবং রকেটগুলো অস্থায়ী বা একবার ব্যবহারযোগ্য লঞ্চারে বসাত। এরপর তারা টাইম-ডিলে (সময় নির্ধারিত) ফায়ারিং ডিভাইসের সাহায্যে রকেটের ব্যবস্থা করত। গোলাবর্ষণের সময় মুজাহিদীনরা সেই স্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত, ফলে সোভিয়েত বা ডি.আর.এ. বাহিনী হামলার পর খালি এলাকায় অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকত।

তবে গোলাবর্ষণ অভিযানের ফলাফল মিশ্র ছিল। যখন এগুলো সামরিক বিমানঘাঁটি ও গ্যারিসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো, তখন কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্য ধ্বংস হতো। একই সঙ্গে, এই ধরণের হামলা শত্রুদের ঘুম ও বিশ্রাম ব্যাহত করত এবং মনোবল দুর্বল করত।

কিন্তু যখন এই গোলাবর্ষণ শহরগুলোর ওপর চালানো হতো, তখন প্রায়ই নিরীহ বেসামরিক মানুষ মারা যেত। ফলে মুজাহিদীনরা অনেক সম্ভাব্য সমর্থক হারিয়ে ফেলত। যেমন অনেক সাধারণ মানুষ বলত,

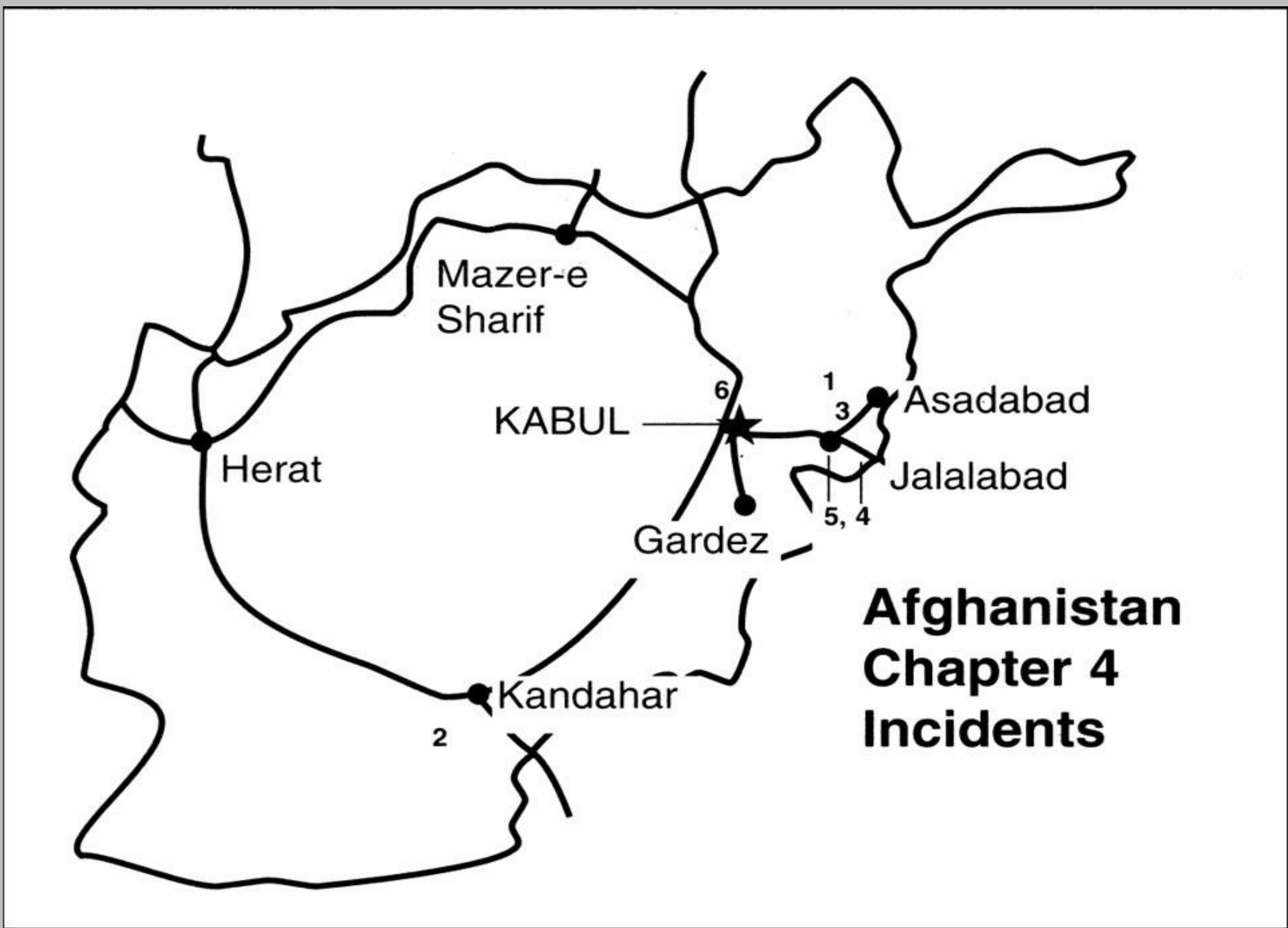
"সরকার আমাদের দিনে অত্যাচার করে, আর মুজাহিদীনরা রাতে।"

চ্যাপ্টার ০৪

ATTACKING A STRONG POINT

একটি শক্তিশালী ঘাঁটির ওপর হামলা চালানো অনেক সময়ই একটি অভিযানের (raid) মতোই হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই একই কৌশলগত বিবেচনা ও পদ্ধতি প্রযোজ্য হয়। তবে পার্থক্য হলো—অভিযান সফল হলে আক্রমণকারীরা দ্রুত লক্ষ্যবস্তু ত্যাগ করে, কিন্তু শক্তিশালী ঘাঁটি দখল করার সময় সাধারণত কিছু সময়ের জন্য তা ধরে রাখার উদ্দেশ্য থাকে।

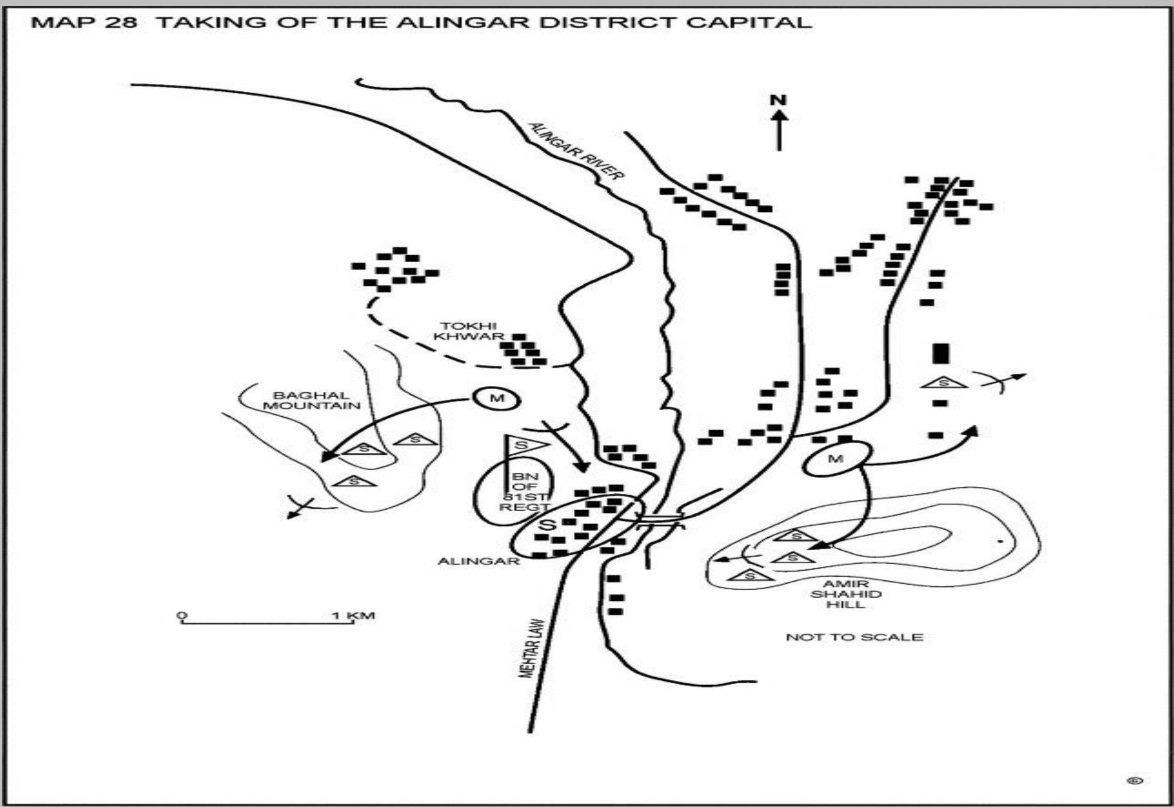
এই কারণে, একটি শক্ত ঘাঁটির ওপর হামলা চালাতে হলে বেশি পরিমাণ রসদ এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এসব শক্ত ঘাঁটি ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্র, যেগুলো মুজাহিদীনরা দখলে রেখে প্রোপাগান্ডা বা প্রচারমূলক লাভ অর্জন করতে চাইত।



ঘটনা- ১

TAKING ALINGAR DISTRICT CAPITAL

by Nawaz Khan, Doctor Abdul Qudus Alkozai and Haji M. Siddiqullah



MAP 28 TAKING OF THE ALINGAR DISTRICT CAPITAL

১৯৮০ সালের জুলাই মাসে নেঙ্গরাচ সাবডিস্ট্রিক্টের রাজধানী আলিনগর জেলা শহরের (Alingar town) সঙ্গে একত্রিত করা হয়। কারণ, মুজাহিদীনরা পাহাড়ঘেরা নেঙ্গরাচ এলাকা থেকে সরকারকে বিতাড়িত করেছিল। একইসাথে নুরিস্তান জেলার প্রশাসনও আলিনগর শহরে বসানো হয়। এটি ছিল একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। আফগান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (DRA) এমন অনেক "প্রবাসী সরকার" (governments-in-exile) পরিচালনা করত, যেসব এলাকার উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা জাতীয় সম্মেলনগুলোকেও এসব অনিয়ন্ত্রিত এলাকার অভিবাসীদের প্রতিনিধি দিয়ে সাজাতো। বাস্তবে, DRA দেশের মাত্র ১৫% গ্রামীণ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারত।

আমরা ঠিক করলাম এইসব প্রবাসী সরকারগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করব, আর সেজন্য আলিনগর শহর দখল করাই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এটি আমাদের জন্য একটি বড় বিজয় ছিল।

DRA-এর ৮১তম রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়ন এবং কিছু মিলিশিয়া ফোর্স তখন আলিনগরে অবস্থান করছিল। আমাদের DRA ঘাঁটির ভেতরে দুইজন গুপ্তযোগাযোগকারী (informant) ছিল—একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন ইয়ার মোহাম্মদ, যিনি কোহ-ই-সাফির বাসিন্দা ও আমাদের এক মুজাহিদের ভাই। তিনি নিয়মিত সরকারপন্থী বাহিনীর পরিকল্পনার খবর দিতেন। আমরা তাকে DRA সেনাঘাঁটির আরেকজন যোগাযোগকারী ফিরোজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, যে ছিল ঘাঁটির রাঁধুনি। আমরা ফিরোজকে ঘুমের ওষুধ দেই, এবং ঠিক করি যে সে আক্রমণের আগে খাবারে এই ওষুধ মিশিয়ে দেবে। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আক্রমণের জন্য সংকেত দেবেন।

আমরা ফিরোজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “কতজন মুজাহিদ নিয়ে যাব?” সে বলেছিল, “খুব বেশি নয় যাতে সমস্যা না হয়, আবার খুব কম নয় যাতে ব্যর্থ না হয়।” আমরা মজা করে বলেছিলাম, “৭০ হাজার?” সে বলেছিল, “না, ১০ হাজার হলেই চলবে।”

সর্বমোট ৩০০ মুজাহিদীনকে চারটি প্রধান গ্রুপ এবং প্রায় ৩০টি উপদলে ভাগ করা হয়। আমরা তাদের রাতের বেলায় টোখি খোয়ার (Tokhi Khwar)—যেটি জেলা সদর দপ্তরের এক কিলোমিটার দূরে—তাঁবু স্থাপন করতে বলি। আমরা তাদের বলিনি যে ঘাঁটির ভিতরে আমাদের নিজের লোক আছে। হামলার পরবর্তী ধাপে কিছু মোল্লাকে লাউডস্পিকারে আহ্বান জানাতে বলা হয় যাতে ঘেরাও অবস্থায় থাকা সরকারি সেনারা আত্মসমর্পণ করে। নির্ধারিত আক্রমণের সময় ছিল মধ্যরাত।

নওয়াজ খানের দলে ছিল ১৫০ জন, যারা তিনটি DShK হেভি মেশিনগান, দুটি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল, কিছু মর্টার ও কালাশনিকভ রাইফেল দিয়ে সজ্জিত ছিল। ড. কুদ্দুসের দলে ছিল সোভিয়েত PPSH সাবমেশিনগান, কিছু বল্ট-অ্যাকশন রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্র। অনেক মুজাহিদের কোন অস্ত্রই ছিল না।

আক্রমণের সংকেত ছিল ট্রেসার গুলির গোটা ম্যাগাজিন ফায়ার করা—এটি নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই শুরু হয়। খাবারে ওষুধ কাজ না করলেও ফিরোজ ও অন্যান্য ১০ জন মুজাহিদপন্থী সরকারপন্থী অফিসারদের হত্যা করে। এরপর DRA ব্যাটালিয়ন আত্মসমর্পণ করে। আক্রমণে প্রথম ঢুকেছিলেন ডঃ নাসার, যিনি সেদিনই মিশরে তার পড়াশোনা শেষ করে ফিরেছিলেন।

এই হামলায় মুজাহিদরা তিনটি দিক থেকে আক্রমণ চালায়—উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম। একটি দল বাঘাল পর্বতের নিরাপত্তা চৌকিতে, একটি দল সেতু পার হওয়ার পথে, একটি দল মূল সড়কের বরাবর এবং একটি দল আমির শাহিদ পাহাড়ের পোস্টে আক্রমণ চালায়।

সরকারি সেনারা লড়াইয়ে আগ্রহী ছিল না, তবে স্থানীয় মিলিশিয়ারা আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি এবং তারা তীব্র প্রতিরোধ চালায়। পরে সরকারি সেনারাও আমাদের সঙ্গে মিলে মিলিশিয়াদের ওপর গুলি চালায়। জেলা গভর্নর ও কয়েকজন সহযোগী মেহতার লাম পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নুরিস্তানের গভর্নরকে আমাদের এক মুজাহিদ হত্যা করে যার ভাইকে ওই গভর্নরই আগে হত্যা করেছিল।

লড়াই শেষ হয় ফজরের নামাজের সময়ের ঠিক আগে। এক পর্যায়ে দলছুট অবস্থায় সিদিকুল্লাহ কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি সাইদাগুলকে সন্দেহজনক একটি দলের হাতে ধরা পড়তে দেখেন। তিনি নিজে তখন নিরস্ত্র ছিলেন, তাই দুটি পাথর ঠুকে বল্ট-অ্যাকশন রাইফেলের শব্দ তৈরি করে চ্যালেঞ্জ জানান। পরে মৌলভী রহিম এসে জানালেন যে তারা একজন DRA সেনাকে ধরে এনেছেন। সিদিকুল্লাহ বলেন—এটি সাইদাগুল, একটি বড় মাছ।

এই যুদ্ধে আমরা ২৮৫ জন DRA অফিসার, পুলিশ, সৈনিক, মিলিশিয়া ও কিছু সাধারণ মানুষকে হত্যা করি। ৮০টি ভারী অস্ত্র, দুটি সাঁজোয়া যান এবং ১২০০টি হালকা অস্ত্র দখল করি। ভারী অস্ত্রগুলোর মধ্যে ছিল ৭৬ মিমি মাউন্টেন গান, ৭৬ মিমি ফিল্ড গান, কিছু ZGU-1 হেভি মেশিনগান, ১০৭ মিমি মর্টার, অনেক DShK এবং কিছু ৮২ মিমি মর্টার।

নওয়াজ খানের দলে ৩ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। সিদিকুল্লাহর দলে ২ জন নিহত হয়। আমরা কিছুদিন জেলার সদর দপ্তর নিজেদের দখলে রাখি, তবে পরবর্তীতে একত্রিত সোভিয়েত ও DRA বাহিনী আমাদের সরিয়ে দেয় এবং আলিনগরে পুনরায় DRA সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

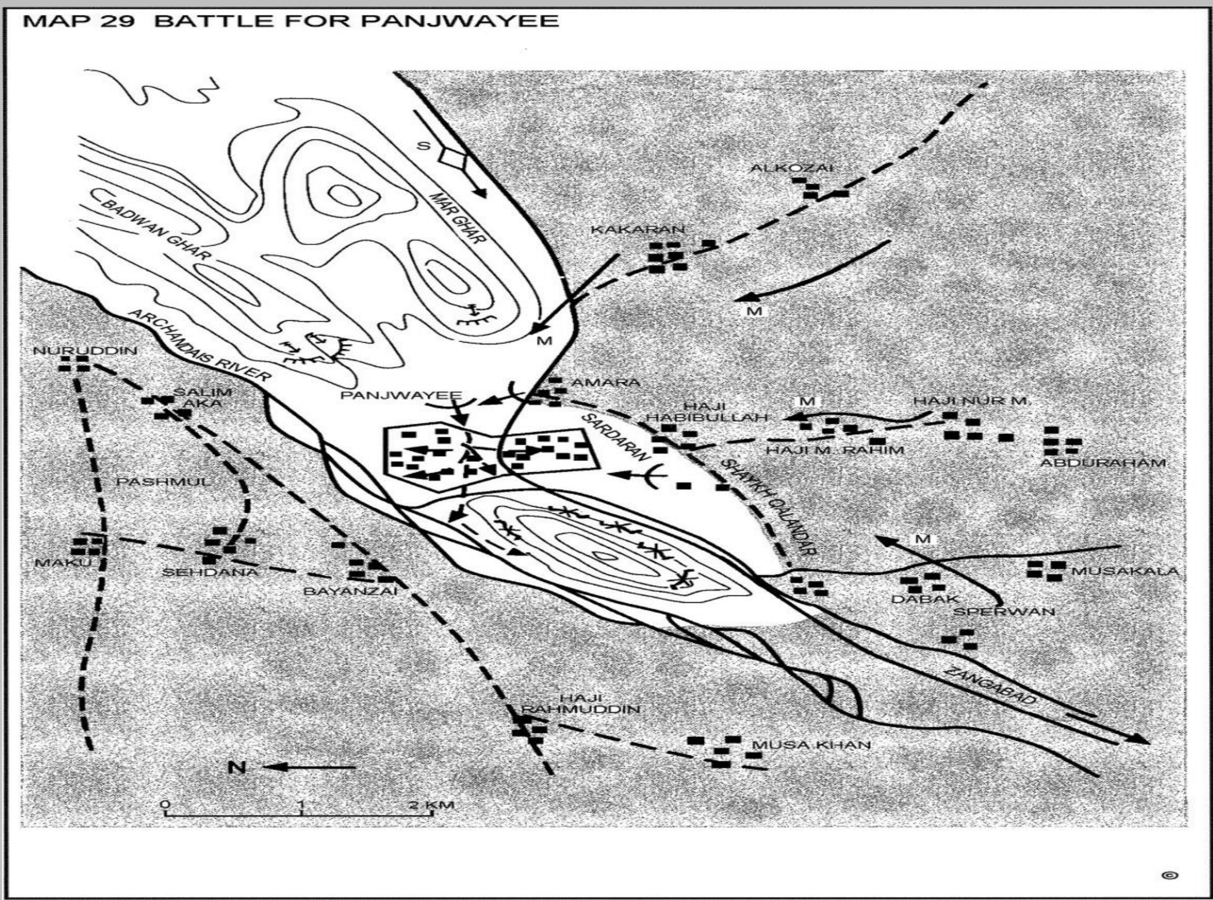
Commentary:

আলিনগর শহর প্রদেশের রাজধানী মেহতার লাম থেকে ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। যুদ্ধের এই পর্যায়ে মুজাহিদদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্র দখল করে আফগানিস্তানে নিজেদের বৈধ সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। একইভাবে DRA সরকার এসব কেন্দ্র হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না।

ঘটনা- ২

THE BATTLE FOR PANJWAYEE

based on an interview with Mulla Malang



১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত বাহিনীর সহায়তায় আফগান কমিউনিস্ট সরকার (DRA) কান্দাহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাঞ্জওয়ে জেলার (Panjwayee) সদর শহরটি দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল। পাঞ্জওয়ে শহরটি সামরিকভাবে উভয় পক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ শহরটি ও তার চারপাশের পাহাড়গুলো কান্দাহার শহর পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ ভূখণ্ডে অভিযান চালানোর জন্য একটি সুবিধাজনক ঘাঁটি সরবরাহ করত। এই অঞ্চলটি ছিল স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের এক উর্বর কেন্দ্র। ফলে এলাকাভিত্তিক বহু মুজাহিদীন গোষ্ঠীর স্বার্থ ছিল পাঞ্জওয়ে দখল করা।

এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১,০০০ মুজাহিদীন শহরের আশেপাশে সমবেত হয়। পুরো অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হিজবে ইসলামি খালেস (HIK)-এর কমান্ডার মুল্লা মালং ও অন্যান্য স্থানীয় নেতারা।

পাঞ্জওয়ে শহরটি স্থানীয় ৩০০ জন মিলিশিয়া সদস্য রক্ষা করছিল, যারা পরিবারের সঙ্গে শহরেই বাস করত। তারা শহরের প্রতিটি ঘরবাড়িকে এক একটি দুর্গে পরিণত করেছিল, ছাদের ওপরে বাঙ্কার বানিয়েছিল এবং শহর ও এর প্রবেশপথের চারপাশের উঁচু জায়গাগুলো দখলে নিয়ে সেগুলোকেও মজবুত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

মুজাহিদীনরা প্রথমে শহরটি ঘিরে ফেলেন এবং দুইদিন ধরে গোলাবর্ষণ চালান। কিন্তু এই গোলাবর্ষণের খুব একটা প্রভাব পড়েনি। বরং শত্রুপক্ষ পাল্টা গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা চালালে বেশিরভাগ মুজাহিদীন আশেপাশের গ্রাম—স্পেরওয়ান (Sperwan) ও জাঙ্গাবাদে (Zangabad)—পিছিয়ে যান।

তৃতীয় দিনে, কমান্ডার মুল্লা মালং ২৫ জনের একটি ছোট দল নিয়ে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। তারা কোদাল ও ফাওড়া বহন করছিল। তাঁরা নিঃশব্দে একটি কাদা-মাটির দেয়ালে গর্ত করে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়েন। তারপর বাড়ির দেয়াল ফুটো করে একটির পর একটি বাড়ি অতিক্রম করতে থাকেন। ছাদে বসে থাকা মিলিশিয়ারা এই অগ্রগতি টেরই পায়নি, কারণ তারা রাস্তায় নজর রাখছিল।

শেষ পর্যন্ত মুজাহিদীনরা একটি দেয়াল গুঁড়িয়ে একটি খোলা উঠোনে প্রবেশ করেন এবং অস্ত্র তাক করে ভেতরে ঢোকেন। মিলিশিয়ারা ভেবেছিল পুরো শহরই দখল হয়ে গেছে, তাই তারা পালিয়ে যায়। মুল্লা মালংয়ের দল শহরের ভিতরে একটি নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাইরের মুজাহিদীনদের সংকেত পাঠান।

এরপর শত শত মুজাহিদ শহরে ঢুকে পড়ে এবং দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমমুখী অভিযান চালিয়ে আরঘানদাব নদীর (Arghandab River) পাড় পর্যন্ত শহর পরিষ্কার করে ফেলে। তারা রাস্তাগুলো ব্যবহার না করে দেয়াল ভেঙে ঘর থেকে ঘরে অগ্রসর হন। অনেকে ছাদে উঠে পড়ে পরিত্যক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান দখল করে।

তবে জেলা সদর দপ্তর তখনো মিলিশিয়াদের দখলে ছিল। পরদিন সেটিও দখলে নেওয়া হয়। মিলিশিয়া ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পাশের একটি উঁচু পাহাড়ে পিছু হটে। মুজাহিদীনরা তাদের ঘিরে ফেলে।

তখন সরকার পক্ষ শান্তি আলোচনার কথা বলে সময় নেওয়ার চেষ্টা করে। এর মাঝেই কান্দাহার থেকে সোভিয়েত ও DRA বাহিনীর একটি সাঁজোয়া বহর এসে পড়ে। মুজাহিদীনরা বাধ্য হয়ে শহরের ভিতরে সরে যায়।

পরবর্তী রাতে সোভিয়েত ও DRA বাহিনী পাঞ্জওয়ে শহরে হামলা চালায় এবং ঘর-ঘর যুদ্ধ শুরু হয়। মুজাহিদীনরা ছাদ থেকে রাস্তায় অগ্রসরমান সরকার বাহিনীর ওপর গুলি চালায়। তবে সোভিয়েত/DRA বাহিনীর শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে মুজাহিদীনদের অবস্থান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তারা ছোট ছোট দলে রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়ে চলে যায়। পরবর্তীতে সরকার পুনরায় পাঞ্জওয়ে জেলার প্রশাসন চালু করে।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনরা ধীরে ধীরে শিখে নিচ্ছিল যে সরকারি প্রশাসনিক কেন্দ্র দখল করা সহজ, কিন্তু তা ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব, কারণ সোভিয়েত ও DRA সরকার অবিলম্বে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানাত। সরকার স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ হারাতে রাজি ছিল না, কারণ একটি জেলার সদর দপ্তর তাদের উপস্থিতির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো—even যদি বাস্তবে তাদের নিয়ন্ত্রণ মাত্র কয়েকটি ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

এই লড়াইটি দেখায় যে কীভাবে মাত্র ২৫ জন মুজাহিদ, আশ্চর্যজনক কৌশলে ও সরাসরি রাস্তা এড়িয়ে বাড়ি-ভিত্তিক প্রবেশপথ ব্যবহার করে, সেই জায়গা দখল করতে পেরেছিল যা হাজার জনের বাহিনীও করতে পারেনি। তবে কোনো সম্মিলিত অপারেশনাল কমান্ড না থাকায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জয়লাভের পর তারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগেছিল এবং প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার প্রস্তুতি না নিয়েই শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে।

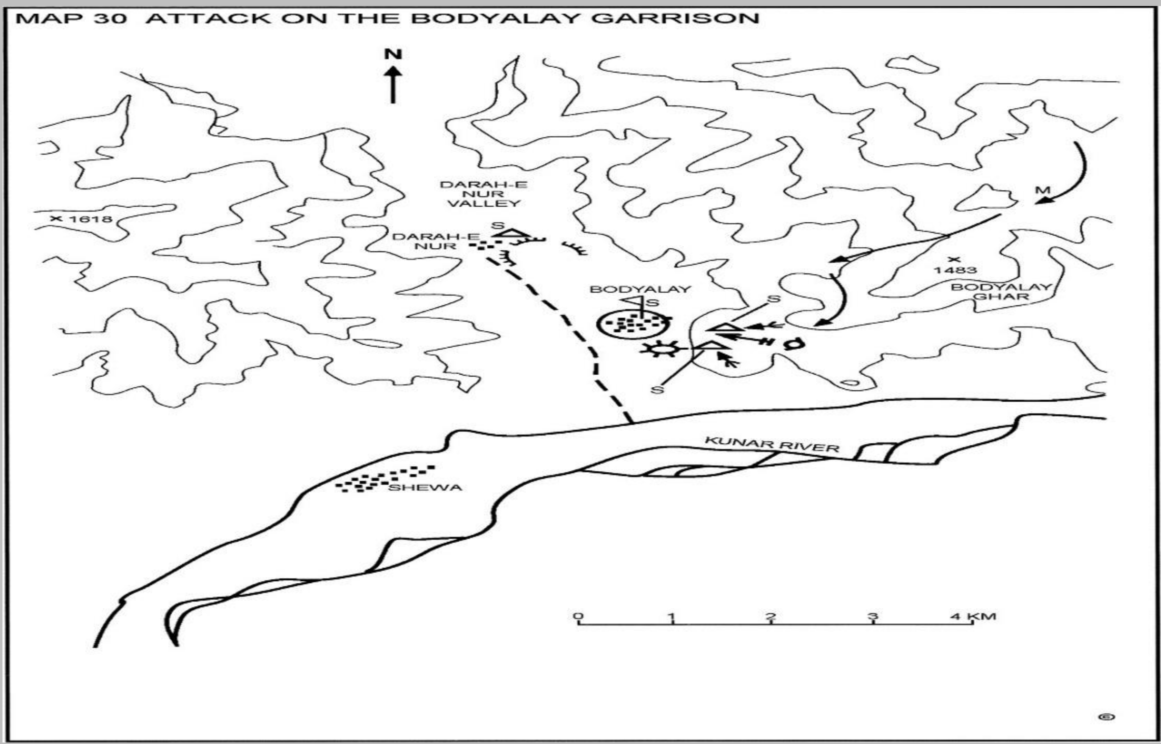
তারা পাঞ্জওয়ের পূর্ব-পশ্চিমের পাহাড় বা উত্তরের আরঘানদাব নদী তীরের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান তৈরি করেনি, কিংবা শত্রুর সম্ভাব্য আগমনের পথে নজরদারি বা অ্যামবুশ বাহিনীও মোতায়েন করেনি। ফলে সোভিয়েত/DRA বাহিনী কোনো বাধা ছাড়াই এসে তাদের চমকে দেয়।

শহুরে যুদ্ধে রাস্তায় চলাচল যে আত্মঘাতী, তা মুজাহিদীনরা উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু তাদের স্বেচ্ছাসেবক কাঠামো ও নেতৃত্বের ঘাটতি অনেক সময়ই যুদ্ধের ফল নির্ধারণ করে দিত।

ঘটনা- ৩

ATTACK ON THE BODYALAY GARRISON

by Doctor Mohammad Sadeq



১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে আমরা সিদ্ধান্ত নিই আফগান সরকারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়নের পোস্টে হামলা চালাবো। এই ব্যাটালিয়নটি শরশির নিকটবর্তী বডিয়ালয় (Bodyalay)-তে অবস্থান করছিল এবং দারা-ই-নূর উপত্যকার (Dara-i-Nur Valley) দিকে উঁচু পাহাড়ের উপর তাদের পর্যবেক্ষণ চৌকি ছিল। উপত্যকাটি বডিয়ালয় থেকে উত্তরের দিকে বিস্তৃত।

আমাদের ৬৫ জন মুজাহিদীন ছিল, যারা একটি ডিএসএইচকে (DShK) ভারী মেশিনগান, একটি ৮২ মিমি মর্টার, চারটি আরপিজি-৭, ২২টি কালাশনিকভ রাইফেল এবং অন্যান্য হালকা অস্ত্র বহন করছিল। তখন আমাদের কোনো স্থায়ী ঘাঁটি ছিল না; আমরা দারা-ই-নূর উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম।

আমরা উত্তরের পাহাড় থেকে নেমে এলাম এবং বডিয়ালয়ের পূর্বে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে জিরাইবাবার (Ziraybaba) পাশের একটি উপত্যকা দিয়ে প্রবেশ করলাম। সেখান থেকে আমরা পাহাড়ি পথ ধরে মূল উপত্যকার পূর্ব পাশে অবস্থিত বডিয়ালয় পর্বতের দিকে অগ্রসর হই।

আমি আমাদের বাহিনীকে চারটি দলে ভাগ করি:

- একটি দল ব্যাটালিয়নের দক্ষিণ দিক ঘিরে ফেলে যাতে তারা ঘাঁটির বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না পায়।
- দ্বিতীয় দল দারা-ই-নূর গ্রামের সরকারি ঘাঁটি ঘিরে ফেলে যাতে তারা সেখানে আবদ্ধ থাকে।
- তৃতীয় দল বডিয়ালয় পাহাড়ের উপর থাকা দুটি সামরিক পোস্টের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।
- চতুর্থ দল ছিল সহায়তা বাহিনী, যারা পাহাড়ের শীর্ষে মর্টার ও ডিএসএইচকে ভারী মেশিনগান স্থাপন করে গুলিবর্ষণ করছিল।

আমরা রাত গভীরে, ঠিক মধ্যরাত পার হবার পর হামলা শুরু করি। এক পর্যায়ে আমাদের একটি মর্টার শেল শত্রুর একটি চৌকিতে সরাসরি আঘাত হানে এবং তাতে একজন শত্রু সৈন্য নিহত ও পাঁচজন আহত হয়।

আমরা প্রায় দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট যুদ্ধ চালাই, কিন্তু কোনো চৌকি দখলে নিতে পারিনি। ভোর হবার সাথে সাথেই রাতের আড়ালের সুবিধা হারাতে যাচ্ছিলাম, ফলে অবস্থা বেগতিক হওয়ার আগেই আমরা পাহাড়ি পথ বেয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিকেই পিছু হটি।

এই অভিযানে আমাদের দুইজন মুজাহিদ আহত হয়।

COMMENTARY:

এই অভিযানে মুজাহিদীনরা সীমিত সংখ্যক যোদ্ধা ও ভারী অস্ত্র নিয়ে সরকারি বাহিনীকে হয়রানি করতে সক্ষম হলেও কোনো ফোর্টিফাইড চৌকি দখল করতে পারেনি। কারণ তাদের বড় একটি অংশ শত্রু বাহিনীর গার্নিশনের বাইরে থেকে আসা সাহায্য ঠেকাতে নিয়োজিত ছিল।

যদি আক্রমণ সফলও হতো, তবে তারা কেবলমাত্র কিছু অস্ত্র ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দ্রুত পিছু হটতে পারত। যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল, কারণ মুজাহিদীনদের কোনো রেডিও বা দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে যুদ্ধ পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

এছাড়া, যেহেতু তারা ফিরে গিয়েছিল আগের পথ ধরেই, যদি সরকারের গুপ্তচর নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকত, তাহলে এই প্রত্যাবর্তন পথেই তারা অ্যামবুশের শিকার হতে পারত।

ঘটনা- ৪

ATTACK ON SORUBAY

by Toryalai Hemat

১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে আমরা নজিয়ান উপত্যকার জেলা সদর সোরুবাই (Sorubay) দখলের সিদ্ধান্ত নিই। এই উপত্যকায় অনেক ডি-আর-এ (DRA) তথা আফগান সরকারের সমর্থক ছিল। আমরা এই এলাকাকে বলতাম "ছোট মস্কো", আর এ নাম ব্যবহার করত সেইসব বহু আরব যোদ্ধারাও, যারা আমাদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিল।

নজিয়ান জেলার সদর ছিল সোরুবাই শহর, এবং এর সকল বাসিন্দাই ছিল সরকারপন্থী বা কমিউনিস্ট সমর্থক। এই অভিযানটি ছিল একটি যৌথ অভিযান—হিকমতইয়ার, সাইয়্যাফ, মুহাম্মাদী ও খালিসের (HIH, IUA, IRMA ও HIK) বাহিনীর সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। প্রায় ১,০০০ মুজাহিদীন মারো পাহাড়ি দুর্গ অঞ্চলের বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থান করছিল।

সোরুবাই জেলা সদর মারো পর্বত ও মেলাভা ঘাঁটি থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তরে, পাহাড়ি পথ ধরে প্রায় ছয় ঘণ্টার পথ। আমার অধীনে ৮০ জন মুজাহিদ ছিল এবং তারা ছিল ভালোভাবে সজ্জিত। আমাদের কাছে ছিল তিনটি বিএম১২ মাল্টিপল রকেট লঞ্চার, কিছু মাঝারি মর্টার এবং বহু ভারী মেশিনগান।

এই অভিযান ছিল নজিয়ান জেলার সরকারকে উৎখাতের একটি বড় প্রচেষ্টা এবং অনেক দিক থেকে এটি ছিল গেরিলা যুদ্ধের তুলনায় প্রচলিত যুদ্ধের কাছাকাছি। দুই সপ্তাহ ধরে আমাদের রসদ বহরের মাধ্যমে মেলাভা ঘাঁটিতে গোলাবারুদ ও রকেট পুনঃসরবরাহ করা হয়। এরপর আরও এক সপ্তাহ ধরে আমরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিই।

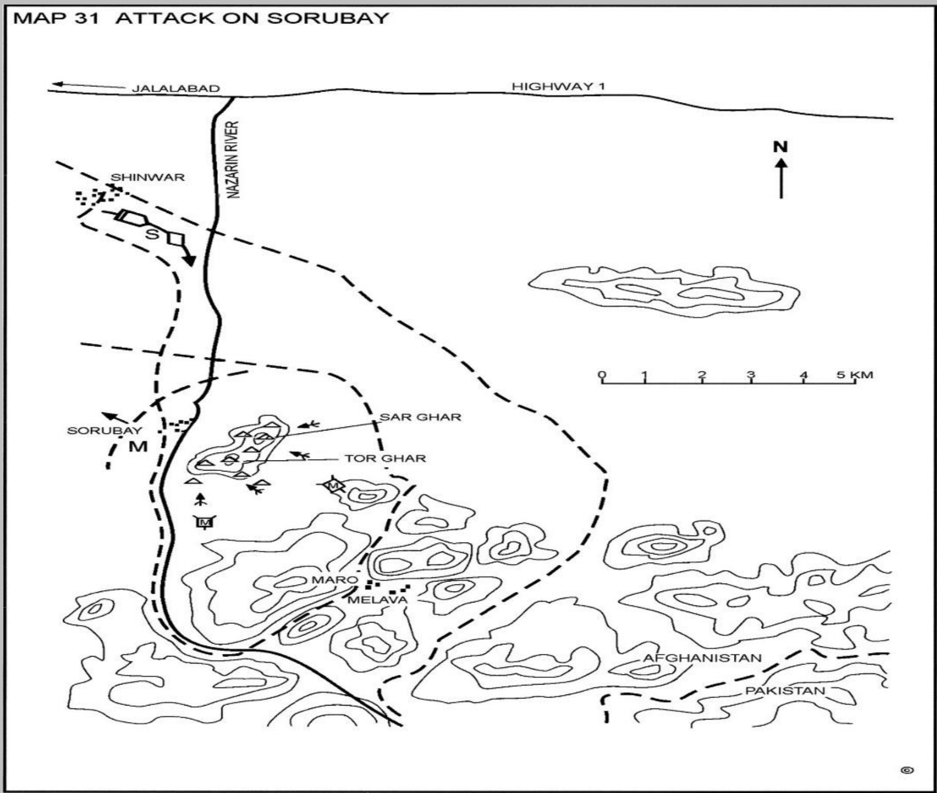
অবশেষে আমরা মারো পাহাড় থেকে নেমে নজিয়ান উপত্যকার দিকে অগ্রসর হই। খুব ভোরে আমরা প্রথম দলের সদস্যদের মোতায়েন করি সোরুবাইকে ঘিরে থাকা ছোট ছোট পাহাড়ে অবস্থিত ডি-আর-এ পর্যবেক্ষণ চৌকিগুলোর দিকে। সোরুবাই শহরকে ঘিরে এমন প্রায় ১২টি নিরাপত্তা পোস্ট ছিল, তাই আক্রমণ শুরু হয় সেই পোস্টগুলোর ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মাধ্যমে।

আমরা সকাল ১০টার মধ্যে সার ঘার (Sar Ghar) ও তোর ঘার (Tor Ghar) দখল করি। এরপর আমরা জেলা সদর লক্ষ্য করে মর্টার ও রকেট নিক্ষেপ শুরু করি এবং সোরুবাই শহরের দিকে নেমে যাই। সরকারি কর্মকর্তা, সেনা সদস্য ও তাদের পরিবার দ্রুত পালাতে থাকে। এতটাই তাড়াহুড়ো ছিল যে, শহরে ঢুকে আমরা দেখি খাবার রান্না হচ্ছে, রুটির খামির তৈরি আছে, কিন্তু কেউ নেই।

আমরা বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্র জব্দ করি এবং তা পেশোয়ারে পাঠিয়ে দিই। আটককৃত ডি-আর-এ সৈন্যদের আমরা ল্যান্ডাইতে পাঠাই। এই অভিযানে আমার ৭ জন মুজাহিদ শহীদ হয়। রাতটি আমরা সোরুবাই শহরেই অবস্থান করি।

শত্রুপক্ষ জালালাবাদ থেকে সেনা পাঠিয়ে জবাব দেয়। পাহাড়ের ওপর আমাদের দখলে থাকা পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলোর ওপর ভারী শত্রু গোলাবর্ষণ শুরু হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিমান হামলা এবং শত্রু সাঁজোয়া যানগুলো যখন জেলা সদর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে, তখন আমাদের পক্ষে আর অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হয় না। বিমান ও গোলাবর্ষণের সম্মিলিত শক্তির সামনে আমরা জেলা সদর সোরুবাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

এই লড়াইয়ের সময়ে আমাদের অনেক হতাহত হয়। শুধু আমার গ্রুপ থেকেই আরও ৭ জন শহীদ হয়। আমরা শহীদ আহমদ সাঈদের মৃতদেহ ফেলে আসি—তিনি সবসময় ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরতেন। পরদিন ডি-আর-এ (DRA) রেডিও ঘোষণা দেয়, তারা আমাদের মৃতদের মধ্যে "চীনা ভাড়াটে সৈন্য" শনাক্ত করেছে। সম্ভবত, তারা আহমদ সাঈদকে উদ্দেশ্য করেই তা বলেছিল।



এই ঘটনার দুই দিন পর আমরা আবার সোরুবাই আক্রমণ করি। সে যুদ্ধে আরও ৭ জন শহীদ হয়। অর্থাৎ, এই পুরো অভিযানে আমি আমার ৮০ জনের দল থেকে মোট ২১ জনকে হারাই।

আমি জানি না শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি কতটুকু ছিল, তবে যখন আমরা প্রথমবার সোরুবাই দখল করি তখন অন্তত ১৫টি শত্রু মৃতদেহ আমি নিজ চোখে দেখি। এরপর আমরা আমাদের ঘাঁটিতে ফিরে যাই।

COMMENTARY:

জেলা সদর দখলের মধ্য দিয়ে মুজাহিদীনরা রাজনৈতিকভাবে বৈধতার দাবি করতে পারত, কিন্তু এসব সদর সাধারণত সমতলভূমিতে অবস্থিত থাকায় এগুলো আধুনিক গোলাবারুদের ও বিমান হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত ছিল না।

এই অভিযানে মুজাহিদীনরা গেরিলা কৌশল থেকে সরে এসে একটি সুপরিকল্পিত যুদ্ধ পরিচালনা করে সোরুবাই দখল করে। কিন্তু ওই শহর দখল রেখে দেওয়ার প্রচেষ্টায় তারা গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে কোনো লাভ আনেনি।

সোরুবাইকে ঘিরে থাকা পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলোও মনে হয় ছিল অপরিকল্পিত এবং পরস্পর সমর্থনের ব্যবস্থা ছাড়াই স্থাপিত। ডি-আর-এ বাহিনী তাদের বাহিনীকে খণ্ড-বিখণ্ডভাবে মোতায়েন করলেও তা থেকে বিশেষ কোনো লাভ করতে পারেনি।

ঘটনা- ৫

STORMING GULA'I

by Haji Malangyar

নানগারহার কৃষি/সেচ প্রকল্পটি নানগারহার প্রদেশের শিনওয়ার জেলায়, জালালাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। বিশাল এই সেচ প্রকল্পটি সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত হয় এবং এটিকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি ডি-আর-এ (DRA) সেনা ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। একটি ব্যাটালিয়ন এবং কিছু মিলিশিয়া ইউনিট পুরো সেচ ব্যবস্থার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। ব্যাটালিয়নটি গুলা'ই নামক স্থানের উত্তরে প্রধান পানি পাম্পে মোতায়েন ছিল, যেটি গুলা'ই থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে। গুলা'ই নিজে ঘানিখেল থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ঘানিখেলের উত্তরের মূল সড়কের সমান্তরালভাবে একটি খাল চলে গেছে এবং এই রাস্তার একটি সেতু রক্ষার দায়িত্বে ছিল একটি মিলিশিয়া ইউনিট। আরও একটি ব্যাটালিয়ন একটি ভিন্ন সেতুর নিরাপত্তা দিচ্ছিল যা আরও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

আমাদের মুজাহিদীন ঘাঁটি ছিল মারোচিনা গ্রামে, যেটি গুলা'ই থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে। গুলা'ই গ্রামে তখন আর কেউ বসবাস করত না—সবাই হিজরত করে চলে গিয়েছিল। আমার দলে ছিল ৫৯ জন মুজাহিদ, তাদের হাতে ছিল একটি ৮২ মিমি মর্টার ও ১২টি আরপিজি-৭।

৮ জুলাই ১৯৮৫ ছিল রমজান মাসের শেষ রোজা। পরদিন ঈদুল ফিতর। আমরা মনে করলাম, অনেক ডি-আর-এ সেনা ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবে, তাই এটিই আক্রমণের উপযুক্ত সময়। আমাদের প্রথা অনুযায়ী আমরা সেদিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে দোয়া করি, কোরআন শরিফ এক টুকরো কাপড়ে মুড়িয়ে মাথার ওপরে ধরে সবাইকে তার নিচ দিয়ে হেঁটে যেতে বলি—আল্লাহর বরকতের জন্য।

আমরা হেঁটে গুলা'ই যাই এবং ৮ জুলাই রাতে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে রাত কাটাই। আমি চারটি ছোট ছোট দল গঠন করি, প্রত্যেকটিতে ৮ থেকে ১০ জন করে। তাদের কাজ ছিল নিম্নোক্ত সরকারি চৌকিগুলোকে ব্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন রাখা:

- নারাই পুল সেতু,
- আওঝদা ঘুন্ডাই পাহাড়,
- স্মাটস পাহাড়,
- স্পিন খোয়ার সাইফন।

আমার কাছে প্রতিটি দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য রেডিও ছিল। মূল আক্রমণকারী দলে আমি নিজে নেতৃত্ব দেই, সঙ্গে ছিল ১৯ জন। প্রতিটি বিচ্ছিন্নকারী দলে দুটি করে আরপিজি এবং মূল আক্রমণকারী দলের কাছে ছিল চারটি আরপিজি। আমরা আমাদের মর্টারটি ঈদগাহ মসজিদের পাশে স্থাপন করি।

আমি বিকেল ৪টায় (১৬০০ ঘণ্টা) হামলা শুরু করি এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে গুলা'ইয়ের সরকারি পোস্টটি দখলে নিই। চারটি দল পাশের পোস্টগুলোকে ব্যস্ত রাখে এবং তাদের মূল পোস্টে সহায়তা করতে দেয় না। রাত হলে আমরা পূর্বনির্ধারিত জায়গায় একত্র হই।

আমাদের দুইজন আহত হয়। শত্রুপক্ষের তিনজন নিহত হয় এবং দুজনকে বন্দি করি। এছাড়াও আমরা ১১টি কালাশনিকভ, ১০০ বাক্স প্রয়োজনীয় গুলি এবং কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড জব্দ করি।

COMMENTARY:

রেডিও যোগাযোগ এই অভিযানে মুজাহিদীনদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রমজানের ঈদ উপলক্ষে ডি-আর-এ সৈন্যদের মনোযোগ বিঘ্নিত থাকায় আক্রমণ সহজ হয়।

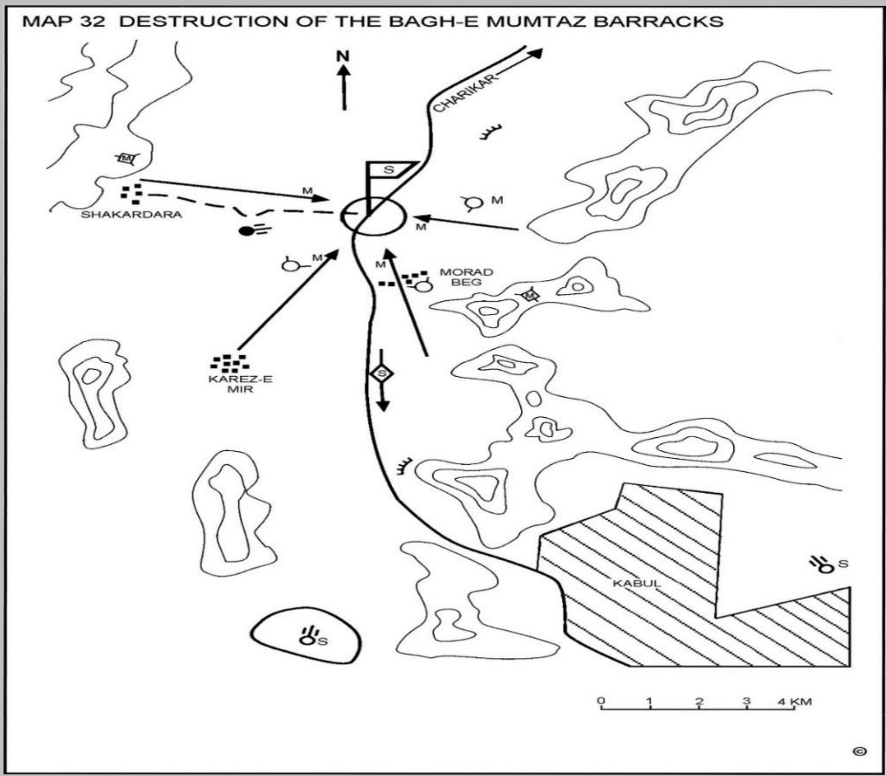
যেহেতু সরকারকে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা দিতে হতো, তাই তাদের বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে ভাগ করে রাখতে হতো, যার ফলে তারা আক্রমণ প্রতিরোধে দুর্বল হয়ে পড়ত।

এই কৃষি প্রকল্পটি এলাকার অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল—তাই মুজাহিদীনরা শুধু সামরিক পোস্টে আক্রমণ করলেও সেচ খালগুলো অক্ষত রেখেছিল।

ঘটনা- ৬

DESTRUCTION OF THE BAGH-E UMMTAZ BRIGADE

by Doctor Mohammad Wakil



১৯৮৮ সালে, সোভিয়েত ৪০তম সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারের পথ সুরক্ষিত রাখতে কাবুলের উত্তরে ডি-আর-এ (DRA) একটি সুরক্ষা ব্রিগেড মোতায়েন করে। এই ব্রিগেডটি কাবুল-চারিকর মহাসড়কের পাশে, শাকারদারা জেলার সদর দপ্তরের রাস্তার সংযোগস্থলের কাছে অবস্থিত মুমতাজ বাগানে স্থাপন করা হয়, এজন্য একে বলা হতো "বাগ-এ-মুমতাজ ব্রিগেড"।

আমার ভাই, শহীদ কমান্ডার ওয়াসিল, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মুজাহিদীন দলের সার্বিক কমান্ডার ছিলেন। তিনি একাধিক কমান্ডারদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা করেন। ২১ জুন ১৯৮৮ সকাল ৮টা থেকে আক্রমণ শুরু হয়।

❖ আক্রমণের পরিকল্পনা:

প্রথম ধাপ: বিচ্ছিন্নকরণ ও কামান প্রস্তুতি

মুজাহিদীনরা উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে রাস্তা বন্ধ করে গ্যারিসনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

চারদিক থেকে কামান হামলা চালানো হয়, যার মধ্যে ছিল:

- BM-12
- সাকার মাল্টিপল রকেট লঞ্চার (MRL)
- ১২২ মিমি হাউইটজার
- ৮২ মিমি মর্টার
- ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল

এই কামান আক্রমণ সাত দিন ধরে চালানো কথা ছিল।

দ্বিতীয় ধাপ: স্থল আক্রমণ

- চারটি দিক থেকে ১০০ জন করে মুজাহিদীন আক্রমণ করে:
- দক্ষিণ দিক থেকে: কমান্ডার ওয়াসিল (সেহাব-ই-কুলি – মোরাদ বেগ)
- দক্ষিণ-পশ্চিম: কমান্ডার তাজ মোহাম্মদ (কারেজ-ই-মীর)
- পশ্চিম: কমান্ডার নাসের
- পূর্ব: কমান্ডার আনোয়ার

অস্ত্রশস্ত্র:

- ১টি সাকার MRL
- ১টি BM-12
- ১টি ১২২ মিমি হাউইটজার
- ৬টি ৮২ মিমি মর্টার
- ৮টি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল
- প্রায় ৪০টি RPG-7
- কিছু ZSU-23-2 বিমান বিধ্বংসী কামান
- স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্রও ছিল।

◈ যুদ্ধে যা ঘটে:
যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হলেও, ব্রিগেডটি সাত দিন টিকে থাকতে পারেনি। মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ দুপুর ২টার (১৪০০ ঘণ্টা) মধ্যে গ্যারিসন ভেঙে পড়ে।
ব্রিগেড কমান্ডার ও কয়েকজন ডেপুটি ট্যাংকে চড়ে কাবুল পালিয়ে যায়।
মুজাহিদীনরা RPG দিয়ে ট্যাংক থামানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

এই যুদ্ধে:

- মুজাহিদিনের ৪ জন শহীদ হন (তার মধ্যে কমান্ডার ওয়াসিল নিজেও)
- ১০ জন আহত হন
- প্রায় ১০০ জন শত্রু নিহত হয়
- ৪০০-৪৫০ ডি-আর-এ সৈন্য বন্দি করা হয়
- ৪০টি বর্মযুক্ত যানবাহন, ১০টি ট্রাক, এবং ৬০০টি ছোট অস্ত্র দখল করা হয়

দুপুর ২টার পর, কাবুলের কাছের কারঘা ও বিমানবন্দর থেকে ডি-আর-এর ৮ম পদাতিক ডিভিশন কামান হামলা শুরু করে। তবে মুজাহিদীনদের স্টিঙ্গার ও ZSU-23-2 থাকায় বিমান হামলা হয়নি।

মুজাহিদীনরা পূর্ব থেকেই স্থির করে রেখেছিল যে তারা গ্যারিসনে থাকবে না। তাই তারা যা কিছু নেওয়া যায় তা নিয়ে ফিরে যায়। পরবর্তীতে সরকার আর এই গ্যারিসনটি পুনরায় স্থাপন করতে পারেনি।

COMMENTARY:

কাবুল থেকে মাত্র ১৫ কিমি দূরে সাত দিনের ঘেরাও পরিকল্পনা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তবে গ্যারিসন দ্রুত ভেঙে পড়ায় তা বাস্তবায়ন দরকার হয়নি। দক্ষিণের রোডব্লক দুর্বল ছিল, কারণ ট্যাংকগুলো গর্জে উঠে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। যুদ্ধের এই সময়ে ডি-আর-এ বাহিনীর মনোবল ছিল ভাঙা, এবং সোভিয়েতরা ১৫ মে থেকেই প্রত্যাহার শুরু করেছিল। মুজাহিদীনরা তখন বিজয়ের গন্ধ পাচ্ছিল—তাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল। তবে সোভিয়েতদের প্রস্থানের পর মুজাহিদীন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ে এবং ডি-আর-এ আবার ঘুরে দাঁড়ায়—যুদ্ধ চলতেই থাকে।

স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্রের আগমনের পর সোভিয়েত বিমান বাহিনী মুজাহিদিনের ওপর কাছ থেকে আক্রমণ চালানো বন্ধ করে দেয়। একই সময়ে মুজাহিদীন কাবুল বিমানবন্দরে রকেট হামলা করে ৫টি SU-25 বিমান ধ্বংস করে, ৩টি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ কারণেই এই যুদ্ধে শুধু কামান হামলাই দেখা যায়।

CHAPTER COMMENTARY

গেরিলা বাহিনী যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা চালানো, ওই এলাকা অবিচ্ছিন্নভাবে পাহারা দেওয়া এবং শত্রুর কামান ও বিমান হামলা সহ্য করার সক্ষমতা বজায় রাখা। এ সব কিছুই এমন গেরিলা বাহিনীর জন্য সহজ নয় যাদের যোদ্ধারা অস্থায়ী বা আংশিক সময়ের জন্য লড়াই করে। আরও বড় কথা, এর জন্য প্রয়োজন ক্রু-চালিত ভারী অস্ত্র এবং পর্যাপ্ত গোলাবারুদ—যা জোরপূর্বক সরে পড়ার সময় সরিয়ে নেয়া কঠিন হয়। গেরিলা তার চলাচলের স্বাধীনতা এবং অদৃশ্য থাকার ক্ষমতা বদলে দেয় একটি স্থির ও প্রচলিত যুদ্ধের জন্য। প্রায়শই দেখা যায় গেরিলা বাহিনী এই রূপান্তর সফলভাবে করতে পারে না।

চ্যাপ্টার ০৫

MINE WARFARE

গেরিলাদের একটি প্রিয় কৌশল ছিল মাইন যুদ্ধ। এটি সৈন্য ও যানবাহন আক্রমণের জন্য তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী একটি পদ্ধতি। বেশিরভাগ মুজাহিদীন মাইন ছিল ট্যাংকবিরোধী এবং যানবাহনবিরোধী। যখন মুজাহিদীন পায়ে চলা সৈন্যের জন্য মাইন ব্যবহার করত, তখন তারা অধিকাংশ সময় দিকনির্দেশিত মাইন (যেমন মার্কিন ক্লেমোর মাইন) পছন্দ করত। সোভিয়েত মাইনগুলো মূলত পায়ে চলা সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হত। যুদ্ধ চলাকালে মুজাহিদীনকে বিভিন্ন ধরনের বিদেশী ট্যাংকবিরোধী মাইন সরবরাহ করা হতো। প্রায়ই তারা তিনটি ট্যাংকবিরোধী মাইন একটির ওপর আরেকটি করে স্তূপবদ্ধ করত যাতে নিশ্চিতভাবে ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটানো যায়। অনেক আফগান জিদ্দি কারিগর এবং তারা বিস্ফোরণহীন বিস্ফোরক ও অন্যান্য ট্যাংকবিরোধী মাইন ব্যবহার করে নিজেদের নিজস্ব মাইন বানাতো।

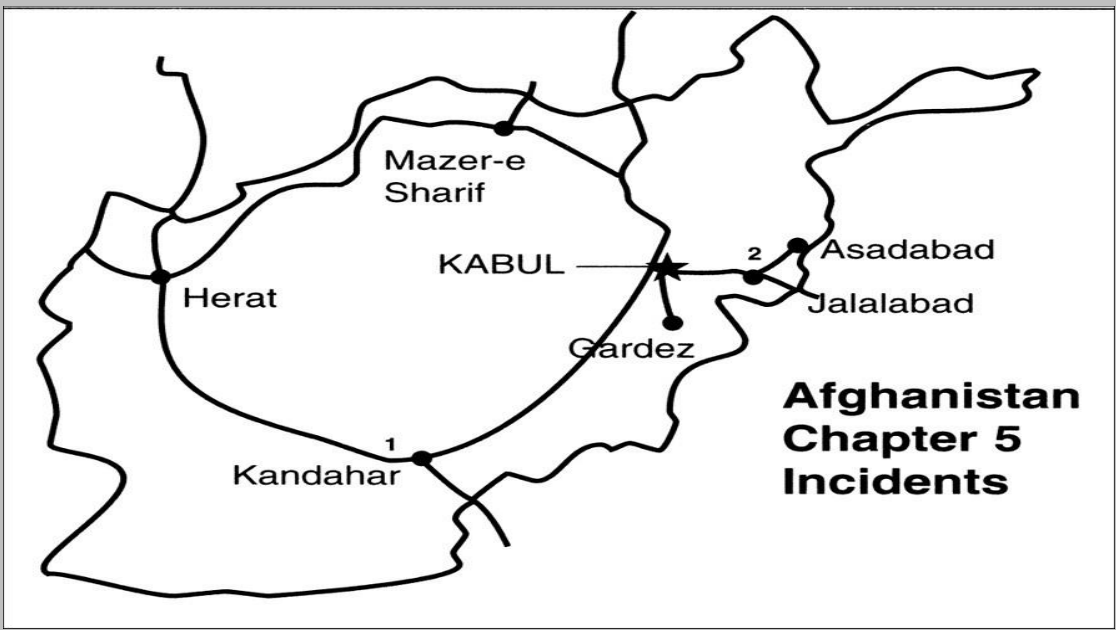


DIAGRAM 1 MINE AND BATTERY

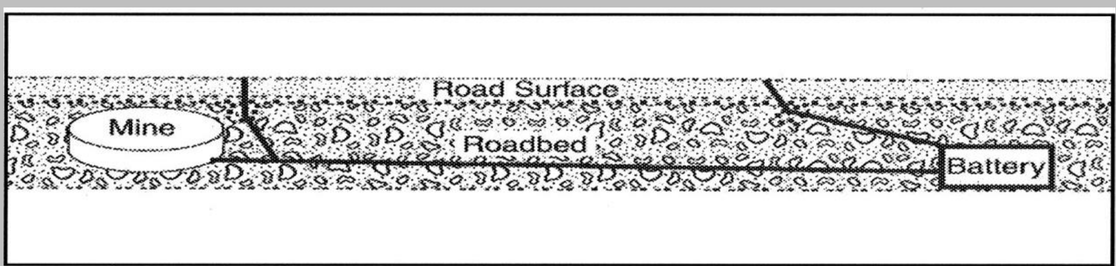
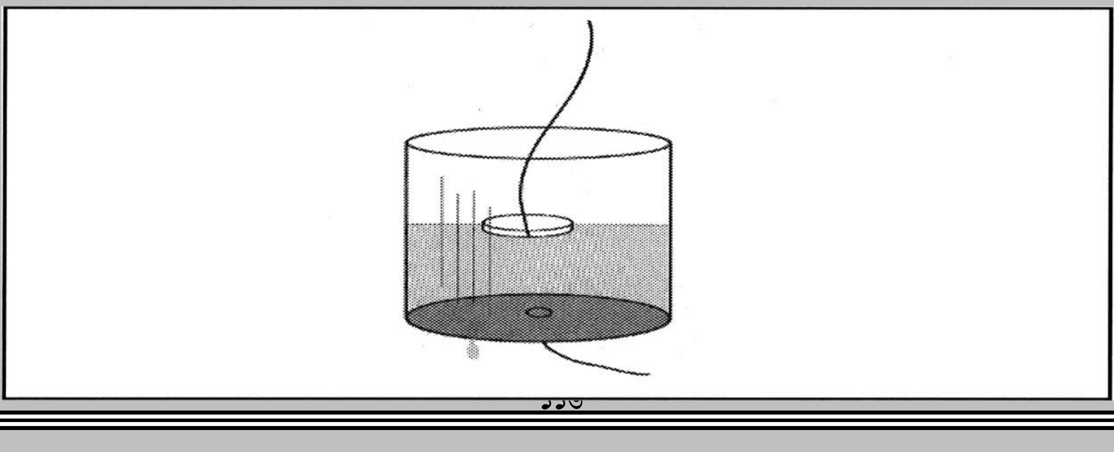


DIAGRAM 2 WATER DETONATOR



ঘটনা- ১

MUJAHIDEEN DEMOLITION METHODS

by Commander Mulla Malang

মুজাহিদীনরা রাতে ট্রাক্টর দিয়ে ভারী বিস্ফোরক (২৫০ থেকে ৫০০ কেজি ওজনের) অবিস্ফোরিত বোমাগুলো রাস্তার পাশে নিয়ে যেত এবং সেগুলো সেতু, আন্ডারপাস ও উড়ালপথের নিচে গর্ত খুঁড়ে গুম করত। বোমাগুলো দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো, সাধারণত নিজস্ব তৈরি ডিটোনেটরের মাধ্যমে, যা রাস্তা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূর থেকে চালানো হতো। এমন একাধিক বোমা শত্রুর কনভয়ের নিচে বিস্ফোরিত করা হতো যাতে যানবাহনগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্যাংক এবং অন্যান্য বর্মযুক্ত যানবাহন ছিল মূল লক্ষ্যবস্তু দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত এই বোমাগুলোর।

যদি দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব না হত, তাহলে মুজাহিদীনরা আরেকটি পদ্ধতি ব্যবহার করত ট্র্যাকযুক্ত বর্মযুক্ত যানবাহন আক্রমণের জন্য। তারা পাকা রাস্তার উপর দুটি ধাতব তার টেনে দিত। ওই তার দুটির মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকত এবং এগুলো একটি ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। সাধারণ গাড়ির রাবার চাকা তারগুলোর ওপর দিয়ে গেলেও বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হত না, কিন্তু ট্যাংক ও বিএমপির ধাতব ট্র্যাক তারের সার্কিট বন্ধ করে বিস্ফোরণ ঘটাত।

আব্দুল ওয়ালি, একজন মুজাহিদীন যিনি কান্দাহার থেকে আসতেন, ছিলেন তার সৃজনশীল বোমা তৈরির জন্য পরিচিত। ১৯৮৬ সালে তিনি নুশ-এ-জন নামে একটি ঝরনায় (যা কান্দাহার শহরের পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে চলে) একটি ভাসমান বোমা পাঠিয়েছিলেন একটি সরকারি পোস্ট ধ্বংস করার জন্য। আব্দুল ওয়ালি একটি ২৫০ কেজির বোমা ট্রাকের টায়ারের ইননার টিউবের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি ওই পোস্ট থেকে তার বোমা ছাড়ার অবস্থান পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাপ করেছিলেন। বোমাটি তারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যার দৈর্ঘ্য ছিল লঞ্চ পয়েন্ট থেকে পোস্ট পর্যন্ত দূরত্ব। বোমাটি যখন পুরো তারের দৈর্ঘ্য প্রসারিত করল, তখন সেটা ঠিক পোস্টের নিচে চলে এসেছিল। আব্দুল ওয়ালি বোমাটি দূর থেকে ডিটোনেট করলেন এবং পোস্টটি ধ্বংস করলেন।

শত্রুর ভালো রক্ষিত এলাকা গুলোতে মাইনফিল্ড ও অন্যান্য বাধার কারণে মুজাহিদীনরা শত্রু ক্যাম্পে রেইড করতে পারত না। তখন বিলম্বিত বিস্ফোরণের রকেট ব্যবহার করে শত্রু অবস্থানগুলোতে আঘাত হানত। কান্দাহার বিমান ঘাঁটি, যা সোভিয়েতদের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল, এমন একটি কঠিন লক্ষ্য ছিল। মুজাহিদীনরা বিলম্বিত-স্ফোরক ব্যবস্থার মাধ্যমে রকেট চালাত যাতে তারা এলাকা ত্যাগ করে যেতে পারে আগে যে রকেটটি বিস্ফোরিত হয় এবং সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। শুরুতে, শুধুমাত্র মাঠে তৈরি বিলম্বিত স্ফোরক ব্যবস্থা ব্যবহার করা হতো। পরে যুদ্ধের সময়, মুজাহিদীনরা কারখানায় তৈরি দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের ডিভাইস সংগ্রহ করলেও তারা মাঠ-প্রস্তুত পদ্ধতিও চালিয়ে গিয়েছিল।

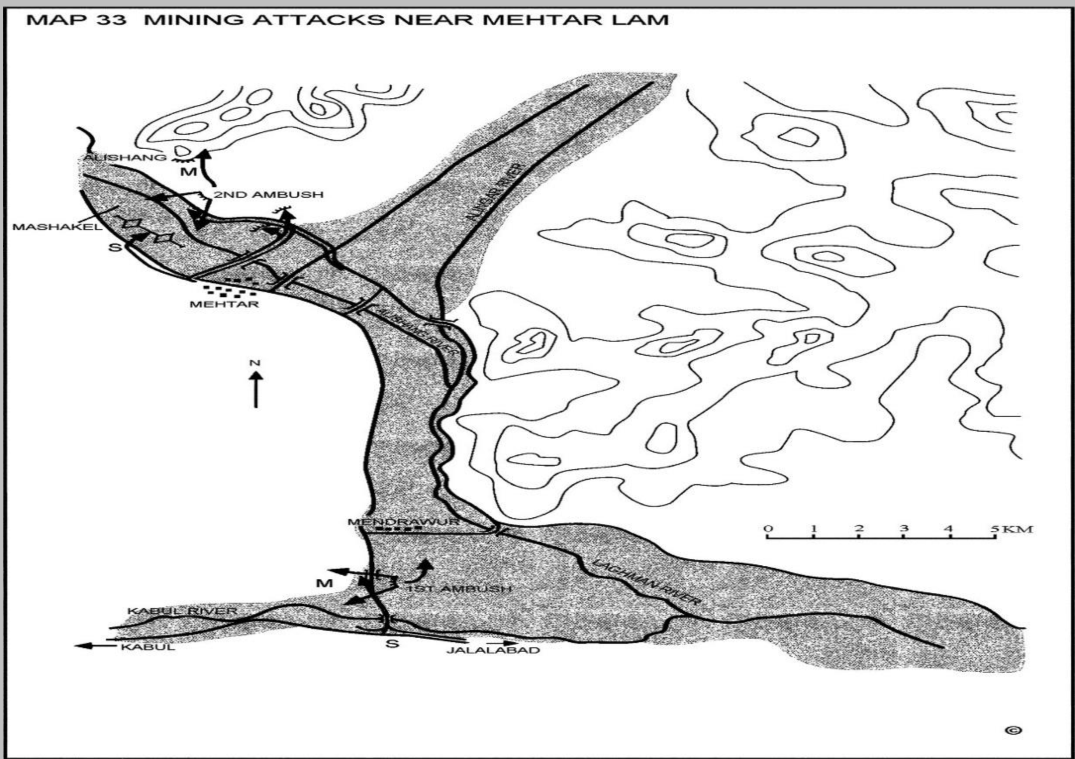
একটি স্থানীয় পদ্ধতি ছিল ফুটো জলাধার ব্যবহার। মুজাহিদীনরা একটি খালি তিন গ্যালন টিন ক্যানের তলায় ছিদ্র করত এবং তা জল দিয়ে ভর্তি করত। ট্রিগার তারটি একটি কাঠের ফ্লোটের সঙ্গে যুক্ত থাকত। ট্রিগার তারটি ক্যানের মধ্যে ঢোকানো হত। তারের অন্য মাথা ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। ব্যাটারি এত শক্তিশালী হত না যে জল দিয়ে সার্কিট সম্পূর্ণ করতে পারত। জল যতই ফুটে যেত, ফ্লোটেড তারটি নিচে নেমে যেত যতক্ষণ না তা ক্যানের তলায় পৌঁছাত। তখন সার্কিট বন্ধ হয়ে রকেটটি বিস্ফোরিত হতো।

ঘটনা- ২

MINING ATTACKS NEAR MEHTAR LAM

by Commander Sher Padshah and Sheragha

আলিশাং জেলা কেন্দ্রীয় যুদ্ধের পরে, কমান্ডার পদশাহ ৩০ জন মুজাহিদীনকে নিয়ে আরও দক্ষিণে মেন্দ্রাউর গ্রামে গমন করলেন। মেন্দ্রাউর প্রায় ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে মেহতার লামের প্রাদেশিক রাজধানী এবং কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। আগস্ট ১৯৮১ সালের শেষের দিকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে একটি বর্মযুক্ত কনভয় জালালাবাদ থেকে মেহতার লামের দিকে আসছে (মানচিত্র ৫-১ - মেহতার)। আমরা কনভয়ের উপর বোমা ও হামলার জন্য একটি গোপন অভিযান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা শক্তিশালী মাইন পছন্দ করতাম, তাই সাধারণত দুটি মিশরীয় প্লাস্টিক মাইন থেকে বিস্ফোরক নিয়ে একটি বড় রান্নার তেলের টিন কন্টেইনারে সংযুক্ত করতাম। আমরা অবিস্ফোরিত সোভিয়েত অস্ত্র থেকে বিস্ফোরক সংগ্রহ করে নিজেরাও বোমা বানাতাম। আমরা একটি ছোট সেতুর নিচে একটি বোমা গুমিয়ে রেখেছিলাম এবং এর সাথে একটি দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ডিভাইস সংযুক্ত করেছিলাম। বিস্ফোরণের তার প্রায় ১০০ মিটার দক্ষিণে তারকৃত ছিল, যেখানে আমরা মহাসড়কের পূর্ব পাশে একটি বাগানে আমাদের গোপন আস্তানা স্থাপন করেছিলাম। আমাদের কাছে দুটি আরপিজি-৭, একটি পিকেএম মেশিন গান এবং একটি বার্নাউ হালকা মেশিন গান ছিল। বোমা ফাটানোর দল ছিল তিনজন।



MAP 33 MINING ATTACKS NEAR MEHTAR LAM

আমরা ধীরে ধীরে সোভিয়েত কনভয় আসতে দেখলাম। অবরুদ্ধ সোভিয়েত প্রকৌশলীরা তাদের মাইন ডিটেক্টর নিয়ে কনভয়ের সামনে হাঁটছিলেন। তারা সতর্কতার সঙ্গে পথ পরীক্ষা করছিলেন। যখন তারা ছোট সেতুতে পৌঁছালেন, তখন তারা বোমাটি আবিষ্কার করলেন। কয়েকজন সোভিয়েত বোমাটির চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন, কিন্তু তার তার বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে তারা বোমা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। বোমা ফাটানোর দলের তিন সদস্য শেরাঘা, মতিন এবং আরেকজন শেরাঘা বাইনোকল দিয়ে তাদের দেখছিলেন। আমরা দেখতে পেলাম অনেক সোভিয়েত বোমাটি পরীক্ষা করছে এবং বুঝতে পারলাম আমাদের গোপন অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, তখন আমরা বোমাটি বিস্ফোরিত করলাম এবং কয়েকজন সোভিয়েতকে হত্যা করলাম। সোভিয়েত কনভয় চারদিকে গুলি চালাতে শুরু করল। আমরা বাগান ছেড়ে মেন্দ্রাউরের বাজার

দিয়ে উত্তরের দিকে সরে পড়লাম। কিছু গ্রামবাসী সোভিয়েত গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তিন-চার দিন পর আমাদের দলে ৪০ জন মুজাহিদীন ছিল এবং আমরা আরেকটি গোপন হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

আমরা মাসাখেল গ্রামে গিয়েছিলাম। রাস্তার মধ্যে দুইটি বোমা গুমিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের কাছে আর কোনো দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের ডিভাইস ছিল না, তাই আমরা বোমাগুলো চাপ সংবেদী ফিউজ দিয়ে সজ্জিত করলাম। আমরা মাইনগুলো ঢাকতে গরুর গোবর ব্যবহার করেছিলাম। আল্লাহ যেন মতিনের আত্মাকে শান্তি দান করেন, তিনি সবসময় মাইনগুলোতে গোবর ঢাকতেন। আমরা মাইনগুলো ঢেকে আমাদের গোপন আস্তানা তৈরি করলাম।

আমরা ধীরে ধীরে সোভিয়েত কনভয়কে আসতে দেখলাম। সৈন্যরা তাদের মাইন সনাক্তকরণ কুকুরদের নিয়ে কনভয়ের সামনে হাঁটছিল। কুকুরগুলো মুক্তভাবে দৌড়াচ্ছিল এবং দ্রুত আমাদের বোমাগুলো খুঁজে বের করে দেখিয়েছিল। শেরাঘা এবং শাওয়ালি কুকুরগুলোকে দেখে এগিয়ে গেল। তারা দেখল কুকুরগুলো মাইনটির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুই জন সৈন্য APC থেকে নামল এবং গোবরের স্তুপ গুলোর মধ্যে তল্লাশি শুরু করল। তারা তৃতীয় স্তুপে মাইনটি খুঁজে পেল। চারজন সোভিয়েত, এক অফিসারসহ, মাইনটির চারপাশে জড়ো হয়ে তাকাচ্ছিল। তখন শেরাঘা এবং শাওয়ালি গুলি চালিয়ে চারজন সোভিয়েতকে হত্যা করল। বাকি সোভিয়েতরা দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল।

সোভিয়েতরা পাল্টা গুলি চালাতে শুরু করল। কমান্ডার পদশাহ চারজন মুজাহিদীনকে আদেশ দিলেন ত্রাহখেল পাহাড়ের দিকে উত্তরে গিয়ে গোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য আড়াল গুলি চালাতে। শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি মেগাফোন নিয়ে চিৎকার করলেন, “আপনারা স্থানে থাকুন। রেহাই বাহিনী এসে পৌঁছেছে।” মেহতার লাম থেকে একটি DRA বাহিনী এসে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে আমাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল। ট্যাংকগুলোও মেহতার লাম সমভূমিতে আমাদের বিরুদ্ধে ঘুরপাক খেলল। আমরা রাতের আড়ালে সরে পড়লাম। আমরা জানি চারজন সোভিয়েত নিহত হয়েছেন এবং সম্ভবত ১৮ জন DRA ও সোভিয়েত সৈন্য নিহত বা আহত হয়েছেন। আমরা তাদের একটি ট্যাংক এবং দুইটি ট্রাক ধ্বংস করেছি।

CHAPTER COMMENTARY

মুজাহিদীনদের ধাতব ক্যানের মধ্যে নিজেদের তৈরি মাইন ব্যবহারের কারণে সোভিয়েত মাইন সনাক্তকরণ দল সহজেই মাইনগুলো খুঁজে পেত। নতুন মাইন আবিষ্কারের সময় সৈন্যদের কাছে জড়ো হওয়ার প্রবণতা শুধু সোভিয়েতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কিন্তু সোভিয়েতরা পরে তাদের প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল মাইনগুলোর কাছাকাছি জমায়েত না হওয়ার জন্য।

মুজাহিদীনরা সাধারণত ধ্বংসযজ্ঞ এবং মাইন ব্যবহারকে অন্যান্য আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের সাথে মিলিয়ে করত। তারা প্রায়ই তাদের মাইনগুলোর পাশ থেকে সরাসরি গুলি চালাত। সীমান্ত থেকে দূরে এবং মাইন সহজলভ্য না থাকলে তারা সাধারণত মাইনগুলো অরক্ষিত রাখত না। গোপন হামলা বা লড়াইয়ের পর প্রায়শই তারা ব্যবহার না হওয়া মাইনগুলি খুঁজে তুলে পরবর্তী কাজে নিয়ে যেত।

চ্যাপ্টার ০৬

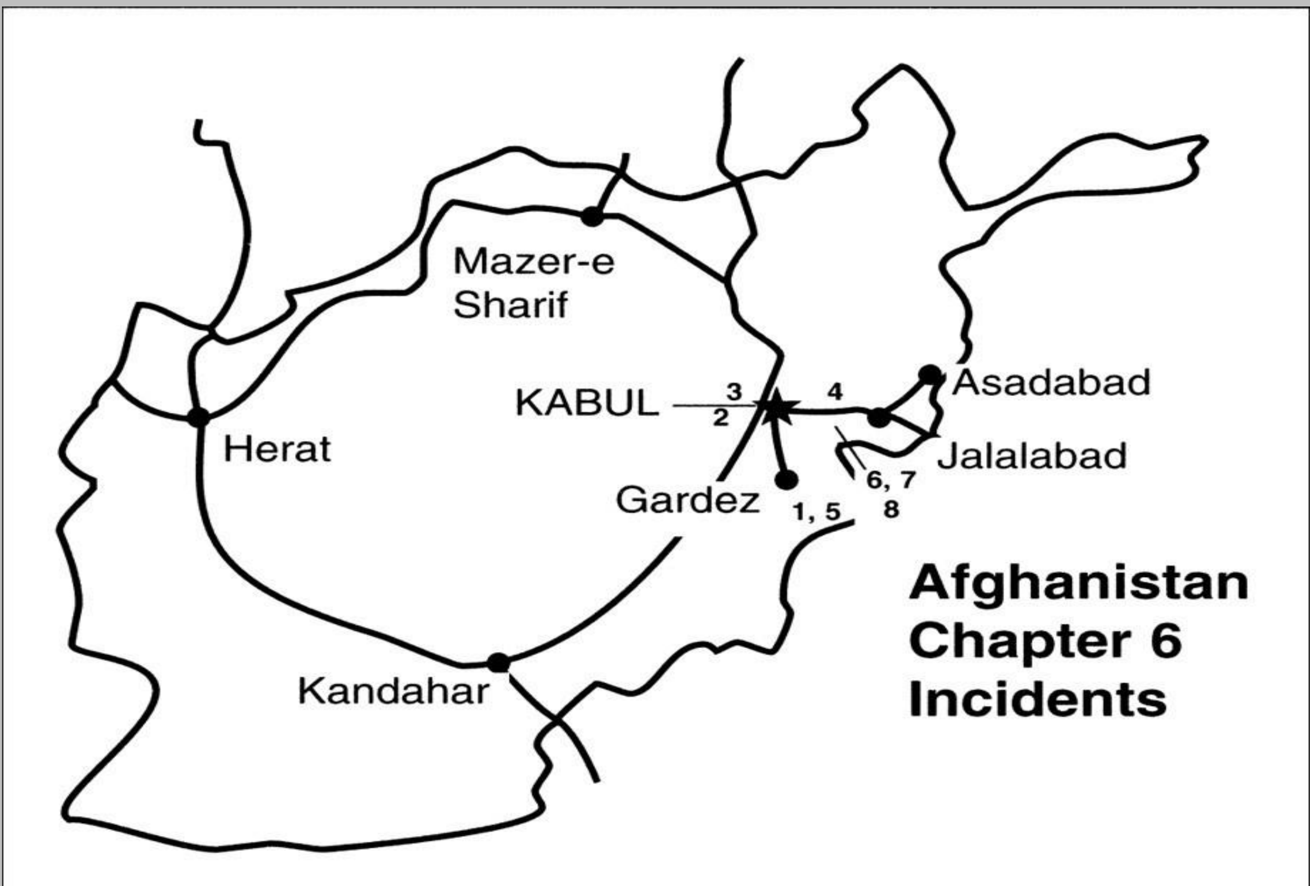
BLOCKING ENEMY LINES OF COMMUNICATIONS

যুদ্ধ ছিল দু'পক্ষের লজিস্টিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এক প্রতিযোগিতা। সোভিয়েতরা আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, ছড়ানো যেতে পারে এমন মাইন, ফসল পোড়ানো এবং গ্রামীণ গ্রামগুলোর উপর আক্রমণ করে গ্রামের লোকজনকে নির্বাসিত বা শহরে চলে যেতে বাধ্য করত। তাদের লক্ষ্য ছিল গেরিলাকে তার খাদ্য, আশ্রয় এবং বিশ্রামের উৎস থেকে বঞ্চিত করা।

সোভিয়েতদের যোগাযোগ পথ (Lines of Communication - LOC) ছিল একটি দ্বি-লেনে হাইওয়ে নেটওয়ার্ক যা হিন্দুকুশ পর্বতমালা জুড়ে বেয়ে গিয়েছিল—যা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ও অনুকূলহীন ভৌগলিক এলাকা। মুজাহিদীনরা অবিরত ওই সড়কগুলো কেটে দেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা সামগ্রী বহনকারী কনভয়গুলোতে হামলা চালায়। সোভিয়েত উপস্থিতি মূলত তাদের সড়ক খোলা রাখার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করতো। আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের যুদ্ধে অধিকাংশই সড়ক নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের লড়াই ছিল।

পূর্বাঞ্চলীয় LOC নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েতরা ২৬ ব্যাটালিয়ন নিয়োগ করেছিল, যারা ১৯৯টি আউটপোস্টে দায়িত্ব পালন করতো, LOC-গুলোতে পেট্রোল দিত এবং কনভয় গার্ড করত। পশ্চিমাঞ্চলীয় তুলনায় অধিক উন্মুক্ত LOC-র নিরাপত্তার জন্য তিনটি ব্যাটালিয়ন ছিল প্রয়োজন। সোভিয়েত যুদ্ধ বাহিনীর তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি নিয়মিত নিরাপত্তা মিশনে নিয়োজিত থাকতো। DRA বাহিনীও LOC এবং এলাকা নিরাপত্তায় জড়িত ছিল।

প্রতিরোধকারী বাহিনী ১১,০০০ এরও বেশি সোভিয়েত ট্রাক ধ্বংস করেছে। DRA ট্রাক ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা আরো বেশি ছিল বলে জানা যায়। মুজাহিদীনদের LOC (যোগাযোগ পথ) রোধ করার সক্ষমতা সোভিয়েতদের জন্য একটি অবিরত উদ্বেগের বিষয় ছিল এবং এটি তাদের আফগানিস্তানে বৃহত্তর পরিমাণে দখলদারী বাহিনী স্থাপন করতে বাধা দিয়েছিল।



ঘটনা- ১

CARVING UP REGIMENTS ON THE APPROACH TO WAZI

by Haji Badshah Khan

১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে, আমি গারদেজ ও খোস্তের মধ্যবর্তী প্রধান সড়কের ওপর অবস্থিত ওয়াজি জেলা সদর দপ্তর দখলের জন্য অভিযানে রওনা হই। আমার সঙ্গে ছিল দারী খেল উপত্যকা থেকে আসা প্রায় ৪০০ মুজাহিদ। দারী খেল উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সারোটি পাস গারদেজ থেকে খোস্ত যাওয়ার একটি পথ, যা একমাত্র ব্যবহারযোগ্য রুট ছিল, কারণ মূল গারদেজ-খোস্ত মহাসড়কে অবস্থিত সাতাকান্দাও পাস ইতোমধ্যে মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তখনও আমাদের কোনো স্থায়ী ঘাঁটি ছিল না, আমরা আমাদের নিজ নিজ গ্রামে থাকতাম এবং যেসব অস্ত্র সহজলভ্য ছিল, তা-ই ব্যবহার করতাম। আমাদের কাছে ছিল রাইফেল ও পাকিস্তানে তৈরি কিছু স্থানীয়ভাবে নির্মিত মেশিনগান।

আমি আক্রমণের পরিকল্পনা করি এবং রাতে আমরা ওয়াজি শহরের দিকে অগ্রসর হই, যা দারী খেল উপত্যকার খুব কাছেই অবস্থিত (মানচিত্র ৬-১ - ওয়াজি)। আমি আমার লোকদের কয়েকটি দলে ভাগ করে জেলা সদর দপ্তর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলি। আমি আমার অধীনস্থ কমান্ডারদের বলি যেন তারা আমার সংকেতের অপেক্ষায় থাকে। সকালে আমি ওয়াজি ঘাঁটি ও তাদের সদর দপ্তরের মধ্যে রেডিও যোগাযোগ ধরে ফেলি। সেখানে গারিশনের কমান্ডার সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে তিনি মুজাহিদীনদের দ্বারা ঘিরে আছেন। কিছুক্ষণ পর, দুটি হেলিকপ্টার এসে এলাকা চক্কর দিয়ে ফিরে যায়।

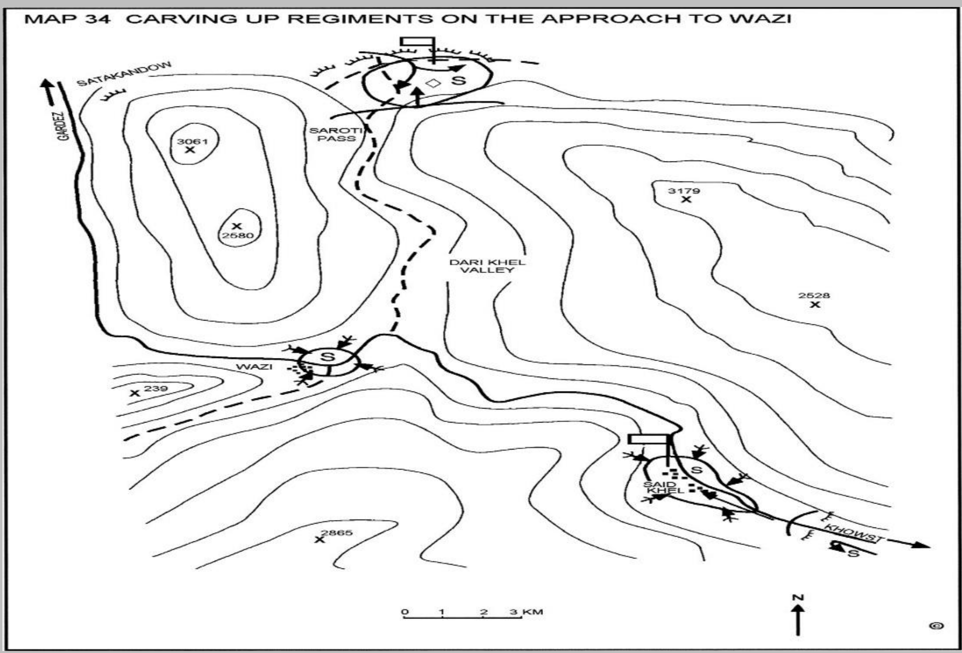
ঘাঁটির কমান্ডার মোহাম্মদ হাশেম ছিলেন জাজি গোষ্ঠীর একজন সদস্য, যাঁকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। তিনি আমার কাছে একজন মধ্যস্থতাকারী পাঠান, যিনি জানান যে গারিশন আত্মসমর্পণ করতে চায়। আমি তাকে বলি যে প্রথমে তাদের অস্ত্র জমা দিতে হবে, তারপর আলোচনা হবে। তিনি সম্মত হন এবং আত্মসমর্পণ করেন। আমরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র দখল করি। এই অভিযানে প্রাপ্ত অস্ত্র ও লুণ্ঠন অন্যান্য মুজাহিদদেরও অনুপ্রাণিত করে যাতে তারা অন্যান্য পোস্ট ঘিরে ধরে অস্ত্র উদ্ধার করে।

ওয়াজি পতনের পর, সরকার ফের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি কলাম পাঠায়—একটি খোস্ত থেকে, অপরটি গারদেজ থেকে। খোস্ত থেকে আসা বাহিনী সাঈদ খেল এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে, আর গারদেজ থেকে আগত বাহিনী সারোটি পাসের দিকে অগ্রসর হয়। আমি জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে শুরু করি। আমি হারবাকাই (যারা আদিবাসী পুলিশের মতো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে) পাঠাই, যাতে তারা বিভিন্ন গোত্রকে সংঘবদ্ধ করে তোলে। গোত্রগুলো সাড়া দেয়, কারণ তারা জানত যে সরকার বাহিনী এলাকায় ঢুকলে গ্রামগুলো লুটপাট করা হবে। আমি দুইটি হারবাকাই দলকে সাঈদ খেল এলাকায় মুজাহিদীনদের সহায়তায় পাঠাই এবং আমি নিজে চলে যাই সারোটি পাসে।

আমি বিকেলে সারোটি পৌঁছাই এবং এলাকা পর্যবেক্ষণ করি। কত মুজাহিদ প্রয়োজন এবং কোথায় মোতায়েন করতে হবে তা নির্ধারণ করি। তবে আমার লোকবল ছিল অপ্রতুল। তাই আমি স্থানীয় নাপিতদের (পশতুন সমাজে অনেক সময় নাপিতরাই ঢোলও বাজায়) একত্র করি যাতে তারা ঢোল বাজিয়ে লস্কর (আদিবাসী সামরিক বাহিনী) গঠন করতে সাহায্য করে। ঢোলে ঢোলে আশেপাশের গোত্রের যোদ্ধারা এসে জড়ো হয়, এবং শিগগিরই আমার একটি বিশাল বাহিনী দাঁড়িয়ে যায়। মূলত আমি পাসটি রক্ষা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাহিনীর আকার দেখে আমি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি

সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিই যে যা অস্ত্র পাওয়া যাবে তা তাদের দেওয়া হবে, এবং আমরা আক্রমণ করি। আমরা সরকার বাহিনী পরাস্ত করি এবং অস্ত্র, ট্রাক ও ট্যাংক দখল করি।

সারোটি বাহিনী নিঃশেষ করার পর আমি সেখানে একটি বাধাদানকারী বাহিনী রেখে দিই যাতে ভবিষ্যতের কোনো সরকারি কলাম প্রতিরোধ করা যায়, এবং তারপর আমি লস্কর নিয়ে সাঈদ খেলের দিকে রওনা হই।



আমরা খোস্ত অভিমুখী রাস্তা কেটে দিই, যার পেছনে তখনও সাঈদ খেল এলাকায় একটি ডি.আর.এ (DRA) রেজিমেন্ট মোতায়েন ছিল। এরপর আমরা রেজিমেন্টটি ঘিরে ফেলি। তারা পুরো ২০ দিন ধরে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। ডি.আর.এ খোস্ত থেকে একটি বাহিনী পাঠায় এই রেজিমেন্টকে উদ্ধার করতে, কিন্তু তারা মুজাহিদীনদের অবরোধ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। কিছু যুদ্ধের পর, সাঈদ খেলে অবস্থানরত পুরো বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ঐ বাহিনীতে মোট ১,৩০০ জন সদস্য ছিল, যাদের মধ্যে আমরা ১,২০০ জনকে বন্দি করি। বাকি ১০০ জন নিহত (KIA) বা আহত (WIA) হয়। আমরা এই রেজিমেন্টের সব অস্ত্র দখল করি, যার মধ্যে ৫০-৬০টি ট্রাক ও সাঁজোয়া যান অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আত্মসমর্পণের পর, ডি.আর.এ বিমান বাহিনী তাদের নিজস্ব বাহিনীকেই বোমা হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়, যাতে আমরা আর বেশি লুণ্ঠন করতে না পারি। তবে কিছু যানবাহন আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ডি.আর.এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলাবজয়ের পিতা, গুলাব শাহ, এই সংঘর্ষে আহত হন এবং একটি সাঁজোয়া যানে পালাতে সক্ষম হন। তিনি যদরান (Zadran) গোত্রের সদস্য ছিলেন, তাই সম্ভবত কিছু গোত্রীয় লোক তার পালাতে সহায়তা করে।

COMMENTARY:

যুদ্ধের শুরুতে, মুজাহিদীনদের প্রতিরোধ বেশিরভাগই গোত্রভিত্তিক ছিল। পরে যখন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশ মুজাহিদীনদের বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে অস্ত্র ও সহায়তা দেওয়া শুরু করে, তখন মুজাহিদীনদের মূল দৃষ্টি ও আনুগত্য গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এখানে যে পদ্ধতিতে বাহিনী সংগঠিত করা হয়েছে ও ডি.আর.এ বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে, তা মূলত ব্রিটিশদের সেই পুরনো অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি—যা তারা এই একই উপজাতিদের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ করতে গিয়ে দেখেছিল। একবার যখন লস্কর (আদিবাসী বাহিনী) সংগঠিত হয়ে যেত, তখন যোদ্ধারা ঢোলের তালে তালে স্লোগান ও গান গাইত—এই ঘটনার সময়ও ঠিক সেটাই হয়েছিল।

ঘটনা- ২

BLOCKING THE PAGHMAN HIGHWAY

by Commander Haji Aaquelshah Sahak

আমি অনেক যুদ্ধ-অভিযানে অংশ নিয়েছি, তবে একটি অভিযান এমন আছে যা আমি কখনও ভুলতে পারব না—কারণ এটি ছিল এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি। ১৯৮৩ সালের ৪ বা ৫ জুন, আমরা কাবুল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত পাকমান জেলার সদর দপ্তরে (যেটি তখন ডি.আর.এ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল) অবস্থান করছিলাম। এক সন্ধ্যায় আমরা খবর পাই যে একটি বড় সোভিয়েত/ডি.আর.এ কলাম পাকমানের ঘাঁটি ও সরকারি অবস্থান পুনরায় রসদ ও শক্তিবৃদ্ধি করতে আসছে।

কাবুল থেকে পাকমান পর্যন্ত দুটি সমান্তরাল মহাসড়ক ছিল (মানচিত্র ৬-২ - পাকমান)। মরহুম কমান্ডার হাবিবুল্লাহ, মরহুম কমান্ডার ওয়াহেদ ও অন্যরা এই কনভয় থামানোর পরিকল্পনা করেন। তাদের সঙ্গে ছিল প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ মুজাহিদীন, যারা সশস্ত্র ছিল দুটি মর্টার, একটি রিকয়ললেস রাইফেল, ১২টি আরপিজি-৭, কিছু কালাশনিকভ ও এনফিল্ড রাইফেল নিয়ে। প্রতিটি গ্রুপকে একটি নির্দিষ্ট সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি গ্রুপ তাদের নিজ নিজ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে অ্যামবুশের জন্য প্রস্তুত ছিল।

হাবিবুল্লাহ (এইচআইকে), কমান্ডার আমান (আইইউএ) এবং আমি (এনআইএফএ) মিলে খাজা জাম থেকে খাজা মুসাফার পর্যন্ত সেক্টরের দায়িত্ব পাই। খাজা জাম চেলতান রোড ফর্ক থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। আমরা মূলত সড়কের দক্ষিণ পাশে অবস্থান নিই। কমান্ডার আজবগুল, ওয়াহেদ, আবদুলজান এবং কোচি খাজা মুসাফার থেকে পাজাক পর্যন্ত সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। তারা মূলত দক্ষিণ পাশে অবস্থান নেন। পাজাক থেকে পাকমান পর্যন্ত মুজাহিদীনরা রাস্তার উভয় পাশে অবস্থান করে।

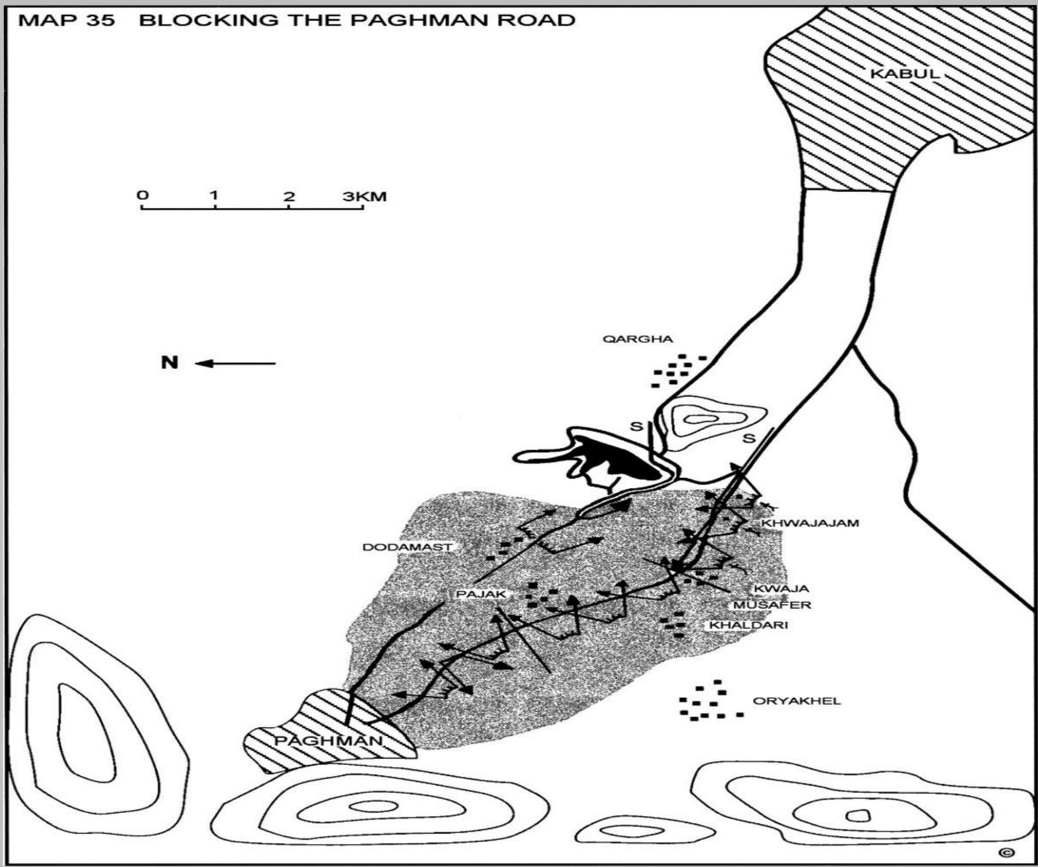
আমরা রাতে অ্যামবুশ পজিশনে গিয়ে বসি। পরদিন সকালে কনভয় কাবুল থেকে রওনা হয়। যখন অগ্রবর্তী সাঁজোয়া যান খাজা মুসাফারে পৌঁছে, আমরা গুলি চালাই। অ্যামবুশটি রূপ নেয় এক প্রচণ্ড যুদ্ধে। আমরা ১১টি সাঁজোয়া যান ও দুটি হেলিকপ্টার ধ্বংস করি। শত্রুপক্ষের বিমান ও হেলিকপ্টার বারবার আমাদের অবস্থান ধ্বংসের চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা প্রতিরোধ চালিয়ে যাই এবং যুদ্ধ টানা তিন দিন ধরে চলে।

এই যুদ্ধের সময়, গ্রামের মহিলারা আমাদের অবস্থানে রুটি ও দুধ এনে দিতেন। পুরো এলাকা আমাদের সমর্থন করছিল। পাকমান, ওরিয়াখেল ও খালদারি গ্রামের মানুষ আমাদের খাওয়াচ্ছিল। আশপাশের অঞ্চল থেকেও মুজাহিদীন এসে আমাদের শক্তি বাড়িয়েছিল। খালদারির মোদির জাহের নয়জন আহত মুজাহিদকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেন, তার স্ত্রী তাদের সেবা করেন, সেবা-শুশ্রূষা করেন, এবং ব্যান্ডেজ করেন।

সোভিয়েত বাহিনী আমাদের অ্যামবুশ এড়িয়ে ক্বারাঘা হয়ে পাকমান পৌঁছাতে চায়, কিন্তু মুজাহিদীনরা দোদামাস্ত এলাকায় তাদের থামিয়ে দেয়। পরে তারা খাজা মুসাফার পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, কিন্তু সেই বাহিনীও আরও মুজাহিদীন অ্যামবুশে পড়ে। যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল খাজা মুসাফার এবং আমরা সেখানেই শত্রু বাহিনীকে আটকিয়ে রাখি।

তিনদিনের যুদ্ধ শেষে শত্রু বাহিনী সংঘর্ষ বন্ধ করে কাবুলে ফিরে যায়। আমার সেক্টরে ১৩ জন শহীদ হন এবং অনেকেই আহত হন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ২০ জন আহত মুজাহিদের কথা জানি, তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি ছিল। শত্রুপক্ষের

১৪টি সাঁজোয়া যান ও ট্রাক ধ্বংস হয়। ৪০ জনেরও বেশি ডি.আর.এ সৈন্য ধরা পড়ে বা পালিয়ে আসে। আমরা শত শত ছোট অস্ত্র এ যুদ্ধে দখল করি।



COMMENTARY:

এটি মুজাহিদীনদের সফল মাঠ পর্যায়ের সমন্বয়ের একটি উদাহরণ—যা এই যুদ্ধে সবসময় দেখা যেত না। এই যুদ্ধে মুজাহিদীনরা একসঙ্গে কাজ করেছিল এবং যুদ্ধ চলতে থাকায় চারপাশের এলাকা থেকে আরও মুজাহিদীন এসে যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় তাদের সামগ্রিক ফর্মেশন আরও শক্তিশালী হয়।

ব্রিটিশরা একসময় লক্ষ্য করেছিল, আফগান যোদ্ধা গোত্রগুলোর মধ্যে একটি ভালো যুদ্ধ প্রায় চৌম্বকীয় প্রভাব সৃষ্টি করে—এবং সোভিয়েতরাও বুঝতে পারে যে এই বৈশিষ্ট্য সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায়নি।

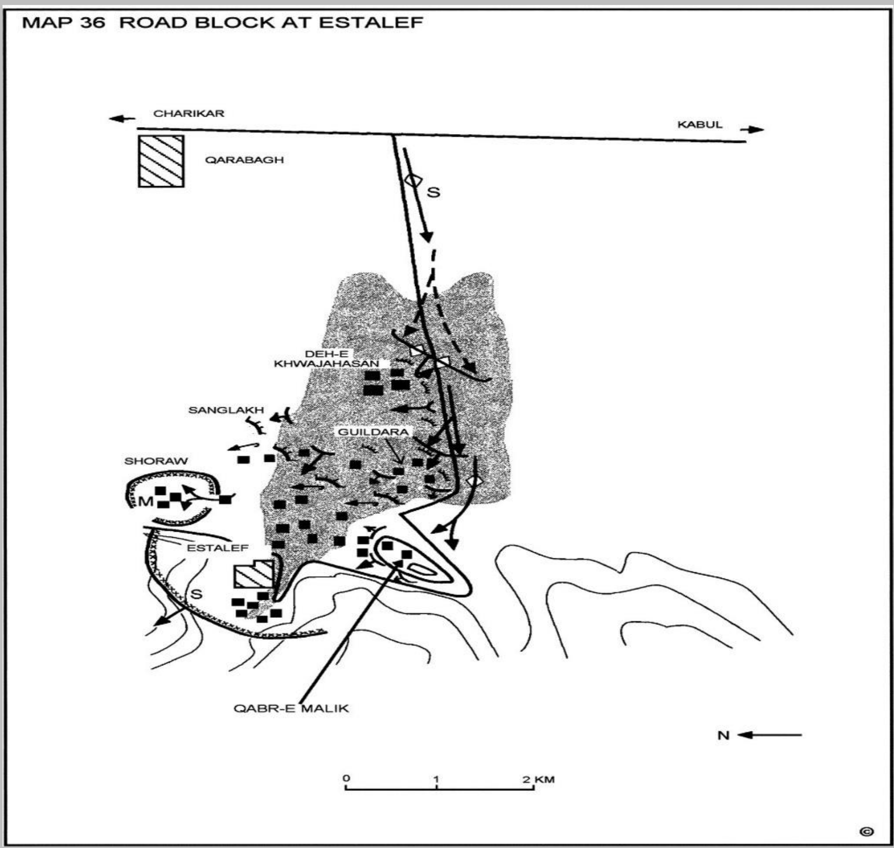
তিন দিন যুদ্ধের পর, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী সংঘর্ষ বন্ধ করে পিছু হটে, যদিও তাদের যোগাযোগের রাস্তাগুলো তখনো অক্ষত ছিল এবং মুজাহিদীনরা নির্দিষ্ট অবস্থানে আটকে ছিল। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণেও মুজাহিদীনদের মনোবল ভাঙা যায়নি, এবং সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী প্রয়োজনীয় পদাতিক সৈন্য মোতায়েন করে মুজাহিদীনদের সরাসরি আক্রমণ করার সাহস দেখায়নি।

পাকমানের দিকে যাওয়া সড়কটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ সবুজ এলাকায় চলে গেছে এবং মুজাহিদীনরা এই রুটে ভালোভাবে অ্যামবুশের অবস্থান বেছে নিতে ও তা মজবুত করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রীষ্মকালীন এই যুদ্ধে গাছপালা ও শস্যক্ষেত্র মুজাহিদীনদের জন্য চমৎকার আত্মগোপনের সুবিধা দিয়েছিল।

ঘটনা- ৩

ROAD BLOCK AT ESTALEF

by Commander Sofi Lal Gul



১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে, ফারজায় অবস্থিত আমার ঘাঁটি থেকে আমি আমার ২০ জন মুজাহিদ নিয়ে এসতালেফে যাই, কারণ অন্য মুজাহিদীনদের সাথে আমাদের এক সংঘর্ষে আমার একজন যোদ্ধা আহত হয়েছিল। এই সমস্যা মীমাংসার জন্য আমরা এসতালেফের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে যাই। এসতালেফ কাবুল শহরের ৪০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্র।

ডি.আর.এ এবং সোভিয়েত বাহিনী তাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে আমাদের উপস্থিতির খবর পায় এবং আমাদের উপর হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। রাতে আমাদের টহলদল জানায় যে কাবুল ও বাগরাম থেকে সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী এসতালেফের দিকে রওনা হয়েছে। সকালেই স্থানীয় নেতা ওয়াকিল মোহাম্মদ আমিন খানের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ মুজাহিদ নিয়ে আমরা এসতালেফের দে-এ খ্বাজাহাসান ও কবর-এ মালিক এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করি।

আমরা রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট চার-পাঁচ জনের দলে ভাগ হয়ে অ্যামবুশ তৈরি করি এবং কবর-এ মালিক পৌঁছানোর পর শত্রুর উপরের হামলার সংকেত দেই। আমরা শত্রুর সাঁজোয়া গাড়ির অগ্রভাগে আঘাত করি এবং তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। যদিও আমরা অর্কার্ড (ফলবাগান)-এর ভিতর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করায় সোভিয়েত পদাতিকদের পক্ষে আমাদের ঘেরাও করা কঠিন ছিল, তবুও সরবরাহ ও গোলাবারুদের ঘাটতি আমাদের দুর্বল করে ফেলে।

সোভিয়েত হেলিকপ্টার ও বিমান আমাদের উপর হামলা চালাতে থাকে। বিচ্ছিন্ন ছোট দলে বিভক্ত থাকার ফলে সমন্বিত কমান্ড ও কন্ট্রোল কার্যত দুর্বল হয়ে পড়ে। দুপুর ২টার দিকে গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে আহতদের নিয়ে পিছু হটি। শত্রু এসতালেফে ঢুকে ঘরবাড়ি তল্লাশি ও ধ্বংস করতে থাকে, আগুন লাগিয়ে দেয় অনেক ঘরে। আমাদের দলে ২ জন শহীদ ও ১৮ জন আহত হয়—এদের বেশিরভাগই ছিল বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত।

COMMENTARY:

এসতালেফে এতো বড় মুজাহিদীন সমাবেশ, যা সোভিয়েত/ডি.আর.এ ঘাঁটির খুব কাছেই, ছিল একদম অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। যদি মুজাহিদীন টহলদল সময়মতো আগমন সতর্ক না করত, তবে হতাহত অনেক বেশি হতে পারত।

মুজাহিদীনদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও দ্রুত রাস্তায় অবস্থান নেওয়ার কৌশল প্রশংসার যোগ্য। নিজেদের এলাকায় পরিচিত ভূপ্রকৃতি ও গাছপালার সাহায্যে তারা নিজেদের লুকাতে সক্ষম হয়েছিল।

তবে মুজাহিদীনদের দুর্বল সমন্বয় এবং কার্যকরী কমান্ড ব্যবস্থার অভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে, যা সময়মতো পাল্টা আক্রমণ বা উচ্চভূমি দখলের মতো কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়।

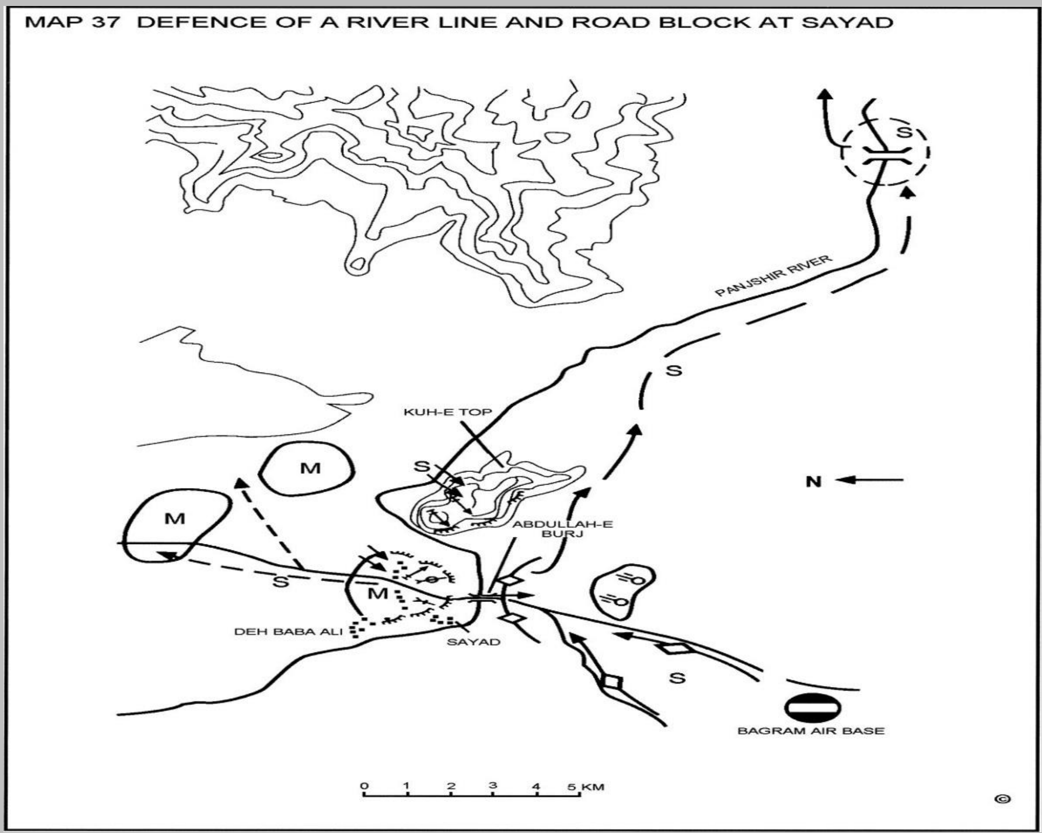
অন্যদিকে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী দক্ষতার সাথে তাদের পদাতিক বাহিনী নামিয়ে এবং প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মাধ্যমে মুজাহিদীনদের প্রতিরক্ষা ভেঙে দেয়। তবে, তারা শুধু সরাসরি আঘাত করেই সীমাবদ্ধ ছিল—তারা মুজাহিদীনদের ঘিরে ফেলতে বা পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করতে পারেনি। ফলে, মুজাহিদীনরা সিদ্ধান্তমূলক পরাজয়ের শিকার না হয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে।

মুজাহিদীনদের গোলাবারুদ ও সরবরাহের ঘাটতি ছিল এক বড় দুর্বলতা—এটি কৌশলগত সক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তাদের বেঁচে থাকা এবং ভবিষ্যতে আবারও যুদ্ধ করার লক্ষ্য ছিল প্রাধান্যপ্রাপ্ত, তাই তারা দীর্ঘ যুদ্ধ নয়, বরং টিকে থাকা বেছে নেয়।

ঘটনা- ৪

DEFENSE OF A RIVER LINE AND ROAD BLOCK AT SAYAD

by Commander Haji Abdul Qader



১৯৮৩ সালের শেষ গ্রীষ্ম ও শুরুর শরতে, আফগানিস্তানের কাপিসা প্রদেশের নেজরাও ও টাগাও জেলায় মুজাহিদীনরা সরকারি স্থাপনাগুলোর ওপর হামলা বাড়িয়ে দেয়। এই এলাকা পানশির নদীর পূর্ব পারে অবস্থিত এবং এটি সারোবি (কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর) কে পারওয়ান, কাপিসা এবং লঘমান প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোর সাথে যুক্ত করে।

এ এলাকায় পানশির নদীর ওপর একমাত্র স্থায়ী সেতুটি আবদুল্লাহ-এ-বুর্জ (Abdullah-e Burj)-এ অবস্থিত, যা সরাসরি বাগরাম বিমান ঘাঁটির সাথে সংযুক্ত। ফলে মুজাহিদীনরা প্রত্যাশা করছিল যে, বাগরাম ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনী একটি বড় হামলা চালাবে। তাদের লক্ষ্য ছিল নেজরাও ও টাগাওর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কাপিসার রাজধানী মাহমুদ-ই-রাকি এবং পানশির উপত্যকার মুখে অবস্থিত গুলবাহার পর্যন্ত কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিঃ
মুজাহিদীন কমান্ডার শাহীন (প্রায় ৬০০ যোদ্ধাসহ) ও লেখকের নেতৃত্বে (প্রায় ২৫০ যোদ্ধা) সম্মিলিতভাবে আবদুল্লাহ-এ-বুর্জ সেতুর উত্তর পাড়ে প্রতিরক্ষা গড়েন। সেতুর আশেপাশের উঁচু জায়গাগুলোতে তারা খন্দক খনন করে মজবুত দুর্গ বানায়। খন্দকগুলোতে তাঁবু ও মাথার ওপর কাঠামো নির্মাণ করা হয়, যাতে বিমান হামলা ও গোলাবারুদের হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়।

সরবরাহ আনার জন্য কাছের দেহ বাবি গ্রামে একটি ফরোয়ার্ড বেস স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে ট্রেঞ্চের মধ্য দিয়ে সরবরাহ পাঠানো হতো পিঠে, খচ্চর বা ঘোড়ার মাধ্যমে।

যেহেতু মুজাহিদীনরা ছিল স্থানীয়, তাদের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ গোপন এবং শত্রুরা এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এ গোপনতা মুজাহিদীনদের জন্য ছিল এক বিশাল কৌশলগত সুবিধা।

যুদ্ধের বিবরণঃ

৩১ অক্টোবর ১৯৮৩, সকালবেলায় বাগরাম থেকে একাধিক রেজিমেন্ট শক্তি নিয়ে সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী দুটি সমান্তরাল পথে অগ্রসর হয় এবং আবদুল্লাহ-এ-বুর্জ সেতুর দিকে এগোয়। তাদের অগ্রভাগে ছিল ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান। যখন অগ্রগামী বাহিনী নিচের সায়াদ গ্রামে পৌঁছায়, তখন পেছনের অংশ এখনো বাগরাম ছাড়েনি।

মুজাহিদীনরা আচমকা আগুন খুলে দেয় এবং শত্রু কিছু সময়ের জন্য থমকে যায়। একাধিক ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়। সোভিয়েতরা সেতু দখল করতে পদাতিক বাহিনী না পাঠিয়ে ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান দিয়েই আঘাত চালাতে থাকে, যার ফলে আরও যানবাহন ধ্বংস হয়।

সোভিয়েতরা এরপর ভারী গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা শুরু করে এবং আশেপাশের গ্রামগুলোতেও নির্বিচারে বোমাবর্ষণ চালায়। কিন্তু মুজাহিদীনরা সুরক্ষিত আশ্রয়ে থাকায় হতাহতের পরিমাণ কম হয়।

প্রতি আক্রমণের সময় মুজাহিদীনরা পুনরায় তাদের অবস্থানে ফিরে গিয়ে মেশিনগান, মর্টার, রিকয়েললেস রাইফেল ও আরপিজি দিয়ে শত্রুর ওপর হামলা চালায়। আশেপাশের এলাকা থেকে মুজাহিদীনরা এসে সহায়তা করতে থাকে—যা শত্রু বাহিনীর মনোবলে প্রভাব ফেলে। শত্রুর পিছনে ও পার্শ্বে হামলা বাড়তে থাকে।

১ নভেম্বর সকালে শত্রুর গোলাবর্ষণ আবারও শুরু হয়। কিন্তু দুপুরের দিকে তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে। পরে জানা যায়, তারা প্রায় ২০ কিমি নিচে শোখি এলাকায় একটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করে সেখানে দিয়ে নদী পার হয়ে নেজরাও ও টাগাওর দিকে অগ্রসর হয়।

মুজাহিদীনরা এরপর শত্রু রেখে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এবং ভাঙা ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান নদীতে ঠেলে ফেলে।

COMMENTARY:

সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনী অভিযানের শুরুতে পর্যাপ্ত টহল বা গোয়েন্দা তৎপরতা চালায়নি, এবং তারা অগ্রবর্তী ইউনিট দিয়ে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পথ রোধ করে রাখার ব্যবস্থা নেয়নি। ফলস্বরূপ, তারা মুজাহিদীনদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত হয়। যদি তারা আগেভাগে মুজাহিদীনদের রাস্তা অবরোধের বিষয়টি জানতে পারত, তাহলে তারা সম্মুখ আক্রমণ করে বারবার ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে অনেক কার্যকরভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারত।

সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনীর সম্মুখ আক্রমণের পরিবর্তে কয়েকটি বিকল্প কৌশল ছিল:

জাবুল-ই-সিরাজ ও গুলবাহার থেকে ডি.আর.এ সৈন্য সরিয়ে এনে মুজাহিদীনদের পেছন বা পার্শ্বদিক থেকে আক্রমণ চালানো, যেহেতু এই বাহিনীগুলো নদীর ওপারেই অবস্থান করছিল।

এমন কোনো জায়গা থেকে পদাতিক বাহিনী দিয়ে নদী পার হয়ে আক্রমণ করা, যেখানে কোনো প্রতিরোধ ছিল না, এবং তারপর পার্শ্ব থেকে মুজাহিদীনদের প্রতিরক্ষা ভাঙা।

যদি গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতো, তাহলে তারা যে পথ পরে বাধ্য হয়ে বেছে নেয় — অর্থাৎ শোকহি এলাকায় সেতু নির্মাণ করে অন্যপথে অগ্রসর হওয়া — সেটিই আগেই বেছে নিতে পারত, এতে সময় ও ক্ষয়ক্ষতি কম হতো।

প্রবল মুজাহিদ প্রতিরোধে একবার থেমে যাওয়ার পর সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনী দৃঢ়ভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়নি এবং ধীরগতিতে প্রতিক্রিয়া জানায়। ট্যাংক দিয়ে সেতু পার হওয়া কার্যকর হয়নি। তাদের উচিত ছিল নদীর একই পাড়ে অবস্থিত কুহ-এ-তোপ (Kuh-e Top) পাহাড় দখলে নেওয়া, যেটি সেতু দখলের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারা সেই সুযোগ হারায়। ফলে মুজাহিদীনদের আঞ্চলিক বাহিনী সহজেই শত্রু বাহিনীর পার্শ্ব ও পশ্চাদপদে আক্রমণ চালিয়ে দিতে পারে।

মুজাহিদীনদের গোপন কৌশল এবং সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরক্ষা তৈরি করাটা প্রশংসনীয় ছিল। তারা স্থানীয় কমান্ডারদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মজবুত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ও মাথার ওপর কাঠামো থাকার কারণে তারা বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণ থেকে বেঁচে যায়। পাশাপাশি তারা স্থানীয় অঞ্চলে যুদ্ধ করছিল, যার ফলে পরিবেশ ও জনসমর্থন ছিল তাদের পক্ষে।

তবে যদি মুজাহিদীনরা কার্যকর একটি অপারেশনাল সমন্বয়ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারত, তাহলে সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনী হয়তো নেজরাও ও টাগাও পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। আবদুল্লাহ-এ-বুর্জ, শোকহি, নেজরাও ও টাগাও এলাকায় থাকা মুজাহিদীনরা যদি সমন্বিতভাবে একসঙ্গে কাজ করত, তাহলে প্রতিরোধ আরও শক্তিশালী হতো। উন্নততর অপারেশনাল সমন্বয়ের মাধ্যমে শোকহি এলাকার মুজাহিদীনরা হয়তো নদী পার হয়ে কাপিসা প্রদেশে প্রবেশের পথও বন্ধ করে দিতে পারত।

ঘটনা- ৫

THE DEFENSE AGAINST THE SOVIET OPERATION "MAGISTRAL"

by General Gulzarak Zadran, Lieutenant Omar, Mawlawi Nezamuddin Haqani, and Mawlawi Abdul-Rahman

"আমরা ছিলাম এক হতাশাগ্রস্ত জাতি—আমাদের হাতে খুব বেশি সরঞ্জাম বা অস্ত্র ছিল না, কিন্তু আমাদের ছিল ঈমানের শক্তি, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর নির্ভরতা। আমরা অসম্ভব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম।"

– জেনারেল গুলজারাক জাদরান

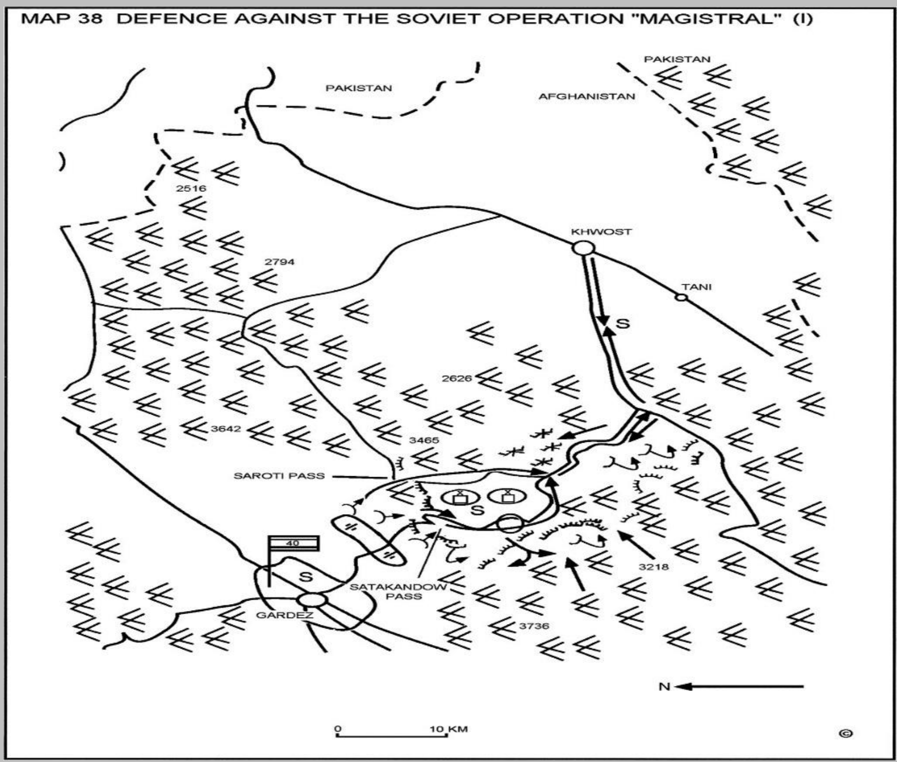
সরকারপন্থী (ডি.আর.এ.) সূত্র আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে একটি যৌথ সোভিয়েত/ডি.আর.এ. বাহিনী গারদেজ ও খোস্তের মধ্যবর্তী সড়ক খুলে দেওয়ার জন্য একটি অভিযান শুরু করবে। আমরা মুজাহিদীনরা ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে এই সড়ক বন্ধ করে দিই, এবং তখন থেকে সরকার কেবল আকাশপথেই খোস্তের ঘাঁটিতে রসদ সরবরাহ করে আসছিল। সরকার বহুবার এই রাস্তা পুনরায় খোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে—এমনকি দুইটি সম্পূর্ণ রেজিমেন্ট ধ্বংস হয়ে গেছে। এই রাস্তা একরকম কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল—এমন এক সড়ক যা মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, আর যা কেউ খোলার সাহস করতে পারত না।

আমরা দেখেছিলাম, ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে শত্রুপক্ষ গারদেজে বিশাল সৈন্য ও রসদ জড়ো করছে। এটি নিঃসন্দেহে সোভিয়েত ৪০তম সেনাদলের একটি বড় মাপের অভিযান হতে চলেছে, যেখানে সোভিয়েত মোটর রাইফেল ডিভিশনের একাধিক ইউনিট, প্যারাট্রুপার ডিভিশন, ডি.আর.এ. ইউনিট, স্পেতসনাজ বাহিনী, ব্যাপক আর্টিলারি, ভূমি-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র এবং সোভিয়েত বিমান শক্তি অংশ নেবে।

সেই সময়, জেনারেল জাদরান এই আসন্ন অভিযানের কৌশলগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। তিনি এই বিশাল বাহিনীর সমাবেশের দুটি সম্ভাব্য উদ্দেশ্য অনুমান করেন:
এক, সোভিয়েতরা পাক্তিয়া অঞ্চল থেকে সরাসরি পাকিস্তানকে হুমকি দিয়ে যুদ্ধের মাত্রা বাড়াতে চায়;
অথবা দুই, তারা বিশ্বের সামনে নিজেদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করতে চায় এবং সেই সাথে "অপ্রবেশযোগ্য" গারদেজ-খোস্ত সড়ক খুলে দিয়ে মুজাহিদিনের দুর্ভেদ্য ভাবমূর্তি ভেঙে দিতে চায়।

যদি সোভিয়েতদের লক্ষ্য পাকিস্তানকে হুমকি দেওয়া হতো, তাহলে খোস্ত পর্যন্ত রাস্তা খুলে দেবার পর পাক্তিয়াতে আরও অনেক বাহিনী মোতায়েন করতে হতো। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বিবেচনায় জেনারেল জাদরান মনে করলেন, এটা সোভিয়েতদের জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ এক পদক্ষেপ। বরং তিনি উপসংহারে পৌঁছান যে, সোভিয়েতরা আসলে এমন এক সামরিক কীর্তি অর্জন করতে চায়, যা দেখিয়ে তারা সসম্মানে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে পারে—তাদের দখলের সমাপ্তি যেন এক বিজয়ের রূপ পায়।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হলে সোভিয়েতদের অন্তত একটি ডিভিশন দিয়ে গারদেজ থেকে রাস্তা জোরপূর্বক খুলে নিতে হবে এবং তারপরে খোস্তের দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম দিক থেকে আগত ডি.আর.এ. ২৫তম পদাতিক ডিভিশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, যারা আরেকটি করিডোর খুলে আনার চেষ্টা করবে।
জেনারেল জাদরানের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ছিল—সোভিয়েতরা বহু বছর বন্ধ থাকা রাস্তা খুলে দিয়ে বিশ্বকে তাদের সামরিক শক্তির প্রদর্শন ঘটাতে চায়।



আমরা সাতা-কান্দাও পাসে সোভিয়েত আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। পাসের দুই কাঁধ রাস্তার চেয়ে প্রায় ৪০০ মিটার উঁচু, আর একবার পাসে ঢুকলে রাস্তাটি সর্পিলভাবে এগিয়ে চলে—একটার পর একটা হেয়ারপিন বাঁক নিয়ে। এটি প্রতিরক্ষার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। আমরা রাস্তার পাশে মাইনফিল্ডগুলো আরও মজবুত করলাম। পাসের মুখে তিন কিলোমিটার চওড়া এলাকায় তিনটি মাইন বেল্ট বসানো হয়, প্রতিটির মধ্যে দূরত্ব ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার। আমরা রাস্তাটি ও পাসটির ওপরের উঁচু জমিতে আমাদের অবস্থানগুলোকে আরও শক্তিশালী করলাম।

এই এলাকায় আমাদের মোট দশটি বিএম-১২ (BM-12) মাল্টিপল রকেট লঞ্চার ছিল। আমরা পাসের চূড়ায় জিজিইউ-১ (ZGU-1) বিমান প্রতিরক্ষা মেশিনগান স্থাপন করেছিলাম। এগুলো অবস্থানগত দিক থেকে ভালো অস্ত্র, কিন্তু পরিস্থিতি বদলালে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া কঠিন। এছাড়াও আমাদের ছিল ডিএসএইচকে (DShK) মেশিনগান, ৭৫ মিমি ও ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল এবং প্রচুর আরপিজি-৭।

হাজি নবাব খান সাতা-কান্দাও পাস অভিমুখের কমান্ডার ছিলেন। সাতা-কান্দাও পাস থেকে দুই কিলোমিটার পশ্চিমে খাদাই পাস নামে আরেকটি গৌণ পাস ছিল, যেখানে একটি কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। আমরা সেখানেও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করি। খাদাই পাস রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন কমান্ডার ইসমাইল।

এই এলাকার অধিকাংশ মুজাহিদীনই স্থানীয় বাসিন্দা—তারা নিজেদের গ্রাম ও ঘরবাড়ি রক্ষা করছিল। আফগানিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানকার মানুষ পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরে পালিয়ে যায়নি। এখানে বেশিরভাগ লোক জাদরান

(Zadran) গোত্রের, তবে অন্যান্য গোত্র ও ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজনও এতে অংশ নেয়। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী নেয়নি, নিয়েছিল গোত্র-পরিষদ। এটি ছিল ঘরবাড়ি রক্ষার এক যুদ্ধ।

এই এলাকার স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদীন কমান্ডাররা ছিলেন:

- মৌলভী নেজামউদ্দিন হাক্কানি
- মোল্লা ইব্রাহিম
- মোল্লা আবদুর রহমান
- ক্যাপ্টেন খান জামাক
- ইজত খান
- ঘাদায়
- দুল খান
- ঘানামকাই
- সাদাত
- হাকেম
- জং
- ড. খিয়ালি
- বাদশাহ
- আলেফ

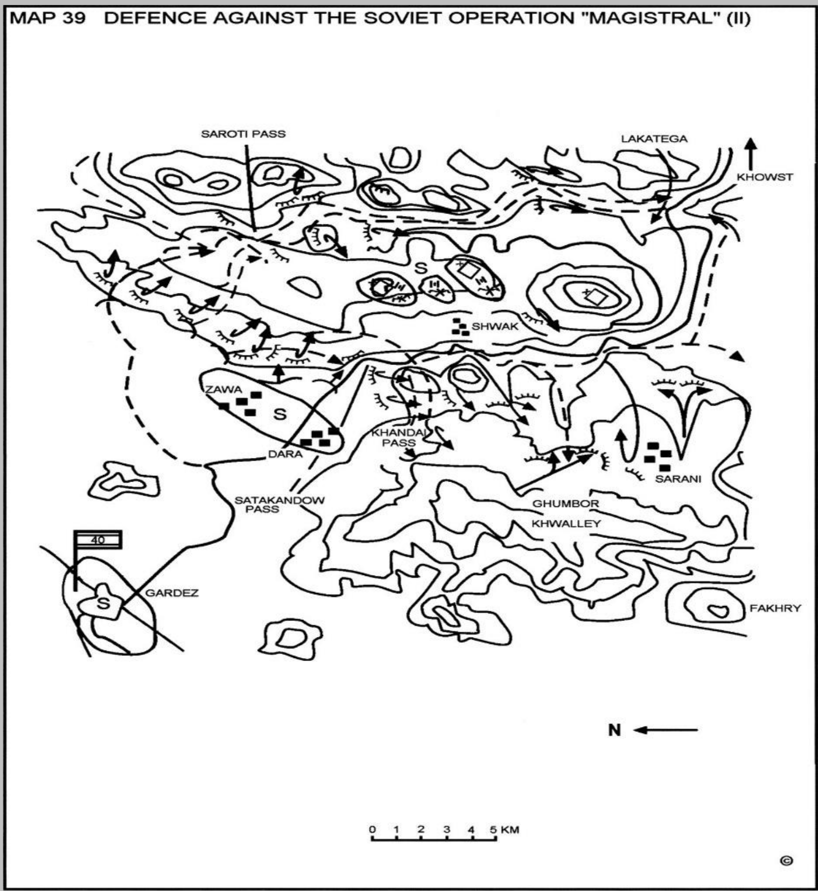
আমরা আমাদের সব শক্তি প্রধান সড়কে কেন্দ্রীভূত করি, যেটি সাতা-কান্দাও পাস দিয়ে চলে গেছে। সাতা-কান্দাও থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার পূর্বে সারোটি পাস দিয়ে আরেকটি রাস্তা যায়, যেটি দক্ষিণে ২৫ কিলোমিটার দূরে লাকাতেগায় গিয়ে মূল সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়। এটি দুর্বল মানের একটি সড়ক, যা দারি খেইল (Dari Khel) গোত্রের এলাকায় পড়ে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম সোভিয়েতরা এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চালাবে না, তাই আমরা এটিতে মাইন বসাইনি। তবে স্থানীয় মুজাহিদীনকে আমরা এখানে শক্তিশালী করি। প্রতিটি গোত্র হারবাকাই (গোত্রীয় স্বেচ্ছাসেবী সশস্ত্র প্রহরী) পাঠায় এবং আমরা দারি খেইল এলাকার সারোটি পাসে প্রায় ৩০০ হারবাকাই পাঠাই। কমান্ডার বাদশাহ সারোটি দিকটির নেতৃত্বে ছিলেন।

সোভিয়েতরা দারা ও জাওয়া-তে তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি গড়ে তোলে। তারা দারার কাছে ডিভিশন আর্টিলারি গ্রুপ (DAG) মোতায়েন করে এবং আরও পেছনে গারদেশের দক্ষিণে সেনা আর্টিলারি গ্রুপ মোতায়েন করে। তারা জাওয়ায় একটি ম্যানুভার ফোর্সও পাঠায়।

হঠাৎ করেই তারা জাওয়া থেকে সারোটি দিকে হামলা শুরু করে এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়ে পড়ি। চার-পাঁচ দিনের লড়াইয়ের পর সোভিয়েতরা আমাদের সারোটি অঞ্চলে পিছু হটতে বাধ্য করে। এই যুদ্ধে কমান্ডার বাদশাহ নিহত হন। কাদের শাহ কমান্ড নেয় এবং দৃঢ় প্রতিরোধ চালিয়ে ধাপে ধাপে পিছু হটেন।

সারোটি পাস দখলের পর সোভিয়েতরা প্রধান সড়ক ও সারোটি রাস্তার মাঝখানের উচ্চভূমিতে এয়ার অ্যাসল্ট ট্রুপ নামিয়ে দেয়। এতে তারা দুইটি পথকেই নিয়ন্ত্রণে নিতে সমর্থ হয়—এই উচ্চভূমি থেকে তারা মুজাহিদীন অবস্থানে গুলি চালায় এবং তাদের আগ্রাসনকে সমর্থন দেয়। এটি ছিল সোভিয়েতদের জন্য একটি কৌশলগত সফলতা।

এরপর তারা মুজাহিদীন সদর দপ্তর সারানিকে বিমানবোমা ও গোলাবর্ষণে লক্ষ্যবস্তু বানায়। এতে আমাদের কমান্ড ও যোগাযোগব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



সোভিয়েতরা উঁচু জমি থেকে সাতা-কান্দাও ও সারোতি থেকে নেমে আসা দুই উপত্যকার গ্রামগুলোতে আর্টিলারি ও রকেট হামলা চালাতে শুরু করল। ওই এলাকার জাদরান গোত্রের লোকজন দেশত্যাগ করেনি, তাই সোভিয়েতদের লক্ষ্য ছিল তাদের উৎখাত করা। তারা সফল হলো। অনেক মুজাহিদীন, নিজেদের পরিবারের নিরাপত্তা চিন্তা করে, লড়াই থেকে সরে এসে পরিবারকে পাকিস্তানে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই নির্জন পথে সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রগতি সহজ হল। তারা এখন সাতা-কান্দাও অক্ষরে মূল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

সোভিয়েতরা সাতা-কান্দাও পাসে ভারী বোমাবর্ষণ এবং আর্টিলারি হামলা চালিয়ে অপারেশন শুরু করল, এবং তাদের ম্যানুভারিং বাহিনী দারায় নিয়ে গেল। এরপর উচ্চ বিমান থেকে একটি বিমান প্যারাট্রুপার ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু আমরা বুঝলাম যে, প্যারাট্রুপার আসলে ছদ্মবেশী, আর আমাদের প্রতিক্রিয়া ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে তারা আমাদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারল।

এরপর তারা বীর্যবান আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিমান হামলা শুরু করে, আমাদের অবস্থানগুলোকে কয় ঘণ্টা অবধি অবরুদ্ধ করে রাখে। আমাদের অবস্থানগুলো ছিল আর্টিলারি প্রতিরোধী, কিন্তু বোমা-প্রতিরোধী নয়, এবং তাদের নজরদারি হওয়ায় তারা সঠিকভাবে হামলা চালাতে পারল। তারা জমিন থেকে আক্রমণ চালালেও আমরা তাদের রুখে দিলাম। পরের দিন আবারও তারা হামলা চালাল।

তাদের ভারী আর্টিলারি ও বিমান শক্তি আমাদের থেকে আক্রমণের প্রাথমিক সুবিধা নিয়ে নিল। পক্তিয়াতে সোভিয়েত বাহিনী ছিল না, আর আমরা ডি.আর.এ.র সঙ্গে লড়াই করতে অভ্যস্ত ছিলাম। ডি.আর.এ.-র কাছে ১৩০ মিমি'র বড় আর্টিলারি ছিল না। এখন আমরা পিছু হটছিলাম সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যারা BM-21 ও BM-27 মাল্টি রকেট লঞ্চার ব্যবহার করছিল। দারায় সোভিয়েতদের তিনটি দীর্ঘ-পরিসরের ভারী আর্টিলারি ছিল, একটি গাড়ির পিছনে চার চাকা। আমরা একটি গোলা নিক্ষেপ দেখলাম, যার গ্যাসের ধাক্কায় একটি জীপ উল্টে গেল। বিমান থেকে ক্লাস্টার বোমা ছুঁড়ে আমাদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছিল। আমরা এই অবস্থানে টিকে থাকতে পারছিলাম না, তাই আমরা পাহাড়ের পশ্চিম অংশ ঘুম্বোর খ্বালে ও ফাখরিতে উঠে গেলাম। সোভিয়েতরা আমাদের পিছন থেকে এগিয়ে আসল এবং পাঁচ দিনের লড়াইয়ের পর তারা সাতা-কান্দাও পাস দখল করল।

আমরা সাতা-কান্দাও পাসের রাস্তার কিছু অংশ কাটাছেঁড়া ও ধ্বংস করেছিলাম। সোভিয়েতরা যখন রাস্তা মেরামত করতে চেষ্টা করছিল, আমরা উঁচু স্থান থেকে তাদের ওপর হামলা চালাতাম। কিন্তু তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে তারা আমাদের আরো পাহাড়ের দিকে ঠেলে দিল। তাদের বাহিনী আমাদের পেছন থেকে আসা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় আমরা পিছু হটলাম। তারা গুলজারাক জাদরানের শ্বাক ঘাঁটি দখল করল। মুজাহিদীন যতোটা সামগ্রী নিয়ে যেতে পারল নিল, কিছু কিছু সামগ্রী ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মুজাহিদীন দক্ষিণপশ্চিমের পাহাড়ে সরে গেল এবং সোভিয়েত/ডি.আর.এ. তাদের গড়া ক্যাম্প দখল করে দুই দিন থেকে পরে সারানির দিকে অগ্রসর হল। তারা মুজাহিদীন ক্যাম্প ধ্বংস করল—এটি আমাদের প্রথম ইঙ্গিত যে সোভিয়েতরা ওই রুটে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান রাখতে চায়নি।

মুজাহিদীনদের কষ্ট বড় এবং হঠাৎ আমরা পানীয় জলের অভাবের মুখোমুখি হলাম। সোভিয়েত গোলাবর্ষণের তীব্রতা এত ছিল যে বিস্ফোরণের রাসায়নিক দ্রব্য জলের প্রবাহ দূষিত করেছিল। কেউ কেউ মনে করেছিল সোভিয়েতরা জল বিষক্রিয় করেছে কারণ এক গ্লাস জলও গলা আটকে দিত এবং অসুস্থ করত। আমরা বরফ পান করতাম, তবে তাতেও রাসায়নিকের প্রভাব ছিল। আমাদের সরবরাহ পথ বন্ধ ছিল এবং খাবার কম। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল তৃষ্ণা। মানুষ পানিহীনতার কারণে কষ্ট পাচ্ছিল, স্থানীয় জল ব্যবহার করতে পারছিল না। আমরা জলের ব্যবস্থা করতে পারিনি কারণ আগে থেকে স্থানীয় জল যথেষ্ট ছিল। রাস্তা বন্ধ থাকায় ট্রাক ঢুকতে পারেনি। আমাদের কাছে কিছু খচ্চর ছিল যা কিছু এলাকায় ব্যবহার করতে পারতাম, তবে অধিকাংশ জিনিস আমরা মুজাহিদীন বাহকদের মাধ্যমে বহন করতাম।

সোভিয়েতরা দক্ষিণে অগ্রসর হল। তারা দুই পাশের উঁচু স্থান দখল করার জন্য এয়ার অ্যাসল্ট বাহিনী নামিয়েছিল। তাদের কলামগুলো এরপর এই পিকেটিং ফোর্সের আড়ালে এগিয়ে যেত। সোভিয়েতরা লাকাতেগায় পৌঁছায় এবং সাতা-কান্দাও ও সারোতির কলামগুলো যুক্ত হয়। এরপর তাদের কাজ সহজ হয়। তারা লাকাতেগায় নিরাপত্তা টিম রেখে খোস্তের দিকে অগ্রসর হয়। একই সময়ে ডি.আর.এ.র ২৫তম পদাতিক ডিভিশনের একটি দল খোস্ত থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে আসা কলামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পথ নিরাপদ হলেই তারা খোস্ত শহরে রসদ পৌঁছে দিতে শুরু করে।

যুদ্ধের ঢেউ ঘুরতে শুরু করল। পরিবার নিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় মুজাহিদীনরা ফিরে এল। মৌলভী জালালউদ্দিন হাক্কানি এবং অন্যান্য কমান্ডাররা (মতিউল্লাহ, মুল্লা আবদুল গফুর, গুলজারাক জাদরান, আমানউল্লাহ, মুল্লা সেদ্দিক, তাওয়াক্কাল, আবদুর রহমান, wakil waziri মোহাম্মদ, পরী, পদশাহ খান এবং সাদাত) সড়কের পশ্চিমের পাহাড়ে অবস্থান নিল। পাকিস্তানি আইএসআই-এর কর্নেল ইমাম আসেন এবং মুজাহিদীনদের সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। হাজী আমানউল্লাহ খান ও অন্যান্য কমান্ডাররা আসেন। আফগানিস্তানের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ও পাকিস্তান থেকে মুজাহিদীন ও তালেবানরা যোগ দেন। তারা সবাই লড়াইয়ের জন্য আগ্রহী ছিল।

মুজাহিদীন ১২ জন কমান্ডার নির্বাচন করে ওয়াজি থেকে সাতা-কান্দাও পর্যন্ত শত্রুর প্রহরাগৃহ আক্রমণের জন্য দায়িত্ব দেয়। সোভিয়েতরা পার্শ্ব উপত্যকায় গিয়েছিল, কিন্তু ১২ কমান্ডার তাদের বাইরে করে শুধুমাত্র সড়কের আশেপাশে সীমাবদ্ধ করে রাখে। এরপর তারা রাস্তার ওপর আক্রমণ শুরু করে।

জালালউদ্দিন হাক্কানি ফাখরিতে ছিল। আবারও তিনি লড়াইয়ের সময় আহত হন—এইবার শারপেল পায়ের থাইতে লাগল। যদিও আহত ছিলেন, তিনি এক সপ্তাহ লড়াই চালিয়ে যান। এরপর তাকে পাহাড়ি পথ দিয়ে খচ্চর জ্বালিয়ে মিরাম শাহে সরানো হয়।

সোভিয়েত/ডি.আর.এ. মাত্র ১২ দিন রাস্তা খোলা রাখতে পারে। এরপর তারা সরে যায়। তারা যখন উঁচু অঞ্চল ছেড়ে গেল, তাদের অস্ত্র নিয়ে গেলেও গোলাবারুদ ছেড়ে যায়। মুজাহিদীন রাস্তা পুনরুদ্ধার করে এবং ডি.আর.এ. বা সোভিয়েতরা আর কখনও এটিকে পুনরায় খুলতে পারেনি।

যুদ্ধের তীব্রতা সত্ত্বেও মুজাহিদীনদের ক্ষতি ছিল কম—প্রায় ১০০ জন নিহত হয়। গ্রামবাসীরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ৮০% গ্রাম ধ্বংস বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোভিয়েত/ডি.আর.এ.-র ক্ষয়ক্ষতি অজানা। মুজাহিদীন এক হেলিকপ্টার ও তিনটি বিমান গুলি করে নিক্ষেপ করে। সোভিয়েতরা সরে যাওয়ার সময় আমরা দুটি সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ও চারটি ট্রাক জব্দ করি। প্রায় ৬০০ ডি.আর.এ. সৈন্য বন্দী পড়ে বা দলে ফেরত আসে, যাদের অধিকাংশ অস্ত্র নিয়ে পালায়।

COMMENTARY:

গুলজারাক জাদরানের সোভিয়েত বাহিনীর মূল্যায়ন মোটেও প্রশংসনীয় নয়। তিনি বলেন,

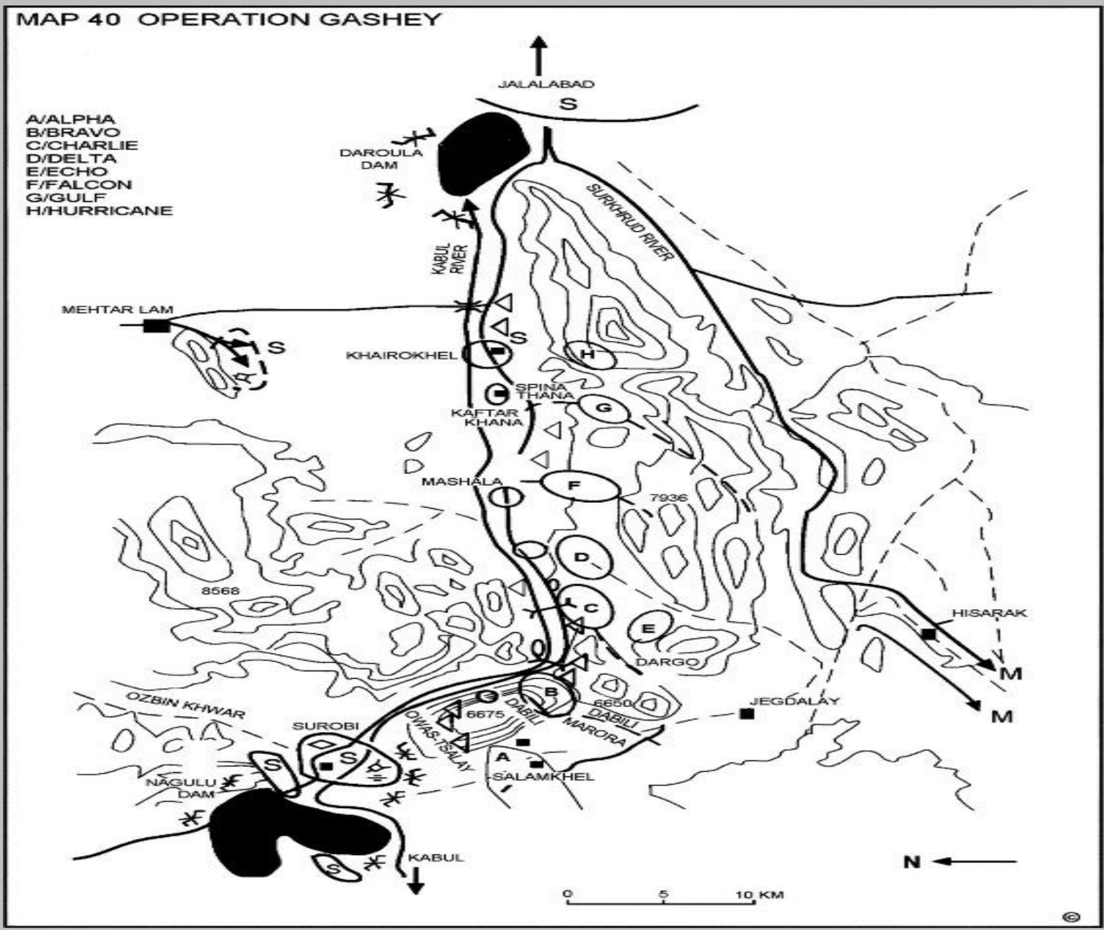
"আমাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে যে রুশ সেনাবাহিনী একটি অকেজো সামরিক প্রতিষ্ঠান, এবং কোনো পেশাদার সৈন্য তাদের শৃঙ্খলা বা লড়াই করার ইচ্ছায় উচ্চ নম্বর দেবে না। তারা অকার্যকর। আমি আরও বলতে চাই যে পুরো অভিযানজুড়ে রুশরা সর্বোচ্চ মাত্রায় আর্টিলারির ওপর নির্ভর করেছিল, এবং এক জন মুজাহিদিনের উপস্থিতিতেই তারা কয়েক মিনিট ধরে একটি ব্যাটারি বা তার বেশি গোলাবারুদ ছুঁড়ত। তারা যে উঁচু চূড়াগুলো হেলিবর্ন (হেলিকপ্টার দ্বারা ছড়ানো) সৈন্য নিয়ে দখল করেছিল, তা তাদের জন্য অনেক সাহায্য করেছিল। সেখানেও তারা নিজেদের চারপাশে নানা ধরনের মাইন স্থাপন করেছিল। আর এই 'ভালুক'রা শীতকালে নিজেদের গরম রাখতে ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে বসত, ফলে রাতভর চূড়াগুলো আগুনে জ্বলত। সোভিয়েত এয়ার ফোর্স খুব কার্যকর ছিল না কারণ তারা খুব উঁচুতে উড়ত, সম্ভবত আমাদের স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের ভয়ে।"

তবে, জেনারেল জাদরানের মন্তব্যের পরেও, সোভিয়েতদের এই অভিযানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ছিল চমৎকার। এটি শুরু থেকেই সোভিয়েত আগ্রাসনের কৌশলগত আচমকা আক্রমণ, একাধিক অক্ষ ব্যবহার, অপারেশনাল গতিসীমা এবং উদ্ভাবনের দিক থেকে সমতুল্য। আগ্নেয়াস্ত্র সহায়তা ও লজিস্টিকস পরিকল্পনা ছিল শ্রেষ্ঠমানের, এবং ছদ্মপ্যারাট্রুপার ব্যবহার ছিল নিখুঁত কৌশল। এয়ার-অ্যাসল্ট বাহিনী ব্যবহারও সুচারুরূপে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল। সোভিয়েতদের প্রত্যাহারের আগে একটি 'মুখরক্ষা' অভিযান প্রয়োজন ছিল, এবং 'ম্যাজিস্ট্রাল' (Magistral) সেই অভিযান ছিল।

ঘটনা- ৬

OPERATION GHASHEY (ARROW IN PUSHTO)

by General Abdul Rahim Wardak



২৩ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর ১৯৮৮ পর্যন্ত, জাতীয় ইসলামিক ফ্রন্ট অফ আফগানিস্তান (NIFA)-র প্রায় ২,০০০ মুজাহিদীন সারোবি এবং লাগমানের মধ্যে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়ক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম।

এই অভিযান ছিল চারটি দলীয় (NIFA, HIK, HIH এবং JIA) যৌথ কার্যক্রমের অংশ, যার উদ্দেশ্য ছিল আফগান রাজধানীর পূর্ব সরবরাহ রুট দুই মাস (অক্টোবর-নভেম্বর) বন্ধ রাখা। প্রতিটি দল ১৫ দিনের জন্য তাদের ইউনিট মোতায়েন করে মহাসড়কটি ব্লক করার দায়িত্ব পেয়েছিল। এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল নঙ্গরহার প্রদেশ থেকে সোভিয়েত বাহিনীর প্রত্যাহারের পর। মুজাহিদীনদের উদ্দেশ্য ছিল জালালাবাদের গারিসনকে সরকার পুনরায় শক্তিশালী করা থেকে বিরত রাখা, যাতে তারা টর্কহাম থেকে জালালাবাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে পারে।

দুর্গম ছয়টি ঘাঁটি এবং প্রায় ২০টি আউটপোস্ট এই সড়কের দুইপাশে DRA (আফগান গনপ্রজাতন্ত্রী বাহিনী)-এর ৮ম ও ১৮ম সীমান্ত রক্ষী ব্রিগেড, ৬০তম ইন্ফ্যান্ট্রি ডিভিশন, ১৫তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের ট্যাঙ্ক উপদল, সারানদয় ব্যাটালিয়ন এবং স্থানীয় মিলিশিয়া দ্বারা রক্ষিত ছিল। প্রতিটি ঘাঁটিতে অন্তত একটি প্লাটুন ছিল যা এক বা দুটি ট্যাঙ্ক বা APC, ১২২মিমি D30

হাউইটজার, ভারী মেশিনগান এবং ৮২মিমি মর্টার দ্বারা সমর্থিত ছিল। আউটপোস্টগুলোতে ৫-১০ জন সৈন্য থাকত, যারা মেশিনগান, AGS-১৭ অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার এবং মর্টার দ্বারা সমর্থিত ছিল।

আমি আমার বাহিনী গঠন করেছিলাম নঙ্গরহার এবং কাবুল প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মুজাহিদীন গোষ্ঠী থেকে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কিছু ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। এছাড়া, পাকিস্তানে NIFA কেন্দ্রীয় রিজার্ভ থেকে ৭০ জন প্রাক্তন আফগান সেনাবাহিনী অফিসার ছিল যারা যুদ্ধে কমান্ড ও টাস্ক ফোর্স পরিচালনায় অভিজ্ঞ।

আমি আমার বাহিনীকে পাঁচটি আক্রমণকারী দল (টাস্ক ফোর্স ব্রাভো, চার্লি, ফ্যালকন, গালফ এবং হারিকেন), দুইটি রোধকারী দল (টাস্ক ফোর্স আলফা এবং ডেল্টা), একটি রিজার্ভ দল (টাস্ক ফোর্স ইকো) এবং একটি রকেট লঞ্চার দল (সাকার রকেট লঞ্চার) হিসেবে সংগঠিত করেছিলাম। বাহিনীর গঠন নিচে দেওয়া হলো:

ক. কাবুল প্রদেশের পূর্ব সেক্টরের NIFA বাহিনী, ড. শাহরুখ গ্রানের সর্বমোট অধীনে

১. টাস্ক ফোর্স আলফা
AO: মারোরা এবং সালামখেল তাঙ্গায়
মুজাহিদীন সংখ্যা: ৩৫০
দলীয় কমান্ডার: সাদিক পাটাং, হাজী সাঙ্গিন, মির ওয়ালী, খাওয়ানি, মিরজন, ব্রেকমিন, হাজী হাবিব, এবং মোআলেম করিম।

২. টাস্ক ফোর্স ব্রাভো
AO: ডেবিলি
মুজাহিদীন সংখ্যা: ৩৯৩
দলীয় কমান্ডার: জনাত গুল, হাজী মীর, গুলবত, সাখি উসমানখেল, গুলাম রাসুল।

৩. টাস্ক ফোর্স চার্লি
AO: কামকায় দারগো
মুজাহিদীন সংখ্যা: ২৭৬
দলীয় কমান্ডার: মোহাম্মদ আলম, জাহের খান, সাহাক, সাখি জনিখেল, মজনুন।

৪. টাস্ক ফোর্স ডেল্টা
AO: ঘাটা দারগো
মুজাহিদীন সংখ্যা: ৪১১
দলীয় কমান্ডার: নূর হাসান, সাইয়েদ রহমান, ক্যাপ্টেন জলমায়, আফ্রিদি, গুলাব, নূর রহমান, রুহুল্লাহ।

৫. টাস্ক ফোর্স ইকো
AO: দারগো
মুজাহিদীন সংখ্যা: ৩৪৩
দলীয় কমান্ডার: হাসান খান কৈরোকেল, সারতোর, আসেল খান, ক্যাপ্টেন হাশমত, খালিল, এহসান।

৬. টাস্ক ফোর্স এসএসএম (সাকার)
AO: চাকরি (কাবুল বিমানবন্দর লক্ষ্য)
মুজাহিদীন সংখ্যা: ১০০
দলীয় কমান্ডার: ক্যাপ্টেন সেদিকুল্লাহ, জাহের খান, শিনওয়ারি, হনান, গুলাম হায়দার, উমর, হাসান খান, মোমিন খান।

খ. নঙ্গরহার প্রদেশ থেকে আসা NIFA বাহিনী, দক্ষিণ-পশ্চিম সেক্টর:

১. টাস্ক ফোর্স ফ্যালকন
AO: টর ঘর, কফতারখানা ঘাঁটির বিপরীতে
মুজাহিদীন সংখ্যা: ২৫০
দলীয় কমান্ডার: লেফটেন্যান্ট ওয়ালী, শারিআতি, মোহাম্মদ আনোয়ার।

২. টাস্ক ফোর্স গালফ
AO: টর ঘর, স্পিনা থানার ঘাঁটির বিপরীতে
মুজাহিদীন সংখ্যা: ৩৫০
দলীয় কমান্ডার: হাজী জামান ঘামশারিক, জাবিত জাহের।

৩. টাস্ক ফোর্স হারিকেন
AO: টর ঘর, খাইরোখেল ঘাঁটির বিপরীতে
মুজাহিদীন সংখ্যা: ১৩০
দলীয় কমান্ডার: আসেফ খান, কাজী সামিউল্লাহ।

যখন এই সব গ্রুপগুলো কাবুল নদীর দক্ষিণে একত্রিত হচ্ছিলো, তখন আমি লেফটেন্যান্ট আলী আহমদ ও গুঞ্চা গুলের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন মুজাহিদ্দীনকে তাদের উত্তর থেকে (ওজবিন এলাকা) বের করে কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কের উত্তর ঝাঁকুনিতে অবস্থিত দেবিলি ব্রিজের উপরে অবস্থান গ্রহণের আদেশ দিলাম। তাদের কাজ ছিল শত্রুর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা এবং আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা অপারেশনকে সহায়তা করা। এই দল নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করলেও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সরে আসতে হয়েছে।

প্রত্যেক গ্রুপে মুজাহিদ্দীনের সংখ্যা ১০০ থেকে ৩৫০ জনের মধ্যে থাকলেও, আমি তাদের মাত্র এক তৃতীয়াংশকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারতাম, কারণ বাকি সবাইকে সরবরাহ, নিরাপত্তা এবং মাঝে মাঝে সামনের সারির যোদ্ধাদের অবকাশ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতে হত।

আমার বাহিনী ব্যক্তিগত স্বয়ংক্রিয় রাইফেল (একে-৪৭), হালকা মেশিন গান (আরপিকে), ভারী মেশিন গান (পিকে), হালকা এন্টি-ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লঞ্চার (আরপিজি-৭), মিলান এন্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল লঞ্চার, ৮২ মিমি রিকোইললেস রাইফেল, ৭৫ মিমি রিকোইললেস রাইফেল, ৮২ মিমি মর্টার, ১০৭ মিমি মাল্টিপল ব্যারেল (বারো ব্যারেল) রকেট লঞ্চার (বিএম১২), সাকার রকেট লঞ্চার এবং স্টিঙ্গার কাঁধে চালানো এয়ার ডিফেন্স মিসাইল দিয়ে সজ্জিত ছিল।

আমি আমার পাঁচটি আঘাতকারী গ্রুপকে নির্দেশ দিলাম শত্রুর ঘাঁটি/আউটপোস্ট দখল করতে, সড়ক অবরোধ গড়ে তুলতে এবং শত্রুর কলামগুলোর বিরুদ্ধে ফাঁদ পেতে।

পশ্চিমে অবরোধ (হোল্ডিং) গ্রুপ—টাস্ক ফোর্স আলফা—মরোরা এবং সালামখেল টঙ্গায় অবস্থান করেছিল। আমি তাদেরকে নির্দেশ দিলাম আমার কার্যকারিতা এলাকা (এও) তে প্রবেশের চেষ্টা করা শত্রু কলামগুলোকে আটকে দিতে অথবা পুরাতন সারোবি-জালালাবাদ সড়ক ধরে আমার বাহিনীকে বায়ুপথ দেওয়ার চেষ্টা করা থেকে বাধা দিতে। এই সড়কটি জেগদালয়ে দিয়ে যায়, যা আমার মুজাহিদ্দীনের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্রগুলোর একটি। আমি টাস্ক ফোর্স আলফাকে "অন অর্ডার" মিশন দিয়েছিলাম সারোবিতে শত্রু সংগঠনকে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ব্যাহত করার জন্য।

আমি পূর্ব তীরের অবরোধ (হোল্ডিং) গ্রুপ—টাস্ক ফোর্স ডেল্টা—কেও একই রকম মিশন দিয়েছিলাম, অর্থাৎ অপারেশন এলাকার পূর্ব তীর, অর্থাৎ আবরেশমিন গর্গের পূর্ব মুখে। আমি টাস্ক ফোর্স ডেল্টাকে "অন অর্ডার" মিশন দিয়েছিলাম আঘাতকারী গ্রুপ হিসেবে প্রস্তুত থাকার জন্য।

রিজার্ভ গ্রুপ (টাস্ক ফোর্স ইকো) কে আমি ডারগো এলাকায় কেন্দ্রীভূত করেছিলাম। তারা শত্রুর হেলি-বোর্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার, টাস্ক ফোর্স আলফা, ব্রাভো, চার্লি, ডেল্টাকে সহায়তা করার এবং প্রয়োজনে পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুত ছিল।

রকেট লঞ্চার দলটি স্বাধীনভাবে কাজ করেছিল। তাদের মিশন ছিল চাকরি এলাকায় (প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে) অবস্থান গ্রহণ করে কাবুল বিমানবন্দর লক্ষ্য করে আঘাত করা, যাতে অপারেশনের অন্যান্য অংশ থেকে শত্রুর মনোযোগ বিভ্রান্ত করা যায়।

Conduct of the Operation

১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে অক্টোবরের প্রথম তিন সপ্তাহ পর্যন্ত, আমি মুজাহিদ্দীন বাহিনীর প্রস্তুতি, পুনঃসরবরাহ এবং মোতায়েনের কাজ পরিচালনা করেছি, যখন তারা কার্যক্রম এলাকায় এগিয়ে গিয়েছিল এবং যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেছিল। আমি মোট ৪০০ টন বিভিন্ন সরবরাহ পাকিস্তান থেকে কার্যক্রম এলাকার জন্য গাধা ও অন্যান্য প্যাক জন্তুর মাধ্যমে পরিবহন করিয়েছিলাম। সরবরাহের মধ্যে ছিল মাইন, ক্ষুদ্রাস্ত্রের গুলি, রকেট, মর্টার শেল ও এন্টি-ট্যাঙ্ক গোলাবারুদ।

আমার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বিভিন্ন মুজাহিদ্দীন দলগুলোকে গোপনে বিস্তৃত এলাকা থেকে মোতায়েন এলাকার দিকে সরানো, যাতে শত্রুর নজর এড়ানো যায় এবং বিমান হামলা থেকে বাঁচানো যায়। তদুপরি, পাকিস্তান থেকে পাকতিয়া, লোগর ও কাবুল—এই তিন প্রদেশের মধ্য দিয়ে গুলি, সরবরাহ ও মানুষ স্থানান্তর করার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা ও সতর্ক বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল।

মুজাহিদ্দীনরা সবাই অপরিশোধিত স্বেচ্ছাসেবক যারা জিহাদের জন্য লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল। নেতৃত্বের আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল গেরিলাদেরকে সামনের লড়াইয়ের পরিবর্তে, যদি না খুবই গুরুত্বপূর্ণও অদৃশ্য ও কঠিন হয়, পিছনের এলাকা নিরাপত্তা ও সরবরাহ পথ (LOC) নিরাপত্তার মতো কাজ করতে রাজি করানো। এটি সবসময়ই কঠিন ছিল কারণ স্বেচ্ছাসেবকরা যুদ্ধ করতে চেয়েছিল।

আরেকটি নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ ছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী বহুজাতিক বাহিনীকে একক কমান্ডে একত্রিত করে কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তীতে দেখা গেছে, ডান পাশের আঘাতকারী দলগুলো (টাস্ক ফোর্স ফ্যালকন ও হারিকেন) তাদের অবস্থান ছেড়ে, অঘোষিতভাবে নিজেদের স্থায়ী ঘাঁটিতে ফিরে গিয়েছিল যখন তাদের স্থায়ী ঘাঁটিতে শত্রুর হুমকি বেড়ে যায়। এছাড়া, অপারেশন সপ্তাহখানেক চলার পর অনেক মুজাহিদ্দীন অধৈর্য হয়ে অঘোষিতভাবে লড়াই এলাকা ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। মুজাহিদ্দীনরা আলী জালালির বর্ণনা মতে "সংক্ষিপ্ত আঘাত ও দীর্ঘ পালানোর কৌশল" অনুসরণ করত।

এর অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, মুজাহিদ্দীনরা মনে করত তারা হাজারো লড়াইয়ের যুদ্ধ করছে, আর কোনো একক লড়াই নির্ধারক নয়। তাই, মুজাহিদ্দীনরা মনে করত লড়াই সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত যেন তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে।

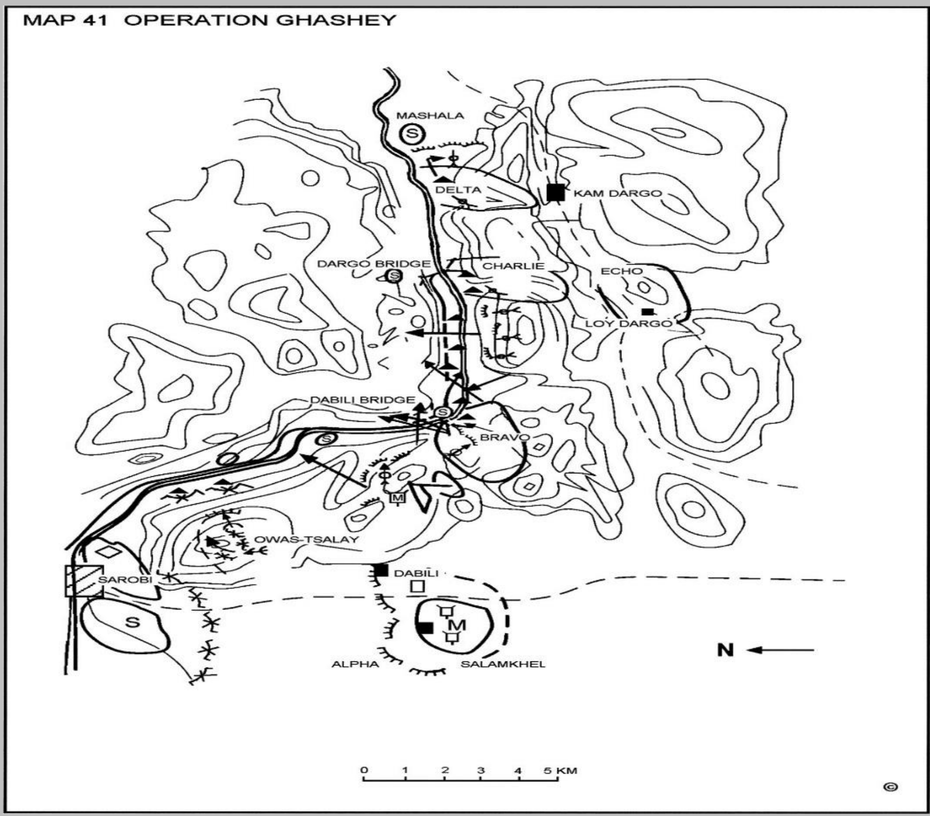
আরেকটি কারণ ছিল কার্যকর লজিস্টিক সিস্টেমের অভাব, যা খাবার, চিকিৎসা সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা দিতে পারত না। যোদ্ধাদের সব সরবরাহ লড়াইয়ের আগে প্রদান করা হত। পরে খুব কমই পুনঃসরবরাহ হত। এর ফলে মুজাহিদ্দীনদের ভারী বোঝা বহন করতে হত এবং খাদ্যের জন্য ঘাটতি খুঁজে বেড়াতে হত। স্থানীয় খাদ্য সম্পদ ছিল সীমিত কারণ সোভিয়েতরা স্থানীয় অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং গ্রামীণ জনসাধারণকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, মুজাহিদ্দীনদের মাঠ ration (খাবার) পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসতে হত, যা ছিল খুবই খারাপ ও একঘেয়ে (সাধারণত রুটি-চা অথবা সিদ্ধ ভাত ও ডাল)।

মুজাহিদ্দীনরা তাদের নিজ এলাকা বা বাড়ির জমিতে লড়াই করতেই সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স দেখায়। এই অপারেশন এলাকা তাদের অধিকাংশ বাহিনীর "ঘরের মাঠ" ছিল না। তারা তাদের নিজ গ্রাম থেকে দূরে লড়ছিল যেখানে তাদের খাবার ও বিশ্রামের সুযোগ বেশি ছিল। আফগান প্রতিরোধের ঐতিহ্যগত ঘরের মাটির প্রতি সংযুক্তি থাকার কারণে, অনেক মুজাহিদ্দীন তাদের নিজ গ্রাম লড়াই করার মতো উৎসাহ এখানে অনুভব করত না।

অবশেষে, পাহাড়ে দীর্ঘ যাত্রা কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে, যা যুদ্ধের আগে ক্লান্তি সৃষ্টি করত। মুজাহিদ্দীন কমান্ডারদের জন্য অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত যোদ্ধাদের দীর্ঘ সময় একসঙ্গে রাখা কঠিন ছিল।

যদিও আমার অপারেশনের পরিকল্পনা সারোবি থেকে সুরখাকান সেতু পর্যন্ত (৭০ কিলোমিটার) বিস্তৃত ছিল, মূল লড়াই হয়েছিল দেবিলি ও ডারগো ঘাঁটির মধ্যে চার কিলোমিটার এলাকায় (ম্যাপ ৬-৭বি - তীর ২)। অন্যান্য স্থানে লড়াই ছিল এই লড়াইয়ের সহায়তায় (টাস্ক ফোর্স আলফা, ডেল্টা ও ইকো), অথবা স্বতন্ত্র আক্রমণ (যেমন খায়রখেল পোস্ট, স্পিনা থানা ঘাঁটি এবং কাফতারখানা ঘাঁটিতে আক্রমণ)।

অপারেশন শুরু হয় কাবুল সামরিক বিমানবন্দরে রকেট আক্রমণ দিয়ে, ১৯ অক্টোবর। রকেট লঞ্চার দল বিমানবন্দর লক্ষ্য করেছিল এবং মাঝে মাঝে আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে রাখে যতক্ষণ না সড়ক অবরোধ শুরু হয় এবং কয়েক দিন পরে রকেট দল জাগদালয়ে চলে যায়, যেখানে তারা নঘলু-সারোবি এলাকার শত্রু সমবায়কে লক্ষ্য করে।



আমার অপারেশন পরিকল্পনার চারটি ধাপ ছিল:

১. শত্রুর ঘাঁটি ও আউটপোস্ট ধ্বংস করে দখল করা।
২. সড়ক অবরোধ করা — সেতু ধ্বংস, মাইন বেঁধে দেওয়া এবং সড়ক পুনরায় খোলার চেষ্টা করা শত্রু কলামগুলোকে গোলাবারুদি আঘাত করা।
৩. শত্রু সড়ক পুনরায় খুলতে সক্ষম হলে বড় পরিসরের একটি ফাঁদ পেতো, যাতে শত্রুকে ব্যাপক ক্ষতি করা যায়।
৪. যোগাযোগ ভেঙে সরে আসা।

প্রথম ধাপ (PHASE ONE)

আঘাতকারী দলগুলো ১৯৮৮ সালের ২৩ অক্টোবর সকাল ১০টা নাগাদ দীর্ঘ ফ্রন্ট জুড়ে তাদের আক্রমণ শুরু করল। রকেট লঞ্চার, মর্টার, রিকোইলেস রাইফেল এবং ভারী মেশিনগানগুলো দক্ষিণের উঁচু স্থান থেকে মহাসড়ক পর্যবেক্ষণ করে সহায়তা আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে সাহায্য করছিল। যেহেতু শত্রু এলাকা ব্যাপকভাবে মাইনড (বোমা স্থাপন) করেছিল, তাই আমার মুজাহিদ্দীনরা সড়কে সব দিক থেকে নামতে পারেনি। বরং তারা সীমিত সংখ্যক পাহাড়ি ঝরনায় নামল। এই ঝরনাগুলো নিরাপদ ছিল কারণ বারবার সেগুলোতে বন্যা আসে, যার ফলে সেখানে মাইনক্ষেত্র দীর্ঘস্থায়ী রাখা সম্ভব হয় না। এই ঝরনাগুলো মূলত দেবিলি ও ডারগো এলাকায় ছিল।
মুজাহিদ্দীনরা মাইনড এলাকা পেরিয়ে যাওয়ার পর ছড়িয়ে পড়ে এবং পাকা রাস্তা ধরে শত্রুকে আক্রমণ করে। তাদের গতিবিধি ছিল ঝরনার উপরের উঁচু স্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ঢালাইয়ের আচ্ছাদিত। আঘাতকারী দলগুলো নির্দিষ্ট শত্রু আউটপোস্ট ও ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীব্র যুদ্ধে, বিকেল ৪টার মধ্যে বেশ কয়েকটি পোস্ট দখল করা হয় এবং অনেকগুলো নিজেদের ঘাঁটি ও পার্শ্ববর্তী পোস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।
অক্টোবর ২৫ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন পরবর্তী আক্রমণে, আমার বাহিনী ১৪টি আউটপোস্ট এবং ৪টি ঘাঁটি দখল করল। সেখানে থাকা সৈন্যরা নিহত, পালিয়ে বা বন্দী হল। আমরা প্রায় ১০০ বন্দী, ১১টি ট্যাঙ্ক বা APC এবং ২১টি অন্যান্য

যানবাহন জব্দ করলাম। সারোবি ও নঘলুতে অবস্থিত জলবিদ্যুৎ স্থাপনা, যা কাবুল ও জালালাবাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করত, তা ক্ষতিগ্রস্ত করলাম। আমাদের লোকসান ছিল ১০ জন নিহত ও ২১ জন আহত।

দ্বিতীয় ধাপ (PHASE TWO)

আমার আঘাতকারী দলগুলো মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পর, তারা তিনটি মহাসড়ক সেতু ধ্বংস করল—খায়রখেল সেতু, ইস্তেহকাম (ডারগো) সেতু এবং দেবিলি সেতু; সড়কে মাইন বসালো; সড়ক অবরোধ তৈরি করল এবং মহাসড়ক, সড়ক অবরোধ এবং ধ্বংস হওয়া সেতু পর্যবেক্ষণ করে দক্ষিণের উঁচু স্থানে আগ্নেয়াস্ত্রের অবস্থান স্থাপন করল। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে চারটি আউটপোস্ট এবং অবশিষ্ট ঘাঁটিগুলো (মাশআলা ঘাঁটি ছাড়া) আমাদের হাতে পড়ল।

জনগণের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তানের (DRA) প্রতিক্রিয়া ধীর ও ধাপে ধাপে ছিল। DRA-এর পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা পোস্ট যথেষ্ট ছিল না মহাসড়কটি ঘিরে থাকা উঁচু এলাকায়। DRA তাদের আউটপোস্ট পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়, শুধুমাত্র ওয়া-তসালায় পোস্ট ফিরে পায়। ওয়া-তসালায় পোস্ট ছিল সারোবির সবচেয়ে উঁচু চূড়ায়, যা মুজাহিদ্দীন দলের অবস্থান এবং আর্টিলারি স্থাপন পর্যবেক্ষণে সহায়তা করত। ওয়া-তসালায় পোস্ট বেশ কয়েকবার দখল-বদল হয়, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত এটাকে ধরে রাখতে সক্ষম হলাম। DRA পুরো অপারেশন জুড়ে মাশআলা ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

আমাদের আক্রমণে এই মহাসড়কের অংশ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। DRA-এর প্রতিক্রিয়া খুব ধীর ও অকার্যকর ছিল। সারোবির DRA বাহিনী আমার আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচুর আর্টিলারি নিক্ষেপ করত, এবং তাদের বিমানগুলো গর্গের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের পাথুরে ঝাঁকুনি এলাকায় সন্দেহভাজন মুজাহিদ্দীন অবস্থানগুলোতে বোমা ফেলত। DRA ও সোভিয়েত হেলিকপ্টার গানশিপগুলো খুব কার্যকর ছিল না কারণ তারা ঝরনার মধ্য দিয়ে নিচু উচ্চতায় বা আমাদের অবস্থানের কাছে উড়তে সাহস করত না। DRA সারোবি বা গর্গের পূর্ব মুখ মাশআলা ঘাঁটি থেকে NIFA অবস্থানগুলোকে আক্রমণ বা ফ্ল্যাঙ্ক করার চেষ্টা করেনি। তারা সরবরাহ ও প্রত্যাহার পথ বিচ্ছিন্ন করতে হেলিবোর্ন সৈন্য ব্যবহার করাও করেনি।

অক্টোবর ২৫ থেকে অপারেশনের শেষ পর্যন্ত, শত্রু গর্গের দুই প্রবেশ পথে বাহিনী গঠন এবং আমাদের সড়ক অবরোধ ভেঙে গর্গের মহাসড়ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে গেল। DRA পেশাদার পদাতিকের সমর্থনে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে পূর্ব থেকে মাশআলা ঘাঁটি এবং পশ্চিম থেকে সারোবি থেকে সামনা সামনি আক্রমণ চালালো। DRA ১১তম ডিআরএ ডিভিশনের সদস্যদের নিয়ে মাশআলা ঘাঁটি শক্তিশালী করল, যারা পূর্ব লঘমান প্রদেশের আলিনগার জেলায় অভিযান চালাচ্ছিল।

লঘমান ও জালালাবাদ থেকে DRA-এর বাহিনী বৃদ্ধির কারণ ছিল নাঙ্গরহার প্রদেশের মুজাহিদ্দীন দলগুলো (টাস্ক ফোর্স হারিকেন, গাল্ফ ও ফ্যালকন) সপ্তাহখানেক পর নিজেদের নিয়োজিত লক্ষ্যমাত্রা দখল করার পর সরে যাওয়া। DRA নাঙ্গরহার প্রদেশে পুনরায় জোর বাড়িয়েছিল এবং সেই এলাকার মুজাহিদ্দীনরা নিজেদের বাড়ি রক্ষায় ফিরে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, DRA পূর্ব থেকে গর্গে আরো সৈন্য পাঠিয়ে প্রধান বাধা (ডারগো ও দেবিলির মধ্যে) ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল। অক্টোবর ২৫ থেকে ৩১ পর্যন্ত DRA একাধিক ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে মহাসড়ক পুনরায় খুলতে চেয়েছিল এবং লোক ও যানবাহনে ক্ষতি ভোগ করেছিল।

যখন টাস্ক ফোর্স ফ্যালকন, গাল্ফ ও হারিকেন তাদের সেক্টর থেকে সরে গেল, তখন DRA-এর দুটি মেকানাইজড কলাম দুই দিক থেকে এলাকা দখল করার চেষ্টা করল। ৮ম ডিআরএ ডিভিশনের সদস্যরা, সোভিয়েত সমর্থন নিয়ে, কাবুল থেকে সারোবির দিকে এগিয়ে মহাসড়ক খুলতে চাইল। অন্য একটি কলাম জালালাবাদ থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে ডারগো ও দেবিলির মধ্যকার মুজাহিদ্দীন অবরোধ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল। দু'মুখী আক্রমণের চাপে এবং সরবরাহের অভাবে আমি আমার ফ্রন্ট সংকুচিত করে দেবিলি ও ডারগোর মধ্যবর্তী চার কিলোমিটার এলাকায় কেন্দ্রীভূত হলাম, যেখানে আগে আমার মুজাহিদ্দীনরা মহাসড়কের সেতু ধ্বংস করেছিল।

১ থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত শত্রু সেতু নির্মাণ যানবাহন নিয়ে, ট্যাঙ্ক ও মোটরাইজড পদাতিক সমর্থনে, দেবিলি ও ডারগোতে কাবুল নদীর ওপর সেতু নির্মাণের চেষ্টা করল। আমরা মুজাহিদ্দীনরা বারবার দক্ষিণের উঁচু স্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে তাদের চেষ্টা ব্যাহত ও পরাজিত করলাম। আমরা ভালোভাবে প্রস্তুত অবস্থান থেকে ক্রসফায়ারে DRA কলামগুলোকেও আক্রমণ করেছিলাম। এই প্রচেষ্টায় DRA বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক, APC ও সেতু নির্মাণ যন্ত্রপাতি হারিয়েছিল।

তৃতীয় ধাপ (PHASE THREE)

অপারেশনের তৃতীয় ধাপ ছিল সরে যাওয়ার আগে বড় পরিসরের একটি ফাঁদ বসানো। আমি সব মুজাহিদ্দীন টাস্ক ফোর্সকে নির্দেশ দিলাম ৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৮টা থেকে সম্পূর্ণ রেডিও নীরবতা বজায় রাখতে এবং গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে। আমি আরও কিছু মুজাহিদ্দীনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলাম, যা ছিল একটি ধোঁকাবাজি অংশ হিসেবে। পরের সকালে পুরো ফ্রন্ট শান্ত ছিল। DRA মহাসড়ক ধরে মুক্তভাবে চলাফেরা করছিল এবং প্রয়োজনীয় সেতু পুনঃস্থাপন করেছিল।

বিকেল ৩:৩০ টায়, DRA ডেবিলি সেতু পার হয়ে ডারগোর দিকে বড় মেকানাইজড কলাম নিয়ে এগোতে শুরু করল এবং আমাদের "হত্যার এলাকা" তে প্রবেশ করল। উভয় দিক থেকে গর্গে গাড়ির ঢল নামে, ফলে অনেক গাড়ি হত্যার এলাকায় ঢুকল। দুই-দিকের রাস্তা যানজটপূর্ণ হয়ে পড়ল। পূর্ব থেকে আসা কলামের সামনের দিক ডেবিলি সেতুতে এবং পশ্চিম থেকে আসা কলামের সামনের অংশ নতুন মেরামতকৃত ডারগো সেতুতে পৌঁছল।

যখন দুইটি পুনঃস্থাপিত সেতুর মাঝের চার কিলোমিটার রাস্তা যানজটপূর্ণ ছিল, তখন আমি গুলির সংকেত দিলাম। আমার মুজাহিদ্দীনরা পুরো ফ্রন্ট জুড়ে গুলি ছোড়া শুরু করল এবং DRA-কে চমকে দিল। গুলির সময় শুরু হয় বিকেল ৪টায় এবং চলল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। আমরা ফাঁদে ফেলা কলামগুলোতে ব্যাপক ক্ষতি করলাম। DRA-এর কলামগুলো সরোবির দিকে সরে গেল।

শত্রুর আউটপোস্টগুলি দখল করা হলো:

১. ওয়া-তসালায় পোস্ট
২. শেরখান আপার পোস্ট
৩. ঘরায় পোস্ট
৪. দুইটি আউটপোস্ট পুল-ই ইস্তেহকাম সেতু ও দেবিলি ঘাঁটির মধ্যে
৫. দুইটি আউটপোস্ট পুল-ই ইস্তেহকাম ঘাঁটির চারপাশে
৬. এক আউটপোস্ট ডারগো ও পুল-ই ইস্তেহকাম সেতুর মধ্যে
৭. ডারগো পোস্ট
৮. কালিমা পোস্ট
৯. গিরদাবি পোস্ট
১০. তুত পোস্ট
১১. সূরে টাইগা পোস্ট
১২. লাকাই পোস্ট
১৩. টেকাস পোস্ট
১৪. সুরখাকান সেতু পোস্ট
১৫. খায়রখেল পোস্ট
১৬. লোয়ার খায়রখেল পোস্ট

অপারেশনের সময় শত্রুর ঘাঁটিগুলি দখল করা হলো:

১. দেবিলি ঘাঁটি
২. ডারগো ঘাঁটি
৩. পুল-ই ইস্তেহকাম ঘাঁটি (ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজ ঘাঁটি)
৪. টৌরি ঝোয়ারী ঘাঁটি
৫. কাফতারখানা ঘাঁটি
৬. স্পিনা থানা ঘাঁটি

চতুর্থ ধাপ (PHASE FOUR)

আমার মুজাহিদ্দীনরা DRA-এর কোনো বাধা ছাড়াই সরে আসল। ফাঁদ বসানোর পর রাতের অন্ধকারে তারা শত্রুর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাদের নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে গেল।

DRA/সোভিয়েতদের লোকসান

পুরো অপারেশনের সময় মোট লোকসান ছিল:

৪২টি ট্যাঙ্ক ও APC, ৬টি BMP, ৯টি আর্টিলারি বন্দুক, ১টি BM-১৩ মাল্টিপল রকেট লঞ্চার, ১টি বুলডোজার, ২টি ক্রেন, ৬৫টি সাধারণ যানবাহন, ২টি জেট বিমান এবং ১টি হেলিকপ্টার গানশিপ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশির ভাগ যানবাহনের ক্ষতি তৃতীয় ধাপের ফাঁদ বসানোর সময় হয়েছে।

৫০০-এর বেশি সৈন্য নিহত বা আহত, এবং ২১২ সৈন্য ও ১১ অফিসার বন্দী হয়েছে।

৪টি পিস্তল, ২৬১টি অ্যাসল্ট রাইফেল, ২টি ফ্লেয়ার গান, ৩টি হালকা মেশিনগান, ৪টি মাঝারি (PK) মেশিনগান, ৩টি ভারী ৭.৬২ মিমি মেশিনগান, ৩টি ১২.৭ ডিএসএইচকে মেশিনগান, ৭টি ZGU-১ ১৪.৫ মিমি ভারী মেশিনগান, ২টি AGS-১৭ স্বয়ংক্রিয় গ্রেনেড লঞ্চার, ১৩টি RPG-৭ এন্টি-ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লঞ্চার, ৭টি মাঝারি ৮২ মিমি মর্টার এবং ১৯টি ট্যাকটিক্যাল রেডিও সেট বন্দী হয়েছে।

মুজাহিদ্দীনের লোকসান

১৮ জন নিহত এবং ৫৩ জন আহত।

COMMENTARY:

অপারেশন অ্যারো ছিল মুজাহিদ্দীদের করা কয়েকটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত এবং যথেষ্ট সমন্বিত বৃহৎ আকারের অপারেশনের মধ্যে একটি। কমান্ড ও স্টাফ এবং মুজাহিদ্দীণ যোদ্ধারা যুদ্ধে উচ্চমানের দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল। এটি ছিল একটি জটিল, সাহসী প্রচেষ্টা যা একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য অর্জন করেছিল। যোদ্ধাদের সংখ্যার পরিমাণ, প্রস্তুতির জন্য ব্যয়কৃত সময় (জেনারেল ওয়ারদাকের মতে দুই থেকে তিন মাস), পরিকল্পনার জটিলতা, যুদ্ধক্ষেত্রে সরবরাহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য (যা বেশির ভাগই পাকিস্তান থেকে তিনটি প্রদেশ—পক্তিয়া, লোগর ও নাঙ্গরহার—পারে আনা হয়েছিল), এবং অর্জিত ফলাফল বিবেচনা করলে, দেখা যায় অপারেশন অ্যারো ছিল ব্যয়বহুল এবং তেমন কার্যকরী নয়।

অপারেশন অ্যারো মূলত সামরিক নয়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করছিল এবং সেই সময়ে সোভিয়েত বাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি বাহিনী ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছিল। মানুষ আশা করেছিল যে সোভিয়েত চলে গেলে ডিআরএ দ্রুত ভেঙে পড়বে। মুজাহিদ্দীর বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী আফগানিস্তানের পোস্ট-কমিউনিস্ট সরকারে নিজের স্থান তৈরির জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। আরব ও পশ্চিমা সমর্থকদের আগ্রহ এবং আর্থিক সহায়তা ধরে রাখতে মুজাহিদ্দীদের তাদের সামরিকভাবে একসাথে কাজ করার যোগ্যতা দেখাতে হতো—যা যুদ্ধজুড়ে (কান্দাহার ছাড়া) অনুপস্থিত ছিল। সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার এই প্রদর্শনী এই গেরিলা যুদ্ধে এত বড় আকারের অপারেশন পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রধান কারণগুলোর একটি ছিল। অপারেশন অ্যারো সফল হয়েছে, মুজাহিদ্দীদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশেষ করে জাতীয় ইসলামিক ফ্রন্ট অব আফগানিস্তানের (NIFA) ধীরগতির ভাবমূর্তিকে উন্নীত করেছে, যাদের অপারেশনে সর্বাধিক সামরিক সাফল্য অর্জন হয়েছিল।

সামরিক দিক থেকে, সরবরাহ, জনশক্তি ও অন্যান্য সম্পদ কম খরচে এবং অধিক কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য মহাসড়ক বরাবর ৫০-৭০ জন মুজাহিদ্দীণ নিয়ে একাধিক ছোট আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা যেত। এগুলো প্রতিটি কয়েক দিনের জন্য চলত, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে মহাসড়ক অবরোধ কার্যকর হতো। এতে ডিআরএ-র লোকসান হয়তো প্রতি আক্রমণে কম হত, তবে মোট ক্ষতি বেশি হত। NIFA বছরে একবার 'অ্যারো' মাপের অপারেশন চালাতে পারলেও, একই বা কম খরচে ছোট ছোট অনেক আক্রমণ করতে পারতো।

রাজনৈতিক কারণেই চারটি মুজাহিদ্দীণ গোষ্ঠীকে কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়ক দুই সপ্তাহ করে অবরুদ্ধ রাখতে হয়েছিল। এতে চারটি আলাদা বাহিনী মোতায়েন, চারটি পৃথক অপারেশন পরিকল্পনা, তিনটি পর্যায়ক্রমিক রিলিফ অপারেশন এবং চারটি প্রত্যাহার প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে অসংখ্য ট্যাকটিক্যাল ও লজিস্টিক দ্বৈততা, অপ্রয়োজনীয় পরিবহন খরচ এবং বিস্তৃত ফ্রন্টে এক গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠী দ্বারা বদলানোর জটিলতা দেখা দিয়েছিল। মহাসড়ক এলাকাটি চারটি সেক্টরে ভাগ করে, যেখানে প্রতি গোষ্ঠী আট সপ্তাহ দায়িত্বে থাকতো, তাতে কম জটিলতা, কম খরচ, উন্নত লজিস্টিক সহায়তা এবং বেশি মনোযোগী কার্যক্রম সম্ভব হত। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের অভাব এবং গোষ্ঠীগত ভেদাভেদের কারণে এটি সম্ভব হয়নি।

মুজাহিদ্দীণ বাহিনীর সম্মিলিত কমান্ড ও স্টাফ অপারেশন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উচ্চ পেশাদারিত্ব এবং কার্যকর নেতৃত্ব দেখিয়েছিল। বিভিন্ন দূরবর্তী ঘাঁটি থেকে একটি বৃহৎ বাহিনীকে অপারেশন এলাকায় নিয়ে আসা এবং খুব সীমিত স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তার লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা ছিল চ্যালেঞ্জিং, যা নেতৃত্ব দক্ষতার সঙ্গে সফল হয়েছে। অপারেশনের প্রভাব শুধু ট্যাকটিক্যাল বা অপারেশনাল মাত্রায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কাবুলের সোভিয়েত সমর্থিত সরকারের রাজনৈতিক ও কৌশলগত অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করেছিল। এই অপারেশন ডিআরএ সরকারকে আতঙ্কিত করেছিল, যারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিশাল শক্তি মোতায়েন করেছিল এবং বড় লোকসানের মুখোমুখি হয়েছিল।

তবে মুজাহিদ্দীণরাও অপারেশনের জন্য একটি রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছে। মহাসড়ক বন্ধ থাকায় গৃহপালিত ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যারা তখন গ্রীষ্মকালীন ফলমূল যেমন তাজা আনারস এবং কাবুলের আঙ্গুর পাকিস্তানে রপ্তানি করত। তাজা ফল-মূল ও সবজির বাণিজ্য আফগানিস্তানের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা মুজাহিদ্দীদের কাছে মহাসড়ক খুলতে আবেদন করেছিল, কিন্তু সাড়া মেলেনি। গেরিলা যুদ্ধে স্থানীয় জনগণের সমর্থন অত্যন্ত মূল্যবান এবং স্থানীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কাজ করা উচিত নয়।

ট্যাকটিক্যাল দিক থেকে, ডিআরএ বেশ কয়েকটি ভুল করেছিল। অপর্যাপ্ত গোয়েন্দা কাজের কারণে মুজাহিদ্দীণ হাজার হাজার যোদ্ধাকে ডিআরএ-র অবস্থান থেকে খুব কাছাকাছি মোতায়েন করতে পেরেছিল কোনো বাধা ছাড়াই। অধিকাংশ মুজাহিদ্দীণ রাতের আঁধারে, প্রাকৃতিক আড়াল ব্যবহার করে পাহাড়ি অঞ্চলে এগিয়েছিল। তবে ডিআরএ-এর সক্রিয় গোয়েন্দা কার্যক্রম মুজাহিদ্দীণদের গোপন মোতায়েন উন্মোচন করতে পারত এবং প্রস্তুতি ব্যাহত করতে পারত। উঁচু পাহাড়ে পর্যবেক্ষণ পোস্ট না থাকার কারণে মুজাহিদ্দীণরা অনায়াসে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে পেরেছিল। সারোবির শত্রু বাহিনী মুজাহিদ্দীণদের প্রধান ঘাঁটির দিকে ফ্ল্যাঙ্ক আক্রমণ চালাতে সক্ষম ছিল, যা এয়ার ও আর্টিলারি সমর্থন পেলে মুজাহিদ্দীণদের অপারেশন ব্যর্থ করতে এবং তাদের প্রত্যাহার বন্ধ করতে পারতো। হেলিবোর্ন সৈন্য মোতায়েন করে মুজাহিদ্দীণদের পেছনে আক্রমণ করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত এবং অপারেশন বাতিল করতে বাধ্য হতো। কিন্তু ডিআরএ প্রতিক্রিয়া ছিল শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল এবং নতুন কিছু ভাবা হয়নি। রাস্তা দিয়ে আসা ডিআরএ বাহিনী এ নেতৃত্বগত ব্যর্থতার দাম ভীষণভাবে পরলো।

সবচেয়ে বড় ভুল ছিল মুজাহিদ্দীণদের ফাঁদে পড়া। গুলির শব্দ থেমে গেলে ডিআরএ নিশ্চিত হয়নি যে এটি সত্যিই মুজাহিদ্দীণরা সরে গেছে এবং এটি কোনো "ঝড়ের আগে শান্তি" নয়। তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিয়ে অনেক যানবাহন মহাসড়কে ঢুকতে দিয়েছিল, যা শেষমেষ মুজাহিদ্দীণদের হত্যার জোনে যানজট সৃষ্টি করেছিল।

নিচে অপারেশন অ্যারোর গর্গের পূর্ব পাড়ের দুইটি যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

ঘটনা- ৬ক

THE BATTLE FOR THE KHAIROKHEL POST

by Asef Khan

আমি আমার ১৩০ জন মুজাহিদ্দীনকে আমাদের স্থায়ী ঘাঁটি, জালালাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমের সুরখরুদ জেলাখণ্ড থেকে নিয়ে আসলাম অপারেশন অ্যারোতে যোগদানের জন্য। আমার দলকে "টাস্ক ফোর্স হারিকেন" হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আমার দল রাতের অন্ধকারে টর ঘর পাহাড়ের ভাঁজে তাদের আক্রমণ স্থলে মোতায়েন হয়েছিল। আমার আক্রমণ স্থল ছিল আমার লক্ষ্য—খায়রখেল পোস্ট থেকে সরাসরি ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে (মানচিত্র ৬-৮, অ্যারো ৩)।

খায়রখেল পোস্ট ছিল খায়রখেল গ্রামের ঠিক পশ্চিম পাশে অবস্থিত। এটি একটি প্লাটুন আকারের ইউনিট দ্বারা রক্ষা করা হতো, যারা দুটি ট্যাঙ্ক এবং একটি APC দ্বারা সমর্থিত ছিল। তাদের কাছে মর্টার এবং মেশিনগানসহ DShK মেশিনগানও ছিল। খায়রখেল গ্রামের পূর্বে সুরখাকান সেতু পোস্টের সাথে সংযুক্ত আরেকটি পোস্ট ছিল। শত্রু দিনভর ছোট দল পাঠাত মহাসড়ক খায়রখেল থেকে সুরখাকান সেতু পর্যন্ত গশতদারির জন্য, যারা রাতে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেত।

আমার দলের বাম ফ্ল্যাঙ্কে ছিল টাস্ক ফোর্স গালফ, যাকে হাজী জামান ঘামশরিক নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাদের কাজ ছিল সন্নিহিত শত্রু ঘাঁটি স্পিনা থানায় আক্রমণ করা। আরও পশ্চিমে টাস্ক ফোর্স ফ্যালকন, যার নেতৃত্বে ছিলেন শরিয়াতি ও লে. ওয়ালী, কাফতারখানা ঘাঁটিতে আক্রমণ করছিল। আমার টাস্ক ফোর্স হারিকেনের ডান ফ্ল্যাঙ্ক ছিল পাহাড়ি এলাকা দ্বারা ঢেকে এবং সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল।

আমি আমার টাস্ক ফোর্স তিনটি দলে বিভক্ত করেছিলাম—একটি আক্রমণ দল, একটি সহায়ক দল এবং একটি সার্ভিস দল। আক্রমণ দলে ছিল ৫০ জন মুজাহিদ্দীন, যারা আক্রমণকারী রাইফেল এবং ১৫টি RPG-৭ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লঞ্চার দ্বারা সজ্জিত ছিল। সহায়ক দল ভারী অস্ত্রগুলি পরিচালনা করছিল, যার মধ্যে ছিল একটি BM-1, একটি ৭৫ মিমি গান এবং তিনটি ৮২ মিমি রিকোইলেস রাইফেল।

২২ অক্টোবর ১৯৮৮ রাত ১০টায় আমি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে খায়রখেল গ্রামে গোয়েন্দাগিরির জন্য গিয়েছিলাম। স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে আমি রাতের খাবার খেয়েছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম শাসন ব্যবস্থার পোস্ট কমান্ডারকে অনুরোধ করতে যেন তিনি আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে তার অবস্থান ত্যাগ করেন। খাবারের পর আমি আমার গোয়েন্দাগিরি শেষ করে গ্রামটির উপর থেকে পাহাড়ের আমার আক্রমণ স্থলে ফিরে এলাম। এতই কাছাকাছি ছিলাম যে আমার সঙ্গে থাকা একজন আমেরিকান নারী সাংবাদিক বলেছিল, "যদি আমি সরকারী মিলিশিয়ার একজন সদস্য হতাম, তাহলে এত কাছাকাছি বসে এক রাত বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব হত না, কারণ এখানে ভারী অস্ত্রের সীমার মধ্যে।"

অপারেশনাল কমান্ডার জেনারেল রাহিম ওয়ারদাক আমার পাশের কমান্ডার হাজী জামানকে রেডিও করে বললেন আক্রমণের সময় হবে ২৩ অক্টোবর সকাল ৮টা। আমি গোয়েন্দা থেকে ফিরে আসার পর হাজী জামান আমাকে এই খবর জানালেন। আমি আমার আক্রমণ দলকে কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কের এক কিলোমিটার দক্ষিণে কিছু ধ্বংসাবশেষে নিয়ে গেলাম আগামীকালকের আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য। আমি মহাসড়কের পাশে এক ফাঁদও গঠন করলাম, যেখানে প্রতিদিন সকালবেলা খায়রখেল পোস্ট থেকে সুরখাকান সেতুর দিকে যাওয়া গশতদার দলকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছিল। আমার লক্ষ্য ছিল আক্রমণের জন্য এলাকা ফাঁকা রাখা।

সকাল ৭টায়, প্রায় ১৫ জন সৈন্য পোস্ট থেকে বেরিয়ে সুরখাকান সেতুর দিকে নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট গড়তে গেল। আমার মুজাহিদ্দীনরা তাদের গ্রাম থেকে বের হতে দিল এবং যখন তারা রাস্তার এক ফাঁকা স্থানে পৌঁছালো, তখন রাস্তার কাছে লুকানো অবস্থান থেকে গুলি বর্ষণ করল। আমার ফাঁদে ছয়জন শত্রু সৈন্য নিহত এবং কয়েকজন আহত হল।

এই আক্রমণে শত্রু পক্ষ থেকে খায়রখেল পোস্টের দুই পাশে অনেক গোলাবর্ষণ শুরু হয়। পশ্চিমে স্পিনা থানা ঘাঁটি এবং পূর্বে সুরখাকান সেতু পোস্ট থেকে আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক থেকে গুলি বর্ষিত হচ্ছিল। তখন আমি হাজী জামানকে গোপন সংকেত রেডিও করলাম, "আমার পেছন থেকে কুকুরগুলি সরাও।" তিনি সঙ্গে সঙ্গেই স্পিনা থানার শত্রু ঘাঁটির বিরুদ্ধে ভারী গুলির জবাব দিলেন। ৮টায় আক্রমণের সময় হওয়ায় হাজী জামানের দল প্রস্তুত ছিল।

স্পিনা থানায় মুজাহিদ্দীনের গুলির ফলে আমার খায়রখেল সেক্টরের উপর চাপ কমে গেল। কয়েক ঘণ্টা ধরে টাস্ক ফোর্স গালফ স্পিনা থানা ঘাঁটির সঙ্গে গোলাগুলি চালিয়ে যায়। পরে কিছু জ্বালানী ড্রামের ওপর সরাসরি আঘাত হানা হলে ঘাঁটিটি আগুনে ভস্মীভূত হয়। এরপর টাস্ক ফোর্স গালফ শত্রু ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়।

যখন টাস্ক ফোর্স গালফ স্পিনা থানায় আক্রমণ শুরু করে, তখন আমি টাস্ক ফোর্স হারিকেনের মূল বাহিনীকে খায়রখেল পোস্টের চারপাশের শত্রু অবস্থানে আক্রমণের নির্দেশ দিলাম। গ্রামের পূর্ব পাশে একটি নিরাপত্তা দল রেখেছিলাম যাতে শত্রু বাহিনী যুদ্ধে প্রবেশ করতে না পারে। টাস্ক ফোর্স গালফ ও হারিকেনের সমন্বিত আক্রমণে প্রায় বিকেল ২:৩০ টায় স্পিনা থানা ঘাঁটি ও খায়রখেল পোস্টটি আমাদের দখলে চলে আসে। আমার মুজাহিদ্দীনরা খায়রখেল পোস্টের ট্যাঙ্ক ও APC ধ্বংস করে দেয় এবং দলের এক অংশ দখলকৃত পোস্টের চারপাশে রক্ষাকারী নিরাপত্তা অবস্থান স্থাপন করে, অন্য অংশ অস্ত্র ও সরঞ্জাম পাহাড়ের গুহায় সরিয়ে নেয়। এই কাজ সারাদিন চলল।

আক্রমণের সময়, শত্রু আলিনগর জেলার কমিউনিস্ট কর্মকর্তাদের জালালাবাদের দিকে একটি সামরিক কনভয় দিয়ে স্থানান্তর করছিল (সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের কারণে, কমিউনিস্ট শাসন সামরিক ও প্রশাসনিক ইউনিটগুলি সেসব দূরবর্তী এলাকা থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল যা সহজে রক্ষা বা বজায় রাখা যাচ্ছিল না)। কনভয়টি কাবুল নদীর উত্তর দিকের মেহতার-এ লাম বাবা পাহাড়ে মোতায়েন হয় এবং খায়রখেল থেকে কাফতারখানা পর্যন্ত বিস্তৃত সামরিক ফ্রন্টে দীর্ঘপন্থী আর্টিলারি ও রকেট হামলা চালাতে শুরু করে। তাদের আর্টিলারি ও BM-২১ মাল্টিপল রকেট লঞ্চার ১০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত গুলি ছুড়ছিল, তাই গুলি তেমন নিখুঁত বা কার্যকর ছিল না। তবে, দিনের শেষে কনভয়ের একটি অংশ প্রধান সড়ক ধরে যুদ্ধে গিয়ে সুরখাকান সেতু পার হওয়ার চেষ্টা করে। শত্রুর কাফতারখানা ঘাঁটি এখনও কার্যকর ছিল, তবে শরিয়াতির দল এটিকে আক্রমণ করায় তারা পাশের মুজাহিদ্দীনদের ওপর গুলি চালাতে পারেনি।

শত্রু কনভয়ের গতি রোধ করার জন্য আমি আমার আক্রমণ দলসহ সমস্ত RPG-৭ লঞ্চার সুরখাকান সেতুর দিকে মোতায়েন করলাম। আমি আমাদের ঘাঁটি থেকে আনা ধ্বংসাত্মক সরঞ্জাম দিয়ে খায়রখেল গ্রামের মহাসড়ক সেতুটিও ধ্বংস করে দিলাম।

শত্রুর ট্যাঙ্ক ও APC-গুলো আমার RPG-গুলোর ফ্ল্যাঙ্কিং (পাশ থেকে) গুলিতে পড়েছিল। শত্রু আমার RPG গুলিসোয়াদের আঘাত করতে পারেনি কারণ তারা সড়কের একটা খাড়া বাঁক দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। শত্রু আমার অবস্থান ফ্ল্যাঙ্ক থেকে আক্রমণ করতে পারেনি কারণ রাস্তার পাশের অফ-রোড এলাকা ভারীভাবে মাইন দিয়ে নিরাপদ ছিল এবং ভাঙা সেতু সামনের সরাসরি আক্রমণ বাধাগ্রস্ত করেছিল। এটি আমার মুজাহিদ্দীদের মনোবল অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরি করে। কোনো কারণে শত্রুর বায়ু কার্যক্রম দুর্বল ছিল, যদিও এলাকা মুক্ত এবং দিনের আলোতে লড়াই চলছিল।

সন্ধ্যার দিকে শত্রু কনভয়ের ই infantry (পায়রা সৈন্য) গাড়ির সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করল, কিন্তু তারা কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারল না। পরে, যখন আমরা আমাদের ধরা পড়া অস্ত্র ও বন্দীদের দক্ষিণের পাহাড়ের অবস্থানে সরিয়ে নিলাম, আমি মহাসড়ক থেকে আমার নিরাপত্তা দল সরিয়ে নিলাম কারণ শত্রু জালালাবাদ থেকে আরেকটি মোটরাইজড কনভয় এলাকায় নিয়ে আসছিল। পরের দিন, টাস্ক ফোর্স ফ্যালকন, গালফ এবং হারিকেন তাদের বাহিনী মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নিল।

জালালাবাদ ও লঘমান থেকে আসা শত্রু কনভয় ধীরে ধীরে মহাসড়ক ধরে মাশ'আলা ঘাঁটিতে পৌঁছে এবং এটিকে শক্তিশালী করল। মুজাহিদ্দীনেরা এই ঘাঁটি কখনো দখল করতে পারেনি এবং এটি শত্রুর উপস্থিতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এরপর আমি আমাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করলাম শুধুমাত্র ভারী অস্ত্র দিয়ে মহাসড়কের শত্রু লক্ষ্যবস্তুতে গুলি চালাতে। কিছুদিন পরে, আমি মুজাহিদ্দীনদের অপারেশন থেকে প্রত্যাহার করলাম কারণ DRA বাহিনী আমার জেলার মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং আমাদের বাড়িগুলো হুমকির মুখে পড়েছিল।

COMMENTARY:

গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী কমান্ডারের খাবার শোধরানোর জন্য সাহায্য করেছিল, কিন্তু স্পষ্টভাবেই শত্রু DRA কমান্ডারকে সতর্ক করেছিল যে শীঘ্রই মুজাহিদ্দীনের আক্রমণ হতে পারে। অন্যদিকে, মুজাহিদ্দীনরা কিছুদিন ধরে এলাকায় অবস্থান করছিল। তদুপরি, গেরিলা কমান্ডার সম্ভবত ধরে নিয়েছিল সব স্থানীয় বাসিন্দা মুজাহিদ্দীনের পক্ষে। তার এই অমিতব্যয়ী আচরণ এ বার সফল হয়েছে, কিন্তু এটি অপারেশনাল সিকিউরিটি ঝুঁকিতে ফেলতে পারত। স্পষ্টতই, DRA কমান্ডার তার প্রতিরক্ষা বাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা নেননি এবং হয়তো তার উচ্চতর অফিসারকেও জানায়নি।

মুজাহিদ্দীদের কাছে যথেষ্ট কাজ করা রেডিও ছিল না যাতে প্রত্যেক টাস্ক ফোর্স কমান্ডারের জন্য একটি থাকে। জেনারেল ওয়ারদাক দ্রুত যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করতে পারেননি কারণ যোগাযোগ দুর্বল ছিল। আরও, তার পূর্ব দিকের ফ্ল্যাঙ্কের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ ছিল না। এটি একটি গুরুতর সমস্যা ছিল যদি DRA সিদ্ধান্ত নিত তার আক্রমণ পূর্ব ফ্ল্যাঙ্ক থেকে চালাতে।

মুজাহিদ্দীরা পাহাড়ে ফিরে গেলে, তাদের দীর্ঘ দূরত্বের আগুনের কোনো প্রকৃত প্রভাব দেখা যায়নি। তবে, তাদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান জেনারেল ওয়ারদাকের জন্য অতিরিক্ত সমস্যাও তৈরি করেছিল।

ঘটনা- ৬খ

THE BATTLE FOR SPINA THANA BASE

based on interviews with Haji Zaman Ghamsharik

আমি ২০০ জন সদস্যবিশিষ্ট টাস্ক ফোর্স গালফের (Task Force Gulf) কমান্ডার ছিলাম (ম্যাপ ৬-৮ – তীর ৩ দেখুন)। অপারেশন অ্যারো-এর অংশ হিসেবে, আমি স্পিনা থানার সরকারী ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু করলাম, যা পূর্ব দিকে খাইরখেল পোস্ট এবং পশ্চিম দিকে কাফতরখানা ঘাঁটির আক্রমণের সঙ্গে সমন্বিত ছিল। স্পিনা থানা ছিল কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কের along চলাচলকারী বাহিনীকে নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রধান সামরিক ঘাঁটিগুলোর একটি। এটি লঘমান প্রদেশে কাবুল নদী পার হয়ে গেরিলাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্যও গশত দিত। ট্যাঙ্ক, BMP, APC, ভারী মেশিনগান ও কামান সহ একটি শক্তিশালী কোম্পানি ঘাঁটিটিকে গারিসন করত। তারা ঘাঁটিটি মাইন ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে রক্ষা করত। ঘাঁটির চারপাশের পুরো এলাকা, মহাসড়ক ছাড়া, ভারীভাবে মাইন করা ছিল।

স্পিনা থানা ছিল কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি আক্রমণ গ্রুপে সর্বোচ্চ ১৫০ জন মুজাহিদ্দীনের নিয়োগ দিতে পারতাম, কিন্তু এত বড় বাহিনী নিয়ে আক্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। মাইন থাকার কারণে দল সঠিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারত না, তাই বেশিরভাগ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। আমি রাতের আক্রমণের কথা ভাবলাম, কিন্তু মাইন থাকার কারণে রাতেও এটা কঠিন ছিল, বিশেষত কারণ শত্রু সাধারণত রাতের বেলা ঘাঁটির প্রবেশপথ ও প্রস্থানপথ মাইন করে রাখত। তাই আমি দিনের আলোতেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি পরিকল্পনা করলাম আমার বাহিনীর কিছু অংশ ভারী কাভারিং ফায়ারের নিচে ঘাঁটির কাছে নিয়ে যাওয়ার। আমি আক্রমণকারী বাহিনীকে মাইন মুক্ত মহাসড়কের পাশে রেখে মহাসড়কের মাধ্যমে আক্রমণ করব। এটি একমাত্র এমন পথ ছিল যেখানে মাইন নেই।

আমি একটি টাস্ক ফোর্স সাপোর্ট গ্রুপ গঠন করলাম যারা আমাদের BM-12 এবং BM-1 বহুবার রকেট লঞ্চার, ৮২ মিমি রিকোয়েলেস রাইফেল, ZGU-1 এবং DShK ভারী মেশিনগান এবং মর্টারগুলো পরিচালনা করত। আমি তাদের টর ঘর পর্বতমালার ভাঁজে বসালাম, যেখান থেকে তারা শত্রুর ঘাঁটির ওপর দৃষ্টি রাখত। এই ঘাঁটি ছিল প্রধান মহাসড়ক ও কাবুল নদীর নিচু জমির মাঝে।

আমার পরিকল্পিত গোলাবারুদের চেয়ে আগেই শুরু করতে হয়েছিলো যখন টাস্ক ফোর্স হারিকেন স্পিনা থানা ঘাঁটির থেকে ভারী গোলাগুলি পান। শত্রু আমার গোলাবারুদের জবাব বেশ দৃঢ়তার সাথে দিল। গোলাগুলি চালানোর লড়াই থামেনি যতক্ষণ না আমার মুজাহিদ্দীনের গন গুলি চালিয়ে ঘাঁটির একটি অংশে সরাসরি আঘাত করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি যুদ্ধে বড় পরিবর্তনের মুহূর্ত ছিল। যুদ্ধে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমি ৬০ জনের আক্রমণকারী দলকে ঘাঁটির পশ্চিম পাশের একটি ভেলায় নিয়ে গেলাম। আমরা মহাসড়কে এসে পূর্ব দিকে আক্রমণ শুরু করলাম। আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিলাম রাস্তার পাকা অংশেই থাকবেন। আমার দুই মুজাহিদ্দীর পা মাইন ফেটে কেটে যায় যারা রাস্তার বাইরে চলে গিয়েছিল।

আমরা দ্রুত ঘাঁটির প্রবেশপথে পৌঁছলাম। প্রতিরক্ষাকারীরা সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষা গড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি, বিশেষত কারণ অনেক প্রতিরক্ষাকারী আতঙ্কিত হয়ে তাদের অবস্থান থেকে পালিয়ে নদীর দিকে ছুটছিল। আমরা ঘাঁটি দখল করতে খুব সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হলাম। আমরা অনেক প্রতিরক্ষাকারী বন্দী করলাম, যার মধ্যে ছিল ঘাঁটির কমান্ডার রহমতুল্লাহ স্পেলানায়। আমরা ঘাঁটির ট্যাঙ্ক ও APC ধ্বংস করলাম এবং যা সরানো সম্ভব হয়নি তা ধ্বংস করে দিলাম। আমরা আক্রমণ চালিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলাম, টাস্ক ফোর্স হারিকেনকে সাহায্য করার জন্য, যারা খাইরখেল পোস্টের

প্রতিরক্ষাকারীদের সঙ্গে লড়াই করছিল। আমরা দুই দিক থেকে এগোলে খাইরখেল পোস্টের অধিকাংশ প্রতিরক্ষাকারী নদীর দিকে পালিয়ে গেল এবং বাকিরাও আমরা বন্দী করলাম। বাকী দিনের ঘটনাগুলো আগের অংশে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ: এক হিসাব অনুযায়ী, সোভিয়েতরা আফগানিস্তানে ১৩ মিলিয়নেরও বেশি মাইন রেখেছিল। সোভিয়েত ও DRA তাদের আউটপোস্ট ও ঘাঁটিগুলোকে মাইনফিল্ড দিয়ে ঘেরাও করেছিল। অবস্থান দখলের সময় মুজাহিদ্দীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মাইনফিল্ড পার হওয়া। মুজাহিদ্দীরা মাইনফিল্ড পরিষ্কারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করত, যেমন:

- ধীরে ধীরে এবং সতর্কতার সঙ্গে মাটির নিচে খোজ করা;
- মাইনফিল্ডে ভেড়ার ঝাঁক চালানো;
- এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরির জন্য বড় বড় পাথর ছোড়া;
- রিকোয়েলেস রাইফেল থেকে গুলি করে তার গর্ত ব্যবহার করে পথ তৈরি;
- পশ্চিম ও আরব সমর্থকদের থেকে পাওয়া কিছু সীমিত মাইনক্লিয়ারিং সিস্টেমের ব্যবহার।

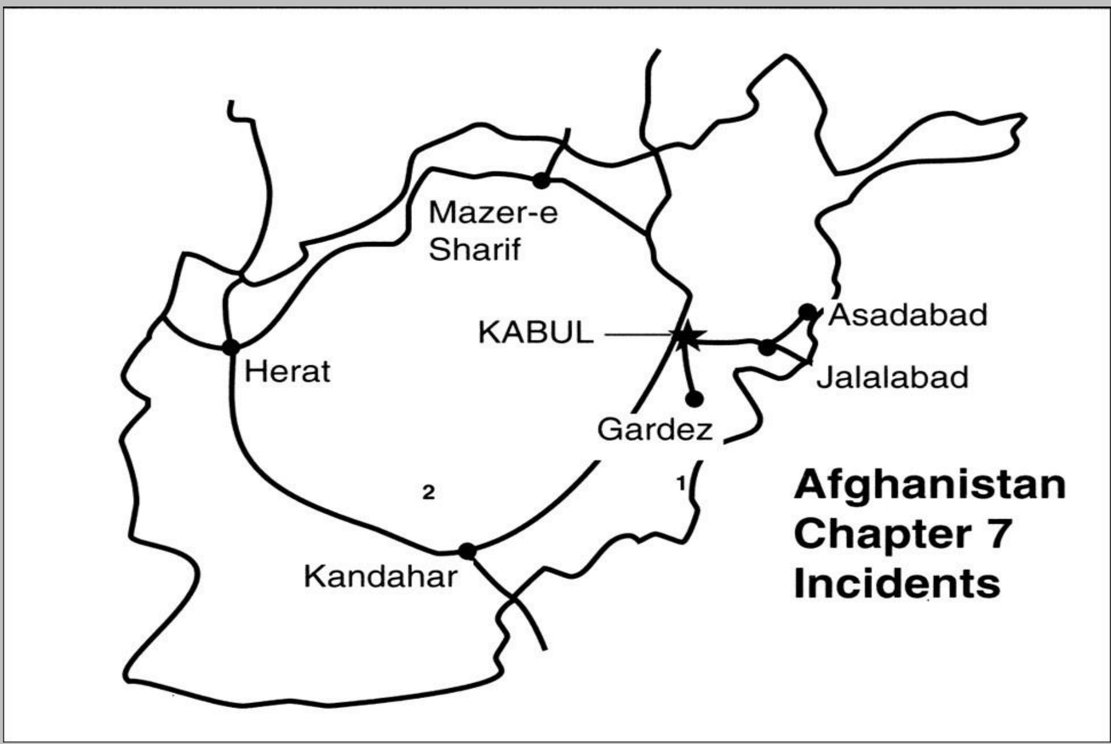
CHAPTER COMMENTARY

রোড নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ ছিল সোভিয়েত ও DRA-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কিছু এলাকায় মুজাহিদ্দীরা সপ্তাহ, মাস বা এমনকি বছর ধরে মহাসড়ক বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সবচেয়ে কার্যকর রোড ব্লকগুলি ছিল স্থানীয় মুজাহিদ্দীদের দ্বারা পরিচালিত, যারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে পারত এবং তবুও একটি কার্যকর অবরোধ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সবচেয়ে কম কার্যকর রোড ব্লক ছিল সেসব যা চলন্ত গেরিলারা করত, যারা মহাসড়ক বন্ধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ এবং প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত ছিল।

চ্যাপ্টার ০৭

SIEGE WARFARE

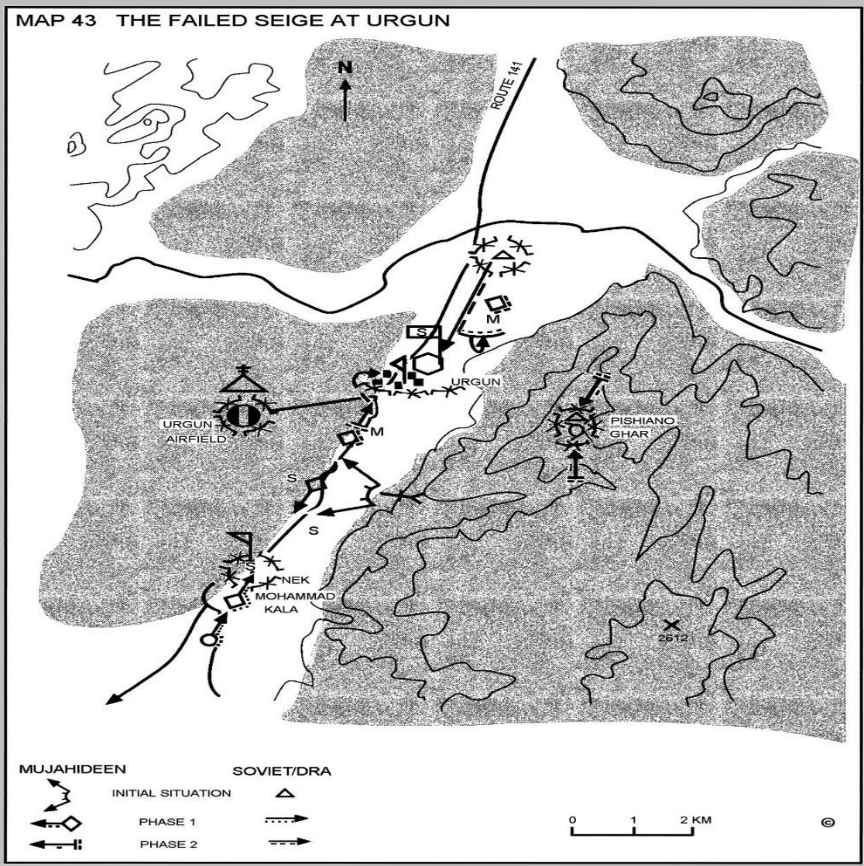
মুজাহিদ্দীরা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন DRA গারিসন অবরোধ করেছিল। যদি অবরোধকারী মুজাহিদ্দীরা স্থানীয় হতো, তবে অবরোধ অনির্দিষ্টকাল স্থায়ী হত। কিন্তু যদি বাইরের মুজাহিদ্দীরা যুক্ত হত, তাহলে সাধারণত অবরোধ ব্যর্থ হত, কারণ মুজাহিদ্দীরা অবরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ জোগাতে বা পর্যাপ্ত সংখ্যক মুজাহিদ্দীকে সেখানে ধরে রাখতে সক্ষম হত না। যেহেতু মুজাহিদ্দীরা বেতনহীন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন এবং তাদের পারিবারিক দায়িত্বও ছিল, তাই তারা সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে বিরক্তিকর অবরোধে থাকার প্রতি আগ্রহী হত না।



ঘটনা- ১

FAILED SIEGE AT URGUN

by General Gulzarak Zadran



অরগুন ছিল DRA-র ২১তম মাউন্টেন রেজিমেন্টের কেন্দ্রস্থল। এটি পাকিস্তানের সীমানার কাছে অবস্থিত এবং কষ্ট, গারদেজ ও ঘাজনীসহ স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানের নিকটে, পাশাপাশি পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানও কাছাকাছি। এক সময় মুজাহিদ্দীরা নির্বাসিত সরকারের গঠন করার পর, তারা অরগুনকে তাদের সরকারের প্রতীকী আসন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। যদিও অরগুন বিচ্ছিন্ন এলাকা হলেও, এর রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে DRA ও সোভিয়েত বাহিনী এটি যেকোনো মূল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করত।

১৯৮৩ সালে অরগুনে একটি বড় মুজাহিদ্দী অভিযান হয়, যেখানে প্রায় ৮০০ জন মুজাহিদ্দী অংশ নিয়েছিল, যারা ওয়াজির, জাদরান এবং খারোটি উপজাতির সদস্য ছিলেন। প্রধান কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন মৌলভী জালালউদ্দিন হাকানি, মৌলভী আরসালাহ, মতিউল্লাহ, মৌলভী আহমদ গুল এবং কাওজী খারোটি। অপারেশন কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন আব্দুল মজিদ, মেজর আরসালা ওয়াজির, ক্যাপ্টেন কায়ুম, ক্যাপ্টেন সরদার, আমানউল্লাহ, মৌলভী আব্দুল গফুর এবং আমি।

রেজিমেন্টের প্রধান বাহিনী পুরনো দুর্গে ছিল, যা আটকোণীয় দুর্গ (হাশত্রাখ কালা) নামে পরিচিত। একটি ব্যাটালিয়ন অন্য একটি দুর্গে ছিল, যা রেজিমেন্ট থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে নেক মোহাম্মদ কালায় অবস্থিত। একটি রেইনফোর্সড কোম্পানি বিমানবন্দর রক্ষায় ছিল, যা রেজিমেন্টের সদর দপ্তরের পশ্চিমে অবস্থিত। আরেকটি কোম্পানি প্রধান সড়ক রক্ষা করত, যা রেজিমেন্ট থেকে ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত (মানচিত্র ৭-১)।

আমরা রেজিমেন্ট ধ্বংসের জন্য দুই ধাপে পরিকল্পনা করেছিলাম। প্রথম ধাপে সদর দপ্তরের নিরাপত্তা ধ্বংস করা—যেটি ছিল দক্ষিণের ব্যাটালিয়ন এবং দুইটি দূরবর্তী কোম্পানি। দ্বিতীয় ধাপে রেজিমেন্টের সদর দপ্তর ধ্বংস করা। প্রথম ধাপ আগস্ট ১৯৮৩ সালে শুরু হয়।

মুজাহিদ্দীরা অরগুন ভ্যালির পূর্বে পাহাড়ে অবস্থান নিয়ে নেক মোহাম্মদ কালায় ব্যাটালিয়নকে ঘিরে ফেলে। দুর্গটি কয়েকটি টাওয়ারসহ ছিল, যেগুলোতে ভারী ZGU-1 মেশিন গান স্থাপন ছিল। চারপাশে মাইনফিল্ড ছিল, যা মুজাহিদ্দীদের কাছে যেতে বাধা দেয় এবং ঘেরাটোপ আরও কঠিন করে তোলে।

ঘেরাটোপ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পর কোরবানির ঈদ আসে। ঐতিহ্যগতভাবে মুজাহিদ্দীরা ঈদের সময় বাড়ি যেত, এবং শত্রুরা মনে করেছিল এসময় মুজাহিদ্দী খুব কম থাকবে। তবে এইবার আমরা লোকদের ঘরে যেতে দেইনি, তাদের তাদের ঘাঁটিতে রাখলাম। শত্রু ঈদের সুযোগ নিয়ে তিনটি ট্যাঙ্ক এবং কিছু ট্রাক নিয়ে ব্যাটালিয়নে সরবরাহ পাঠায়। আমরা প্রায় ৭০ জন মুজাহিদ্দীর একটি দমন বাহিনী (যাদের মধ্যে মৌলভী হাসান ছিলেন) একটি শুকনো ঝর্ণার শাখায় অবস্থান করাই যুদ্ধে। তাদের অস্ত্রের মধ্যে কিছু RPG-7 ছিল। শত্রুর কনভয় যখন মাইনফিল্ডের মধ্যে ঢুকল, তখন আমরা অ্যাম্বুশ চালাই। এক ট্যাঙ্ক ধ্বংস করি এবং আরেকটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করি। কয়েকজন শত্রু সৈনিক নিহত হয় এবং ২৫ জন বন্দি করা হয়। কিন্তু ভারী মেশিনগানের আগুনের কারণে আমরা ট্যাঙ্কটি উদ্ধার করতে পারিনি। রাত হলে মৌলভী হাসান ও খান জামাক নেতৃত্বে কিছু মুজাহিদ্দী গিয়ে ট্যাঙ্কটি উদ্ধার করে।

তিনদিন পরে আমরা ঐ ব্যাটালিয়ন দুর্গ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করি, যেখানে ট্যাঙ্ক প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হবে। ১১ জনকে ট্যাঙ্ক সুরক্ষার জন্য নিয়োগ দিই, যারা RPG ও ছোট হাতিয়ার বহন করত। তারা ট্যাঙ্কের সাথে রাতের মাইনফিল্ড পার হওয়ার সময় এটি রক্ষা করবে। ৬৫ জন আক্রমণ দল ট্যাঙ্কের পথ ধরে এগিয়ে যাবে। ট্যাঙ্কের ক্রু দুর্গের দেয়ালে গুলি চালিয়ে গর্ত করে, আক্রমণকারী দল গর্ত দিয়ে ঢুকবে। মুজাহিদ্দী যোগাযোগ দলের সদস্যরা শত্রুদের যোগাযোগ ব্যাহত করবে এবং আকাশ থেকে আগুন ভুলভাল দিকনির্দেশ করবে।

রাত ৯টা বাজে আক্রমণ শুরু হয়। ট্যাঙ্ক মাইনফিল্ড পার হয়, কিছু মাইন বিস্ফোরণ হলেও কোন হতাহতের ঘটনা হয়নি। ট্যাঙ্কের প্রধান অস্ত্রের গুলিতে দুর্গের টাওয়ারগুলো ধ্বংস হয়। রেজিমেন্টের সদর দপ্তরের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের উপর গুলি চালানো শুরু করে, কিন্তু মুজাহিদ্দী যোগাযোগকারীরা তাদের বিভ্রান্ত করে দেয়। এরপর ট্যাঙ্ক দুর্গের দেয়ালে গর্ত করে এবং ১০ মিটার দূরে পৌঁছে। ট্যাঙ্ক সুরক্ষা দল গর্তটি রক্ষা করতে নামলো। আক্রমণকারী দল ভিতরে ঢুকলো। শত্রু কোনো প্রতিরোধ দেখায়নি এবং আমরা ২৪৩ জনকে বন্দি করি। অস্ত্র ও গোলাবারুদও দখল করা হয়। আমরা যারা যোগ দিতে চেয়েছিল তাদের মুক্তি দিই, বাকিদের ছেড়ে দেই। আমরা এখন প্রধান দুর্গ থেকে চার কিলোমিটার এগিয়ে এসেছি।

পিসিয়ানো ঘর (বিড়ালের পাহাড়) আটকোণীয় দুর্গকে নীচ থেকে পাহারা দেয়। রেজিমেন্ট এখানে মর্টারসহ নিরাপত্তা পোস্ট তৈরি করেছিল। কয়েকদিন পর ৭০ জন মুজাহিদ্দী উত্তরের ও দক্ষিণের থেকে রাতের আক্রমণ চালিয়ে নিরাপত্তা পোস্ট দখল করে। এখন রেজিমেন্ট প্রধান সড়ক রক্ষাকারী কোম্পানিকে ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নেয়।

আমরা দ্বিতীয় ধাপের প্রস্তুতি নিই। শত্রু পুরোপুরি ঘেরাটোপে ছিল, সরবরাহ কেবল বিমানপথে আসত। ১.৫ কিলোমিটার দূরে বিমানবন্দর ছিল, যা শুধুমাত্র আর্মার্ড গাড়ি দিয়ে যাতায়াত করতো। আমাদের মেশিনগানগুলো দিনের বেলা সরবরাহ বাধা দিত। জাদরান উপজাতির মুজাহিদ্দীরা তাদের ট্যাঙ্ক নিয়ে সাহায্য করেছিল।

DRA কাবুল থেকে একটি অপারেশন দল নিয়ে আসে, যাদের কাজ ছিল রেজিমেন্টের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এবং ঘাজনী থেকে আসা সোভিয়েত ইউনিটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। DRA-র জেনারেল জামালউদ্দিন ওমর এই দলের প্রধান ছিলেন, যিনি আমার পুরানো কৌশল প্রশিক্ষক ছিলেন।

DRA তাদের ৩য় ব্যাটালিয়ন শহরের দক্ষিণে ফেলে, দুর্গের ভিতরে নয়। সামনে দুই কোম্পানি ছিল। সিঁড়ি এবং খাড়া খাদ তাদের আগ্রাসনের পথে বাধা সৃষ্টি করত। বিমানবন্দর পশ্চিমে অবস্থিত। বিমানবন্দরের পশ্চিম পাশের একটি পথ পর্যাপ্তভাবে মাইন করা হয়নি, তাই DRA সেখানে পাহারাদার ও প্যাট্রোল রাখে।

আপনাদের দুইটি ট্যাঙ্ক ছাড়াও, আপনারা দুটি ৭৬ মিমি মাউন্টেন গান, একটি ১২২ মিমি D30 হাউইটজার, একটি ১০৭ মিমি মাউন্টেন মর্টার, আরও কিছু হালকা মর্টার, প্রচুর RPG, অনেকগুলো DShK এবং ZGU ভারী মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা মেশিনগান নিয়ে সজ্জিত ছিলেন। এটা জানুয়ারির শীতকাল ছিল, জমিতে তুষার পড়েছিল। আপনারা ট্যাঙ্কের একাংশ সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন যাতে তা ছদ্মবেশে থাকে। এছাড়া, চলমান একটি ট্যাঙ্কের শব্দ রেকর্ড করেছিলেন। পেশোয়ার থেকে কিছু লাউডস্পিকার নিয়ে এসে পূর্ব দিকের ফ্ল্যাঙ্কে বসানোর জন্য লোক নিয়োগ দিয়েছিলেন যেন শত্রুকে মনে হয় যে পূর্ব থেকে ট্যাঙ্ক আসছে।

আপনারা আক্রমণের জন্য বাহিনীকে বিভিন্ন দলে ভাগ করেছিলেন:

- মৌলভী শাদামের অধীনে একটি ট্যাঙ্ক ও তার সুরক্ষা দল
- উত্তর ও দক্ষিণ, দুটি আক্রমণ দল
- লুপ্ত সামগ্রী বহনের জন্য একটি উদ্ধার দল
- DRA অফিসারদের পরিবারের সুরক্ষার জন্য একটি নিরাপত্তা দল
- একটি ট্রাক পরিবহন দল
- একটি কমান্ড ও কন্ট্রোল দল

পরিকল্পনা অনুযায়ী, একটি প্রাথমিক আর্টিলারি প্রস্তুতির পর ট্যাঙ্কটি উত্তর ও দক্ষিণ থেকে দুই দিক থেকে হামলা চালিয়ে মাইনফিল্ডে পথ সুগম করবে। আক্রমণকারী দল ট্যাঙ্কের চিহ্ন অনুসরণ করে শত্রুর উপর দুই দিক থেকে একসঙ্গে আক্রমণ করবে।

আপনি দক্ষিণ বাহিনীর সাথে ছিলেন। জানুয়ারির একটি শীতল রাতে রাত ৮টায় আপনার মুজাহিদ্দীরা সকলেই অবস্থানে ছিল। DRA-র অবস্থানের উপর আর্টিলারি প্রস্তুতি শুরু হলো। দশ মিনিট পর, ট্যাঙ্কটি উত্তরদিকে শহরের দিকে এগিয়ে গেল। ট্যাঙ্ক শহরের দুটি টাওয়ারে গুলি চালিয়ে মেশিনগানগুলো ধ্বংস করল। তারপর আপনি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে লাউডস্পিকার চালু করলেন ট্যাঙ্কের আওয়াজ তৈরি করতে। শত্রু ওই আওয়াজে গুলি চালাল, আর ট্যাঙ্কটি দিক বদলে পশ্চিমে চলে গেল, যেখানে মাইন ছিল না।

১৫ জন মুজাহিদ্দী ট্যাঙ্কে ছিল, যার মধ্যে মৌলভী শাদাম, ইসমাইল তুর্কিস্তানি ও আপনি ছিলেন। মাইনফিল্ড পার হয়ে আপনি অবতরণ করে ৩য় ব্যাটালিয়নের পিছনে চলে গেলেন। দক্ষিণ আক্রমণ দল ট্যাঙ্কের চিহ্ন ধরে শহরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ৩য় ব্যাটালিয়ন প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল, তারা প্রত্যাহার বা আত্মসমর্পণ করল। আপনারা এগিয়ে যাওয়ার সময় ৫০ মিটার উত্তরে একটি DShK মেশিনগানের গুলিতে থেমে গেলেন। গানের গানের গুলি চালানো ব্যক্তি ছিলেন একজন সোভিয়েত পরামর্শদাতা, যাকে হত্যা করলেন। বাকি DRA রেজিমেন্ট জেনারেল জামালউদ্দিন ওমারের নেতৃত্বে দুর্গের ভিতরে retreat করল।

এই পর্যায়ে মৌলভী শাদাম জানালেন ট্যাঙ্কের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে। ট্যাঙ্ক চালক লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ গুল লগারীর বাহুতে আঘাত হয়েছে এবং গানের গুলি নিহত হয়েছেন। শত্রুর পুনরায় শক্তি সঞ্চয় এবং জোরালো প্রতিরোধ শুরু হয়। আপনারা গোলাবারুদ পুনঃসরবরাহের জন্য পরিকল্পনা করেননি। মৌলভী শাদামকে ট্যাঙ্ক নিয়ে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন গোলাবারুদ নিয়ে আবার ফিরে আসার জন্য।

ট্যাঙ্ক যখন পিছনে গেল, তখন মুজাহিদ্দী ও DRA উভয়ই ভেবেছিল হামলা থেকে প্রত্যাহার হচ্ছে। সকালে শীতের কারণে ও কমান্ড ভেঙে পড়ায় মুজাহিদ্দীরা পিছু হটতে শুরু করল। শত্রু বিপর্যয় সৃষ্টি করে শহর থেকে মুজাহিদ্দীদের বের করে দিল। ভোর বেলা অসংগঠিত মুজাহিদ্দী শহরের বাইরে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একের পর এক শত্রু বিমান এসে তাদের উপর বোমা বর্ষণ ও গুলির ঝড় বয়ে দিল। তারা আপনার ট্যাঙ্ক ধ্বংস করল এবং আপনাদের পাহাড়ে প্রত্যাহার করতে হলো।

পরবর্তীতে আপনি জানতে পারলেন যে উত্তর আক্রমণ দল ওই রাতে কোনো কাজ করেনি কারণ তাদের ট্যাঙ্ক বালুতলের মধ্যে আটকে গিয়েছিল এবং মুক্ত করতে পারেনি। পুরো আক্রমণটি দক্ষিণ দিক থেকে হয়েছে। এতে প্রায় নিশ্চিত বিজয় হাতছাড়া হয়েছে। আপনাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না, আপনাদের পূর্ব পাহাড়ের গুহায় ফিরে যাওয়ার। পরবর্তী দিনগুলোতে যখন মুজাহিদ্দীরা ঘেরাটোপ পুনরায় শুরু করতে যাচ্ছিল, তখন ঘাজনী থেকে একটি সোভিয়েত রেজিমেন্ট অরগুনে এসে গেরিলা ক্যাম্প পুনরায় সজ্জিত ও শক্তিশালী করল।

COMMENTARY:

গোলাবারুদ সরবরাহ একটি বড় সমস্যা ছিল এবং যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ট্যাঙ্কের প্রত্যাহার যুদ্ধের ফলাফল পাল্টে দিয়েছিল। যোগাযোগও একইভাবে বড় একটি সমস্যা ছিল। মুজাহিদ্দীদের হাতে রেডিও থাকলেও তা আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ আক্রমণ দল একে অপরের সঙ্গে এবং সম্ভবত কমান্ড ও কন্ট্রোল দলের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেনি। যদি দুই দিক থেকেই আক্রমণ সম্পন্ন হত, তবে রেডিও যোগাযোগ না থাকায় নিজেদের উপর গুলি চালানো (fratricide) প্রতিরোধ করাও কঠিন হতো। এছাড়া, সামরিক কাউন্সিলের সদস্যরা আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে সামনের দিকে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, যা কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে উপযুক্ত ছিল না।

মুজাহিদ্দীদের বিমান প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাও সীমিত ছিল। উরগুনে বিমান আগমন স্বাভাবিকভাবেই ১৪১ নম্বর হাইওয়ের ওপর দিয়ে উত্তরে থেকে দক্ষিণে চলে। মুজাহিদ্দীরা ভারী মেশিনগান ও উঁচু ভূমি নিয়ন্ত্রণ করত এই পথটির দুই পাশে। কিন্তু দেখা যায় যে বেশিরভাগ মেশিনগান শত্রুর স্থলসৈন্যের ওপর গুলি চালাতে ব্যস্ত ছিল এবং তাই সোভিয়েত বিমান হামলার সময় বিমান প্রতিরক্ষা দুর্বল ছিল।

মাইন মুক্তির সমস্যা মুজাহিদ্দীদের জন্য ক্রমাগত একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। মাইনফিল্ডে লেন খোলার জন্য এবং দুর্গের প্রাচীরের গর্ত করার জন্য ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা একটি বড় কৌশলগত সফলতা ছিল। ট্যাঙ্কের ওপর চড়া একটি "ট্যাঙ্ক সুরক্ষা দল" তৈরি করা একটি উদ্ভাবনী কৌশল যা ভালো কাজ করেছিল। পেশাদার অফিসারদের জন্য এটা হয়তো নতুন কিছু মনে হবে না যারা সবসময় ট্যাঙ্কের সঙ্গে ইন্ফ্যান্ট্রি রাখেন, কিন্তু মুজাহিদ্দী যখন আরমারসেশন পেয়েছিল তখন এটা খুবই বিরল ব্যাপার ছিল। এই উদ্ভাবনী কৌশলটি সম্ভব হয়েছে মূলত পেশাদার অফিসার যেমন জেনারেল যাদরানের উপস্থিতির কারণে।

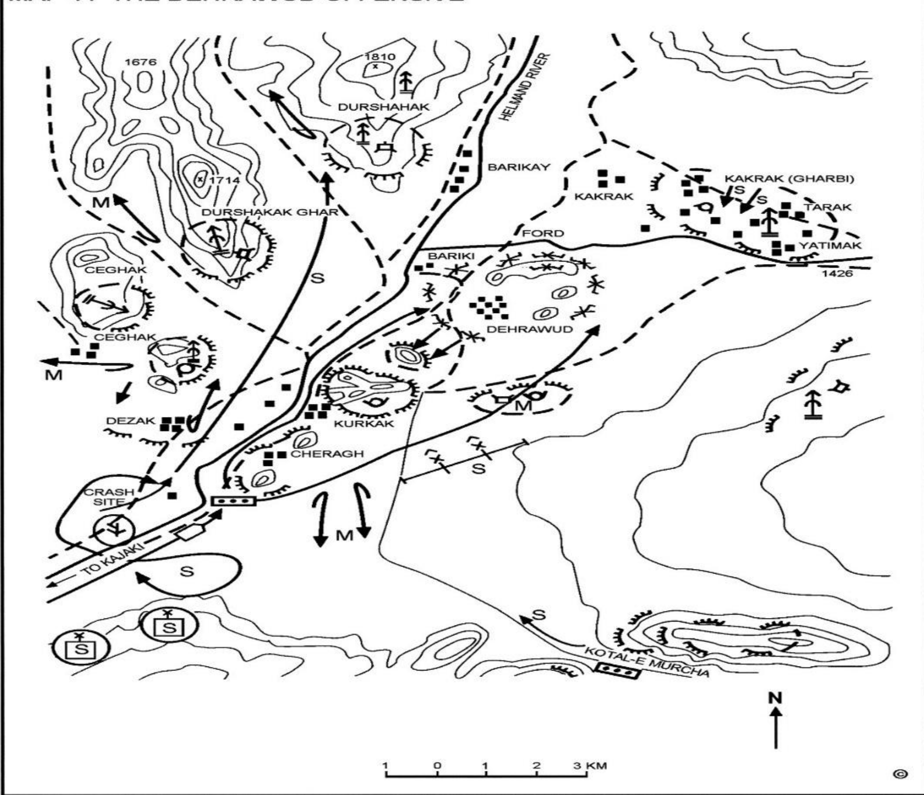
ঘটনা- ২

DEHRAWUD OFFENSIVE

১৯৮৪ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে, সোভিয়েত বাহিনী কান্দাহার, হেলমান্ড এবং উরুজগান এই তিনটি সংলগ্ন প্রদেশে মুজাহিদিনের আস্তানা ও মোবাইল ঘাঁটিতে তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে তোলে। তারা পাকিস্তানের পাহাড়ি এলাকা থেকে মুজাহিদিনের সরবরাহ কনভয় আটকানোর প্রচেষ্টাও তীব্রতর করে। শরৎকালে, এই প্রদেশগুলোর বেশ কয়েকজন প্রধান মুজাহিদীন কমান্ডার উরুজগান পর্বতমালায় একটি আঞ্চলিক সরবরাহ ঘাঁটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা ওই এলাকার মুজাহিদীন ইউনিটগুলোকে সহায়তা করবে। উরুজগান প্রদেশের দেহরাওদ জেলা সরবরাহ ঘাঁটির জন্য উপযুক্ত স্থান বলে মনে হয়। এটি হেলমান্ড উপত্যকার উপরের পাহাড়ে অবস্থিত একটি নীরব ভূমি (ওএসিস)। এটি রক্ষা করা সহজ এবং এই তিন প্রদেশের মধ্যে সুবিধাজনকভাবে অবস্থিত (মানচিত্র ৭-২ - দেহরাওদ)।

দেহরাওদ জেলার রাজধানী দেহরাওদে প্রায় ৫০০ জন সরকারি মিলিশিয়া গার্নিশন ছিল, যারা শহরের চারপাশে নিরাপত্তা পোস্টগুলো সামলাতো। স্থানীয় মুজাহিদীন যারা শহরের সব রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, শহরকে অবরোধ করায় তারা হাওয়ার মাধ্যমে সরবরাহ পেত। মুজাহিদীন কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা সরকারি এলাকা আক্রমণ করবে, মিলিশিয়াকে বিতাড়িত করবে এবং পুরো উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। তবে এর আগে, তারা স্থানীয় বিবাদগ্রস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও শান্তি স্থাপন করে পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। অ্যাকশনের দুই মাস আগে কান্দাহার এবং হেলমান্ড থেকে মুজাহিদীন প্রতিনিধিরা এমন একটি সমঝোতা করেন।

MAP 44 THE DEHRAWUD OFFENSIVE



অক্টোবরে, কান্দাহারের মুজাহিদীন বাহিনী মোল্লা মালাং, ফাইজুল্লাহ ও অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে হেলমান্ডের মুজাহিদীনদের একটি দলকে যোগ দেয়, যারা নাসিম আখুন্দ যাদা'র নেতৃত্বে ছিল, যিনি হেলমান্ড প্রদেশের প্রধান প্রতিরোধ নেতা ছিলেন। হাজী আসাদুল্লাহ ও উরুজগান ও বাঘরান এলাকার কয়েকজন মুজাহিদীন যোদ্ধাও আক্রমণকারী বাহিনীতে যোগ দেয়। এই বাহিনী শেষ পর্যন্ত এক হাজারের বেশি লোকের হয়ে দাঁড়ায়।

মুজাহিদীন বাহিনী দেহরাওদের বিভিন্ন পথ দিয়ে এগিয়ে যায় এবং এলাকার সরকারি অবস্থানগুলোকে ঘিরে ফেলে। ৩০০ জনের একটি দল হেলমান্ড নদীর কাছে দক্ষিণ থেকে দেহরাওদে যাওয়ার প্রধান প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়। আরেকটি ১০০ জনের দল দক্ষিণ-পূর্বে কোটাল-এ মুরচা (মুরচা পাস) এলাকার রাস্তা ঢেকে ও বিস্ফোরক দিয়ে রক্ষা করে। প্রায় ৫০০ জন যোদ্ধা জেলা কেন্দ্রের চারপাশে মোতায়েন ছিল, আর বাকি সবাই পূর্ণ সময় লজিস্টিক সাপোর্টে নিয়োজিত ছিল।

দেহরাওদের সিওয়েজ অভিযান ৪৫ দিন স্থায়ী হয়, এই সময় মুজাহিদীন ধীরে ধীরে মিলিশিয়া অবস্থানগুলোকে ঘিরে ফেলে তাদের দৌড় আরও কঠোর করে তোলে। মুজাহিদীন যোদ্ধাদের মাত্র এক তৃতীয়াংশই যেকোনো সময় সামনে লড়াই করত, বাকিরা রিজার্ভে বা লজিস্টিক সেবায় নিয়োজিত থাকত। সামনের যোদ্ধাদের প্রতি ২৪ ঘণ্টা পরপর পরিবর্তন করা হতো।

সোভিয়েত ও ডিআরএ প্রতিদিনই মুজাহিদীন অবস্থানগুলিতে বিমান হামলা চালিয়ে দেহরাওদের গার্নিশনকে সহায়তা করত, যেন তারা মুজাহিদিনের অগ্রগতি থামাতে পারে। তারা দিনে দুই বা তিনবার ফাইটার বোমার ও হেলিকপ্টার গানশিপ ব্যবহার করে হামলা চালাত। এ সময় সোভিয়েত/ডিআরএ কমান্ড কান্দাহার ও শিন্দন্দ থেকে জঙ্গল যোদ্ধাদের (গ্রাউন্ড ফোর্স) জোগাড় করেছিল দেহরাওদে বিপন্ন মিলিশিয়া রক্ষার জন্য। তবে পাহাড়ি যুদ্ধে বড় সংখ্যক পদাতিক ও ট্যাঙ্ক পাঠাতে তাদের সপ্তাহগুলো লেগে গিয়েছিল।

একদিন, একটি মুজাহিদীন জঙ্গি দল যাদের কাছে ছিল ZGU-1 এন্টি-এয়ারক্রাফট হেভি মেশিন গান, তারা দেহরাওদে ওড়ে আসা দুটি সোভিয়েত ফাইটার-বোমার প্লেনের একটি নামিয়ে আনে। ওই প্লেন আগুনে ভস্মীভূত হয়ে হেলমান্ড নদীতে পড়ে যায়। প্লেনের পাইলট, যাকে বলা হয় একজন উচ্চপদস্থ অফিসার, বিমান থেকে প্যারাশুট দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিকটতম মুজাহিদীন অবস্থান থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দূরে ল্যান্ড করে। অন্য ফাইটারটি ওই এলাকা ঘুরে প্লেনের বিধ্বস্ত স্থানের অবস্থান শনাক্ত করে পালিয়ে যায়। মোল্লা জুমা খান নেতৃত্বে সাতজনের একটি মুজাহিদীন দল পাইলটকে ধরে আনার জন্য যায়। মুজাহিদীনরা পাইলটকে জীবিত আটকানোর চেষ্টা করছিল। তারা যখন আটকানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন কান্দাহার থেকে কোটাল-এ মুরচা পাসের উপরে গিয়ে কিছু ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার ও হেলিকপ্টার গানশিপ মুজাহিদীন অবস্থানগুলোতে গুলি চালানো শুরু করে। দুইটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত স্থানের উপরে হোভার করে। একটি হেলিকপ্টার ৫০ মিটার নিচে ল্যাডার নামায়। সোভিয়েত পাইলট তার আশ্রয় থেকে উঠে ল্যাডার দিয়ে উঠে যাওয়ার সময়, মুজাহিদীনরা গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং হেলিকপ্টারটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হেলিকপ্টার পালানোর চেষ্টা করলেও তিন কিলোমিটার দূরে বিধ্বস্ত হয়।

এই ঘটনা সোভিয়েত বিমান অভিযান বাড়িয়ে দেয়, তারা আগত গ্রাউন্ড ফোর্সদের জন্য এলাকাকে সোজা করতে চায়। দুইটি শাখায় দেহরাওদের দিকে শত্রু বাহিনী এগিয়ে আসছিল—একটি কজাকি বাঁধ থেকে হেলমান্ড নদী ধরে, আরেকটি খাকরেজ হয়ে কোটাল-এ মুরচা পাসের রাস্তা দিয়ে। তিনদিন ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম সোভিয়েত বিমান হামলা চলল। তবে, মুজাহিদীনদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল সামরিক মিলিশিয়ার থেকে কম, যাদের অনেকেই 'বন্ধুত্বপূর্ণ আগুন' এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মারা গিয়েছিল।

তীব্র বোমাবর্ষণের পর, কজাকি থেকে একটি শত্রু পদাতিক ও ট্যাঙ্কের দল দেহরাওদে পৌঁছায়। যদিও মুজাহিদীনরা ওই পথে আগে থেকেই চলে গিয়েছিল, কিন্তু ওই এলাকা ট্যাঙ্ক চলাচলের উপযোগী ছিল না। সোভিয়েত মুভমেন্ট সাপোর্ট ডিটাচমেন্ট (এমএসডি) রাস্তা নির্মাণ ও ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ট্যাঙ্ক ও এপিসির চলার পথ পরিষ্কার করে। তারা পাহাড়ের উচ্চতায় সৈন্য মোতায়েন করেছিল, যাদের কাজ ছিল চলার পথে পাশ থেকে সুরক্ষা দেওয়া।

এই সময়ে মুজাহিদীন বাহিনী এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন ছিল। কান্দাহার ও হেলমান্ডের বাহিনী হেলমান্ড নদীর দুই পাশেই ছিল এবং পার হওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের ভারী অস্ত্র যেমন ZGU-1, DShK ও রকেটও নদীর দুই পাশে ছিল। তারা একত্রে আগুন চালাতে পারেনি। মুজাহিদীনরা তিনদিন আগে সোভিয়েত পাইলটকে হত্যা করার পর বুঝতে পারে যে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং শত্রুর দুই-মুখী আক্রমণ সামলাতে পারছে না। তাই তারা পর্বতমালা দিয়ে প্রত্যেক নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে যায়।

কজাকি থেকে আসা সোভিয়েত দল দেহরাওদে পৌঁছে নিহত পাইলটের মরদেহ উদ্ধার করে, যদিও মুজাহিদীনরা আগেই তার দলিলপত্র সরিয়ে নিয়েছিল। কান্দাহার থেকে আসা শাখা খাকরেজে থেমে গিয়ে দেহরাওদের দিকে এগোয়নি; তারা কিছু অনুসন্ধান ও ধ্বংস অভিযান চালিয়ে ফিরে যায়। মোট ৪৫ দিনের যুদ্ধ চলাকালীন ডিআরএ মিলিশিয়ার সবচেয়ে বেশি লোক নিহত হয়। মুজাহিদীনদের ক্ষতি ছিল নগণ্য। মুল্লা মালাঙ্গ জানান যে মুজাহিদীনরা একটি জেট ফাইটার এবং ১০টি হেলিকপ্টার নামিয়ে এনেছে।

COMMENTARY:

এই মুজাহিদীন অবরোধ ছিল পার্শ্ববর্তী গেরিলা বাহিনীর একটি প্রচলিত ধরনের যুদ্ধ। এটি একটি কৌশলগত পিছিয়ে পড়ার ফলে শেষ হয়। যদি মুজাহিদীনরা ওই অঞ্চলে একটি কার্যকর অপারেশনাল কমান্ড সিস্টেম স্থাপন করত, তাহলে তাদের সময় এবং স্থান অনুসারে অভিযান সমন্বয় করা সহজ হতো। এমন একটি ব্যবস্থা না থাকার ফলে বড় একটি মুজাহিদীন বাহিনী অন্যান্য স্থানীয় গোষ্ঠীর অপারেশনাল সহায়তা ছাড়া পড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে সোভিয়েত/ডিআরএ রেইনফোর্সমেন্টের চলাচল বন্ধ করার ক্ষেত্রে।

গেরিলা বাহিনী সাধারণত স্বল্পকালীন অভিযান চালানোর জন্যই উপযুক্ত। দীর্ঘ সময় ধরে চলা অভিযানের মতো অবরোধ পরিচালনা করা, যেমন এই অবরোধ, বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং। মুজাহিদীনরা অবশ্য দেহরাওদের দক্ষিণ দিক থেকে আসা পথগুলো রক্ষা করার জন্য ছোট দল নিয়োজিত করেছিল, কিন্তু অবরোধ চলাকালীন অনেক যোদ্ধা আরও জরুরি কাজের জন্য পাহাড় থেকে চলে গিয়েছিল। তারা একের পর এক চলে যাওয়ায় পথগুলো খোলা পড়ে গিয়েছিল। কজাকি এবং কোটাল-এ মুরচা উভয় পথ ছোট্ট একটি দৃঢ়সঙ্কল্প যোদ্ধাদের দ্বারা সহজেই বন্ধ করা যেত। যদি মুজাহিদীনরা তাদের অবস্থান ধরে রাখত, তাহলে তারা শত্রুর বড় বড় বাহিনীকে থামিয়ে দেহরাওদে একটি বিজয় উদযাপন করতে পারত।

কিন্তু আবারও, মুজাহিদিনের অভিজ্ঞতা তাদের কৌশলগত এবং লজিস্টিক্যাল সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্ট করল, যেগুলো বড় বাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ মুজাহিদীন তাদের নিজ নিজ এলাকা ছাড়া অন্যত্র লড়াই করছিল, তাই তারা দীর্ঘ সময় স্থির অবস্থানে থাকা এবং সোভিয়েত বিমান বাহিনীর হামলার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিল না।

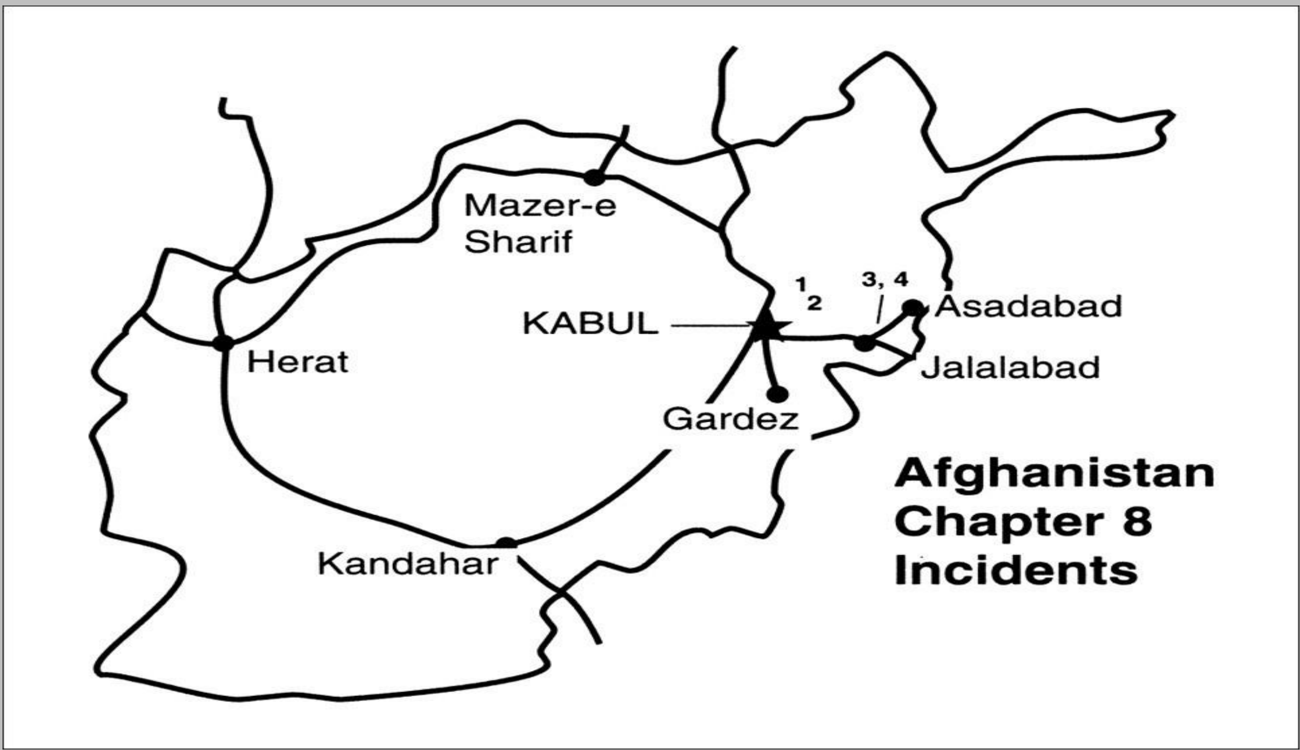
বিমান শক্তি যদিও গেরিলা যুদ্ধে খুব কম সময়ই নির্ধারণমূলক ভূমিকা পালন করে, এই অবরোধ ভাঙতে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুজাহিদীনরা যখন স্থির অবস্থানে এসে পড়ল, তখন সোভিয়েত বিমান বাহিনী তাদের আক্রমণ বিলম্বিত করতে এবং স্থল বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় অর্জন করতে সক্ষম হয়।

চ্যাপ্টার ৮

DEFENDING AGAINST RAIDS

ভূমি-ভিত্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সময়োচিত গোয়েন্দা তথ্য, পরিকল্পনা ও যুদ্ধ মহড়া, প্রস্তুতকৃত প্রতিরক্ষামূলক ও আশ্রয়স্থল, প্রস্তুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী, সহজলভ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ, পালানোর রুট, নিরাপত্তা টহল ও প্রহরী, এবং যথেষ্ট দূরত্বে স্থাপিত আগাম সতর্ককারী উপাদান, যাতে যথাযথ আগাম সতর্কতা পাওয়া যায়।

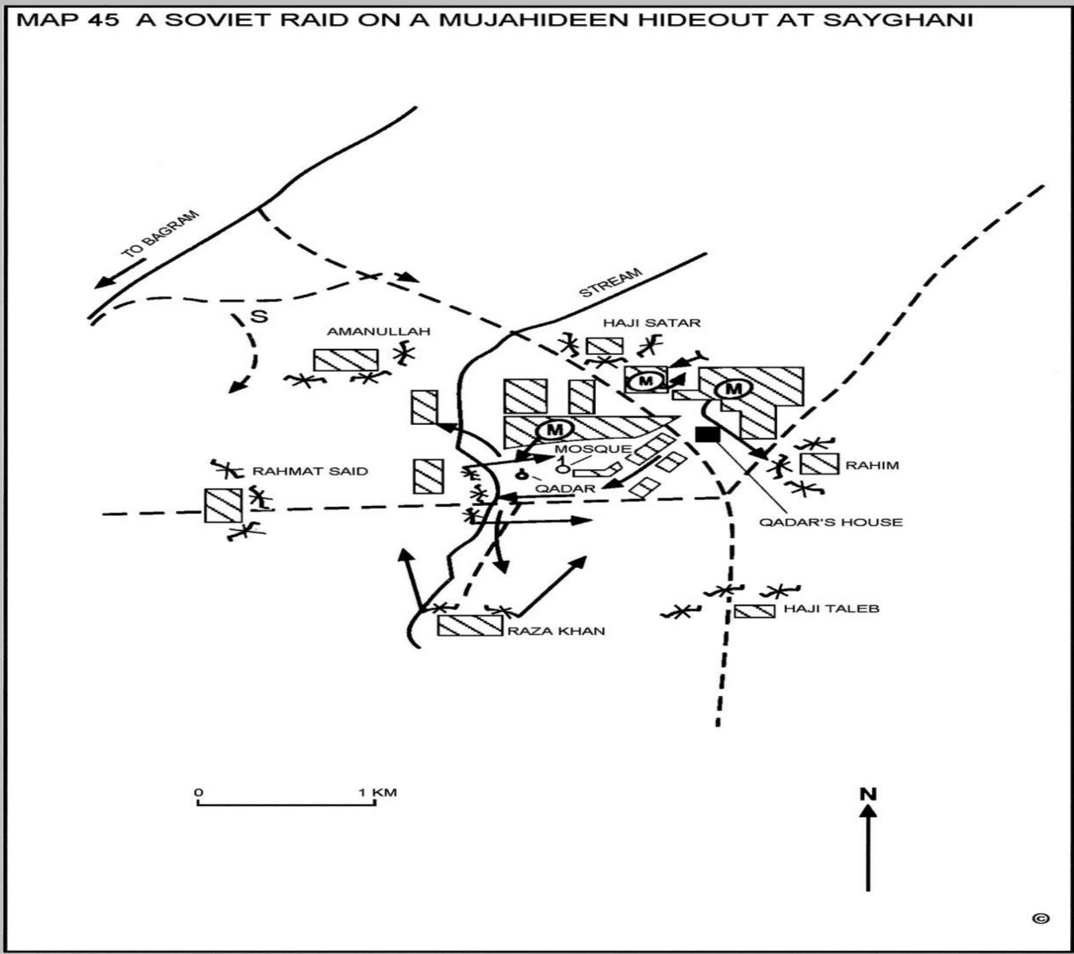
পরিকল্পনা, যুদ্ধ মহড়া, প্রস্তুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী এবং পলায়ন ও প্রত্যাহারের অনুশীলন, আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



ঘটনা- ১

SOVIET RAID ON MUJAHIDEEN HIDEOUT AT SAYGHANI

by Haji Abdul Qader



১৯৮১ সালের ৯ জানুয়ারি, সোভিয়েত বাহিনীর একটি দল আমার বাড়িতে, সাইঘানি গ্রামে অভিযান চালায়। এই গ্রামটি বাগরাম বিমানঘাঁটির প্রায় ছয় কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। তখন আমি প্রায় ২০০ জন স্থানীয় মুজাহিদিনের একটি দলের কমান্ড করতাম, যারা বিভিন্ন চলমান ঘাঁটিতে বিভক্ত ছিল। আমরা বাগরাম ও পার্শ্ববর্তী পারওয়ান ও কপিসা প্রদেশের জেলাগুলোতে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করতাম। আমি খুব কমই নিজ গ্রামে রাত কাটাতাম, কারণ এটি সোভিয়েত ঘাঁটির খুব কাছেই অবস্থিত এবং প্রতিরক্ষা দেওয়া কঠিন। আমি আমার বিভিন্ন চলমান ঘাঁটির মধ্যে ঘুরে ঘুরে থাকতাম এবং প্রতিদিন রাতে আলাদা জায়গায় থাকতাম। সাধারণত আমি আমার সঙ্গে ২০ জনের বেশি যোদ্ধা রাখতাম না, এবং তারা শান্তিপ্রিয় বেসামরিক মানুষের ছদ্মবেশে থাকত।

এর এক সপ্তাহ আগে, গুজারখেল এলাকার জেআইএ (JIA) কমান্ডার মৌলভী জাহেরের সঙ্গে আমি মিলে কোহ-এ-টপ থেকে সায়াদ রোডে সফি বাবা এলাকায় একটি সোভিয়েত/ডিআরএ (DRA) সামরিক বহরে হামলা চালাই। ঐ বহরে সাত-আটটি ট্রাক এবং ছয়টি এপিসি (সাঁজোয়া যান) ছিল। তারা দক্ষিণের খানাকা ও নিয়াজি এলাকা থেকে ফিরছিল, যেখানে ডিআরএ বাহিনী জোরপূর্বক মানুষ ধরে তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করছিল। সন্ধ্যার সময় আমরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে দুটি এপিসি ও চারটি ট্রাক ধ্বংস করি—স্বল্প দূরত্ব থেকে RPG-7 দ্বারা। আমরা প্রায় ৭০টি কালাশনিকভ (AK-47) বন্দুক জব্দ করি, যা আমাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। আমরা আমাদের দুই দলের মধ্যে অস্ত্রগুলো ভাগ করে নিই। আমার বিশ্বাস, এই হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই আমার বাড়িতে সোভিয়েত বাহিনী অভিযান চালায়।

ঐ রাতে আমার বাড়িতে লঘমান (লগর) থেকে কিছু অতিথি এসেছিল, এবং আমি তাদের রাত পর্যন্ত আপ্যায়ন করি। পরে রাতের দিকে আমি আমার অধিকাংশ যোদ্ধাকে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিই এবং সাইঘানিতে ৪০ জন রেখে দিই (তাদের মধ্যে ২২ জন ছিল গ্রামের বাসিন্দা)।

সাইঘানি একটি গ্রাম, যেখানে প্রায় ১০০টি বাড়ি আছে এবং এটি মূল সড়ক থেকে কিছুটা ভেতরে অবস্থিত। আমার বাড়িটি গ্রামের মসজিদের কাছাকাছি, আর গ্রামটি ঘিরে কয়েকটি দুর্গের মতো কেল্লা রয়েছে, যেগুলো গ্রাম রক্ষার জন্য তৈরি (নকশা ৮-১ - সাইঘানি)। আমি দুটি প্রহরী দল নিযুক্ত করেছিলাম—একটি আমার বাড়িতে এবং আরেকটি মসজিদে। রাতটা একেবারে শান্ত ছিল এবং মধ্যরাতে তুষারপাত শুরু হয়। ভোরবেলা আমি ফজরের নামাজের জন্য উঠি। ছাদে থাকা প্রহরীরা জানায় যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। কিন্তু অজু করার সময় আমি দেখতে পাই যে, আকাশে ফ্লেয়ার ছোড়া হচ্ছে—উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে।

রাতটা আমার প্রহরীদের কাছে শান্ত মনে হলেও, সোভিয়েত হামলাকারী দল তখন ব্যস্ত ছিল। স্থানীয় গাইড ও দালালদের সহায়তায় তারা বাগরাম থেকে পায়ে হেঁটে তুষারপাতের মধ্যে চুপিসারে গ্রামে পৌঁছে যায় এবং চারপাশের কয়েকটি ভবন নিঃশব্দে দখল করে নেয়। ভোর হওয়ার আগেই তারা হাজী সাত্তার, রহিম, হাজী তালেব, রেজা খান, হাজী রহমত সায়িদ এবং আমানুল্লাহ কেল্লা দখল করে নেয়।

আমি ফ্লেয়ার দেখেই প্রহরীদের জিজ্ঞেস করি। তারা জানায় যে শত্রু সম্ভবত গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার দূরের সড়কে আছে। কিন্তু আমার মনে হয় ফ্লেয়ারগুলো অনেক কাছ থেকেই ছোড়া হচ্ছে। আমার হাতে আর সময় ছিল না। আমি আমার বাড়িতে থাকা ১৫ জন যোদ্ধাকে নিয়ে গ্রাম থেকে পালানোর চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর মনে পড়ে আমার ব্রিফকেস রয়ে গেছে, যাতে আমার দলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। আমি আমার ছোট ভাইকে সেটি আনতে পাঠাই এবং আমার বাকি যোদ্ধাদের মসজিদের রাস্তা ধরে সায়িদ কেল্লার দিকে পাঠিয়ে দিই, যেখান থেকে আমরা মুজাহিদীন-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় চলে যাবো। আমি ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করি। কয়েক মিনিট পর সে এসে পৌঁছায় এবং আমরা দলটির পেছনে যাই। মসজিদের পেছনে একটি খাল রয়েছে, সেখানে পৌঁছানোর সময় দেখি খালের নিচে সোভিয়েত সৈন্যরা ওঁত পেতে আছে। তারা আমাদের ওপর AK-74 দিয়ে গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থলে আমার তিনজন যোদ্ধা নিহত হয়। বাকিরা অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যায়, কিন্তু তারা অন্য আরেকটি ঘেরাওয়ে পড়ে এবং সেখানেই সবাই শহিদ হয়। একটি ট্রেসার গুলি আমার চাদর (চাদর/তোপী) ধরিয়ে দেয়। আমার ভাই আমাকে সতর্ক করে। আমি আগুন ধরে যাওয়া চাদর খুলে ফেলি, কিন্তু তাতে প্রথম হামলাকারী দলের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়ে এবং তারা ফের গুলি চালায়, আমার ভাইকে হত্যা করে।

আমি তখন আমার দলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলি এবং উল্টো দিক দিয়ে গ্রামের এক প্রান্তের একটি বাড়ির মাধ্যমে পালিয়ে যাই। শত্রু গ্রামে ঢোকার সব রাস্তা ও পালানোর পথ বন্ধ করে রেখেছিল। আমার কোনো মুজাহিদীন বেঁচে যায়নি। তারা আমার ৪০ জন মুজাহিদীন ও গ্রামে থাকা ১৫ জন বেসামরিক মানুষকে বিভিন্ন স্থানে হত্যা করে।

COMMENTARY:

কার্যকর নিরাপত্তার অভাব সোভিয়েত বাহিনীর সফলতার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মুজাহিদদের প্রতিরোধ শক্তির সম্পূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো — বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং প্রধান বাহিনীকে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে ও অনুকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ মোতায়েনের জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ

প্রদান করা। যদি মুজাহিদীনরা গ্রামের আশেপাশের প্রবেশপথে নজরদারি টহল বা নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত করতেন, তাহলে সম্ভবত সোভিয়েতরা গোপনে গ্রামে ঢুকে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারত না।

কমান্ডার কাদের গ্রামের ভেতরে যে দুটি প্রহরী দল নিযুক্ত করেছিলেন, তারা শুধু ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা দিতে পেরেছিল; কিন্তু আগাম সতর্কতা বা কৌশলগত নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

সোভিয়েতদের চলাচল ও গ্রামে নিঃশব্দে অবস্থান গ্রহণই এই অভিযানের সাফল্যে মূল ভূমিকা রেখেছে। অতর্কিত হামলার শিকার হয়ে মুজাহিদরা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং বাধ্য হয় শত্রুর নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে।

মুজাহিদরা যদি এমন হামলার সম্ভাব্য ঝুঁকির জন্য বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করতেন, যেখানে প্রতিটি যোদ্ধা ও দলনেতার দায়িত্ব এবং অবস্থান পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত থাকত, তাহলে তারা হয়তো এই বিপর্যয় এড়াতে পারতেন। বিশেষ করে যখন রাতের বেলায় গ্রামে অবস্থান করা হচ্ছিল, তখন কার কোথায় থাকবে তা আগেই পরিকল্পনায় থাকা উচিত ছিল। বাগরাম ছিল একটি বড় সোভিয়েত ঘাঁটি — আর মুজাহিদদের আত্মবিশ্বাস ও বেপরোয়া মনোভাব এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

সোভিয়েত উপস্থিতি বুঝতে পারার পরও, মুজাহিদীন কমান্ডার পরিস্থিতির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বা নেতৃত্ব স্থাপন করতে ব্যর্থ হন। তিনি বলেন, তার কাছে সময় ছিল না সবাইকে সতর্ক করার, কিন্তু তিনি তার নিজের ১৫ সদস্যের ছোট দলের নেতৃত্ব দিতেও পারেননি। তিনি তার ব্রিফকেসের জন্য অপেক্ষা করেন এবং তার অনুপস্থিতিতে দলের জন্য কোনো নেতা নিযুক্ত না করেই তাদের সামনে পাঠিয়ে দেন। ফলে দলটি নেতৃত্বহীন অবস্থায় পরপর দুটি ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুর ফাঁদে পড়ে ধ্বংস হয়।

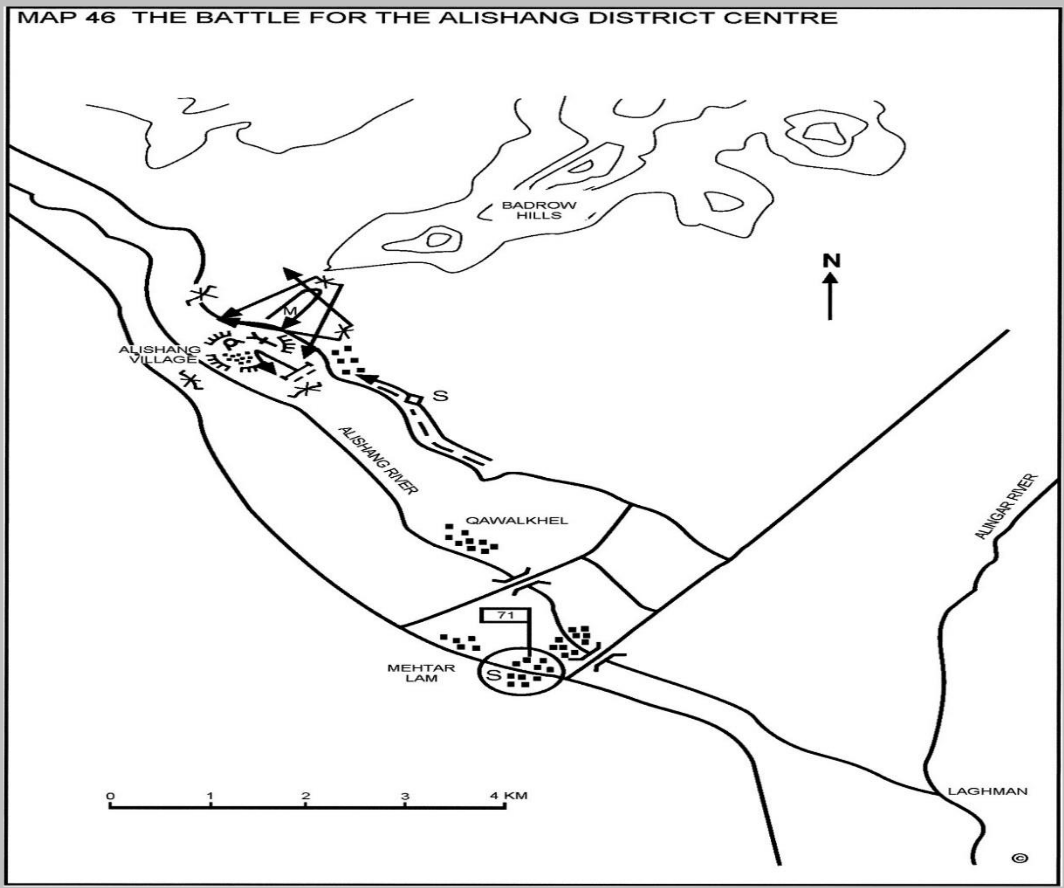
স্থানীয় দালাল ও সহযোগীরাও সোভিয়েত সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ধরনের সহযোগিতা ছাড়া সোভিয়েত বাহিনীর লক্ষ্য অর্জন সম্ভব ছিল না। আর এমন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা মুজাহিদদের মধ্যে ব্যাপক সন্দেহ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করত, যার ফলে অনেক সময় নির্দোষ লোকের উপরও ভয়ানক পরিণতি নেমে আসত।

হাজী আবদুল কাদের এই ঘটনার মাধ্যমে অত্যন্ত কঠিন ও রক্তক্ষয়ী মূল্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পরবর্তীতে স্বীকার করেন যে, এরপর থেকে তার দল আর কখনো সাইঘানি গ্রামে রাতে অবস্থান করেনি, যদি না গ্রামের প্রবেশপথ থেকে কমপক্ষে দুই কিলোমিটার দূরে শক্তিশালী নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত করা হয়।

ঘটনা- ২

BATTLE FOR ALISHANG DISTRICT CENTER

by Commander Sher Padshah



১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে ছিল লগরমান প্রদেশের আলিশাঙ জেলা কেন্দ্র। আমার ঘাঁটি ছিল দৌলতশাহের কাছে একটি দূরবর্তী উপত্যকায়। আমি আমার ২৯ জন মুজাহিদকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে, উর্বর আলিশাঙ উপত্যকা হয়ে আলিশাঙ গ্রামে পৌঁছাই (নকশা ৮-২ - আলিশাঙ)। এটি প্রায় ৪৫ কিলোমিটারের একটি পথ।

আমরা পৌঁছানোর সময় খুবই ক্লান্ত ছিলাম। স্থানীয় মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। তারা আমাদের বিশ্রাম নিতে বলল এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব তারা নেবে বলে জানাল।

সকালে, যখন আমরা ফজরের নামাজের জন্য উঠছিলাম, তখন গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। প্রহরীরা তখন বুঝতে পারল যে আমরা শত্রুদের দ্বারা ঘিরে পড়েছি। আমরা পাহাড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। গ্রাম থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে বাদরাও পাহাড় রয়েছে, যেখান থেকে পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ করা যায়।

আমরা গ্রাম ছাড়ার চেষ্টা করতেই চারদিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ১৪ জন মুজাহিদকে হারালাম (KIA - নিহত), এবং ৫০ জন আহত (WIA)। স্থানীয় মুজাহিদ কমান্ডার মৌলভী নিয়াজ মোহাম্মদ নিহতদের মধ্যে ছিলেন। প্রচণ্ড গুলির মুখে ও ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়ে আমরা গ্রামে ফিরে গিয়ে মরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

আমাদের বাহিনী তখন মাত্র ১৫ জনে নেমে আসে, তবে আগের রাতেই বসানো মর্টারগুলো তখনও অবস্থানে ছিল। মর্টার ছাড়াও আমাদের কাছে ছিল RPG-7, PK মেশিনগান, কালাশনিকভ রাইফেল এবং বারনাউ "২০-গুলির" রাইফেল। আমরা শক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলি। তখন আবিষ্কার করি যে সোভিয়েত বাহিনী পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলেছে।

সকাল ৮টার দিকে, প্রাদেশিক রাজধানী মেহতার লাম থেকে ট্যাংক ও পদাতিক বাহিনীর একটি DRA (সরকারি আফগান বাহিনী) সহায়ক দল আসে। আমরা তাদের লক্ষ্য করে মর্টার দিয়ে গুলি ছুঁড়ি। তারা বারবার গ্রামে ঢুকতে চাইলেও আমরা তাদের ঠেকিয়ে রাখি। কখনও কখনও লড়াই হাতাহাতি পর্যায়ে চলে যায়। আমরা একটি ট্যাংক RPG-7 দিয়ে ধ্বংস করি।

দুপুর নাগাদ, সোভিয়েত উপদেষ্টাদের ভর্তি একটি জিপ আমাদের গুলির রেঞ্জে চলে আসে। আমার একজন RPG-7 গনার জিপটি উড়িয়ে দেয়। জিপের কাছাকাছি থাকা কিছু DRA সৈন্যকে আমরা বন্দি করি। আমরা তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলি, এবং তারা তা করে।
লড়াই চলতে থাকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে, DRA ও সোভিয়েত বাহিনী পিছু হটে এবং গ্রাম আমাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। তবে আমাদের ১৪ জন মুজাহিদ নিহত এবং ৫০ জন আহত হয়। পাশাপাশি অনেক আফগান বেসামরিক নাগরিক—নারী ও শিশু—নিহত ও আহত হয়। শত্রু পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা আমি জানি না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রাম থেকে কেউ সরকারের কাছে খবর পাঠিয়েছিল যে আমরা এখানে অবস্থান করছি। কারণ সোভিয়েতরা গ্রাম ঘেরাও করার আগেই কিছু গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যারা গ্রামে থেকে গিয়েছিল, তারা আমাদের প্রতিরক্ষায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। নারীরা আমাদের খাবার দেয়, নিরাপদ আশ্রয়ের জায়গা দেখায় এবং শত্রুর ঘেরাও আঁটতে থাকলে তারা আমাদের বাড়ি থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমরা স্থানীয়দের কাছে লাশ বহনের জন্য গাধা ও খচ্চরের অনুরোধ করি। তারা আমাদের মৃতদের তাদের পশুতে করে তাদের নিজ নিজ গ্রামে পৌঁছাতে সাহায্য করে, যাতে যথাযথভাবে কবর দেওয়া যায়। আহতদের স্থানীয় চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যাই, যারা যথাসাধ্য সহায়তা করে—এমনকি সরকারি হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসকও।

সোভিয়েত বাহিনী তাদের কিছু নিহত সৈন্যের মরদেহ আলিশাঙ গ্রামে ফেলে যায়। তারা দক্ষিণের কাওয়ালখেল গ্রামে চলে যায় এবং গ্রাম ঘেরাও করে। তারা গ্রামবাসীদের হুমকি দেয়—যদি তারা আলিশাঙে গিয়ে সোভিয়েতদের মৃতদেহ সংগ্রহ না করে, তাহলে কাওয়ালখেল গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হবে।
কাওয়ালখেলের বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের কাছে আসে এবং সোভিয়েতদের মৃতদেহ চাইলে আমরা বলি, আমরা চলে যাওয়ার পর তারা মৃতদেহ নিতে পারবে।

COMMENTARY:

মুজাহিদরা যখন কোনো গ্রামে রাত কাটাতেন, তখন তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাধারণত মাত্র একজন বা দুজন প্রহরীর উপর নির্ভর করত, যারা গ্রামেই থাকত। কিন্তু কার্যকর প্রতিরক্ষার জন্য তাদের উচিত ছিল গ্রামের চারপাশের গুরুত্বপূর্ণ উঁচু জায়গায় প্রহরী মোতায়েন করা, যাতে আগেভাগেই শত্রু উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।
যখন সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনীর কাছে সময়োচিত গোয়েন্দা তথ্য থাকত, তখন তারা ঘুমন্ত মুজাহিদদের ঘিরে ফেলতে পারত, যাদের প্রহরীরা প্রায়ই ঘুমন্ত যোদ্ধাদের কয়েক গজ দূরেই থাকত।

সম্ভবত সোভিয়েত বাহিনী ছিল জালালাবাদে অবস্থানরত ৬৬তম আলাদা মোটর রাইফেল ব্রিগেডের। আর ডিআরএ বাহিনী ছিল মেহতার লামে মোতায়েন ৭১তম পদাতিক রেজিমেন্টের।
এই এলাকা খোলামেলা ও সহজে সড়কপথে প্রবেশযোগ্য, ফলে দ্রুত ঘেরাও অভিযান সম্ভব হয়েছিল।
স্থানীয় মুজাহিদদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিরোধের জন্য বড় ক্ষতি ডেকে আনে।

ঘটনা- ৩

VISION IN THE BAR KOT VALLEY

by Doctor Mohammad Sadeq

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি দারা-ই-নূর উপত্যকার আমার গ্রাম সোতান থেকে পাশের বার কট উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমার সঙ্গে ছিল পাঁচজন মুজাহিদ। বার কট উপত্যকায় আমরা দুদ-রেগ নামের একটি গ্রামে গিয়ে যাত্রা বিরতি করি এবং সেখানে মুজাহিদীনদের একটি অতিথিশালায় রাত কাটাই (নকশা ৮-৩ – দৃষ্টিকোণ)। দুদ-রেগ উপত্যকার শেষ গ্রাম, এর পরই শুরু হয় গভীর বনভূমি। এই এলাকায় পাহাড়গুলো পাইন, জুনিপার আর চম্পা গাছে ঘেরা ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আবহাওয়া ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন, বৃষ্টিমুখর ও হাড় কাঁপানো ঠান্ডা।

আমাদের ঘরের পাশেই IRMA-এর (একটি মুজাহিদ গোষ্ঠী) অন্য মুজাহিদরাও অবস্থান করছিল। রাতের খাবারের পর সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, কেবল প্রহরী জাগ্রত ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে দেখি, সাদা পোশাক পরিহিত একজন মানুষ আমার কাঁধে হাত রেখে বলছেন, "তুমি জয়ী হবে।" এরপর তিনি আমার কোলে কিছু গুলি রেখে একটি এনফিল্ড রাইফেল দেন এবং বলেন, "এটাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়।" আমি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে যাই এবং চারপাশে তাকাই। কোথাও এনফিল্ড রাইফেল বা গুলি দেখতে পাই না। তবে আমি আমার কালাশনিকভ ও পিস্তল বালিশের নিচে আছে কি না, তা পরীক্ষা করি এবং স্বপ্ন নিয়ে ভাবতে থাকি।

রাত ১২টা ৩০ মিনিটে আমি আবার গুলির শব্দে জেগে উঠি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রহরীকে জিজ্ঞেস করি কী ঘটেছে।
"কিছু না, সব ঠিক আছে,"—আঘা গুল উত্তর দেয়।
আমি আবার শুয়ে পড়ি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একটি গুলির শব্দ পাই। এবার আমি লাফিয়ে উঠে জুতা পরি এবং অস্ত্র তুলে নিই। অন্য মুজাহিদরাও উঠে পড়ে। আমি বাইরে তাকাই। প্রহরী বলল, "সোভিয়েতরা এসেছে। আমরা ঘেরাও হয়ে গেছি। আমি চারপাশে তাদের সংকেত রকেট দেখতে পাচ্ছি।"

IRMA-এর মুজাহিদরা দ্রুত ঘর ছেড়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। আমার পাঁচজন মুজাহিদ আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কী করব?"
আমি বললাম, "তারা আমাদের জন্যই এসেছে। তাহলে চল, তাদের একটা শিক্ষা দিই।"

ততক্ষণে শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে এবং সব রাস্তাই অবরুদ্ধ করেছে।

আমরা যে ঘরে ছিলাম, তার একটি বড় বন্ধ উঠান ছিল (৬০ মিটার × ৬০ মিটার)। শত্রুরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল, এবং তারা জানত আমরা ঠিক কোথায় আছি। আমি উঠানের পেছনের দিকে গিয়ে একটি সীমানা প্রাচীর টপকে একটি এক মিটার চওড়া সরু গলিতে ঢুকি। আমার মুজাহিদদের বলি, "আমার পিছু নাও।" আমরা গলি ধরে এগিয়ে খোলা মাঠে পৌঁছাই। সেখানে আমি খোলা মাঠে সোভিয়েতদের দেখতে পাই।

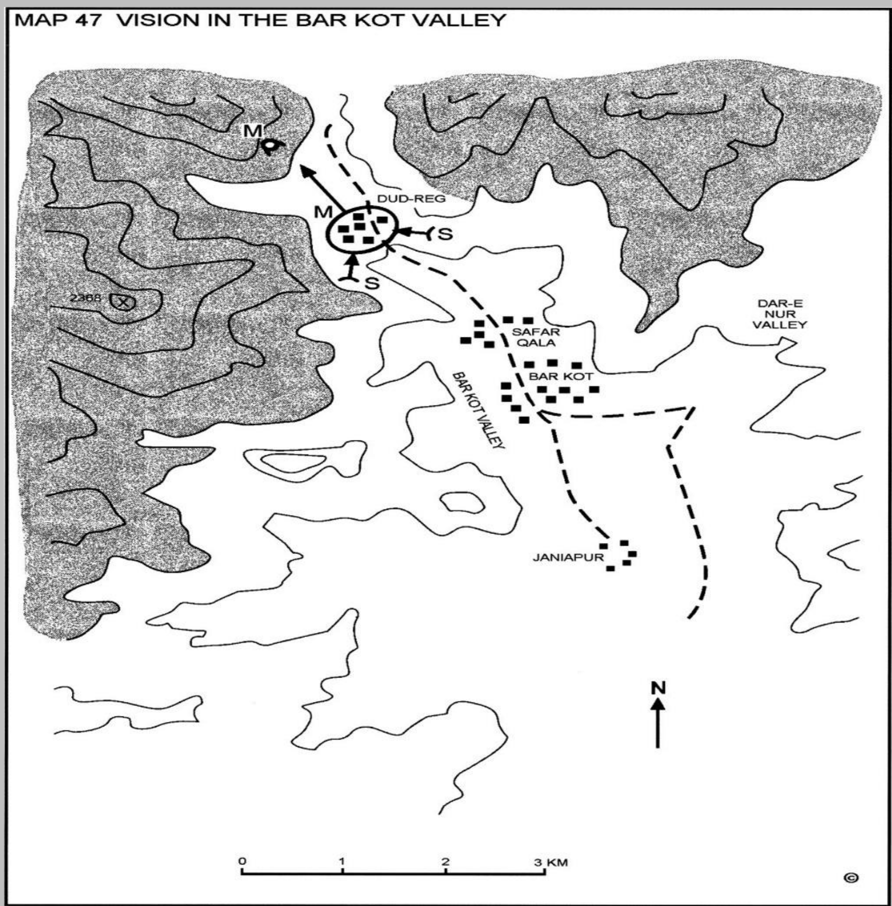
আমি আমার মুজাহিদদের বলি, "আমি এখানে গুলি চালিয়ে আগুনের কভার দেব, তোমরা দৌড়ে মাঠ পার হয়ে দাওয়ায় চলে যাও। তারপর মাঠের পাশে অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ গড়ো।"
আমাদের পেছনে ছিল IRMA মুজাহিদদের ঘর। আমি জানতাম না তারা এখনো আছে কিনা। তাই চিন্তায় ছিলাম, তারা আমাদের পেছনে ভুলবশত গুলি চালিয়ে ফেলতে পারে।

আমি গুলি চালাতে থাকি আর আমার মুজাহিদরা দৌড়ে মাঠ পার হতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা গুলির মুখে পড়ে। আমরাও পাল্টা গুলি চালাই এবং পাহাড়ের দিকে পিছু হটি। পাহাড়ে উঠতেই দেখি, সেখানে আরও সোভিয়েত সৈন্য আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছে। আমরা একটি প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিই, কিন্তু সেখানে আমার একজন মুজাহিদ গুলিতে নিহত হয়।

এই জায়গা আমাদের অপরিচিত ছিল, তাই কোন পথে বের হতে হবে তা বুঝতে পারছিলাম না। প্রায় তিন ঘণ্টা পর আমরা সঠিক পথ খুঁজে পাই এবং নিরাপদে পাহাড়ে পৌঁছে যাই। সেখানে আমরা দেখা করি আগেই পালিয়ে যাওয়া IRMA মুজাহিদদের সঙ্গে।

তারা আমাদের বলে, আমরা যেন ট্রেসার গুলি ছুড়ে টার্গেট চিহ্নিত করি, যাতে তারা মর্টার দাগাতে পারে। আমি সেই ঘরের দিকে ট্রেসার গুলি ছুড়ি, যেখান থেকে আমরা বের হয়েছিলাম। IRMA মুজাহিদরা তখন সেই ঘরের দিকে মর্টার ছোঁড়ে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মর্টার আঘাত আরও নিখুঁত হয়ে ওঠে। মোট ৪২টি মর্টার শেল ছোঁড়া হয়।

সোভিয়েতরা মর্টার হামলায় আর টিকে থাকতে চায়নি, তাই তারা পিছু হটে যায়। আমি তাদের সরে যেতে দেখি এবং বুঝতে পারি, আমরা বিজয়ী হয়েছি—আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। হ্যাঁ, এবারই সেই সময়—এগিয়ে যাওয়ার।



যুদ্ধের পর আমি জানতে পারি যে, IRMA মুজাহিদদের দল থেকেও একজন সদস্য সোভিয়েতদের হাতে নিহত হয়েছিল। এছাড়া ঘেরাও এলাকার কাছাকাছি দুজন আফগান নারীও নিহত হন।

সোভিয়েত বাহিনী জালালাবাদ থেকে এসেছিল (প্রায় ২০ কিলোমিটার দূর থেকে)। তারা রাতে সাঁজোয়া যান (APC) নিয়ে এসেছিল। তাদের পথ দেখিয়ে এনেছিল নাদের নামের এক আফগান, যিনি শেওয়া এলাকার লোক। যেহেতু ডিআরএ

(সরকারি আফগান বাহিনী) এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই স্থানীয় জনগণের আনুগত্য বিভক্ত ছিল, এবং নাদেরের মতো লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করত।

COMMENTARY:

এই এলাকায় স্থানীয় জনগণের আনুগত্য বিভক্ত ছিল, তবু মুজাহিদরা নিরাপত্তা নিয়ে ছিল অবহেলিত।
যে অতিথিশালায় মুজাহিদরা ছিলেন, সেটি কোনো ব্যক্তিগত বাড়ি ছিল না—বরং এটি ছিল মুজাহিদদের জন্য নির্দিষ্ট একটি অতিথিশালা, যা প্রায়শই এই অঞ্চলে চলাচলকারী মুজাহিদরা ব্যবহার করতেন। স্থানীয় সব মানুষই এর অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে জানত।

সোভিয়েত বাহিনীর পথপ্রদর্শক ছিল শেওয়া নামের একটি গ্রামের লোক (যা প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে), তবুও সে নির্ভুলভাবে রাতের অন্ধকারে এই ঘরের অবস্থান শনাক্ত করতে পেরেছিল।

সোভিয়েতরা সাঁজোয়া যান নিয়ে জনবসতিপূর্ণ এলাকা পার হয়ে অভিযান পরিচালনা করে, কিন্তু তবুও মুজাহিদদের কোনো আগাম সতর্কতা পৌঁছায়নি, এমনকি প্রহরীও বিস্মিত হয়। এটি স্পষ্ট করে যে, মুজাহিদদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল আত্মতুষ্টিতে ভরা এবং তারা যে একটি পূর্বনির্ধারিত রুটিনে কাজ করত, সোভিয়েতরা সেটিকে লক্ষ করে তাদের কৌশল ঠিক করেছিল।

শুধু মাত্র মুজাহিদদের মর্টার অস্ত্র ও প্রচুর মর্টার গোলাবারুদের উপস্থিতি তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছে।

ঘটনা- ৪

SURPRISED BY THE SOVIETS IN THE DARA-E NUR

by Doctor Mohammad Sadeq

১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে, ডিআরএ (আফগান সরকারের বাহিনী) ও সোভিয়েত বাহিনী আবারও দারা-ই-নূর উপত্যকায় অবস্থানরত মুজাহিদীনদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে। আমরা মোট ১২০ জন মুজাহিদ, যারা সাতটি RPG-7, একটি ৮২ মিমি মর্টার, একটি DShK (মেশিনগান), এবং অনেক কালাশনিকভ রাইফেল দিয়ে সজ্জিত ছিলাম, শোকিয়ালি গ্রামে শত্রুর অগ্রগতি রুখে দাঁড়াই।
শোকিয়ালি গ্রামটি দারা-ই-নূর ও বার কট উপত্যকার সংযোগস্থলে অবস্থিত (নকশা ৮-৪ - বার কট)। আমরা আমাদের বাহিনীকে এমনভাবে অবস্থান করি, যাতে উভয় উপত্যকা ও মাঝখানের উচ্চভূমিকে প্রতিরোধ করতে পারি।

শত্রুরা এসে আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর সরকার এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের একটি দল পাঠায় আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। তারা আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যেন আমরা এখানে লড়াই না করি এবং এলাকা ছেড়ে দিই। কিন্তু আমরা রাজি হইনি। আমরা আরও এক বছর এই অবস্থান ধরে রাখি, যতক্ষণ না শত্রু নতুন করে একটি বড় বহর আমাদের বিরুদ্ধে পাঠায়।

নাদের, যিনি এই এলাকার ডিআরএ পুলিশ প্রধান ছিলেন, তিনিও আমাদের কাছে বার্তা পাঠান এবং বলেন যেন আমরা এখানে যুদ্ধ বন্ধ করি। তিনি আমাদের হুমকি দিয়ে বলেন, যদি আমরা এলাকা না ছাড়ি, তবে সোভিয়েতরা এই অঞ্চলের সব গ্রাম ধ্বংস করে দেবে।

এখন এপ্রিল ১৯৮৫। এক সন্ধ্যায় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আমরা সোতান গ্রাম থেকে রওনা হই। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি RPG-7 এবং কিছু কালাশনিকভ। আমরা পাহাড়ের পাদদেশ ধরে দুই উপত্যকার সংযোগস্থলের দিকে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার এক মুজাহিদ বলে উঠল, “আমি একটা গুলি চালাব, যেন সবাই বুঝতে পারে আমরা কাপুরুষ নই। আমরা ভয় পাইনি, আমরা এখানেই আছি।”

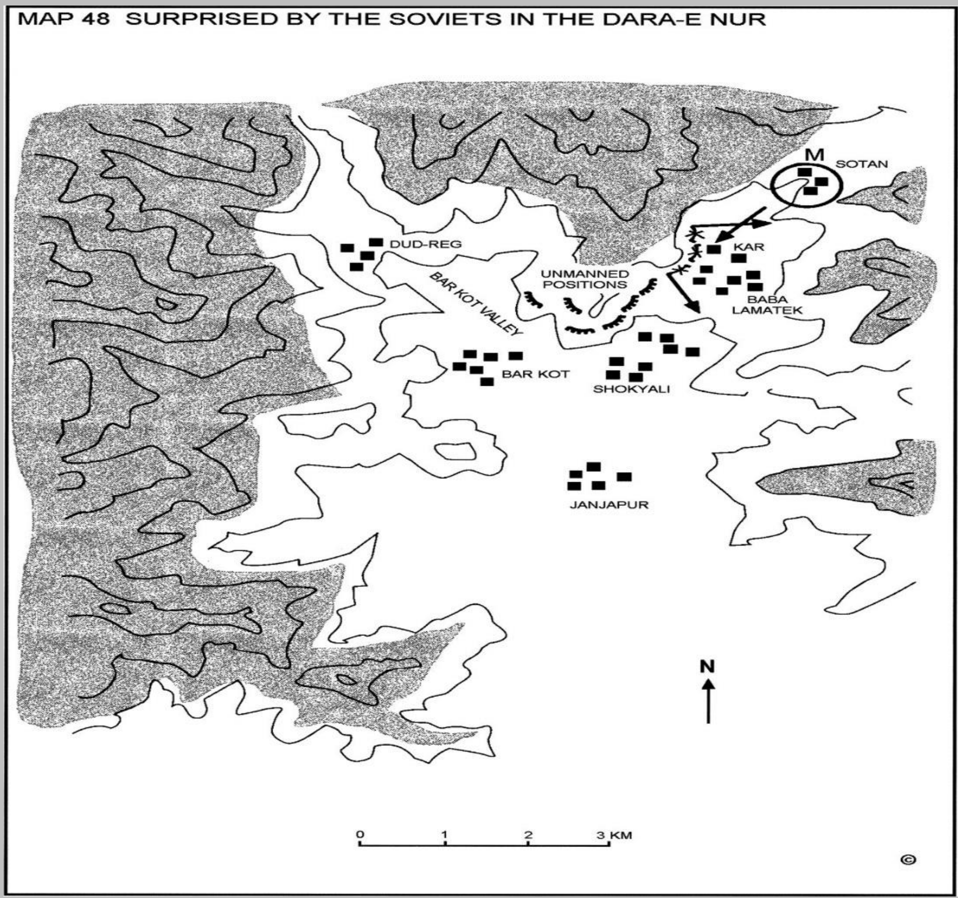
আমি তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করি, কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ে ফেলে। গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে সোভিয়েত বাহিনীর পাল্টা গুলিতে। তখনই আমরা বুঝতে পারি—পুরো এলাকা জুড়ে সোভিয়েতরা ইতিমধ্যে অবস্থান নিয়েছে। তারা আগের রাতেই এসে পজিশন নিয়েছিল এবং পুরো দিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমরা তখনও উপত্যকার সংযোগস্থলে পৌঁছাইনি; তখন আমরা ‘কার’ নামের একটি জায়গায় অবস্থান করছিলাম। সোভিয়েতরা আমাদের ওপর পশ্চিমের পাহাড় থেকে গুলি চালাচ্ছিল, আর পূর্বদিকে ছিল একটি ১৫০ মিটার খাড়া প্রাকৃতিক দেয়ালবিশিষ্ট খাঁড়া গিরিখাত। আমরা পুরোপুরি ফাঁদে পড়ে যাই এবং চারদিক থেকে ঘেরা থাকায় স্থির হয়ে অবস্থান নেই ও পাল্টা লড়াই শুরু করি।

পুরো রাত ও পরদিন আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাই। দিনের আলো ফুটতেই হেলিকপ্টার এসে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আমরা ধৈর্য ধরে অবস্থান ধরে রাখি এবং অপেক্ষা করতে থাকি পরবর্তী রাতের জন্য, যখন আমরা পালানোর চেষ্টা করব।

কিন্তু মনে হয় সোভিয়েতরাও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, কারণ দিন শেষে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

আমার একজন মুজাহিদ শহিদ হয় (KIA) এবং একজন আহত হয় (WIA)। সোভিয়েতদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল কি না, তা আমি জানি না।



COMMENTARY:

মুজাহিদরা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অপরাজেয় বলে বিশ্বাস করত এবং নিয়মিত প্রতিরক্ষার রুটিনের ফলে তাদের সতর্কতা শিথিল হয়ে পড়ে। সোভিয়েতরা আবারও গভীরভাবে মুজাহিদ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করে তাদের চমকে দিতে সক্ষম হয়।

মুজাহিদদের শৃঙ্খলার অভাবেই এই অতর্কিত হামলার সূচনা ঘটে, তবে মনে হয় হামলাটি কিছুটা আগেভাগেই শুরু হয়ে যায়, যখন পুরো মুজাহিদ দল এখনো "হত্যা-জোন" (kill zone) বা আঘাতের এলাকায় প্রবেশ করেনি। মুজাহিদ নেতা কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সম্মতি, ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং নৈতিক যুক্তির মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতেন। মুজাহিদরা ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণমূলক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেনি, ফলে সোভিয়েত বাহিনী অরক্ষিত প্রতিরক্ষা অঞ্চল অতিক্রম করে মুজাহিদদের চমকে দিতে পেরেছে। এটি পরিষ্কার নয় যে, সোভিয়েতরা পূর্ব-পরিকল্পিত ঘাঁটি থেকে হামলা চালিয়েছিল, না কি রাত নামার পর সোতান গ্রামে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

একটি গেরিলা যুদ্ধের বড় সমস্যা হলো—গেরিলা হামলার প্রতিশোধ ভোগ করে সাধারণ জনগণ। যা একটি জনসমর্থিত গণআন্দোলন হিসেবে শুরু হয়, তা ধীরে ধীরে তিক্ত হয়ে ওঠে, যখন স্থানীয় জনগণকে অবিরত প্রতিশোধমূলক হামলার শিকার হতে হয়—আর এই যুদ্ধের শেষ কোথায়, তা তাদের জানা নেই। যে স্থানীয় জনগণ গ্রামে থেকে গিয়েছিল, তাদের বেশিরভাগই শুধু চেয়েছিল সবাই যেন তাদের একা থাকতে দেয়।

এই এলাকায় মুজাহিদরা জনগণের বিশাল সমর্থন হারায়, ফলে তারা গোয়েন্দা তথ্য ও আগাম সতর্কবার্তা পাওয়াও বন্ধ করে ফেলে।

CHAPTER COMMENTARY:

যেসব এলাকায় মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ ছিল বা যেখানে সোভিয়েত/ডিআরএ বাহিনী দীর্ঘদিন অভিযান চালায়নি, সেখানে তাদের স্থানীয় নিরাপত্তা প্রায়ই দুর্বল থাকত।
অনেক সময় এমনকি সোভিয়েত ও ডিআরএ ঘাঁটির পাশবর্তী এলাকাতেও মুজাহিদদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল ছিল।
KHAD (আফগান গোয়েন্দা সংস্থা) এর অনুপ্রবেশকারী ও তথ্যদাতারা প্রায়ই সময়মতো গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করত, যার ফলে সফল অভিযান সম্ভব হতো।

মুজাহিদরা প্রায়ই যথেষ্ট দূরত্বে নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন করতে ব্যর্থ হতো, ফলে সময়মতো সতর্কতা পাওয়া যেত না।
তারা সাধারণত স্থানীয় জনগণের উপর নির্ভর করত এই সতর্কতা পাওয়ার জন্য।
কিন্তু যেসব এলাকায় জনগণ পালিয়ে গিয়েছিল বা যুদ্ধ নিয়ে ক্লান্ত ছিল, সেসব জায়গায় মুজাহিদরা কার্যত অন্ধ হয়ে পড়ত।
মুজাহিদদের মধ্যে যে বিভক্তি ছিল, তা গোয়েন্দা তথ্য সময়মতো সব পক্ষের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পথেও বড় বাধা ছিল।

তারা প্রায়ই অভিযান প্রতিরোধের পরিকল্পনা করত না, প্রস্তুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী গঠন করত না, পালানোর পথ ও সমবেত হওয়ার স্থান নির্ধারণ করত না, এবং প্রতিরক্ষার মহড়া করত না।
সোভিয়েত বা ডিআরএ বাহিনী যখন আক্রমণ চালাত, যদি মুজাহিদরা প্রস্তুত না থাকত, তাহলে তাদের হারার সম্ভাবনা ছিল খুব বেশি।
তবে কৌশল ছিল—আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত পিছু হটা, যাতে মুজাহিদরা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ না পায়।

চ্যাপ্টার ০৯

FIGHTING HELIBORNE INSERTIONS

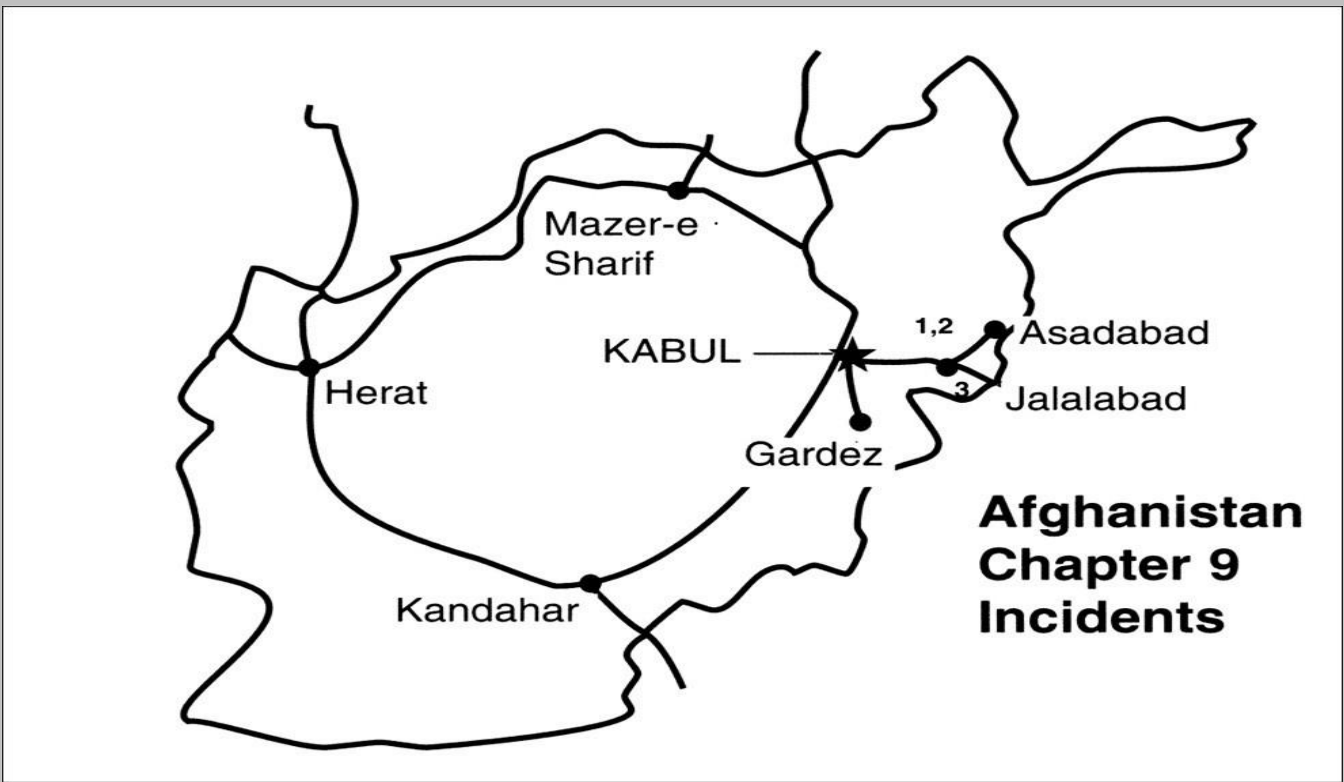
সোভিয়েত টেকনোলজি প্রায়ই মুজাহিদ গেরিলাদের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। মুজাহিদদের অনেক কৌশল প্রায় অপরিবর্তিত ছিল এবং এখনো কার্যকর ছিল—যেমনটা তারা উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ব্যবহার করেছিল।

সোভিয়েতদের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিমান চলাচল আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণের জন্য সরাসরি হুমকি সৃষ্টি করত, কিন্তু মুজাহিদরা শিখে গিয়েছিল কীভাবে এসব উচ্চগতির বিমানকে এড়িয়ে চলতে বা ভুল পথে চালিত করতে হয়।

তবে সোভিয়েত পরিবহন হেলিকপ্টার এবং গানশিপ হেলিকপ্টার মুজাহিদদের জন্য বড় এক হুমকি হিসেবে প্রমাণিত হয়। হেলিকপ্টার এবং পরবর্তীতে SU-25 ক্লোজ এয়ার সাপোর্ট বিমান ছিল সোভিয়েতদের এমন শক্তিশালী অস্ত্র, যেগুলোর প্রতি মুজাহিদরা শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং ভয় পেত।

সোভিয়েত পরিবহন হেলিকপ্টার মুজাহিদ-নিয়ন্ত্রিত এলাকার গভীরে আক্রমণকারী দল নামাতে পারত, আর গানশিপ ও ক্লোজ এয়ার সাপোর্ট বিমান যেকোনো প্রতিরোধকে আক্রমণ করতে পারত।

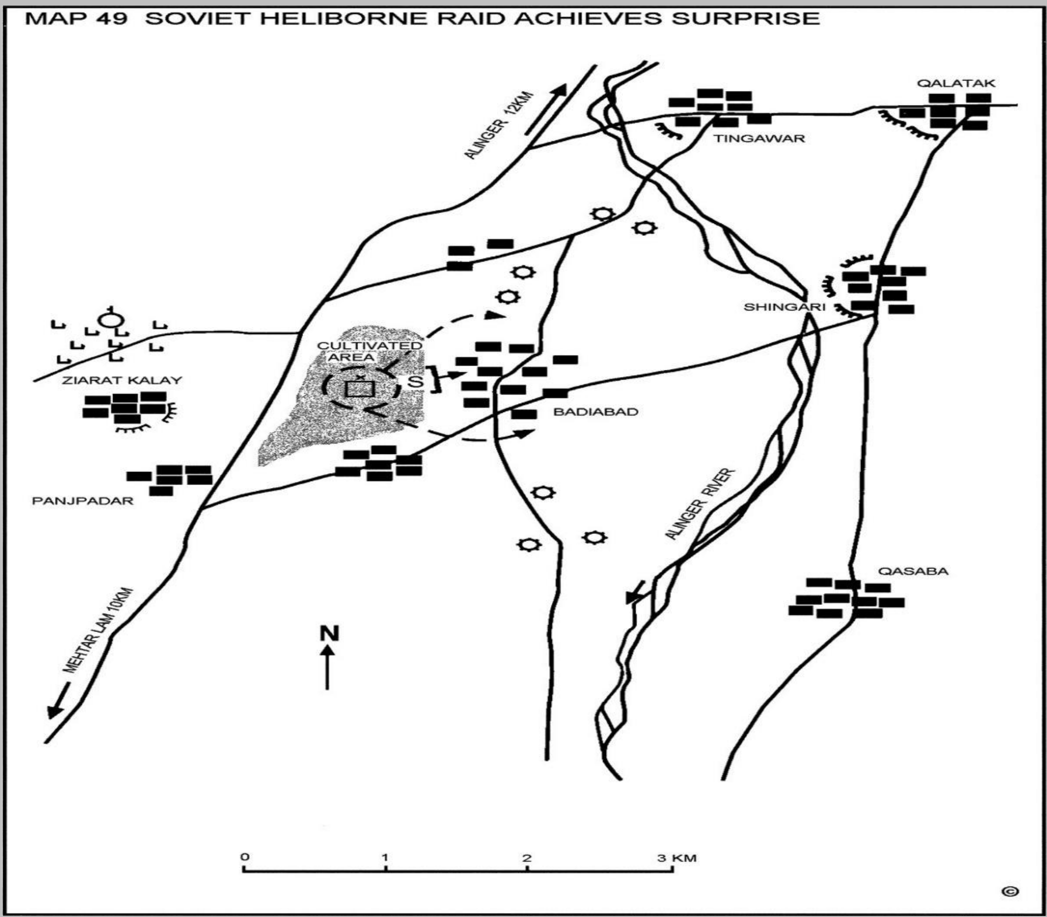
পুরো যুদ্ধকালজুড়েই মুজাহিদরা হেলিকপ্টার থেকে নামানো বাহিনীর (heliborne insertion) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে কঠিনতা অনুভব করেছে। তবে তারা এটাও শিখেছে যে, পরিকল্পনা, অনুশীলন এবং বিমান প্রতিরক্ষা-ভিত্তিক অতর্কিত হামলা (ambush) ব্যবহার করে হেলিকপ্টার হুমকি কিছুটা প্রশমিত করা সম্ভব।



ঘটনা- ১

SOVIET HELIBORNE RAID ACHIEVES SURPRISE

by Doctor Abdul Qudus Alkozai and Commander Haji Sidiqullah



১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, লাগমান প্রদেশের আলিঙ্গার জেলার ভিত্তিক মুজাহিদীনরা সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করে। এই বাহিনী আলিঙ্গার ও প্রাদেশিক রাজধানী মেহতারলাম এর মধ্যে চলাচলকারী কনভয়গুলোর ওপর হামলা চালাত।

মুজাহিদীনরা রসদ সরবরাহের বহর হেনস্তা করত, যান চলাচল বাধাগ্রস্ত করত এবং সরকার-নিয়ন্ত্রিত স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা চৌকিগুলোর ওপর হামলা চালাত। এসব অভিযানে সাধারণত ৩০ থেকে ৭০ জনের স্থানীয় প্রতিরোধ দল অংশগ্রহণ করত। অধিকাংশই গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের হিজবে ইসলামী (HIH)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

মুজাহিদ কমান্ডাররা তাদের লোকবল, অস্ত্র ও সরঞ্জাম বিভিন্ন গ্রামে ও গোপন স্থানে ছড়িয়ে রাখত, এমনকি অনেক সময় অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে রাখা হতো। তবু, অঞ্চলটিতে প্রতিদিনই কোনো না কোনো যুদ্ধে জড়াত মুজাহিদীন বা ডিআরএ বাহিনী।

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, সোভিয়েত/ডিআরএ বাহিনী সন্দেহভাজন মুজাহিদ ঘাঁটি বা প্রধান কমান্ডারদের বাড়িগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। বেশিরভাগ হামলাই ছিল স্থলভিত্তিক। তবে ১৯৮৪ সালের পর থেকে সোভিয়েত বিশেষ বাহিনী একাধিক হেলিকপ্টার অভিযানের মাধ্যমে এই অঞ্চলে হামলা চালায়। বাদিয়াবাদ গ্রামে সোভিয়েতদের একটি অভিযান ছিল এর উদাহরণ।

বাদের ঘটনাবলি:
১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মে, সোভিয়েত হেলিকপ্টার বাহিনী বালিয়াবাদ গ্রামের স্থানীয় মুজাহিদ কমান্ডার মামুর গুলাম জেলানির বাড়িতে অভিযান চালায়।
এই গ্রামটি মেহতারলাম শহরের প্রায় ১৫ কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, মূল সড়কের পাশে, যা আলিঙ্গার জেলার সঙ্গে যুক্ত (মানচিত্র ৯-১ - বাদিয়াবাদ)।
কমান্ডার জেলানির নেতৃত্বে ১৫০ মুজাহিদ ছিল, যারা বালিয়াবাদ এবং আশপাশে অবস্থান করত। তারা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, RPG-7 গ্রেনেড লঞ্চার এবং কিছু ভারী ও হালকা মেশিনগানে সজ্জিত ছিল।

হামলা সকাল ৯টার দিকে শুরু হয়, প্রথমে হেলিকপ্টার গানশিপ জোড়ায় জোড়ায় এসে একাধিকবার গুলি চালায়।
হেলিকপ্টার থেকে নিরবিচারে রকেট ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণে গ্রামের মানুষ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগও পায়নি—যা ছিল বেসামরিক নারী-শিশুদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।
সেদিন কমান্ডার জেলানি নিজে গ্রামের দুই কিমি দূরে, পূর্বের মির্জা কেল্লায় ছিলেন। তার ১৪ বছর বয়সী পুত্র বাড়িতে একা ছিল।
সে গুলিবিদ্ধ হলেও কোনোমতে পালাতে সক্ষম হয়।

৩০ মিনিট ধরে আকাশ থেকে গোলাবর্ষণ চলে, কিন্তু মুজাহিদদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া বা পাল্টা গুলিবর্ষণ হয়নি।
এরপর চারটি পরিবহন হেলিকপ্টার পশ্চিম পাশে ২০০-৩০০ মিটার দূরে ভুট্টাক্ষেতে অবতরণ করে।
তৎকালীন ভুট্টাগাছের উচ্চতা ছিল ২০-৩০ সেমি।
৪০ জন কমান্ডো হেলিকপ্টার থেকে নেমে তিনটি দলে ভাগ হয়—
দুটি ১০ জনের দল গ্রামে উত্তরের ও দক্ষিণের পাশে অবস্থান নেয় এবং ২০ জনের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে কমান্ডারের বাড়ির দিকে, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না।

কমান্ডোরা বাড়ি থেকে নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে, যা নিতে পারেনি তা ধ্বংস করে ফেলে।
তারা আশপাশের কিছু বাড়িও তল্লাশি করে, যেখানে কেবল নারী ও শিশুরা ছিল।
তারা দুজন নিরস্ত্র মুজাহিদকে ধরে, যারা তাদের অস্ত্র গর্তে পুঁতে রেখেছিল। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক মুজাহিদ বালিয়াবাদে ছুটে আসে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে, কিন্তু কেউই সময়মতো পৌঁছাতে পারেনি।
সোভিয়েত দল কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই চলে যায়—যে হেলিকপ্টারগুলোতে তারা এসেছিল, সেগুলতেই তারা ফিরে যায়।
পুরো অভিযানটি এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়।

COMMENTARY:
সোভিয়েতদের গোয়েন্দা তথ্য যে কমান্ডারের বাড়ির অবস্থান সঠিকভাবে জানত, তা স্পষ্ট—সম্ভবত এলাকার কোনো তথ্যদাতার মাধ্যমেই তারা এটি জানতে পেরেছিল।
তবে তারা এই তথ্য আপডেট করতে পারেনি—ঠিক কখন কমান্ডার বাড়িতে থাকবেন, তা জানতে না পারায় অভিযান ব্যর্থ হয়।
এটা ইঙ্গিত করে যে, তারা মাত্র একজন তথ্যদাতার ওপর নির্ভর করেছিল এবং অন্য উৎস থেকে তথ্য যাচাই করেনি।

অন্যদিকে, মুজাহিদদের ছিল না কোনো আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা।

তারা হেলিকপ্টার আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো পরিকল্পনা বা অনুশীলনও করেনি। এই অপ্রস্তুত অবস্থাই সম্ভবত সোভিয়েত বাহিনীকে নিরাপদে ফিরে যেতে দিয়েছে।

গ্রামের সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার অভাব ও ধীর প্রতিক্রিয়ার কারণে মুজাহিদরা এক বড় সুযোগ হারিয়েছে—এই আক্রমণকারী দলকে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি করার সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়।
একটি ভালো নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রথমে হেলিকপ্টারগুলো ধ্বংসে মনোযোগ দিত, এরপর আক্রমণকারী দলকে খণ্ড খণ্ড করে ধ্বংস করতে পারত।

চোখের দেখায় জানা যায়, জেলানি তার বাড়িতে একটি RPG-7 রেখেছিলেন।
হেলিকপ্টার হামলা শুরু হলে তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবকের সন্ধান করেন অস্ত্রটি ফিরিয়ে আনতে, এবং ৪০,০০০ আফগানি (প্রায় ১০০ ডলার) পুরস্কার ঘোষণা করেন।
তার ১৭ বছর বয়সী ভাতিজা ইসমাইল স্বেচ্ছায় সামনে আসে, এবং সোভিয়েত আক্রমণের কয়েক মিনিট আগেই অস্ত্রটি উদ্ধার করে।

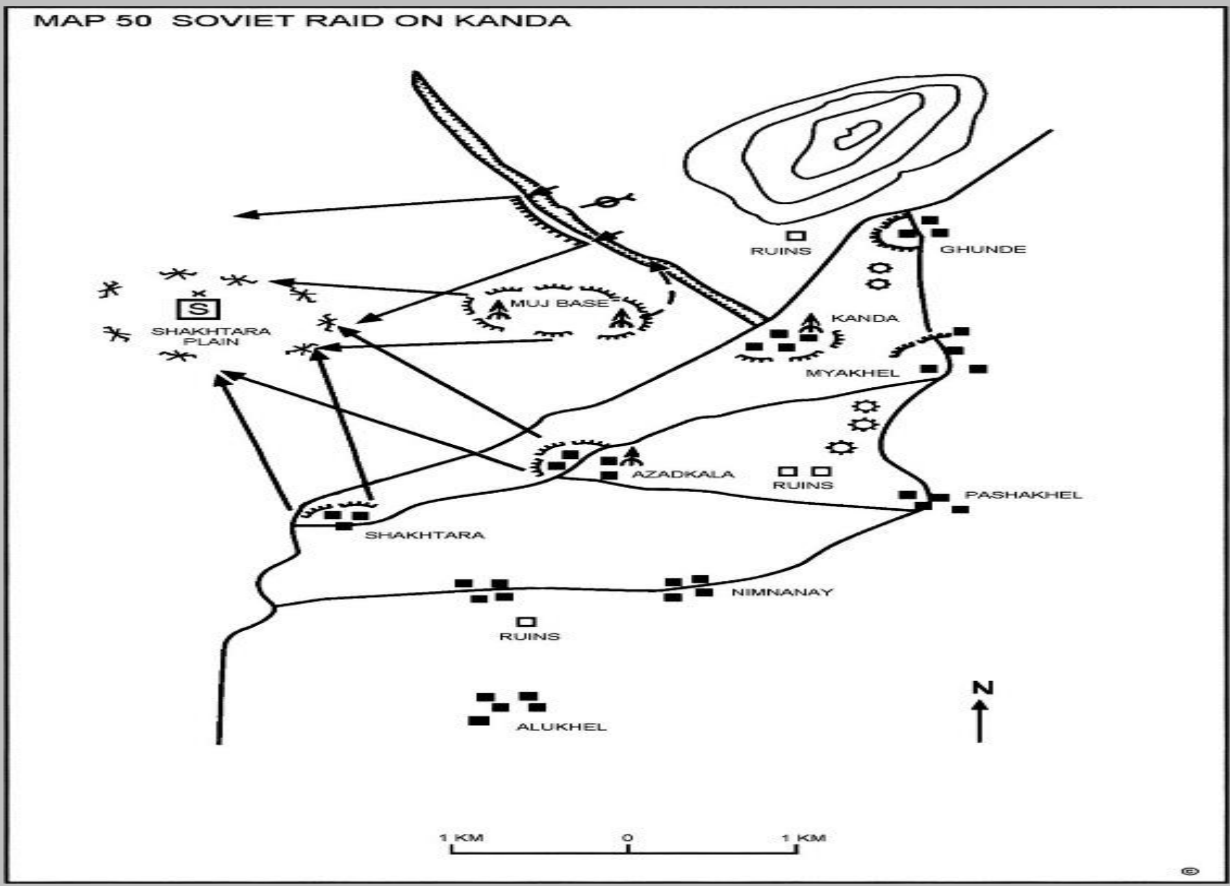
তবে RPG-7 ফিরিয়ে আনার চেয়ে তা ব্যবহার করে হেলিকপ্টারগুলোকে আঘাত করলে হয়তো পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যেত।
ইসমাইলের মতো সাহসী লোক মুজাহিদদের দলে কম ছিল না, যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল।
তবে এই ঘটনায় মুজাহিদদের মধ্যে দেখা গেছে ব্যক্তি সাহসিকতা, কিন্তু ছিল না সুশৃঙ্খল ট্যাকটিক্যাল দলগত সমন্বয়, উদ্যোগ বা একতাবদ্ধ পরিকল্পনা।

প্রায় এক মাস পরে, মুজাহিদরা আরেকটি সুযোগ পায় এবং বালিয়াবাদ থেকে চার কিমি উত্তরে ঘটে যাওয়া অনুরূপ একটি অভিযানের ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টে দেয়।
এই পরবর্তী ঘটনাটিই পরবর্তী বর্ণনায় আলোচিত হবে।

ঘটনা- ২

SOVIET RAID ON KANDA

by Doctor Abdul Qudus Alkozai and Commander Haji Sidiqullah



১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে, বাদিয়াবাদ গ্রামে মুজাহিদদের ঘাঁটির ওপর সোভিয়েতদের হামলার এক মাস পর, তারা অনুরূপ একটি অভিযান চালায় লাগমান প্রদেশের কান্দা ওয়ারাজাই (সংক্ষেপে 'কান্দা') গ্রামে ডা. আলকোজাইয়ের প্রতিরোধ ঘাঁটির ওপর।

কান্দা গ্রামটি মেহতারলাম (প্রাদেশিক রাজধানী) ও আলিঙ্গার জেলার মধ্যবর্তী প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত। এটি আলিঙ্গার জেলা কেন্দ্র থেকে প্রায় আট কিমি দক্ষিণে।

আমি (ডা. আলকোজাই) আমার ঘাঁটি গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে, প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশে স্থাপন করি।

সোভিয়েত বাহিনী মুজাহিদ কমান্ডারদের বাড়িতে একাধিক অভিযান চালিয়েছিল বলে আমি আমার বাড়ি থেকে সব ক্রু-সার্ভড অস্ত্র (যেমন ভারী মেশিনগান, মর্টার) ঘাঁটিতে সরিয়ে নিয়ে আসি।

ঘাঁটিটি ছিল একটি পুরনো ধ্বংসাবশেষে, একটি মাঝেমধ্যে প্রবাহমান পানি নিষ্কাশনের খালের পাশে। আমি এটি নিরাপত্তা প্রহরী ও ক্রু-সার্ভড অস্ত্রের ফায়ারিং পজিশন দিয়ে সুরক্ষিত করেছিলাম।

অভিযান:

১৯৮৫ সালের জুলাইয়ের একদিন, ছয়টি সোভিয়েত হেলিকপ্টার আমার এলাকায় আসে।

এর মধ্যে চারটি ছিল গানশিপ, যারা আমার বাড়ির চারপাশে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। মনে হচ্ছিল, শত্রু আমার বাড়িতে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তবে আমার ঘাঁটির মুজাহিদরা শত্রু হেলিকপ্টারের ওপর মেশিনগান দিয়ে পাল্টা গুলি ছুঁড়লে তারা গ্রাম থেকে দূরে অবতরণ করতে বাধ্য হয়।
হেলিকপ্টারগুলো কান্দা থেকে প্রায় তিন কিমি দূরে, শাখাতারা দাশতা নামক সমতলে অবতরণ করে।

আমার ছয়জন মুজাহিদ একটি ৮২ মিমি চীনা রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে গ্রামের পাশ দিয়ে প্রাং ঘার পাহাড়ের দিকে বিস্তৃত একটি প্রাকৃতিক ড্রেনেজ খালের পাশে অবস্থান নেয় (মানচিত্র ৯-২ - কান্দা)।

সোভিয়েত সৈন্যরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে একটি ভেড়ার পালার কাছে খোলা জমিতে নামতেই, তারা একজন নিরস্ত্র কিশোর রাখালকে গুলি করে হত্যা করে।
এরপর তারা গানশিপের আকাশি সহায়তায় কান্দার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মুজাহিদদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণে তারা খোলা মাঠেই আটকে পড়ে।

যুদ্ধে ক্রমাগত আরও মুজাহিদ এসে যোগ দিলে সোভিয়েত বাহিনী বাধ্য হয় পিছু হটতে এবং দ্রুত হেলিকপ্টারে উঠে এলাকা ত্যাগ করে।
এই অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

COMMENTARY:

শত্রু আক্রমণের সময় মুজাহিদদের দ্রুত প্রতিক্রিয়াই দিনটি রক্ষা করে।
মুজাহিদরা শিখে গিয়েছিল যে, গেরিলা-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শত্রুর আকাশ থেকে হামলা কেবল তখনই সফল হয়, যখন তারা সম্পূর্ণভাবে শত্রুদের চমকে দিতে পারে এবং দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না।
ডা. আলকোজাই আগেই আকাশ হামলার আশঙ্কা করে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী অস্ত্র মোতায়েন করেছিলেন।

অন্যদিকে, সোভিয়েত বাহিনী একদম প্রতিরোধ-অধ্যুষিত এলাকায় ছোট দল নামিয়ে বড় মাশুল গুণেছে।
হেলিকপ্টার-ভিত্তিক অভিযান সফল হয় তখনই, যখন শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকে।
তবে ভারী মুজাহিদ প্রতিরোধ থাকা অবস্থায় সোভিয়েত কমান্ডার এই অভিযান বাতিল করা উচিত ছিল।

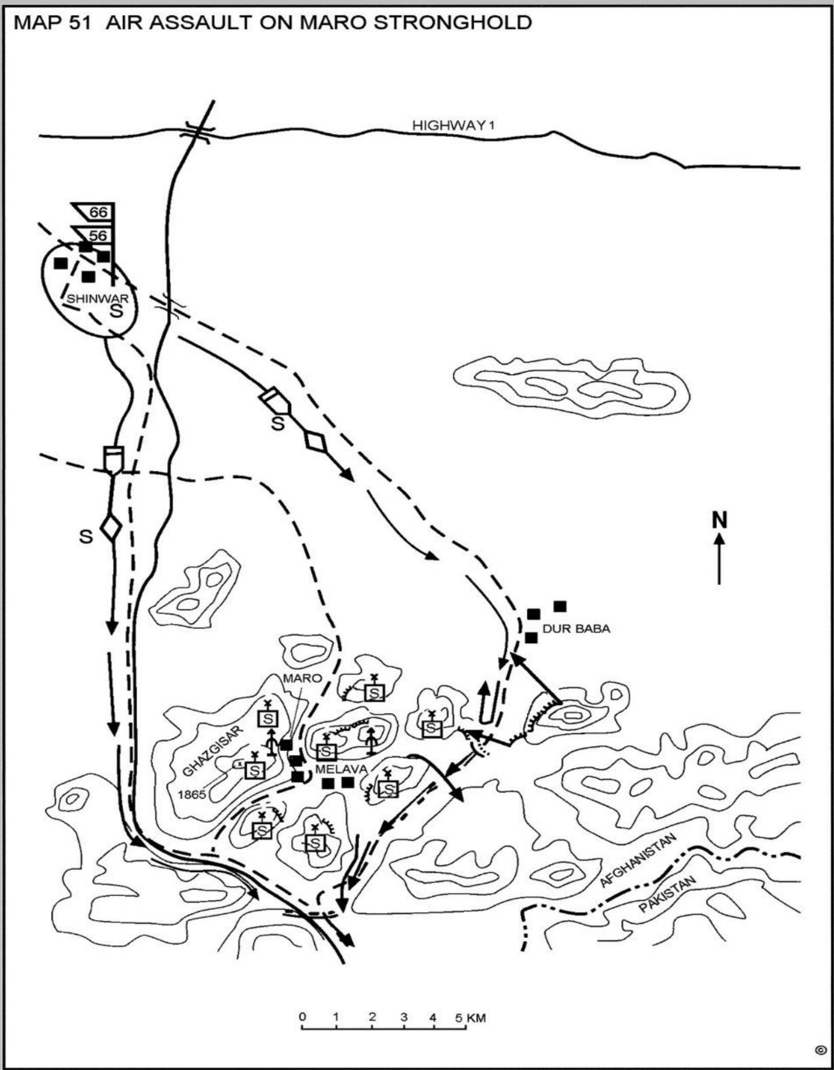
তিনি গানশিপের আগুনের ওপর ভরসা করেছিলেন, কিন্তু শেষমেশ তাকে "হট ল্যান্ডিং জোন" (শত্রু-নিয়ন্ত্রিত ভূমি) থেকে পিছু হটতে হয়।
বিশেষ করে হেলিকপ্টার নামানোর এলাকা যদি লক্ষ্যের এত কাছেই হয়, তাহলে আরও কিছু পরিবহন হেলিকপ্টার ধ্বংস হতে পারত—সোভিয়েতেরা ভাগ্যবান ছিল।

সোভিয়েতদের গোয়েন্দা তথ্য টার্গেট সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ছিল, তবে পুরো গেরিলা শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা তাদের ছিল না।
যদি তারা প্রথমে কান্দাকে ঘিরে থাকা উঁচু জায়গাগুলো দখলে নিয়ে সেখানে সৈন্য নামাত, তবে তারা মুজাহিদদের ক্রু-সার্ভড অস্ত্রগুলো নিরস্ত করতে পারত এবং অভিযান সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

ঘটনা- ৩

AIR ASSAULT ON MARO STRONGHOLD

by Toryalai Hemat



মারোতে সোভিয়েত আক্রমণ ও মুজাহিদদের পাল্টা প্রতিক্রিয়া (এপ্রিল ১৯৮৭)

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ (DRA) বাহিনী যৌথভাবে নানগারহার প্রদেশের শিনওয়ার জেলার নাজিয়ান উপত্যকার কাছে অবস্থিত মুজাহিদদের শক্ত ঘাঁটি মারোতে আক্রমণ চালায়।
নাজিয়ান উপত্যকাটি ঘনবসতিপূর্ণ ছিল, যদিও সোভিয়েত বিমান হামলার ভয়ে বহু বাসিন্দা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

মারো ছিল জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তান সীমান্তের কাছে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।
এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রায় ৫০০ সুসজ্জিত মুজাহিদ অবস্থান করছিলেন।
সোভিয়েতরা এই ঘাঁটিকে "মেলাভা দুর্গ অঞ্চল" নামে অভিহিত করত।

সোভিয়েত আক্রমণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন:

আক্রমণের ১৮ দিন আগে থেকে সোভিয়েতরা এলাকাটিতে ধারাবাহিক বিমান হামলা চালায়।
এরপর একটি সোভিয়েত-ডি.আর.এ যান্ত্রিক কলাম জালালাবাদ থেকে পূর্বে অগ্রসর হয়ে শিনওয়ার শহরে পৌঁছালে দুই ভাগে বিভক্ত হয় (মানচিত্র ৯-৩ - মারো):

একটি কলাম শিনওয়ার হয়ে নাজিয়ান উপত্যকায় অগ্রসর হয়,

অন্যটি পূর্ব দিকে দুর বাবা (Dur Baba) হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মারোর দিকে এগোয়।

দুর বাবা পথটি রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন কমান্ডার সাযনুর।
আমি, কমান্ডার খালেদ এবং আরও ১০ মুজাহিদ ছিলাম মারো ঘিরে সবচেয়ে উঁচু জায়গা গাজগিসার-এ।
এই উচ্চভূমিটি পুরো ঘাঁটির ওপর নজরদারি রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সোভিয়েত আকাশ অভিযান ও সংঘর্ষ:

সোভিয়েতরা আমাদের অবস্থানে প্রচণ্ড বিমান হামলা চালায়।
এরপর প্রায় ৪০-৫০টি হেলিকপ্টার অভিযানে অংশ নেয় এবং দুই অগ্রসারিত পথের মাঝামাঝি উচ্চভূমিতে আকাশপথে সৈন্য নামায়।
আমাদের অবস্থানের সামনে একটি হেলিকপ্টার অবতরণ ক্ষেত্র ছিল।
যুদ্ধ ছিল তীব্র ও প্রাণঘাতী।

আমার দলের ৯ জন মুজাহিদ বোমা হামলায় ও ল্যান্ডিং ফোর্সের সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন।
শুধু আমি, খালেদ ও আবদুল ওয়াকিল বেঁচে যাই।

কমান্ডার সাযনুরের নেতৃত্বে মুজাহিদরা দুর বাবা দিকের কলাম থামিয়ে রাখলেও নাজিয়ান দিকের কলাম দ্রুত অগ্রসর হয়ে মারো দখল করে নেয়।

আমরা তিনজন দুইটি হেলিকপ্টার অবতরণ ক্ষেত্রের মাঝে আটকে পড়ি, কিন্তু গোপনে সেখান থেকে পালিয়ে পাকিস্তান সীমান্ত পার হই এবং বাজার (তিরাহ অঞ্চল, পাকিস্তান) গ্রামের দিকে হাঁটি।

পাল্টা প্রতিরোধ ও সোভিয়েতদের পিছু হটা:

মারো দখলের পর বহু মুজাহিদ সীমান্ত পেরিয়ে বাজারে আশ্রয় নেয়।
হিজব-ই-ইসলামী হেকমতিয়ার (HIH) ও ইসলামি ইউনিটি অফ আফগানিস্তান (IUA) গোষ্ঠী থেকে প্রচুর মুজাহিদ ও আরব স্বেচ্ছাসেবক এবং তালিব ছাত্ররা এসে যোগ দেয়।

আমরা পাল্টা হামলা শুরু করি। যুদ্ধ এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে অনেক সময় হাতাহাতি লড়াই পর্যন্ত হয়।
আমি নিজেও এত কাছাকাছি ছিলাম যে কিছু রুশ সৈন্যকে এখনও চিনে ফেলতে পারি।

শত্রু বহু যানবাহন ও মৃতদেহ রেখে পালায়।
সাধারণত সোভিয়েতরা তাদের মৃত সৈন্যদের রেখে যেত না, কিন্তু আমরা সেখানে ৭৫ জন রুশ সৈন্যের মৃতদেহ গুনে পেয়েছি।
আমরা ৭২ জন মুজাহিদের শহীদ ও আহত হওয়ার খবর জানি, কিন্তু পূর্ণ হিসাব জানা নেই।

সোভিয়েত বাহিনী মাত্র তিনদিন মারো দখল করে রাখতে সক্ষম হয়।
তারা পিছু হটার আগে ঘাঁটি পুড়িয়ে দেয়, ধ্বংস করে এবং মাইন পুঁতে রেখে যায়।

COMMENTARY:
সোভিয়েতদের পাহাড়ি ঘাঁটিতে আকাশ অভিযান সাধারণত ১-৩ দিন স্থায়ী হতো।
তারা চেষ্টা করত বিমানপথে সৈন্য নামিয়ে, ভূমি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘাঁটি ধ্বংস করে দ্রুত পিছু হটতে।
তারা আফগানদের পাহাড়ি দুর্গতলায় আটকে পড়া এড়িয়ে চলত।

মারো অভিযানেও তাই হয়েছিল—মুজাহিদরা প্রথমে পিছিয়ে গিয়ে পুনরায় সংগঠিত হয়ে পাল্টা হামলা চালায়।
এই ঘাঁটিটি পাকিস্তানের খুব কাছাকাছি হওয়ায় মুজাহিদদের দ্রুত সমাবেশ ও প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছিল।

সোভিয়েত পরিকল্পনা ভালো হলেও তারা অনেকটা দেরিতে পিছু হটে, যার ফলে তাদের ফেরার পথেও সংঘর্ষে জড়াতে হয়।

মুজাহিদদের শক্তি ও গোষ্ঠীগত বিভাজন একটি সমস্যা তৈরি করে—তাদের প্রতিরক্ষা সমানভাবে বণ্টিত ছিল না।
ফলত, একটি পথ দিয়ে শত্রু সহজেই অগ্রসর হতে পারে এবং রিজার্ভ ফোর্সের ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়।

CHAPTER COMMENTARY

যুদ্ধের শুরুর দিকে সোভিয়েত আকাশ অভিযান ছিল অনেকটাই ধীর ও নিরাপদ-নির্ভর।

কিন্তু পরে তারা সাহসী হয়ে গভীর অঞ্চলে অভিযান চালায়। এছাড়া তারা হেলিকপ্টারে সৈন্য নামিয়ে পেছনের ঘাঁটিতে হানা দিত এবং সরাসরি মুজাহিদদের ঘাঁটিতেও হামলা করত। সোভিয়েতদের সহায়তায় থাকত গানশিপ, SU-25 ক্লোজ সাপোর্ট বিমান, এবং কখনো কখনো হেলিকপ্টারে করে তাদের নিজস্ব আর্টিলারিও। মুজাহিদরা পরে এসব অভিযানের মোকাবিলায় শিখে নেয়:

- আগাম সতর্ক ব্যবস্থা গঠন,
- অবতরণ ক্ষেত্রগুলোতে মাইন পুঁতে রাখা,
- হেলিকপ্টার নামা বা ভেসে থাকা অবস্থায় দলগত RPG হামলা চালানো,
- এবং শত্রুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ লড়াই করা—যাতে গানশিপ গুলি চালাতে না পারে।

চ্যাপ্টার ১০

DEFENDING AGAINST A CORDON AND SEARCH

সোভিয়েতরা মুজাহিদ-নিয়ন্ত্রিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলো মোকাবেলার জন্য সাধারণত বড় আকারের 'ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান' চালাতে পছন্দ করত। তারা উঁচু ভূমি, সড়ক ও নদীকে সীমানা হিসেবে ব্যবহার করে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলত। এরপর তারা সেই এলাকার ভেতরে সৈন্য পাঠিয়ে অস্ত্র, রসদ ও মুজাহিদদের খোঁজে তল্লাশি চালাত। সোভিয়েতরা এই তল্লাশির কাজ প্রায়ই ডি.আর.এ (DRA) বাহিনীর মাধ্যমে করাত। এই ডি.আর.এ বাহিনী তল্লাশির পাশাপাশি সাধারণত কর আদায় ও জোরপূর্বক সেনা নিয়োগ (press-gang conscription) করত।

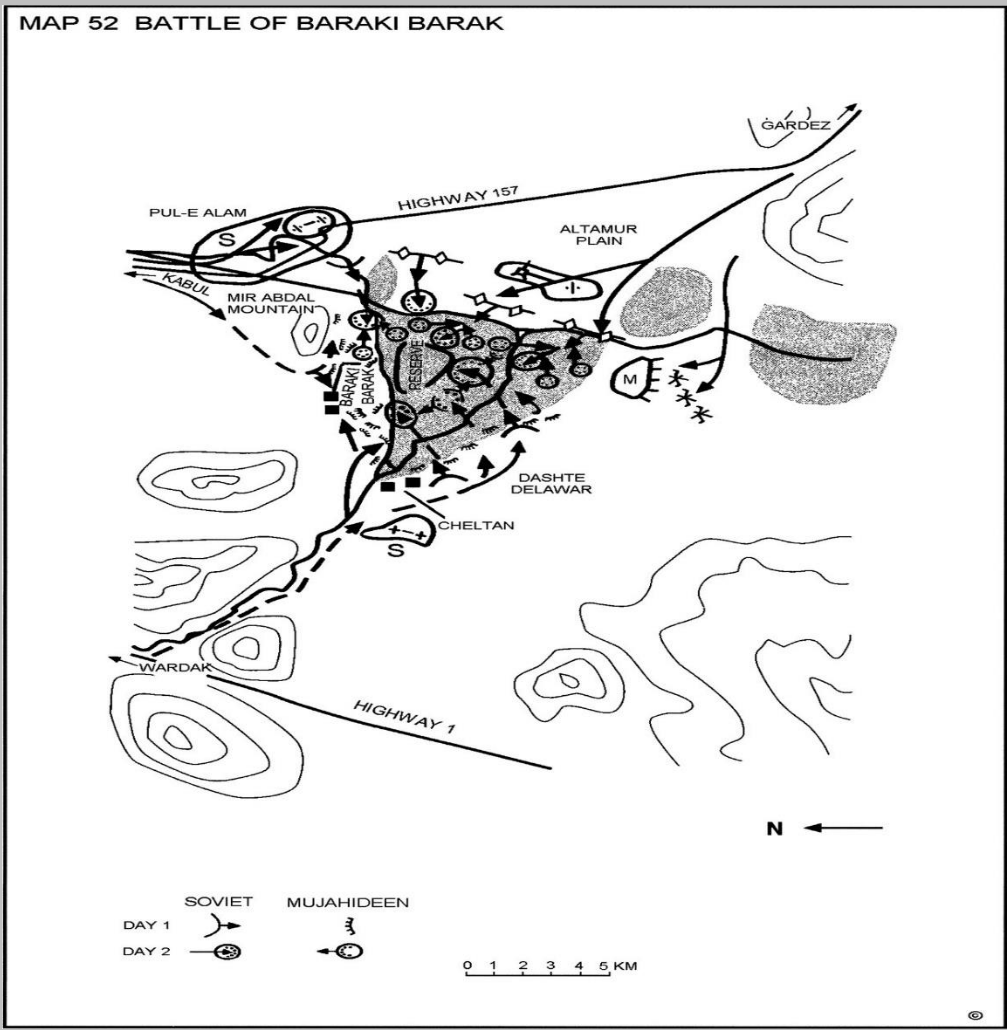
প্রথম দিকে মুজাহিদরা এই ধরনের বৃহৎ অভিযানগুলোর বিরুদ্ধে দুর্বল ছিল।
কিন্তু ধীরে ধীরে তারা শিক্ষা নেয় এবং:

- পুরো এলাকায় দুর্গ ও প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে,
- নিজেদের প্রতিরক্ষা সমন্বিতভাবে সংগঠিত করে,
- একটি সংরক্ষিত বাহিনী (reserve force) গঠন করে,
- এবং তল্লাশি বাহিনীর ওপর ক্ষয়ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দিতে শেখে।

ঘটনা- ১

BATTLE OF BARAKI BARAK

by Commander Qazi Guljan Tayeb



বারাকি বারাক জেলা একটি অত্যন্ত উর্বর ওয়েসিস এবং প্রধান সবুজ অঞ্চল, যা কাবুল থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে যাওয়া দুটি প্রধান মহাসড়কের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। একটি মহাসড়ক কাবুল থেকে পাকতিয়া প্রদেশের গারদেজ পর্যন্ত চলে গেছে এবং অন্যটি কাবুল থেকে গজনি হয়ে কান্দাহারে পৌঁছেছে। ওয়ারদাক নদী এবং ওয়ারদাক গিরিসংকটের পানি এই উর্বর অঞ্চলকে সেচ দেয়। গম, ভুট্টা ও ধানক্ষেতের মাঝখানে রয়েছে আঙুরের বাগান ও ফলের বাগিচা।
এই উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ উপত্যকাটি ছিল মুজাহিদদের জন্য একটি প্রাকৃতিক ঘাঁটি, যেখান থেকে তারা দুটি প্রধান রসদপথে আক্রমণ চালাতে পারত, সেইসাথে উত্তরের মুহাম্মদ আঘা জেলা ও দক্ষিণের গারদেজেও আক্রমণ করা যেত।

জুন ১৯৮২ সালে বারাকি বারাক জেলায় একাধিক মুজাহিদ ঘাঁটি ছিল। আমরা এলাকায় কিছু ভারী বিমানবিধ্বংসী মেশিনগান নিয়ে এসেছিলাম, বিশেষ করে ZGU-1 ১৪.৫ মিমি একনলা মেশিনগান। শত্রু এই বিমান প্রতিরক্ষা অস্ত্রের উপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। আমরা খবর পাই যে, শত্রু আমাদের এলাকায় একটি বড় ধরনের অভিযান চালাতে প্রস্তুত হচ্ছে এবং তাদের লক্ষ্য ছিল তিনটি:

১. আমাদের বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস বা জব্দ করা, যা তাদের আকাশ হামলার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল;
২. আমাদের শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদ নেতাদের আটক করা, যারা দুই মহাসড়কে ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছিল;

৩. এলাকাটি পুনর্দখল করে জেলা প্রশাসন আবার ডি.আর.এ.-র নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনা।
আমরা ১৯৭৯ সালে ডি.আর.এ.-র জেলা প্রশাসন উৎখাত করেছিলাম।

সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী সরাসরি ও সহায়তাকারী মিলিয়ে ২০,০০০-এর বেশি সৈন্য নিয়ে অভিযান শুরু করে (নকশা: ১০-১ - বারাক)। তারা তিনটি দিক থেকে তিনটি বাহিনী পাঠায়—গারদেজ, কাবুল এবং ওয়ারদাক থেকে। এই বাহিনীগুলো আমাদের এলাকায় পৌঁছে ঘেরাও তৈরি করে, উঁচু পাহাড়গুলো দখল করে এবং কিছু মুজাহিদ অবস্থানে হামলা শুরু করে। কাবুল থেকে আসা বাহিনী পুলে আলম দখল করে এবং সেখান থেকে একটি বাহিনী মির আবদাল পাহাড়ের পাশ দিয়ে আমাদের জেলার উত্তর-পশ্চিম পাশ ঘিরে ফেলে। গারদেজ থেকে আসা বাহিনী পশ্চিমে আলতামুর সমভূমি হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিক আটকায়। ওয়ারদাক বাহিনী জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান নেয়। শত্রু প্রায় সব বড় পথই বন্ধ করে দেয়।

আমরা মুজাহিদ কমান্ডাররা অভিযানের খবর আগেই পেয়েছিলাম। তাই আমরা একত্রিত হয়ে একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করি। সব দল ও উপদলের কমান্ডাররা এতে অংশ নেয় এবং আমরা দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম প্রতিরক্ষা খণ্ড ভাগ করে নেই। প্রতিটি ইউনিটকে নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা এলাকা দেওয়া হয়। আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চারপাশের গ্রামগুলোতে অবস্থান নিই। আমরা মোবাইল রিজার্ভ বাহিনী রাখি যেন শত্রুর গতিবিধির প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো যায়।

আমি দক্ষিণ-পূর্ব খণ্ডের কমান্ডে ছিলাম। আমার অধীনে ছিল প্রায় ৮০০ মুজাহিদ—সশস্ত্র ও নিরস্ত্র মিলে। আমাদের অস্ত্রের মধ্যে ছিল ZGU-1, DShK, অসংখ্য RPG-7, PK মেশিনগান, ৮২ মিমি মর্টার, ৮২ ও ৭৫ মিমি রিকয়েলেস রাইফেল, বিভিন্ন মেশিনগান এবং কিছু .৩০৩ বোল্ট-অ্যাকশন এনফিল্ড রাইফেল। এই এনফিল্ড রাইফেলগুলো ছিল অত্যন্ত কার্যকর, কারণ এগুলোর রেঞ্জ ছিল ৮০০ মিটার, যেখানে AK-৪৭-এর কার্যকর রেঞ্জ ছিল মাত্র ৪০০ মিটার। আরও গুরুত্বপূর্ণ, .৩০৩ গুলির শক্তি সোভিয়েত ফ্লাক জ্যাকেট ভেদ করতে পারত, যা AK-৪৭ পারত না।

শত্রু তাদের আর্টিলারি মোতায়েন করে আলতামুর সমভূমি ও পুলে আলামে। ওয়ারদাক বাহিনী দখল করে দাশতে দেলাওয়ার—চেলতান পাহাড় লাইন ও উত্তর দিকের গ্রামসমূহ। তারা হামলা শুরু করে ভারী কামানের গোলা বর্ষণ ও বিমান হামলার মাধ্যমে। ZGU-1 অবস্থানগুলোতে গোলাবর্ষণে আগুন ধরে যায়। তারা গ্রামগুলোতে ঢুকে তল্লাশি চালাতে থাকে। আমাদের মুজাহিদরা গ্রামগুলোতে তাদের রুখে দাঁড়ায়, এবং গ্রাম দখল হয়ে গেলে ব্যাক-আপ পজিশনে চলে যায়। ফলবাগান ও গ্রামগুলো আমাদের গোপন চলাচলে সহায়তা করে।

আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রতিরোধের পাশাপাশি পাল্টা হামলা চালাতে শুরু করি। লড়াই হয় ঘনিষ্ঠ দূরত্বে পদাতিক যুদ্ধ। আমার দলের তিনজন শহিদ হন। সোভিয়েত বাহিনী ঘেরাও পড়ে গেলে তারা প্রতিঘাত চালিয়ে ঘেরাও ভাঙার চেষ্টা করে। রাতের পর লড়াই কমে আসে।

পরদিন শত্রু পূর্ব দিক থেকে ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সহকারে আবার আক্রমণ করে। আমরা আগে থেকেই খলিফা সাহেব জিয়ারতের পথ মাইন দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম। তারা কুকুর এনে মাইন খুঁজে মুছিয়ে অগ্রসর হয়। আমরা গোপন অবস্থান থেকে তিনটি RPG দিয়ে তাদের ট্যাঙ্কে গুলি চালাই। তারা অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলে, আমরা গোপন গিরিখাত ধরে পাশ ঘুরে আক্রমণ করি। এতে তাদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তারা পাঁচ-ছয়টি বিচ্ছিন্ন অবস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তাদের সংযোগ রক্ষা করতে দিইনি। স্থানীয় জনগণ আমাদের চলাচলে সহায়তা করে।

পরবর্তী এক দিন এক রাত এভাবেই চলতে থাকে। পুরো এলাকা আগুনে পুড়ে, উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পরের মাঝে মিশে যায়। আমরা D30 কামান এবং একনলা RPG-18 অস্ত্র দেখি। এটি ছিল প্রথমবার, আমরা AK-74 রাইফেল জব্দ করি। ফ্লাক জ্যাকেট AK গুলি ঠেকালেও, .৩০৩ গুলি ভেদ করতে সক্ষম ছিল। তিন দিন ও রাত পরে, শত্রু পিছু হটে যায়। তিনটি বাহিনীই যার যার আগমনের পথে ফিরে যায়।

তাদের তিনটি লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়, কিন্তু আমাদেরও প্রায় ২৫০ জন শহিদ হয়। শত্রু গুজব ছড়ায় যে তারা ২০০০ মুজাহিদ হত্যা করেছে। তাদের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা না গেলেও, অনেক রক্তের দাগ ও দ池 দেখা গিয়েছিল।
তারা দখলকৃত গ্রামগুলোতে ঘৃণ্য কাজ করেছিল—
বাসনের মধ্যে মল ত্যাগ, হাঁড়ি-পাতিল ভেঙে ফেলা, চাল-আটা-লবণ মাটিতে ছড়িয়ে ধ্বংস করা, দেয়াল ও দরজা ভেঙে ঘরবাড়ি নষ্ট করা।

COMMENTARY:
সোভিয়েত ও ডি.আর.এ এই অভিযানের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করে। তিনটি দিক থেকে একত্রে এগিয়ে যাওয়া ছিল একটি কৌশলগতভাবে সঠিক পদক্ষেপ। তবে একবার তারা সবুজ জোনে প্রবেশ করলে, ভূমি ও মুজাহিদদের সক্রিয় প্রতিরক্ষা তাদের বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন দলগুলোতে ভাগ করে ফেলে। মুজাহিদরা এই বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে ঘিরে রাখে এবং অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দেয়। অভিযানের গতি হারিয়ে যায় এবং উদ্যোগ চলে যায় মুজাহিদদের হাতে। মুজাহিদরা যথাযথ পরিকল্পনা করে সক্রিয় প্রতিরক্ষা চালায়। তাদের ছিল ভূমিসূচি সম্পর্কে জ্ঞান, কৌশলগত সংরক্ষিত বাহিনী এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ। এর ফলে তারা শত্রুদের থামাতে সক্ষম হয়। সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. স্থানীয় জনগণের হৃদয় ও মন জয় করার জন্য খুব একটা কাজ করেনি। অন্যদিকে, মুজাহিদদের কার্যকলাপ প্রায়ই সাধারণ জনগণকে বিপদে ফেলত। পুরো যুদ্ধকালেই সোভিয়েতরা কখনো বারাকি বারাক নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি, তবে সেখানে অবিরাম বোমাবর্ষণ ও গোলাবর্ষণ করেছে। ফসল উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ জনগণ পাকিস্তান বা শহরে পালিয়ে যায়।

ঘটনা- ২

DEFENDING AGAINST AN OFFENSIVE IN PAGHMAN

by Tsaranwal Sher Habib

১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ (DRA) বাহিনী পাগমান এলাকায় মুজাহিদ ঘাঁটির বিরুদ্ধে একটি "সন্ধান ও ধ্বংস" (Search and Destroy) অভিযান শুরু করে।

এই অভিযানে দু'টি শত্রু বাহিনী অংশ নেয়।
মূল বাহিনীটি কাবুল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পরে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে পাগমানের প্রধান মহাসড়ক ধরে এগোয়। তাদের লক্ষ্য ছিল পাগমান এলাকার কেন্দ্র, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের মুজাহিদ ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা।

অন্য, অপেক্ষাকৃত ছোট বাহিনীটি কাবুল থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে পরে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে যায়।
তাদের কাজ ছিল পাগমান এলাকার উত্তর-পূর্ব সীমানা দিয়ে ঘাযা ও জারশাখ গ্রাম অতিক্রম করে মুজাহিদদের পালাবার পথ বন্ধ করে দেওয়া।
(নকশা ১০-২ - ঘাযা)

প্রথম দিকে, দু'টি বাহিনী বিপরীত দিকে অগ্রসর হওয়ায় শত্রুর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুজাহিদরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তবে, যখন মুজাহিদরা দেখতে পেল মূল বাহিনী পাগমান শহর এবং তার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপশহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তারা দ্রুত পূর্ব-প্রস্তুত প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো দখল করে নেয় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

কিন্তু মুজাহিদরা উত্তর দিকের ছোট বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা হারিয়ে ফেলে।
সেই বাহিনী কারেজ-এ-মির শহর দিয়ে অগ্রসর হয়ে গোপনে গিয়ে সোমোচাক ও ঘাযার মধ্যবর্তী পাহাড়ি এলাকাগুলো দখল করে নেয়।
এই পাহাড়ি অবস্থান থেকে শত্রু বাহিনী পাগমান থেকে কাবুলের উত্তরের শোমালি সমভূমি পর্যন্ত প্রধান সড়কটি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়।

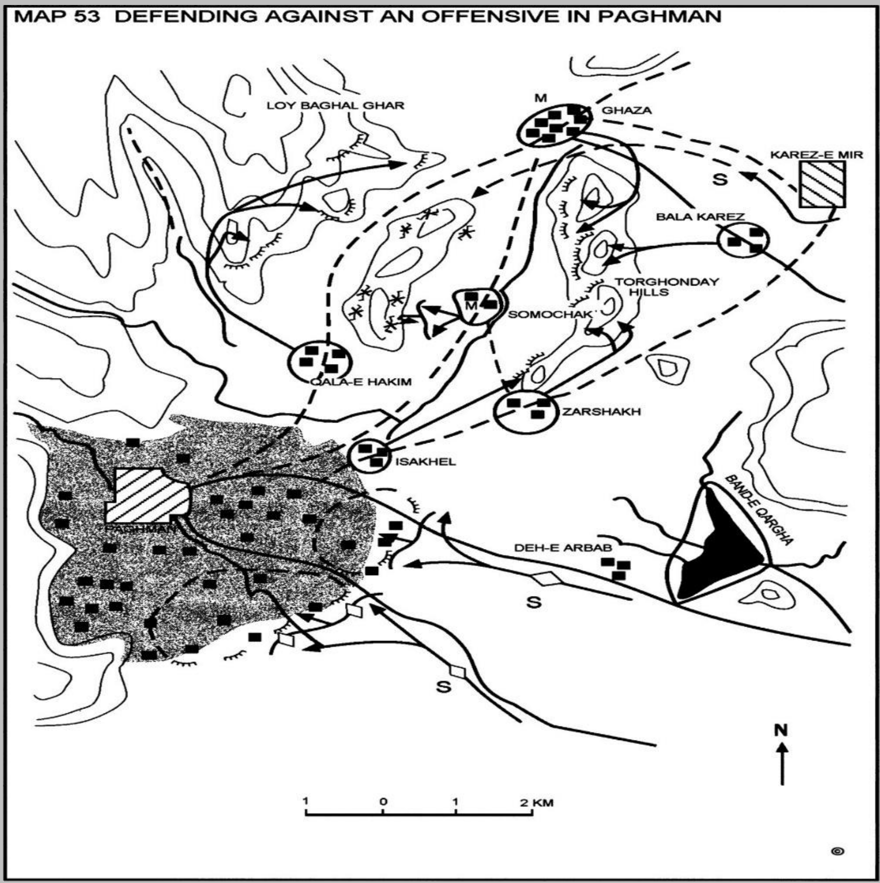
পরদিন সকালে আমি আমার এক আহত মুজাহিদকে চিকিৎসার জন্য শোমালি পাঠাই, সঙ্গে দু'জন সঙ্গী দিই।
তারা যখন সোমোচাক উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন একটি ঘাঁটি থেকে হামলার শিকার হয় এবং দুই সঙ্গী নিহত হয়।
সোমোচাক গ্রামের স্থানীয় মুজাহিদরা ঘটনাটি তদন্ত করতে গিয়ে আবিষ্কার করে যে, সোভিয়েত সৈন্যরা গ্রামটির উপরবর্তী পাহাড়ি চূড়া দখল করে রেখেছে।

সোমোচাকের মুজাহিদরা ওই পাহাড়ে আক্রমণ চালায়, কিন্তু শত্রু বাহিনী এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তাদের ঠেলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এলাকার অন্যান্য মুজাহিদরা তখন শত্রুর উপস্থিতি বুঝতে শুরু করে।
কালা-ই হাকিম এবং ইসাখেল গ্রামের ঘাঁটি এবং দারা-ই-জারগার উপত্যকার ঘাঁটির মুজাহিদরা একত্রিত হয়ে যায়।
আমি নিজের ৩০-৪০ জন মুজাহিদ নিয়ে লোই বাঘাল ঘার নামক উঁচু এলাকায় অবস্থান নিই।
সোমোচাক মুজাহিদরা নিজেদের অবস্থান শক্ত করে।

জারশাখ ও ঘাযা গ্রামের মুজাহিদরা শত্রু বাহিনীর যোগাযোগ লাইন (LOC) কেটে দেয় তোরঘন্ডাই পাহাড়ের পূর্ব দিকে।

এইভাবে আমরা উত্তর-পূর্ব খণ্ডে প্রায় ১০০ জন মুজাহিদ নিয়ে সোভিয়েত বাহিনীকে ঘিরে ফেলি।



পাগমান জুড়ে দোস্তমি বাহিনী (DRA) ও সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকে। আমরা মুজাহিদরা উত্তরের সোভিয়েত অবরোধকারী বাহিনীকে আটকে রাখি এবং টানা দুই রাত ও তিন দিন ধরে গুলিবিনিময় চলতে থাকে।

তৃতীয় দিনের বিকেলে, আমরা কয়েকজন কমান্ডার মিলে একটি বৈঠক করি এবং সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে উত্তরের সোভিয়েত বাহিনীকে নির্মূল করব, আর পূর্ব দিকের মুজাহিদরা শত্রুকে আটকে রাখবে।

কিন্তু আমাদের অগ্রগতি খুব ধীর ছিল, কারণ আমাদের পর্যাপ্ত ভারী অস্ত্র ছিল না।
আমাদের কাছে ছিল:

- কালাশনিকভ,
- .৩০৩ এনফিল্ড রাইফেল,
- কয়েকটি আরপিজি-৭,
- কিছু ৬০ মিমি মর্টার, যার গোলাবারুদও ছিল অল্প।

আমাদের প্রয়োজন ছিল:

- ভারী মেশিনগান,

- ৮২ মিমি মর্টার,
- এবং রকেট।

আমরা যখন শত্রুর অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন প্রায় ১৪টি সোভিয়েত হেলিকপ্টার, যার মধ্যে গানশিপও ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রের উপর এসে গুলি বর্ষণ শুরু করে।
আমরা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হই এবং আক্রমণ থেকে সরে যেতে বাধ্য হই।

পরবর্তীতে, পরিবহন হেলিকপ্টারগুলো অবতরণ করে সোভিয়েত সৈন্যদের উঠিয়ে নিয়ে কাবুলে নিয়ে যায়।

আমরা যুদ্ধ জিতেছিলাম, কিন্তু এই তিনদিনের যুদ্ধে আমাদের ২৩ জন শহীদ হন এবং অনেকে আহত হন।

COMMENTARY:
সোভিয়েত ও দোস্তমি বাহিনী প্রথমদিকে বেশ কৌশলীভাবে অভিযানটি পরিচালনা করেছিল। তারা মূল লক্ষ্য গোপন রাখতে পেরেছিল এবং উত্তরের বাহিনীকে মুজাহিদদের নজর এড়িয়ে কৌশলে নির্ধারিত এলাকায় স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই উত্তরের বাহিনী মূলত মুজাহিদদের পালানোর পথ বন্ধ করার জন্য মোতায়েন ছিল এবং তাই তাদের সজ্জাও ছিল হালকা। এটি ছিল ব্যাটালিয়ন বা তার চেয়েও ছোট ইউনিট।

তারা তাদের অবস্থান দখল করলেও, সেই অবস্থান বিস্তৃত করে পুরোপুরি পালানোর পথ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়নি। এছাড়া, যখন তারা আহত মুজাহিদের দলকে গুলি করে নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করে, তখনও তারা কোনো আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়নি এবং নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়ে যায়।

উত্তরের বাহিনী ও প্রধান বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল, কারণ কাছাকাছি অবস্থানে থাকলেও প্রধান বাহিনী সহায়তায় এগিয়ে আসেনি।

মুজাহিদদের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রশংসনীয়।
তারা দ্রুত আশপাশের উঁচু এলাকা দখল করে সোভিয়েত বাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের গতি রোধ করে দেয়। তবে, দীর্ঘ-পাল্লার ভারী অস্ত্রের অভাবে, তারা তাদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে শত্রুকে সর্বোচ্চভাবে আঘাত করতে পারেনি। সোভিয়েত বাহিনী কেবল তখনই মুজাহিদদের অস্ত্রের কার্যকর পাল্লার মধ্যে আসে, যখন মুজাহিদরা চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করে। সেই সময় সোভিয়েত হেলিকপ্টার আক্রমণে মুজাহিদদের সেই আক্রমণ ভেঙে পড়ে। সোভিয়েত গানশিপগুলো রাতে কম কার্যকর। যদি মুজাহিদরা ভোরে বা সন্ধ্যায় আক্রমণ চালাত, তবে সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল।

মুজাহিদদের কৌশলগত চলাফেরা (maneuver) অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল।
তারা নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিল বিচক্ষণ অবস্থান গ্রহণ, ভূখণ্ড দখল এবং সোভিয়েতদের ফাঁদে ফেলে দিয়ে। তারা সোভিয়েতদের আক্রমণের উদ্যম কেড়ে নেয় এবং তাদের বাধ্য করে হেলিকপ্টার দিয়ে সেনা উদ্ধার করতে। যদি মুজাহিদদের হাতে কিছু বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র থাকত, তাহলে সোভিয়েত বাহিনী আরও ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতো। যদিও অস্ত্রের দিক থেকে দুর্বল ছিল, তবু মুজাহিদদের কৌশল, সংগঠন ও দৃঢ়তা এই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।

ঘটনা- ৩

BATTLE FOR KAMA

by Abdul Baqi Balots

কামা এলাকা, যা জালালাবাদের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, মোট প্রায় ৮৭ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এটির পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে কুনার নদী, দক্ষিণে কাবুল নদী, এবং উত্তর ও পূর্বে পাহাড়। এটি একটি বড়সড়, ভালোভাবে সেচযুক্ত সবুজ অঞ্চল ছিল, যেখানে যুদ্ধের আগে ঘনবসতিপূর্ণ জনবসতি ছিল।

এই এলাকায় অবস্থানরত মুজাহিদীনরা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা ছিল, যারা নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষা করছিল।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালে, আমি সমা গারাই গ্রামে (যা কামা শহর থেকে ১ কিলোমিটার পূর্বে) ৩৫ জন মুজাহিদ নিয়ে একটি দল পরিচালনা করছিলাম।
আমাদের হাতে ছিল:

- এনফিল্ড ও জি৩৫ বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল,
- এবং কয়েকটি কালাশনিকভ।

আমরা বড় আকারের হামলা চালাতে সক্ষম ছিলাম না, কিন্তু হিট-এন্ড-রান কৌশলে অভিযান চালাতাম।
আমরা পাহাড়ে কোনো ঘাঁটি গড়ে তুলি নাই; আমরা গ্রামেই বসবাস করতাম। কামা জেলার অন্যান্য গ্রামেও একইরকম ছোট ছোট ইউনিট ছিল।

তবে আমাদের মুজাহিদীনদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। আমরা অনেক গ্রুপের সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ রাখতাম না, ফলে একে অন্যকে সহায়তা করাও সম্ভব ছিল না।
এই কারণে সোভিয়েতরা আমাদের একেকটা দলকে বিচ্ছিন্নভাবে (piecemeal) মোকাবিলা করতে পেরেছিল।

আমাদের কোনো সমন্বিত contingency plan ছিল না, যেটা প্রয়োগ করে আমরা সোভিয়েতদের সম্মিলিত হামলার বিরুদ্ধে রক্ষা পেতে পারতাম।
আর এমন কোনো পরিকল্পনা থাকলেও, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন। বেশিরভাগ যোগাযোগই দূতের মাধ্যমে (messenger) করা হতো।

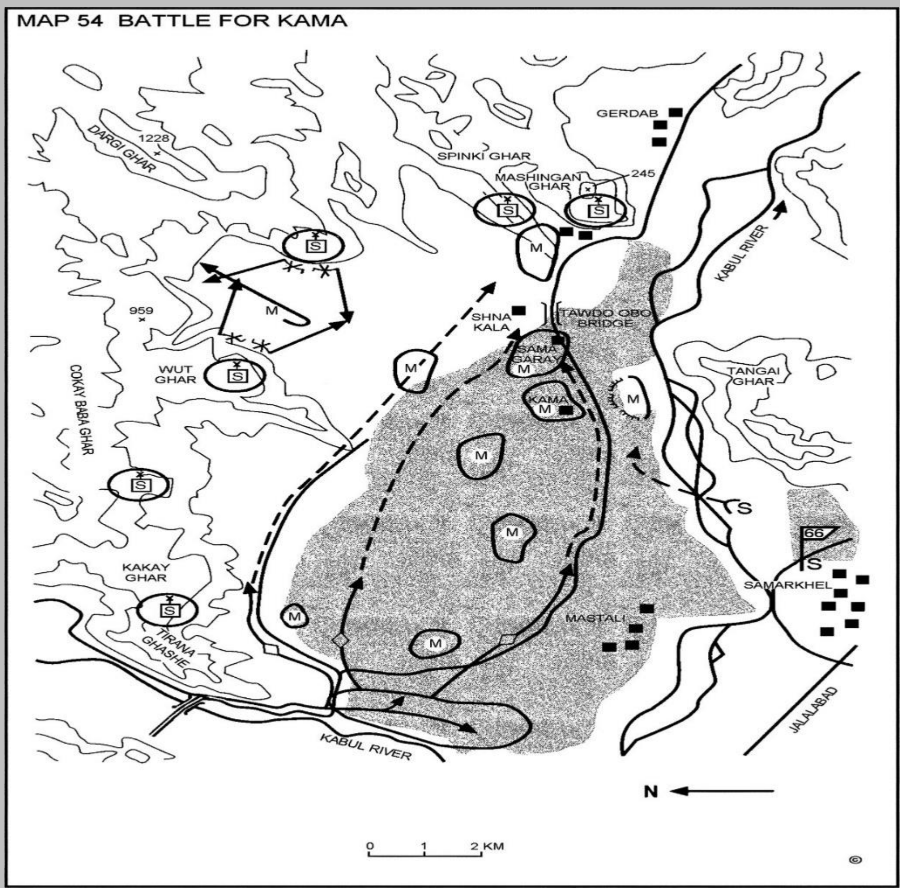
সোভিয়েতরা ছিল একদম কাছেই।
সোভিয়েত "থান্ডার" ইউনিটের ঘাঁটি ছিল সামারখেল এ, যা জালালাবাদের পূর্বে অবস্থিত।
তারা কুনার নদী অতিক্রম করে তিরানা ঘাষে'র দক্ষিণে সমতল ভূমিতে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে (নকশা দেখুন: Map 10-3 - Kama)।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালের ভোরে,
২০ থেকে ২৫টি হেলিকপ্টার কামার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায় সৈন্য নামায়।

হেলিকপ্টারগুলো যেসব স্থানে সৈন্য নামায়, সেগুলো হলোঃ

- মাশিঙ্গান ঘর,
- স্পিঙ্কি ঘর,
- দেরগি ঘর,
- উত ঘর,
- চকাই বাবা ঘর,
- কাচাই ঘর,
- এবং তিরানা ঘাষে।

এই উঁচু এলাকায় সৈন্য নামিয়ে তারা আমাদের পাহাড়ে পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়। একই সময়ে, সামারখেল ঘাঁটি থেকে একটি সোভিয়েত দল কাবুল নদী পাড়ি দিয়ে কামা এলাকার দক্ষিণে অবরোধ গড়ে তোলে। এরপর, তাদের মূল স্থল বাহিনী তিরানা ঘাষে থেকে পূর্ব দিকে ঝাঁক বেঁধে অভিযান শুরু করে।



আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠলাম হেলিকপ্টারের শব্দ ও আলোক ফ্লেয়ারের আলোতে। আমরা একটি বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলাম—সম্ভবত একটি রেজিমেন্টের চেয়েও বড়। আমি ফজরের নামাজ পড়ছিলাম, তখন আমার পাহারাদার এসে বলল, "কমান্ডার, আজ সকালের দৃশ্যটা অন্যরকম মনে হচ্ছে।"

আমি তাকে বললাম, "চিন্তা কোরো না, আমাদের জীবন রুশদের হাতে নয়, আল্লাহর হাতে। আমরা নির্ধারিত দিনেই মরব—সেই দিন এক মুহূর্তও আগে বা পরে হবে না।"

হেলিকপ্টারগুলো একের পর এক ঢেউয়ের মতো আমাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

আমি দেখি মাসতালি গ্রামের কিছু মুজাহিদীন উত ঘর ও দেরগি ঘর এর মাঝ দিয়ে পালাচ্ছে।
যখন তারা রাস্তায় চলছিল, উঁচু এলাকায় অবস্থানরত সোভিয়েত সেনারা তাদের উপর গুলি চালায়। আমি দেখি তাদের মধ্যে দুইজন পড়ে গেল—একজন ছিল গুলরং, আরেকজন ছিল চালক গুলাম সারওয়ারের ছেলে। দুজনই নিহত হয়। বাকিরা পাহাড়ে পালাতে সক্ষম হয়।

আমরা নদীর কাছে ছিলাম, তাই আমরা কামা শহরের দক্ষিণে, ঝোপঝাড় ও একটি মসজিদঘেরা এলাকায় চলে যাই এবং সেখানে আত্মগোপন করি। আমাদের এলাকার পরিস্থিতি ঘন্টার পর ঘন্টা শান্ত ছিল।
আমার মুজাহিদরা এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হচ্ছে?" এখন সকাল ১১টা। আমি বললাম, "রুশরা যখন আসবে তখনই আসবে, কিন্তু এখন আমরা ক্ষুধার্ত।" আমি খাবার সংগ্রহ করতে গ্রামের দিকে গেলাম।

একজন বের হয়ে আমাকে সতর্ক করল—বলল, শত্রুর ট্যাংক এখন থেকে মাত্র ৫ মিনিট দূরে। আমি তখন দ্রুত লুকিয়ে থাকা স্থানে ফিরে আসি। দুপুর ২টার দিকে আরেকজন গ্রামবাসী এসে বলল, রুশরা আমাদের লুকিয়ে থাকার এলাকা জ্বালিয়ে দেবে, তাই এখান থেকে সরে যেতে হবে। সে জানায় যে ৮টি ট্যাংক ও এপিসি আমাদের দিকে আসছে।

আমরা তখন ঝোপঝাড়ের কিনারে চলে যাই যেখানে একটি প্রাকৃতিক উঁচু বাঁধ (berm) আছে, এবং সেখানে অবস্থান নিই।

আমাদের হাতে ছিলঃ

- একটি আরপিজি-৭ (তিনটি রাউন্ডসহ),
- দুটি কালাশনিকভ,
- এবং কিছু মারকো চাইনিজ বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল।

এই ঝোপঝাড়ে অনেক বেসামরিক মানুষও লুকিয়ে ছিল, তাই আমরা দায়িত্ববোধ থেকে এই এলাকা এবং সাধারণ মানুষদের রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমি দেখি, বিএমপি আমাদের দিকে আসছে। তারা ঝোপঝাড়ের কিছুটা আগেই থেমে যায় এবং কামার দিকে মোড় নেয়। তখন বেলা তিনটা। আমরা তখন এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে ছিলাম। তখন আমার দলের বাকি সদস্যদের কাছ থেকে বার্তা আসে—তারা মাশিঙ্গান গ্রামে হেলিকপ্টারে নামা সৈন্যদের গতিবিধি নজর রাখছিল এবং আমাকে যোগ দিতে বলল। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে থেকে তাওদো ওবো হাইওয়ে ব্রিজ ছিল খুব কাছেই।

আমি আমার ১২ জন লোক নিয়ে সেই ব্রিজের কাছে যাই এবং সিদ্ধান্ত নিই, সোভিয়েতরা পাহাড় থেকে নেমে এই ব্রিজ দিয়ে আসবে, তাই আমরা ব্রিজের দুই পাশে অবস্থান নিই। ঠিক তখনই সোভিয়েতদের একটি দল আমাদের দিকে এগিয়ে এসে গুলি চালায়। একটি গুলি আমার চাচাতো ভাইয়ের রাইফেলের বাটে লাগে ও সেটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।
সে বলে, "এখন আমি কি করব?" আমি বলি, "তোমার জন্য আরেকটা রাইফেল আমি খুঁজে দেব।" আমি যখন রাস্তায় এগোচ্ছিলাম, তখন দেখি আমার বন্ধু হাবিব নূর আমার ডানদিকে ৩০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে গুলি করছে। আমি মাটিতে শুয়ে দেখি সে দুইজন সোভিয়েত সেনার দিকে গুলি ছুড়ছে। সে তাদের দুজনকেই মেরে ফেলে।
সে আমাকে চিৎকার করে বলে, "কমান্ডার, ওদের কালাশনিকভ গুলো নিয়ে নাও।"
আমি দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে একটা রাইফেল ধরলাম, কিন্তু এর বেল্ট মৃতদেহের শরীরে আটকে ছিল।
আমি চেষ্টা করেও খুলতে পারছিলাম না।

এতক্ষণে বহু সোভিয়েত সৈন্য আমার দিকে এগিয়ে আসছিল এবং সবাই গুলি ছুড়ছিল।
আমার লুঙ্গিতে ১০টা গুলির ফুটো হয়েছিল।

আমি রাইফেল ছাড়লাম।

আমার কাছে ছিল একটি RPK-3 অ্যান্টি-ট্যাংক হ্যান্ড গ্রেনেড।
ট্যাংক না থাকলেও, আমি চেয়েছিলাম এটি ফাটিয়ে একটা শব্দ সৃষ্টি করে দৃষ্টি সরাতে।
আমি সেটি ছুঁড়ে মারলাম—চার সেকেন্ড পর এটি বিস্ফোরিত হলো এবং আমি নিরাপদে হাবিব নূরের কাছে ফিরে যাই।

হাবিব বলে, "যদি আমরা উত্তরের খালটা পার না হই, তাহলে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব না।"
সে বলে, "তুমি যেহেতু খাটো আর আমি লম্বা, তুমি পার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।"
আমি বললাম, "আমি তোমার কমান্ডার, কিন্তু এখন আমি তোমার আদেশে আছি।"

আমি দৌড়ে খাল পার হতে গিয়ে খালের মধ্যেই পড়ে গেলাম।
আমি চিৎকার করে বললাম, "হে আল্লাহ, আমাকে অপমানজনকভাবে মেরে ফেললে!"
তারপর আমি এমন একটা লাফ দিলাম—যেটা এমনকি ট্যাংকও দিতে পারবে না—কিভাবে দিলাম জানি না, কিন্তু আমি পার হলাম।

আমি অবস্থান নিয়ে কালাশনিকভ দিয়ে গুলি চালালাম—হাবিবের সামনে থাকা সোভিয়েত সেনাকে হত্যা করলাম।

হাবিব চিৎকার করে জানাল যে সোভিয়েতরা শনা কালা গ্রামের ঘরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে।
আমি ব্রিজ থেকে নিচের দিকে চলে গেলাম, হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলাম এবং গুলি চালালাম।
সেখানে তখন আর কোনো সাড়া ছিল না।

আমি রাস্তা পেরিয়ে আবার হাবিবের দিকে তাকালাম। সে তখনো দাঁড়িয়ে ছিল।
আমি বললাম, "নিচে নামো।"
সে দাঁড়িয়েই সোভিয়েতদের গাল দিচ্ছিল আর পুশতুতে আত্মসমর্পণ দাবি করছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি তার পেটের মাঝে আলো দেখতে পেলাম।
সে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল।

আমি তার দেহ উদ্ধার করতে রাস্তা পার হলাম।
আমি দেখলাম, খালে অনেক সোভিয়েত সেনার মরদেহ পড়ে আছে।
হাবিবের কাছে পৌঁছে দেখি, সে মারা গেছে।
তার কাছে মাত্র ৫টি গুলি বাকি ছিল।

সে ছিল আমার খুব ভালো বন্ধু। সে আমাদের গ্রামেরও ছিল না—সে ছিল আহমদজাই গোত্রের, যারা এই এলাকা থেকে অনেক দূরে থাকে।

চারপাশে যুদ্ধ চলছিল। আমি শুধু নিজের চারপাশের যুদ্ধই বুঝতে পারছিলাম।
আমার ইউনিটের শায়খ বোমবার এসে আমাকে সহায়তা করতে এল।
তার কাছেই ছিল আরেকটি মাত্র কালাশনিকভ।

সে তার কালাশনিকভ অন্যকে দিয়ে একটি আরপিজি ও একটি রকেট নিয়ে আমার অবস্থানে আসে।
ঠিক তখন আমি দেখি—ট্যাংকগুলো শনা কালা গ্রাম থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সূর্য ডুবছিল।

এয়ার অ্যাসল্ট সেনারা পাহাড় থেকে নেমে এসে অগ্রসর হচ্ছিল।
আমরা হাবিবের মরদেহ রাঙ্গিন কালা গ্রামে নিয়ে যেতে চাইলাম, যেখান থেকে লাশ সরিয়ে নেওয়া সহজ হবে।

আমি শায়খ বোমবারের কাছ থেকে আরপিজি ও রকেট নিলাম।
আমরা হাবিবের মরদেহ আমার 'চাদর' দিয়ে জড়ালাম—এই চাদরটা আমরা সব কাজে ব্যবহার করি।

তারপর আমি আরপিজি ছুড়ে দিলাম।
ট্যাংকগুলো অনেক দূরে ছিল, তাই রকেটটি ইনফ্যান্ট্রির মাঝে গিয়ে পড়ল।

ট্যাংক ও সৈন্যদল থেমে গেল, কারণ তারা বুঝল যে আমাদের কাছে অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্র আছে।
তাদের এই থেমে যাওয়ার ফলে, আমরা যুদ্ধভবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারলাম এবং হাবিবের মরদেহ নিয়ে জারদাব গ্রামে চলে গেলাম—যা এখান থেকে ছয় কিলোমিটার পূর্বে।

সেখানে আমি একটি উট ভাড়া করলাম এবং আমরা হাবিবের মরদেহ পাকিস্তানে তাঁর পরিবারের কাছে নিয়ে গেলাম।
আমরা তাকে পেশোয়ারের শরণার্থী কবরস্থানে কবর দেই—যদিও তার বাড়ি ছিল পাকতিয়া প্রদেশে।

তার পরিবার এখন ভালো আছে, কারণ তার একজন ছেলে সৌদি আরবে চাকরি করে।

COMMENTARY:

এই পর্যায়ে মুজাহিদীনদের প্রচেষ্টা ছিল অসংগঠিত এবং তা সরাসরি গ্রামবাসীদের ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছিল। মুজাহিদীনরা ছিল দুর্বলভাবে প্রশিক্ষিত এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব পুরো এলাকাটিকে বিপদের মুখে ফেলে দেয়। তবে তাদের ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও প্রেরণা পুরো এলাকাটিকে একপ্রকার প্রতিরক্ষা অঞ্চলে পরিণত করেছিল, যা সোভিয়েত অভিযানের গতি কমিয়ে দেয়।

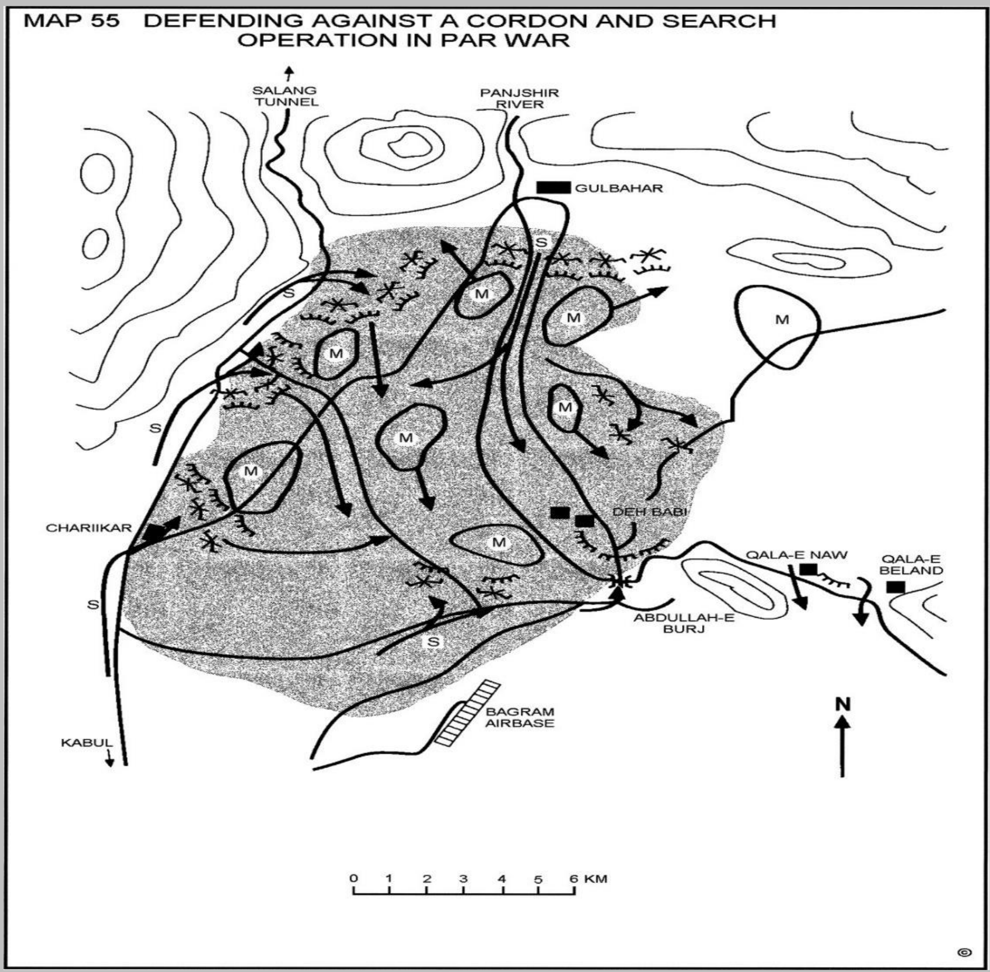
পরবর্তীতে, মুজাহিদীনরা যখন আরও ভালোভাবে সশস্ত্র হয়, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং তারা পারস্পরিক সমন্বয় শুরু করে—তখন তারা সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. (DRA) বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও কার্যকর হয়ে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে অধিকাংশ বেসামরিক মানুষ হয় নিহত হয়েছে বা পাকিস্তানের শরণার্থী ক্যাম্পে চলে গেছে।

সোভিয়েত অভিযানের পরিকল্পনা ছিল সুচিন্তিত এবং তারা এয়ার অ্যাসল্ট ফোর্স ব্যবহার করে দক্ষতার সঙ্গে এলাকাটি ঘিরে ফেলেছিল। তবে, তারা যে এলাকা ঘিরে ফেলেছিল তা ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত এবং তারা সেটিকে কার্যকরভাবে খুঁজে দেখার মতো সক্ষমতা রাখত না। তাদের উচিত ছিল ঘেরা এলাকাটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে একে একে তল্লাশি চালানো। কিন্তু তার পরিবর্তে, তাদের তল্লাশি অভিযান ছিল অসংগঠিত এবং সবুজ এলাকায় বহু অঞ্চল কখনও তল্লাশি করা হয়নি। এই সবুজ অঞ্চল ছিল গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রে পূর্ণ এবং সম্পূর্ণভাবে খুঁজে দেখার জন্য কয়েকদিন সময় প্রয়োজন ছিল। তবে সোভিয়েতেরা রাতে ঘেরাও (cordon) অব্যাহত রাখতে অনিচ্ছুক ছিল, ফলে তারা তাড়াহুড়ো করে তল্লাশি অভিযান চালায় এবং অধিকাংশ অসংগঠিত মুজাহিদীনকে ধরতে ব্যর্থ হয়।

ঘটনা- ৪

DEFENDING AGAINST A CORDON AND SEARCH OPERATION IN PARWAN

by Commander Haji Abdul Qader



১৯৮৪ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে, সোভিয়েত বাহিনী পারওয়ান ও কাপিসা প্রদেশে এক বহুদলীয় (মাল্টি-ডিভিশনাল) ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল চারিকর-সালং হাইওয়ের পশ্চিম দিক থেকে শুরু করে, পূর্বে মাহমুদ-ই রাকি এবং দক্ষিণে বাগরামের বিস্তীর্ণ এলাকায় মুজাহিদীন বাহিনী ধ্বংস করা (মানচিত্র ১০-৪ - পারওয়ান)। এই অঞ্চলটি গ্রামের সমষ্টি ও সেচের নালার জালে ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে বাগান, আঙুরের বাগান এবং কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে বিস্তৃত উর্বর জমি রয়েছে। এই এলাকায় মুজাহিদীনের শতাধিক ঘাঁটি ছিল, যেগুলো বিভিন্ন প্রধান প্রতিরোধ গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিল। অধিকাংশ মুজাহিদীন শীতকালে তাদের ঘাঁটিতে ছিলেন না; তারা গ্রামগুলোতে বিভক্ত হয়ে শত শত ছোট ছোট ইউনিটে বসবাস করত।

২৪ জানুয়ারি, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. (DRA) ট্যাংক ও মোটরাইজড রাইফেল বাহিনী কাবুল, বাগরাম, জাবাল-ই সেরাজ এবং পুঞ্জশের উপত্যকার মুখস্থ গুলবাহার থেকে চলে এসে পঞ্জশের নদীর দুই পাড় জুড়ে একটি বড় ঘেরাও গঠন করে। এই ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান ব্যাপক বিমান সহায়তায় সমর্থিত ছিল। সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী আশাবাদী ছিল যে তারা হাজার হাজার মুজাহিদীনকে ঘিরে ফেলতে পারবে এবং তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারবে। মুজাহিদীনরা এলাকার প্রধান সড়কগুলো বরাবর তাদের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করেছিল। তারা প্রত্যাশা করেছিল যে শত্রু এই প্রধান সড়কগুলো দিয়ে এগোবে, তাই তারা এগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল যেন তারা ঘেরাটোপ ভেঙে বের হয়ে যেতে পারে।

প্রথম দিনে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী তাদের বাহিনী মোতায়েন করে ট্যাংক, এপিসি এবং আর্টিলারি দ্বারা সুরক্ষিত ব্লকিং পজিশন স্থাপন করে। ২৫ জানুয়ারির ভোরে, তারা চারিকর, জাবাল-ই সেরাজ, গুলবাহার, মাহমুদ-ই রাকি, ক্বালা-ই নও এবং বাগরাম থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু করে।

বাগরামে সংঘটিত অভিযান

সেই সময়, হাজী আবদুল কাদের বাগরাম জেলার প্রায় ২০০ জন মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর স্থায়ী ঘাঁটি ছিল ডেহ বাবির কাছে আবদুল্লাহ-ই বুর্জের নিকটে, যেখানে কমান্ডার শাহিনের অধীনে একটি জেআইএ (JIA) ঘাঁটিও ছিল। আরেকটি ঘাঁটি ছিল আশরাফি, চারিকরের নিকটে। তাঁর দল ছিল একটি চলমান মোবাইল ইউনিট এবং অধিকাংশ সময় বাগরাম এলাকার চারপাশে লড়াই করত অথবা পারওয়ান ও কাপিসা প্রদেশের অন্যান্য মুজাহিদীন ইউনিটের সঙ্গে মিলিত হত।

পারওয়ান ও কাপিসা প্রদেশের সোভিয়েত ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযানে, হাজী আবদুল কাদেরের ইউনিট ১৫০ জন সদস্যের শের মোহাম্মদের ইউনিটের সঙ্গে মিলে বাগরাম-মাহমুদ-ই রাকি প্রধান সড়কের উত্তরে আবদুল্লাহ-ই বুর্জ থেকে ক্বালা-ই বেলান্দ পর্যন্ত একটি লাইন রক্ষা করত। পশ্চিম দিকে, HIH গোষ্ঠীর মুজাহিদীনরা বাগরাম-চারিকর অক্ষ অবরোধ করেছিল এবং পূর্ব দিকে, জেআইএ ইউনিটরা পাঞ্জশের নদীর বাঁ দিকের এলাকা ঢেকে রেখেছিল (মানচিত্র ১০-৪ - পারওয়ান)।

আক্রমণের আগের রাতে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. (DRA) বাহিনী তাদের স্থাপিত ফায়ার বেস থেকে মুজাহিদীন অবস্থানগুলোতে শক্তিশালী আর্টিলারি হামলা চালায়। তারা দ্রুত আক্রমণ শুরু করে এবং সমস্ত দিক থেকে পায়ে হেঁটে সৈন্য ও ট্যাংক ব্যবহার করে মুজাহিদীনদের ঘিরে ফেলে বা ভারী আর্টিলারি ও বিমান হামলার মাধ্যমে তাদের দমন করে। দ্বিতীয় দিনে, তাঁদের বিমান বাহিনী আক্রমণ তীব্র করে, ভূমি আক্রমণকারী বিমান ও হেলিকপ্টার গানশিপ দ্বারা আক্রমণরত বাহিনীর সহায়তা করে। মুজাহিদীনের যোগাযোগ ভেঙে পড়ে এবং তাদের ট্যাকটিক্যাল সমন্বয় অনেকটাই কমে যায়।

হাজী কাদের তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত ব্লকিং অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেন। তাদের কাছে ছিল কালাশনিকভ, প্রায় ১৫টি RPG-৭ এন্টি-ট্যাংক গ্রেনেড লঞ্চার, তিনটি ৮২ মিমি ও একটি ৭৫ মিমি রিকোয়েলেস রাইফেল, তিনটি ৮২ মিমি মর্টার, দুইটি DShK মেশিন গান এবং একটি ZGU-1 হেভি মেশিন গান। কিছু ১০৭ মিমি সারফেস-টু-সারফেস রকেটও ছিল তাদের কাছে। হাজী কাদের তাঁর সমস্ত এন্টি-ট্যাংক অস্ত্র সামনে মোতায়েন করেন এবং ভারী মেশিন গানগুলোকে সামনের সারির পিছনের উচ্চ জমিতে বসান। তিনি বাহিনীকে ভাগ করে রক্ষার অবস্থানে ঘোরাতে থাকেন। যারা সরাসরি অবস্থানগুলো দখল করে ছিল না, তারা রিজার্ভ হিসেবে বালতুখেল এবং সায়াদান গ্রামে συγκ্রীত ছিল, যা সামনের থেকে দুই থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। হাজী কাদেরের সরবরাহ ও চিকিৎসা কেন্দ্রও এই এলাকায় ছিল।

২৫ জানুয়ারির ভোরে, শত্রু আর্টিলারি প্রায় দুই ঘণ্টা মুজাহিদীন অবস্থানে হামলা চালায়। এই আগুনের তীব্রতা মুজাহিদীনদের তাদের বাংকারের ভিতরে আটকে রাখে। কয়েকজন ধ্বংসাবশেষ, ভাঁজ, ও খালে লুকিয়ে পড়ে। আর্টিলারি হামলার সাথে ছিল বিমান হামলা ও হেলিকপ্টার গানশিপের গোলাবর্ষণ। মুজাহিদীনরা এসময় নিজেদের প্রকাশ করেনি। সূর্যোদয়ের একটু পর, শত্রুর পায়ে হেঁটে সৈন্যরা, ট্যাংক ও BMP-র সাপোর্ট নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। আক্রমণকারীরা আত্মবিশ্বাসী ছিল, মনে করছিল আক্রমণ পূর্বের আর্টিলারি ও বিমান হামলা মুজাহিদীন প্রতিরোধ ধ্বংস করেছে। কিন্তু তারা যখন দূরত্বের মধ্যে আসে, তখন মুজাহিদীনদের এন্টি-ট্যাংক অস্ত্র এবং মেশিন গান থেকে গুলিতে আটকা পড়ে। আক্রমণকারীরা অবাক হয় এবং পায়ে হেঁটে সৈন্য ও ট্যাংক পিছিয়ে পড়ে। তারা বেশ আক্রমণাত্মক ছিল না, সম্ভবত মাইন ও এন্টি-ট্যাংক অস্ত্রের ভয়ে।

প্রথম দুই দিনে, সোভিয়েতেরা একাধিকবার একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালায়: আর্টিলারি ও বিমান হামলা মুজাহিদীন অবস্থানকে আঘাত করে, তারপর পায়ে হেঁটে সৈন্য ও ট্যাংক এগিয়ে আসে এবং কাছাকাছি থেকে তীব্র আগুনে আটকা পড়ে, পরে ফিরে যায়। ট্যাংকগুলো বেশ ধীরগতিতে এগোয়, বিশেষ করে যখন কয়েকটি ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পায়ে হেঁটে সৈন্যরা হতাহত হয়। একই সময়ে, পায়ে হেঁটে সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়ে এবং ট্যাংকের পেছনে লুকায়।

অভিযান চলাকালীন, দুটি বিষয় মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কাজ করে। প্রথমত, শত্রু কিছু দিক থেকে মুজাহিদীন অবস্থানে যথেষ্ট গভীরে ঢুকে পড়ে, যা তাদের ঘিরে ফেলার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, মুজাহিদীনরা শত্রুর অভিযানের ব্যাপ্তি বুঝতে শুরু করার পর শত্রুর ঘেরাও থেকে পালাতে শুরু করে। এতে তাদের অবস্থান দুর্বল হয় এবং আক্রমণকারীদের সুবিধা হয়। কিছু পার্শ্ববর্তী ইউনিট তাদের সামনের অবস্থান ছেড়ে দেয়। এতে হাজী আবদুল কাদেরকে তৃতীয় দিনে তার বাহিনীকে সামনের লাইন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে উচ্চ জমির দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে প্রত্যাহার করতে হয়। পরবর্তী তিন দিনে, সোভিয়েতেরা ওই উচ্চ জমির অবস্থান ভেদ করার চেষ্টা করে, যা তাদের জন্য আরও কঠিন ছিল। তারা একই পদ্ধতি চালিয়ে যায়: পায়ে হেঁটে সৈন্যরা এগোয়, ট্যাংক পেছনে আসে এবং একই ফলাফল হয়।

সপ্তাহের শেষের দিকে, শত শত মুজাহিদীন ক্বালা-ই বেলান্দ সেক্টর ব্যবহার করে কোহ-ই সফির পাহাড়ের ঘাঁটিতে পালিয়ে যায়। মুজাহিদীনরা আড়াল করা সেচের নালা ব্যবহার করে এলাকা থেকে বেরিয়ে যায়। ক্বালা-ই নও বাজারের কাছাকাছি সড়কের উত্তরে একটি পূর্ব-পশ্চিম দিকের সেচের নালা আছে। এই প্রধান নালার সাথে কয়েকটি উত্তর-দক্ষিণ দিকের সহায়ক নালা জড়িত। কিছু স্থানে, যানবাহনের চলাচলের জন্য নালাগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে। শীতকালে, এই সেচ ব্যবস্থা শুষ্ক থাকে এবং পালানোর উপযুক্ত পথ সরবরাহ করে। অভিযানের শেষ রাতে, শত শত মুজাহিদীন এই নালাগুলো ব্যবহার করে পালায়। আক্রমণকারীরা এই পালানোর ঘটনা অভিযানের শেষে মাত্র জানতে পারে এবং কিছু পালিয়ে যাওয়াদের উপর গুলি চালায়। হাজী আবদুল কাদেরের লোকেরা পশ্চাৎ রক্ষা করে এবং এক সপ্তাহ ক্বালা-ই বেলান্দ সেক্টর আটকে রেখে শেষ পর্যন্ত এলাকা থেকে সরে আসে।

সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. অবশেষে এলাকা দখল করার সময়, হাজার হাজার মুজাহিদীন পালিয়ে গিয়েছিল। হাজী আবদুল কাদের দাবি করেন, সোভিয়েতেরা মাত্র ২০ জন সশস্ত্র মুজাহিদীন গ্রেফতার করেছিল এবং অপারেশনের প্রধান কমান্ডারকে এই ব্যর্থতার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানান, সোভিয়েতেরা অনেক ডিভিশন নিয়ে জটিল পরিকল্পনা করেছিল, হাজার হাজার আর্টিলারি শেল ছুঁড়েছিল এবং শত শত যুদ্ধ বিমান চালিয়েছিল, কিন্তু তেমন কিছু অর্জন করতে পারেনি। হাজী আবদুল কাদেরের দল ১১টি ট্যাংক ও APC ধ্বংস করেছে এবং শত্রুকে প্রচুর ক্ষতি করেছে। তার ক্ষতি ছিল সাতজন নিহত এবং ১৮ জন আহত। আহতদের বেশিরভাগই হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে হয়েছিল।

COMMENTARY:

যদিও সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. বাহিনী পারওয়ান ও কাপিসায় অনেক মুজাহিদীন ঘাঁটি ধ্বংস করেছিল, তারা মুজাহিদীনদের পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি যারা ঘেরাও থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বা ভূগর্ভস্থ হয়েছিল। মুজাহিদীনরা একটি বড় এলাকা জুড়ে স্বাধীনভাবে চলাচল ও লড়াই করতে সক্ষম হয়েছিল যতক্ষণ না সোভিয়েত ও ডি.আর.এ. প্রবেশ করেছিল। সোভিয়েত/ডি.আর.এ. ঘেরাও অনেকটাই ফাঁকা ছিল — যেমন যুদ্ধের অন্যান্য বৃহৎ ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযানে দেখা গেছে — যা মুজাহিদীনদের ফাঁদে ফেলা অসম্ভব করেছিল। সোভিয়েত পায়ে হেঁটে সৈন্য ও ট্যাংক দুর্বলভাবে কাজ করেছিল, পৃথকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় তারা বড় ধরনের ক্ষতি স্বীকার করে। সঙ্গবদ্ধ আক্রমণ এই দুর্বলতাগুলো কমিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম উভয় দিকের জন্যই ঝুঁকি বাড়িয়েছিল।

মুজাহিদীনরা তাদের প্রস্তুত অবস্থানের কাছে অনেক আড়াল করা বাংকার তৈরি করেছিল যা তাদের বিমান হামলা ও ভারী আর্টিলারি আঘাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই ব্যাপক সোভিয়েত আগুন সাধারণত নিরীহ বেসামরিক লোক, বাড়ি এবং কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল।

মুজাহিদীন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অপারেশনাল সমন্বয়ের অভাব বড় ধরনের সফলতা হাতছাড়া করে দিয়েছিল। সোভিয়েতরা যদিও বড় সংখ্যক মুজাহিদীন গ্রেফতার বা ধ্বংস করতে পারেনি, তবে মুজাহিদীনরা সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল শত্রুকে বড় ধরনের ক্ষতি দিতে। তারা পালানোর উপর জোর দিয়েছিল, যদিও অনেক সুযোগ ছিল শত্রুকে ধারাবাহিক প্রতিরক্ষা রেখায় রুখে দেওয়ার এবং তাদের প্রত্যাহার পথ অবরোধ করার। তবে এটা ছিল প্রতিরোধের প্রথম বা শেষ যুদ্ধ না। তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাচ্ছিল এবং ঘরের আশেপাশে বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিল যেখানে নিরীহ বেসামরিক এবং গ্রামগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই এলাকায় যুদ্ধ চলাকালীন বেসামরিকরা তাদের বাড়িতে অবস্থান করেছিল।

ট্যাকটিক্যালি, মুজাহিদীনরা তাদের হালকা এন্টি-ট্যাংক অস্ত্র একত্রিত করে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো একযোগে গুলী ছুঁড়ত। একাধিক এন্টি-ট্যাংক গানেররা একই লক্ষ্যবস্তুতে গুলি চালাত, যা আঘাতের সম্ভাবনা বাড়াত, প্রতিরোধ গুলিকে কম কার্যকর করত, শত্রু ট্যাংক ও মোটরাইজড কলামকে বিভ্রান্ত করত এবং সঠিক সোভিয়েত আর্টিলারি আগুন প্রতিরোধ করত। ভারী মেশিন গানগুলো সাধারণত এন্টি-ট্যাংক গানের পেছনে ছিল, যা পদাতিকদের শত্রু থেকে আলাদা রাখত, ট্যাংক ক্রুদের ভিজন ঢেকে রাখত এবং প্রয়োজনে কভারিং ফায়ার দিত।

ঘটনা- ৫

Last Stand on the Islands Opposite Gerdi Kats

by Mawlawi Shukur Yasini

২৪ মার্চ ১৯৮৪-এ, সোভিয়েতরা কামা জেলার মধ্যে একটি বড় বাহিনী পাঠায়। তখন আমি পাকিস্তানের পেশোয়ারে ছিলাম। সোভিয়েত বাহিনী ছিল শুধুমাত্র ৬৬তম ব্রিগেড নয়, তাদের সাথে ছিল লঘমান প্রদেশ থেকে যোদ্ধারা, মোট মিলিয়ে প্রায় ২০০-৩০০টি ট্যাংক ও এপিসি (APC)। আমার দুটি মুজাহিদীন দল ছিল মেরজাখেল গ্রামে — একটির নেতৃত্ব দিতেন বাজ মোহাম্মদ এবং অন্যটির নেতৃত্ব দিতেন আমার ভাতিজা শাপুর। বাজ মোহাম্মদের দল সোভিয়েতরা আসার আগে মেরজাখেল থেকে বের হতে পেরেছিল, কিন্তু শাপুরের ২৫ জন সদস্যের দল ফাঁদে পড়েছিল।

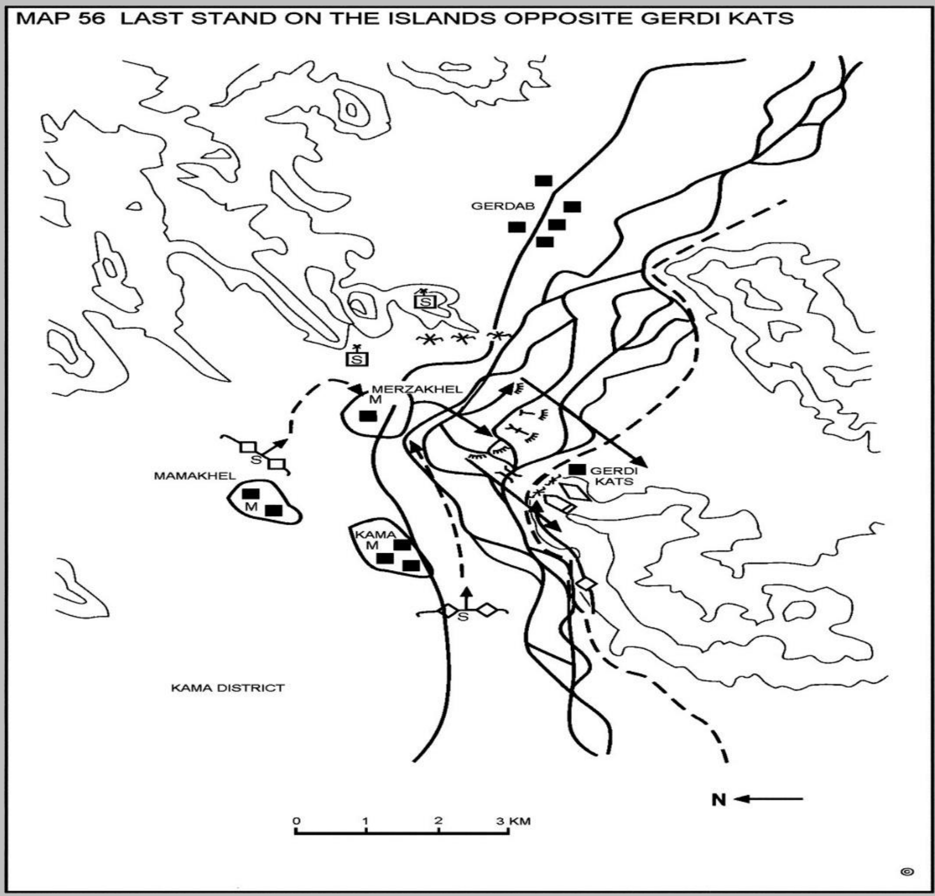
সোভিয়েতরা মেরজাখেল এলাকাকে ওভারলুক করা উঁচু জমিতে সৈন্য নামিয়েছিল, আর পশ্চিম দিক থেকে তাদের ট্যাংক এগিয়ে আসছিল (মানচিত্র ১০-৫ - গেরদি)। নদীর ওপারে গেরদি কাটস এলাকায় সোভিয়েত ট্যাংক চলে আসছিল। মুজাহিদীনরা মেরজাখেল থেকে দক্ষিণ দিকে কাবুল নদীর নিচু ও সমতল দ্বীপগুলিতে চলে যায়, যা গেরদি কাটস ও মেরজাখেল এর মাঝখানে অবস্থিত। এই দ্বীপগুলোতে ছোট ছোট ঝোপঝাড় ছিল যা আংশিক আড়াল দিত, কিন্তু সম্পূর্ণ আশ্রয় নয়।

দ্বীপে পৌঁছানোর পর, গেরদি কাটস এর সোভিয়েত পদাতিক ভাসমান রাবার রাফ্টে নদী পার হওয়ার চেষ্টা শুরু করে। তারা একটি ট্যাংক নদীতে নামিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ট্যাংক দ্রুত আটকে যায়। মুজাহিদীন মেশিন গাননায়ক ফাইরোজ PK মেশিন গান দিয়ে রাফ্টগুলো ডুবিয়ে দেয়। সোভিয়েত পদাতিকরা নদীতে তলিয়ে যায় এবং অনেকেই ডুবে মারা যায়। সোভিয়েতদের রাফ্টে দুইটি কুকুরও ছিল, যেগুলো সাঁতার কেটে গেরদি কাটসে ফিরে যায়। দ্বীপ থেকে মুজাহিদীনদের গোলাবর্ষণ সোভিয়েতদের পারাপারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

তবে একই সময়ে, শত্রু আমার দলের ওপর দুই দিক থেকে চাপ দেয় এবং মাত্র কয়েকজন সদস্য পালাতে পারে। তারা নিচু ঝোপঝাড়যুক্ত দ্বীপে খোলা আকাশে ছিল, যার ফলে আমি ১১ জন নিহত, ২ জন আহত এবং ২ জন বন্দি হারাই। বন্দি হওয়া দুই জন হলেন আউজুবেল্লাহ এবং নজর মোহাম্মদ। সোভিয়েতরা তাদের নির্যাতন করেছিল, কিন্তু তারা ভেঙে পড়েনি। তারা বারবার দাবি করত যে পাগল মৌলভী শুকুর তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল। অবশেষে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।

শাপুর ও ফাইরোজ আহত হয়। গ্রামবাসীরা তাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল সোভিয়েতদের হাত থেকে বাঁচাতে। সোভিয়েতরা ছয় দিন এলাকাটি তল্লাশি করেছিল। শত্রুর চাপের কারণে আমরা আমাদের নিহত মুজাহিদীনদের লাশ উদ্ধার করতে পারিনি। অনেকের অবশিষ্টাংশ শিয়াল ও জলদস্যুদের দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পর, আমরা যা যা অবশিষ্ট পেয়েছিলাম সেগুলো কবর দিয়েছি।

সোভিয়েতরা নদী থেকে তাদের মৃত সৈন্যদের উদ্ধার করার জন্য ২০,০০০ আফগানি পুরস্কার দিয়েছিল। আমি আমার মৃত সৈন্যদের অবস্থা দেখে আফগানদের সোভিয়েতদের সাহায্য করে মৃত উদ্ধার করতে নিষেধ করলাম। "এই দেশের কাকেদেরও তাদের অংশ পাওয়া উচিত।"



COMMENTARY:

কামা এলাকার মুজাহিদীন সাধারণত সোভিয়েতদের ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান এড়াতে পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, কিন্তু সোভিয়েতরা নিয়মিত হেলিবর্ন (হেলিকপ্টার দ্বারা) বাহিনী ব্যবহার করে তাদের পালানোর পথ বন্ধ করে দিত। এর ফলে কামা মুজাহিদীনদের সোভিয়েতদের সঙ্গে সব সময় সবুজ অঞ্চলের (green zone) মধ্যেই লড়াই করতে হতো। কিন্তু কামার সেই সবুজ অঞ্চলে সড়কপথের একটি জাল ছিল এবং সোভিয়েতরা তাদের যুদ্ধযান নিয়ে সেই অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারত, যা তাদের প্রচণ্ড আগ্রাসন ক্ষমতা দিত।

সোভিয়েতরা বারবার একই পাহাড়ের ল্যান্ডিং জোন (LZ) ব্যবহার করলেও, মুজাহিদীনরা ওই এলাকা মাইনময় করতে বা সেখানে স্থায়ীভাবে প্রতিরক্ষামূলক এন্টি-এয়ারক্রাফট অস্ত্র বসাতে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এই অভিযানে মুজাহিদীনরা হতভম্ব হয়েছিল এবং পাহাড়ে পালাতে না পেরে অসম সমীকরণের লড়াই চালাতে বাধ্য হয়েছিল। যদি তারা পরিচিত LZ গুলো নিয়ন্ত্রণ বা বাধা দিত, তবে মুজাহিদীনদের জন্য ফলাফল কম ক্ষতিকর হত।

শীতল মরুভূমির নদীগুলো অতি সহজে পার হওয়া যায় মনে হলেও সেগুলো বিপজ্জনক হতে পারে। ১৮৭৯ সালের ৩১ মার্চ, ব্রিটিশ বাহিনী কাবুল নদী পার হতে গিয়ে ৪৭ জন সৈন্য হারায়, যা ১০তম হাসারস স্কোয়াড্রনের একটি ইউনিট ছিল। কাবুল নদী দেখতে অগভীর ও ধীরগতির মনে হলেও এতে প্রবল ও দ্রুতগতির অন্তর্গত প্রবাহ থাকে, যা সাবধান না হলে যেকোনো সৈন্যকে বেহুশ করে দিতে পারে।

CHAPTER COMMENTARY

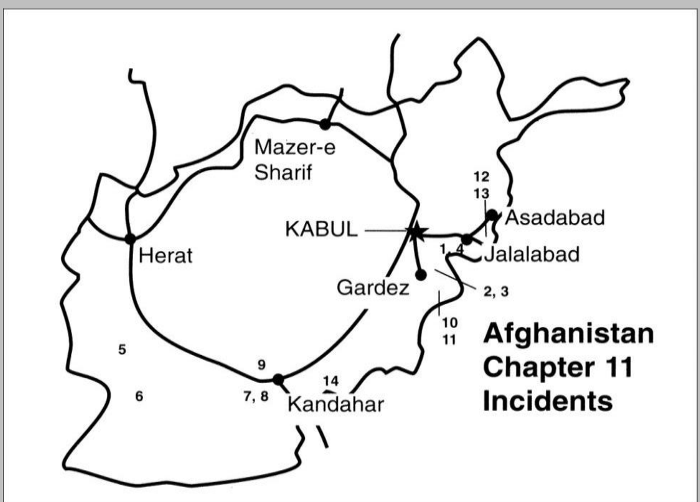
সোভিয়েত/দর (DRA) এর ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান সাধারণত একাধিক বাহিনী নিয়ে সম্মিলিত অস্ত্র (combined arms) যুদ্ধ বা অভিযান হিসেবে সংঘটিত হতো। যেসব মুজাহিদীন সবচেয়ে ভালোভাবে এই অভিযান থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তারা করতো কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত কার্যক্রম, তাদের কাছে ছিল contingency plan (প্রতিক্রিয়ার পরিকল্পনা) এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বারবার ব্যবহারযোগ্য বাধা-প্রতিবন্ধকতা নির্মাণ করেছিল যাতে সোভিয়েত/দর বাহিনী ধীরে ধীরে এগোতে বাধ্য হয় এবং তাদের প্রচেষ্টা বিভক্ত হয়।

ভাল প্রস্তুত মুজাহিদীনরা সবসময় একটি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনী রাখতো এবং আগ্রাসীদের ফ্ল্যাঙ্কে প্রতিহামলা চালাতে দক্ষ ছিল। অন্যদিকে, যারা সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছিল তারা ছিল বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী যারা কোনো কেন্দ্রীয় মুজাহিদীন পরিকল্পনাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যুক্ত ছিল না, কোনো contingency plan তৈরি করেনি, এবং এলাকা কোনোভাবে গড়ে তুলেনি বা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি।

চ্যাপ্টার ১১

DEFENDING BASE CAMPS

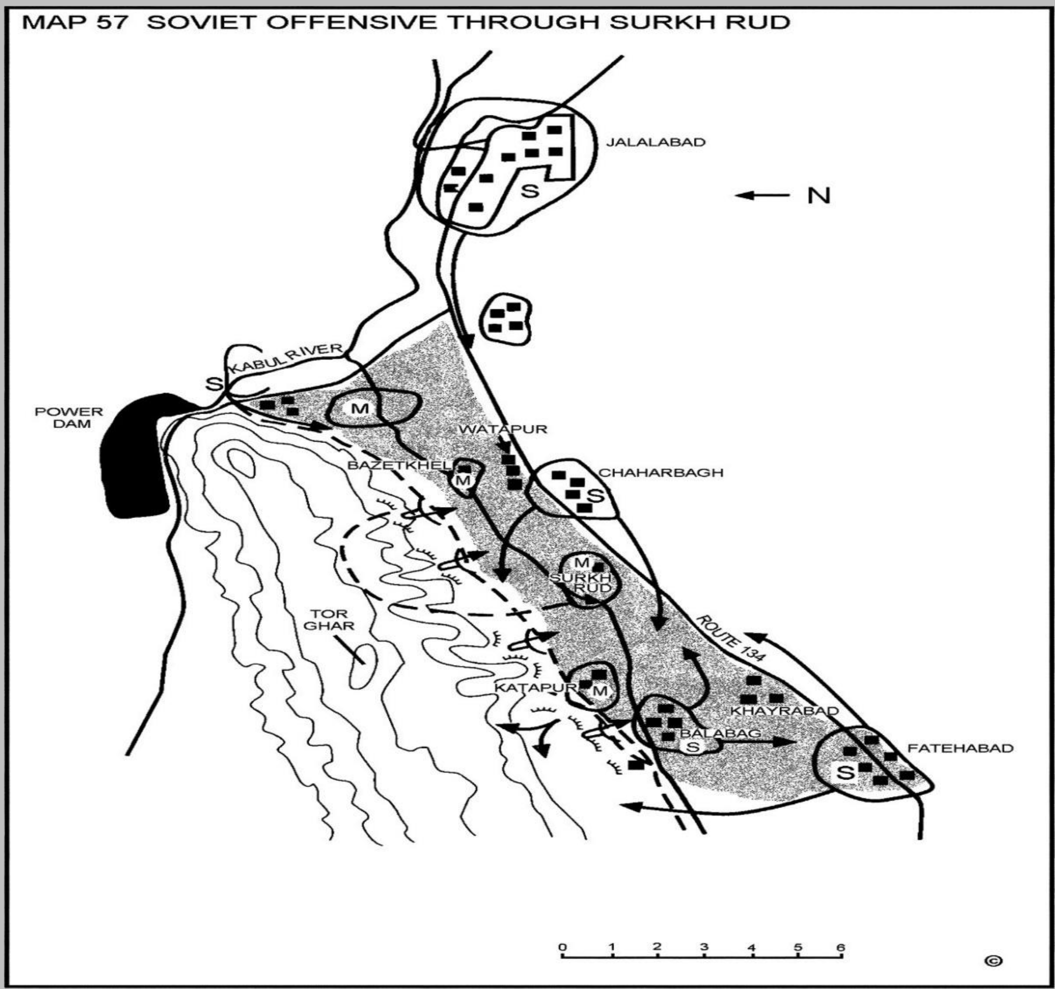
যদিও গেরিলা বাহিনী সবসময় আক্রমণের সুযোগ ধরে রাখতে চায় এবং কখনো রক্ষার অবস্থায় পড়তে চায় না, তবুও কিছু পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষার জন্য লড়াই করতে হয়। পার্টিজানরা মোবাইল রক্ষা (চলমান প্রতিরক্ষা) বা স্থায়ী রক্ষা (স্থির প্রতিরক্ষা) চালাতে পারে। মোবাইল প্রতিরক্ষা সাধারণত প্রধান বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য বা আক্রমণকারীদের পূর্বপরিকল্পিত ওত্মুশে (ছক্কা মেরে ধরা) ফাঁদে ফেলার জন্য পশ্চাদগ্রাহী বাহিনীর কাজ। আর স্থায়ী প্রতিরক্ষা সাধারণত পথ, সেতু, জনবসতিপূর্ণ এলাকা, ঘাঁটি বা সরবরাহ কেন্দ্রে রক্ষার সাথে জড়িত থাকে। রক্ষাকারী পার্টিজানের বিপরীতে অবস্থান করা কঠিন, কারণ আক্রমণকারীর হাতে থাকে আক্রমণের সুযোগ, বর্মবাহিনী, বায়ু শক্তি, বেশি পরিমাণ আর্টিলারি এবং অতিরিক্ত আগ্নেয়াস্ত্র। পার্টিজানরা এই বিপরীত শক্তিকে সামলাতে চেষ্টা করে স্থানীয় ভূখণ্ড এবং প্রস্তুতকৃত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান ব্যবহার করে। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় মুজাহিদীনরা অনেক সময় এবং শক্তি রক্ষায় ব্যয় করেছে। তাদের রক্ষা মূলত তাদের লজিস্টিকসের (সরবরাহ ব্যবস্থার) সঙ্গে জড়িত ছিল। যুদ্ধের শুরুতে, মুজাহিদীনদের লজিস্টিকসের প্রধান প্রয়োজন ছিল গোলাবারুদ পুনঃসরবরাহ এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত সরিয়ে নেওয়া। গ্রামীণ জনসংখ্যা খুশিমনে মুজাহিদীনদের খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়েছিল, কারণ অধিকাংশ মুজাহিদীনই স্থানীয় লোকজন ছিল। সোভিয়েতেরা মুজাহিদিনের লজিস্টিকসের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে দিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে তাদের খামার থেকে জোরপূর্বক বের করে পাকিস্তান এবং ইরানের শরণার্থী শিবিরে বা আফগানিস্তানের শহরে পাঠিয়ে দেয়। তারা এটি করেছিল গ্রামগুলোকে বোমা মেরে, বন্যক্ষেত্রে খনি বিছিয়ে, ফসল নষ্ট করে, পশু হত্যা করে, কূপ বিষাক্ত করে এবং সেচ ব্যবস্থাও ধ্বংস করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সহানুভূতির ওপর নির্ভরশীল মুজাহিদীনদের এখন পাকিস্তান এবং ইরান থেকে আফগানিস্তানে রেশন ও গোলাবারুদ বহন করতে হত। মুজাহিদীনরা তাদের বাহিনীর জন্য সরবরাহের জন্য একটি সিরিজ সরবরাহ কেন্দ্র এবং ফরওয়ার্ড সাপ্লাই পয়েন্ট তৈরি করেছিল, যেগুলোকে অবশ্যই রক্ষার প্রয়োজন হত। মুজাহিদীনরা গুরুত্বপূর্ণ পথও নিয়ন্ত্রণ করত, যা সোভিয়েত ও দর বাহিনীকে বাধ্য করত বিচ্ছিন্ন বাহিনী প্রত্যাহার করতে বা তাদের বিমান যোগান দিতে। মুজাহিদীনরা এই গুরুত্বপূর্ণ পথগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করত। আফগানিস্তানের খাড়া ভূপ্রকৃতি মুজাহিদীনদের প্রতিরক্ষায় সহায়ক হয়েছিল। প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান ছিল তাদের রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুজাহিদীনরা শক্তপোক্ত, ছাদযুক্ত বাঙ্কার তৈরি করেছিল যা আর্টিলারি ও বিমান হামলা সহ্য করতে পারত। তারা সূক্ষ্ম কৌশলে প্রতিরক্ষামূলক আশ্রয় এবং যুদ্ধের অবস্থান তৈরি করেছিল, যেগুলো পরস্পর সংযুক্ত ছিল আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্র এবং যোগাযোগ নালা দিয়ে। তারা যোদ্ধাদের লড়াই থেকে বিরতি দিয়ে অবস্থান ঘুরিয়ে নিয়ন্ত্রণ করত, যাতে যুদ্ধজনিত ক্লান্তি ও মানসিক চাপ কম থাকে। নিচে মুজাহিদীনদের সফল ও ব্যর্থ বেস ক্যাম্প প্রতিরক্ষা (মাটি থেকে আক্রমণ বা মাটি ও আকাশ থেকে যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে) এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।



ঘটনা- ১

SOVIET OFFENSIVE THROUGH SURKH RUD

by Commander Mohammad Asef



১৯৭৮-১৯৭৯ সালের মধ্যে, জনবহুল সুরখ রুদ জেলা ছিল কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি ঘাঁটি এবং নংগরহার প্রদেশে মুজাহিদীন কার্যক্রমের একটি কেন্দ্র। সোভিয়েত আগ্রাসনের পর, সুরখ রুদের মুজাহিদীন ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম বড় সোভিয়েত অভিযানের একটি ছিল এই এলাকা। সুরখ রুদ উপত্যকায় উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী দুটি প্রধান সড়ক রয়েছে (মানচিত্র ১১-১ – চাহারবাগ)। হাইওয়ে ১৩৪ চাহারবাগ, ওয়াতাপুর, সুরখ রুদ (জেলার সদর দফতর), খাইরাবাদ এবং ফতেহাবাদ দিয়ে অতিক্রম করেছে। অন্য সড়কটি তোর ঘর পর্বতমালার পাদদেশ বরাবর চলে গেছে। এটি দারুনতা, কাটাপুর, বালাবাঘ হয়ে সুরখ রুদ নদী অনুসরণ করে পশ্চিমে গেছে। বেশিরভাগ মুজাহিদীন ঘাঁটি এই দুটি সড়কের পাশে অবস্থিত ছিল এবং অধিকাংশ ঘাঁটির গোপন আশ্রয়স্থল ছিল তোর ঘর পর্বতের উপত্যকাগুলিতে। আমার নিজ গ্রাম বাজেতখেল এই দুই রাস্তার মাঝখানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু আমার ঘাঁটি ছিল হাইওয়ে ১৩৪-এর ঠিক পূর্ব দিকে।

মে ১৯৮০ সালে সোভিয়েত বাহিনী জালালাবাদে সমবেত হয়। আমাদের কাছে আগেই খবর আসে যে সোভিয়েতরা এই দুটি সড়ক ধরে অগ্রসর হয়ে মুজাহিদীন ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে। তাদের দক্ষিণের বাহিনী ফতেহাবাদে এসে উত্তর দিকে ঘুরে একটি ঘিরে ফেলার অপারেশন চালাবে। আমি চাহারবাগে আমার ঘাঁটি ছেড়ে বাজেতখেল গ্রামে যাই, যেখানে আমার ৮০ জন লোক ছিল। আমি এদের মধ্য থেকে ৫০ জনকে নিয়ে তোর ঘর পর্বতের একটি উপত্যকায়

চলে যাই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত বাহিনীকে উত্তরের রাস্তা ধরে কাটাপুরের প্রধান মুজাহিদীন ঘাঁটিতে পৌঁছানোর আগেই থামিয়ে দেওয়া। আমরা আরও আশাবাদী ছিলাম যে কিছু সময় কিনে নিয়ে সাধারণ মানুষদের পাহাড়ে পালাতে সাহায্য করতে পারব।
যখন সোভিয়েত কলামটি এগিয়ে আসে, তখন আমরা তাদের আক্রমণ করি এবং তাদের অগ্রগতি থামিয়ে দিই। সোভিয়েতরা তাদের যানবাহন থেকে নেমে পাহাড়ের দিকে আক্রমণাত্মকভাবে অগ্রসর হয়। তারা কিছুটা বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল এবং আমাদের গুলিতে তাদের অনেক লোক মারা যায়। সোভিয়েতরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। প্রতিশোধ হিসেবে, তারা আমাদের অবস্থানের ওপর ভয়াবহ আর্টিলারি গোলাবর্ষণ শুরু করে। রাত নামার পর আমি আমার বাহিনী নিয়ে আরও উপরের দিকে উঠে যাই, পর্বতের চূড়া পেরিয়ে পাশের উপত্যকায় চলে যাই। সেখান থেকে আমরা নিচের দিকে নেমে কাটাপুর শহরে প্রবেশ করি।

কাটাপুরে স্থানীয় মুজাহিদীনরা আমাদের জানাল যে সোভিয়েত সেনারা কাটাপুরের ঠিক উত্তরের পাহাড়ে বেসামরিক মানুষদের তাড়া করে নিয়ে গিয়ে অনেককে হত্যা করেছে। কাটাপুরের কাছাকাছি সংঘর্ষ চলাকালে সোভিয়েতরা তাদের দুইজন নিহত সেনার লাশ রেখে যায়। মুজাহিদীনরা ধারণা করছিল যে সোভিয়েতরা তাদের মৃত সেনাদের নিতে ফিরে আসবে। আমার মুজাহিদীনরা অন্যান্য মুজাহিদীনদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং আমরা কাটাপুরের উত্তরে একটি পাহাড়ি খালে প্রতিরক্ষা নিতে যাই। আমরা উঁচু জায়গায় একটি অ্যামবুশ পেতে রাখি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোভিয়েতদের একটি দল এসে হাজির হয়, যারা তাদের মৃতদেহ খুঁজছিল। আমরা সোভিয়েতদের ওপর গুলি চালাই এবং তারা আরও সাতজন মৃত রেখে পালিয়ে যায়। তবে, সোভিয়েতরা এর প্রতিশোধ নেয় গ্রামবাসীদের ওপর—তারা বালাবাঘ এবং কাটাপুরে বেসামরিক মানুষজন এবং এমনকি পশুদেরও নির্মমভাবে হত্যা করে এবং এরপর ফতেহাবাদের দিকে অগ্রসর হয়।

সোভিয়েতরা পাহাড় থেকে মুজাহিদীনদের হটাতে পারেনি এবং উপত্যকায় আমাদের অবস্থানও খুঁজে পায়নি, তাই তারা যা কিছু চোখে পড়েছে তাই হত্যা করেছে। তারা তিনটি ঘাঁটি স্থাপন করে—বালাবাঘ, ফতেহাবাদ ও সুলতানপুরে। এই ঘাঁটিগুলো থেকে আশেপাশের গ্রামগুলোতে অনুসন্ধান ও ধ্বংস অভিযান চালানো হয়। অনেক বেসামরিক মানুষ পশ্চিম দিকে পালাতে বাধ্য হয়, আর মুজাহিদীনদের দলগুলো তোর ঘর পর্বতের গোপন ঘাঁটিগুলিতে চলে যায়। মুজাহিদীন কমান্ডারদের হিসাব অনুযায়ী, সোভিয়েতরা সুরখ রুদে ১২ দিনের অভিযানে প্রায় ১,৮০০ মানুষকে হত্যা করে, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন নিরীহ বেসামরিক।

সোভিয়েতরা ধারণা করেছিল যে তারা সহজেই মুজাহিদীনদের খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু যখন তারা তেমন কিছুই করতে পারেনি, তখন হতাশ হয়ে পড়ে এবং সোভিয়েত সৈন্যরা উন্মত্ত হয়ে হত্যাযজ্ঞ ও লুটপাট শুরু করে। এটি ছিল এ অঞ্চলে সোভিয়েতদের প্রথম অভিযান। তারা এসেছিল মার্কিন ও চীনা ভাড়াটে সৈন্য খুঁজতে, কিন্তু পেয়েছিল শুধু হতাশা এবং হত্যা ও লুটপাটের সুযোগ।

COMMENTARY:
এই পর্যায়ে মুজাহিদীনরা জনগণের মাঝখানে, নিজেদের বাড়িতেই বাস করত। তাদের খাদ্য, পানি ও আশ্রয় সাধারণ জনগণ স্বেচ্ছায় প্রদান করত। ফলস্বরূপ, সোভিয়েত বাহিনী যখন অভিযান চালায়, তখন অনেক বেসামরিক লোক প্রাণ হারায়। এত বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মৃত্যুর পেছনে হয়ত ছিল সোভিয়েত অফিসারদের নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং ইউনিটের শৃঙ্খলার অভাব, কিংবা এটি হতে পারে একটি সচেতন নীতি। সোভিয়েতদের মূল পরিকল্পনা ছিল জনগণকে গ্রামাঞ্চল থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দিয়ে মুজাহিদীনদের কাছ থেকে আলাদা করা। পরবর্তীতে এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

এত বড় একটি এলাকাকে একবারে ঘিরে ফেলে ঝাঁকুনি দেওয়া বাস্তবসম্মত ছিল না এবং সোভিয়েতরা এলাকাটি খণ্ডে ভাগ করে সাফ করার কৌশল নেয়নি। এর ফলে বহু মুজাহিদীন ও বেসামরিক লোক কর্ডন ভেঙে পালাতে সক্ষম হয়। সোভিয়েতদের বড় মাপের অভিযানের প্রতি অতিরিক্ত জোর এবং সুশৃঙ্খল কৌশলগত অভিযানকে অবহেলা করার বিষয়টি মুজাহিদীনদের পক্ষে কাজে দেয়। মুজাহিদীনদের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ছিল খণ্ড-বিখণ্ড এবং অনেক সময়ই তা ঘটত কেবল কাকতালীয়ভাবে বা আকস্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে। যদি আগে থেকে কোনো সতর্কতা না থাকত, তাহলে এই অভিযানে মুজাহিদীনদের ক্ষতি আরও অনেক বেশি হতো।

ঘটনা- ২

DEFENDING SURKHAB BASE CAMP

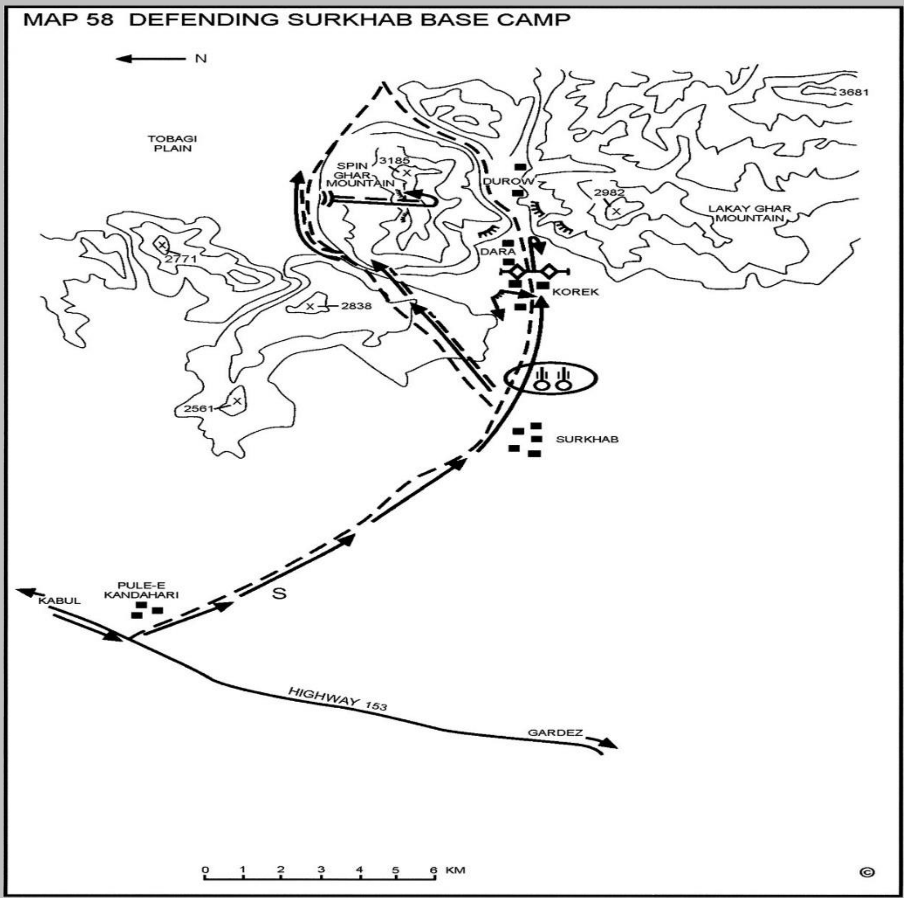
by Haji Sayed Mohammad Hanif

১৯৮০ সালে মুজাহিদীনরা লোগার প্রদেশের সুরখাব গ্রামের নিকটবর্তী পাহাড়ি এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করতে শুরু করে। ঐ এলাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রায় ১৫০ জন মুজাহিদ উপস্থিত ছিল। এএনএলএফ-এর মৌলভী মোহাম্মদ ইউসুফ, আইআরএমএ-র মৌলভী মোহাম্মদিন এবং জেআইএ ও আইইউএ-র ছোট ছোট দলগুলো সেখানে ঘাঁটি তৈরি করে। আমার ঘাঁটি ছিল সুরখাব গ্রামের পূর্বের পাহাড়ে, একটি উপত্যকা ছিল যার নাম ছিল দুরাও। আমাদের কাছে ছিল ৮২ মিমি মর্টার, ডিএসএইচকে (ভারী মেশিনগান) এবং আরপিজি-৭। ১৯৮০ সালের ৫ই জুন ভোরবেলা একটি মিশ্র ডিআরএ/সোভিয়েত বাহিনী কাবুল থেকে এসে হাইওয়ে ১৫৭ থেকে পুলি কান্দাহারিতে নেমে পূর্বদিকে এগিয়ে আসে। তারা আমাদের জন্যই এসেছিল। তারা তাদের আর্টিলারি মোতায়েন করে আমাদের ঘাঁটিগুলোর ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। তখন অধিকাংশ মুজাহিদ নিজ নিজ গ্রামে ছিল। তারা গ্রাম থেকে বের হয়ে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেয় এবং অন্য মুজাহিদীনরা পাহাড়ি ঘাঁটি থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

শত্রুকে আমাদের পাহাড়ি ঘাঁটিতে ঢুকতে বাধা দিতে আমরা স্পিন ঘর পাহাড়ে দারা গ্রামের দিকে মুখ করে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিই (মানচিত্র ১১-২ - সুরখাব)। অন্যান্য মুজাহিদীনরা দুরাও উপত্যকার দক্ষিণে লাকাই ঘর পাহাড়ে অবস্থান নেয়। আমাদের মূল পরিকল্পনা ছিল স্পিন ঘর ও লাকাই ঘরের সম্মুখ ঢালে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা। আমরা আমাদের মূল প্রতিরক্ষার অগ্রভাগে একটি অ্যামবুশ স্থাপন করি। সেটি শত্রুকে কিছু ক্ষয়ক্ষতি করে, তবে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। আর্টিলারি প্রস্তুতির পর শত্রুর ট্যাংক ও পদাতিক বাহিনী কোরেক থেকে উপত্যকার সড়ক ধরে এসে উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তের মুজাহিদীন অবস্থানে আক্রমণ করে। তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। এটাই ছিল আমাদের সোভিয়েতদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ। তাদের মৃত ও আহতদের সরিয়ে নিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। আমাদের সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ে। মানুষজন তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে পালাতে শুরু করে। সারা দিন যুদ্ধ চলে, কিন্তু শত্রু মুজাহিদিনের প্রতিরক্ষা ভাঙতে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় দিনে কম মুজাহিদ যুদ্ধ করছিল, কারণ কিছু লোক রাতেই এলাকা ত্যাগ করেছিল। শত্রুর গোলাবর্ষণের চাপ প্রচণ্ড ছিল এবং এতে অনেক মুজাহিদ তাদের অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। টোবাগি সমভূমি ব্যবহার করে স্পিন ঘর পাহাড়ে উত্তরের দিক থেকে ওঠার একটি গোপন পথ আছে। এই সমভূমি সুরখাব গ্রামের চেয়ে উঁচু এবং এখান থেকে স্পিন ঘর পাহাড়ে ওঠা তুলনামূলক সহজ। আমি তখন দুইজন লোকের সঙ্গে পাহাড়ে উঠছিলাম, সঙ্গে ছিল গোলাবারুদের বোঝা। আমার উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ের উত্তর ঢালে পৌঁছানো। আমরা যখন অর্ধেকটা ওপরে উঠেছি, তখন শত্রুর বিমান এলাকা জুড়ে উড়তে শুরু করে। সাধারণত শত্রুর পদাতিক বাহিনী তাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে বিমানের জন্য ধোঁয়ার সিগন্যাল বা রকেট নিক্ষেপ করে। আমরা পাহাড়ের অন্য পাশে রকেট ছোড়ার শব্দ দেখি। এর মানে ছিল শত্রুর পদাতিক বাহিনী ওদিকেই অবস্থান করছে এবং তারা টোবাগি সমভূমি হয়ে আমাদের ঘাঁটিগুলোকে পাশ কাটিয়ে ঘিরে ধরতে চাইছে। আমার কাছে ছিল সমস্ত অতিরিক্ত গোলাবারুদ, আর তখন গোলাবারুদ আমার বিশ্বাসের মতোই মূল্যবান ছিল। আমরা আবার পাহাড় বেয়ে নেমে আসি এবং দেখি অন্য মুজাহিদীনরাও তাদের ঘাঁটিতে পিছু হটছে। সুরখাব গ্রামের লোকজন মুজাহিদীনদের কাছে এসে অনুরোধ করে যেন ঘাঁটিগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়, নইলে প্রতিদিনই সুরখাব আক্রান্ত হবে। আগে মৌলভীরা ঘাঁটি সরাতে রাজি হয়নি, কিন্তু এখন তারা আতঙ্কিত হয়ে গুহায় লুকিয়ে পড়েছে। লোকেরা তাদের ঠাট্টা করে বলে—'তোমরা তো বলেছিলে এটা জিহাদ, এখন কেন পালাচ্ছো?' কিছু মৌলভী বাইরে আসে, কিন্তু তখনো সবাই আতঙ্কে।

আমি তখন একা এত গোলাবারুদ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কেউ সাহায্য করছিল না। আমি ভেবেছিলাম সব ছেড়ে পালিয়ে বাঁচি, কিন্তু তারপর ভাবলাম—এই গোলাবারুদ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আর আমি যদি এখন দায়িত্ব ফেলে পালাই, ভবিষ্যতে যদি আমাকে জবাবদিহি করতে হয়, তখন কী করব?



অবশেষে, আমরা কয়েকজন একপ্রকার আত্মঘাতী প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই এবং স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করি। লেফটেন্যান্ট শারাব, একজন ডিআরএ পলায়নকারী, স্বেচ্ছায় অংশ নিতে চাইলেন। আমরা আগে তাকে সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু এবার সে নিজেকে প্রমাণ করল। লেফটেন্যান্ট শারাব বললেন, "তারা পাহাড়ের সঙ্গে অভ্যস্ত না। তাদের এসব পাহাড় বেয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে এবং তারা এসব পাহাড়কে ভয়ও পায়। তুমি যদি কোনো এক জায়গা থেকে গুলি চালাও, তারা অনেকক্ষণ ধরে ওই জায়গাতেই গুলি চালাতে থাকবে।" আমরা উত্তর ঢালে মর্টার গুলি ছুঁড়লাম এবং কিছু মুজাহিদকে স্পিন ঘর পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান নিতে বললাম যাতে শত্রুর আগুন নিজেদের দিকে আকর্ষণ করা যায়। এটাই ছিল মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। হঠাৎ করেই হেলিকপ্টার তৎপরতা কমে যায় এবং উপত্যকায় গুলির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসে। আমরা ভাবলাম এটা নিশ্চয়ই একটা কৌশল, যাতে মুজাহিদীনরা মনে করে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং তারা গুহা থেকে বের হয়ে আসবে—তখন তারা আমাদের পিছন থেকে ধরবে। আমরা আশা করিনি যে এমন একটি শক্তিশালী শত্রু প্রায় নিশ্চিত জয় অর্জনের মুখে এসে খালি হাতে ফিরে যাবে।

বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার সময় আমি সুরখাব থেকে আসা সাধারণ মানুষদের দেখতে পেলাম। তারা জানালো যে শত্রু পিছু হটেছে। শত্রু হয়তো পাহাড় জয় করতে চায়নি। এটা আমাদের কৃতিত্ব নয়, এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আমার দলের ১০ জন নিহত হয়েছে এবং ৬ জন আহত। অন্য দলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে আমি জানি না। যারা আহত ছিল কিন্তু হাঁটতে পারত, তারা পাকিস্তানে চিকিৎসার জন্য হেঁটে চলে যায়। অন্য আহতদের স্থানীয় ডাক্তাররা চিকিৎসা করেন। এমনকি কাবুল হাসপাতালের ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে এসে আমাদের আহতদের চিকিৎসা করতেন। কাবুলের এক হাসপাতালের ডাক্তার

আব্দুর রহমান প্রায়ই এসে আমাদের আহতদের চিকিৎসা করতেন। শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা আমার জানা নেই, কিন্তু তারা হয়তো এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে শেষ মুহূর্তে জয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

COMMENTARY:

ডিআরএ/সোভিয়েতদের হাতে সুযোগ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় দিকের উপত্যকার মুখে একযোগে আক্রমণ করার। মুজাহিদীনদের প্রতিরক্ষা ছিল পশ্চিমমুখী। দ্বিতীয় দিনেও, যখন ডিআরএ/সোভিয়েতরা টোবাগি সমভূমি দিয়ে মুজাহিদদের ঘিরে ধরার চেষ্টা করছিল, তারা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে ঘিরে ধরার বদলে সরাসরি পাহাড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। মুজাহিদীনরা পাহাড়ের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু সোভিয়েতরা ছিল অনভ্যস্ত এবং তাদের সরঞ্জামও পাহাড়ে যুদ্ধের জন্য উপযোগী ছিল না। পরে, সোভিয়েতরা পাহাড়ি যুদ্ধে দক্ষতা অর্জনের জন্য নতুন সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং তাদের সৈন্যদের পাহাড়ি যুদ্ধ শিবিরে প্রশিক্ষণ দেয়। তবে ওই সময়, ভারী আর অনিচ্ছুক সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনী মুজাহিদীনদের পাহাড়ি গতিশীলতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।**

তারা যদি উপত্যকা উভয় দিক থেকে আক্রমণ করত, সফলতা পেতে পারত। তার চেয়ে বড় কথা, যদি ডিআরএ বা সোভিয়েতরা গোপনে কিছু আর্টিলারি স্পটার (লক্ষ্য নির্ধারক) আগে থেকেই উঁচু জায়গায় স্থাপন করত, তাহলে মুজাহিদীনদের প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠার আগেই ধ্বংস করে দিতে পারত। সোভিয়েতরা তখনও পাল্টা বিদ্রোহ দমনে তাদের আকাশ অভিযানের কৌশলগুলো ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। স্পিন ঘর ও লাকাই ঘর পাহাড়ের চূড়াগুলো হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য উপযুক্ত ছিল এবং ওই সময়ে মুজাহিদীনদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ছিল নগণ্য। সোভিয়েতদের একটি ছোট দল যদি মর্টার, আর্টিলারি স্পটার, সামনের সারির বিমান নির্দেশক ও মেশিনগানসহ সেখানে মোতায়েন হতো, তাহলে তারা পাহাড়ের চূড়া থেকে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারত।

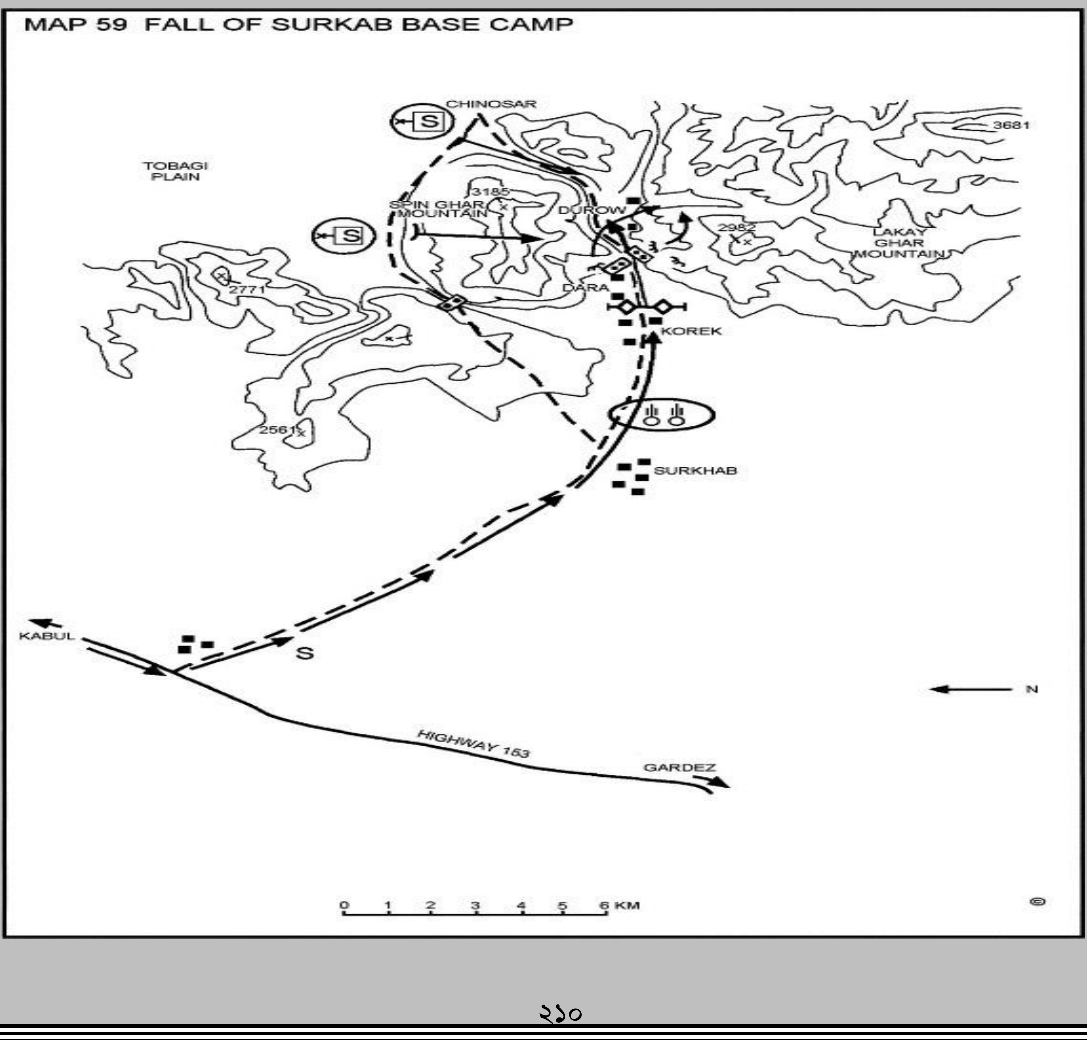
ঘটনা- ৩

FALL OF SURKHAB BASE CAMP

by Haji Sayed Mohammad Hanif

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে, আমরা পুল-ই খান্দারিতে (হাইওয়ে ১৫৭-এ) একটি অ্যামবুশ বা ওঁত পেতে আক্রমণের ব্যবস্থা করি। এই সড়কটি ছিল কাবুল ও গারদেজের মধ্যকার প্রধান সড়ক। সেই সময় মুজাহিদীনদের অ্যামবুশগুলো ডিআরএ/সোভিয়েত বাহিনীর গারদেজে রসদ পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। শত্রু কনভয়গুলো সবসময় সকালে কাবুল থেকে রওনা দিত। আমরাও সকালে অবস্থান নিয়ে বসে থাকতাম এবং বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। যদি বিকেলের মধ্যে কোনো কনভয় না আসত, আমরা অ্যামবুশের স্থান ছেড়ে ফিরে যেতাম অথবা কোনো গ্রামে গিয়ে বিশ্রাম নিতাম। একসময় শত্রুরা বুঝে ফেলে যে আমরা তাদের এই রুটিনের উপর নির্ভর করে কাজ করছি, তাই তারা কৌশল পাল্টায়। তারা বিকেলে কনভয় পাঠানো শুরু করে, এই ভেবে যে মুজাহিদীনরা হয়তো দুপুর পার হয়ে গেলে অ্যামবুশের স্থান ত্যাগ করে।

সেদিনও আমরা যথারীতি সকালে অ্যামবুশ বসাই এবং অপেক্ষা করতে থাকি। কোনো কনভয় আসেনি। আমরা জায়গা ছেড়ে দিই এবং বিকেল গড়িয়ে গেলে অধিকাংশ মুজাহিদীন এলাকাটি ছেড়ে দেয়। তখনই প্রায় ১৮০ ট্রাকের একটি কনভয় এসে হাজির হয়। যারা গ্রামে ছিল, তারা দৌড়ে গিয়ে রাস্তা দখল করে এবং গোলাবারুদ, জ্বালানি ও খাবার বহনকারী এই রসদ কনভয়ের উপর হামলা চালায়। আমরা কনভয়ের একটি অংশ দখলে নিই এবং উপস্থিত বিভিন্ন মুজাহিদীন দলের মধ্যে লুটের মালামাল ভাগ করে নিই। আমার দল কয়েকটি গোলাবারুদবাহী ট্রাক দখল করতে সক্ষম হয়, যেগুলো আমরা ডুউরো ক্যানিয়নের কাছে সুরখাব এলাকায় আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাই।



কয়েকদিন পর, শত্রুপক্ষ আমাদের এই হামলার প্রতিশোধ নিতে বড় একটি বাহিনী আমাদের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর করে। তারা পুরো এলাকা আট দিন ধরে ঘিরে রাখে। সে সময় আমাদের এলাকায় বিভিন্ন দলের মোট প্রায় ৩০০ জন মুজাহিদ অবস্থান করছিল। আমাদের ভারী অস্ত্রের মধ্যে ছিল DShK মেশিনগান ও মর্টার। আমরা প্রতিশোধমূলক হামলা আশা করছিলাম, তাই আগেই ক্যানিয়নের মুখের দুই পাশে উঁচু রিজ বা পাহাড়ি ঢালে প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করে রেখেছিলাম এবং সেখানে কিছু অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে রেখেছিলাম। এছাড়াও টোবাগি সমভূমির দিকে যাওয়ার পথে একটি মাইনফিল্ড বসানো হয়েছিল (নকশা ১১-৩ - সুরখাব২)।

শত্রু বাহিনী পুল-ই কান্দাহারির মাধ্যমে আগায়। তারা আক্রমণ চালায় এবং ক্যানিয়নের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মাইনফিল্ডে ঢুকে কিছু সোভিয়েত সাঁজোয়া যান হারায়। মুজাহিদীনদের অবস্থানগুলো এসব মাইনফিল্ডের উপরের উঁচু জায়গায় ছিল, তাই শত্রুদের অগ্রসর হওয়ার সময় আমরা তাদের উপর গুলি চালাতে পারছিলাম। এতে শত্রুদের গতি কমে যায়, যদিও আমরা নিজেরাও তাদের বিমান হামলায় ক্ষতির সম্মুখীন হই। তারপরও আমরা অবস্থান ধরে রাখি এবং শত্রুদের অগ্রগতি ঠেকাতে সক্ষম হই। পরে শত্রু বাহিনী তাদের ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানগুলো সরিয়ে নেয়।

এক সপ্তাহের লড়াইয়ের পর শত্রুপক্ষ তাদের হামলা আরও জোরদার করল। যেহেতু শত্রুর অগ্রগতি রোধ করা গিয়েছিল, কিছু মুজাহিদ নিজ নিজ পরিবার দেখাশোনার জন্য এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শত্রু এবার আকাশপথে আক্রমণ চালানোর কৌশল নেয়। তারা টোবাগি সমভূমি এবং ক্যানিয়নের পূর্ব মুখে চিনোসার এলাকায় হেলিকপ্টারে সৈন্য নামায়। এর ফলে তারা আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়। এখন তারা আবারও হামলা শুরু করল—এইবার পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে এবং স্পিন ঘার পর্বতের দিক দিয়েও।

আমরা আর ধরে রাখতে পারলাম না এবং স্পিন ঘার ও লাকাই ঘারের পশ্চিম দিকের অবস্থান ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হলাম। আমরা যেসব ট্রাক কনভয় থেকে দখল করেছিলাম, সেগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই যাতে শত্রু পুনরুদ্ধার করতে না পারে। শত্রু ডুউরো গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করে পোড়া ট্রাকের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়। আমরা পূর্বদিকে পর্বতের দিকে সরে যাই এবং মর্টার হামলা চালিয়ে শত্রুদের হয়রানি করি। কিন্তু তারা এখন আমাদের বেস ক্যাম্পগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তারা যা ধ্বংস করা সম্ভব, ধ্বংস করে এবং এলাকা ত্যাগ করে। চলে যাওয়ার সময় তারা কিছু এলাকায় মাইন ছড়িয়ে দেয়।

COMMENTARY:

১৯৮৩ সালের মধ্যে, সোভিয়েতেরা আকাশপথে আক্রমণের বাহিনীকে আরও আক্রমণাত্মকভাবে ব্যবহার করা শুরু করে, যদিও তখনও তারা সৈন্যদের সরাসরি লক্ষ্যবস্তুতে নামাত না। এই ঘটনায়, সোভিয়েত বাহিনী টোবাগি সমভূমিতে সৈন্য নামিয়ে স্পিন ঘার পর্বতের চূড়ায় ওঠে। ১৯৮৬ সালের মধ্যে, তারা সরাসরি টার্গেটে হেলিকপ্টার থেকে সৈন্য নামানো শুরু করে।

মুজাহিদীনরা তখনও তাদের বেসের প্রতি এতটাই নির্ভরশীল ছিল যে তাদের পক্ষে সেগুলো ছেড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই রসদের বাধ্যবাধকতা ডিআরএ ও সোভিয়েতদের কিছু সুবিধা এনে দেয়, কারণ তারা জানত মুজাহিদীনদের নির্দিষ্ট এলাকায় ধরে রাখতে হলে তাদের রসদ ঘাঁটি খুঁজে বের করে সেগুলোতে আক্রমণ করতে হবে—যেখানে তারা আর্টিলারি ও বিমান শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারে। তবুও, সোভিয়েত ও ডিআরএ সাধারণত "পিছনের দরজা বন্ধ" করার কোনো ব্যবস্থাই করত না। ফলে, অনেক মুজাহিদ প্রাণে বেঁচে যেত এবং আবার লড়াইয়ে ফিরে আসত।

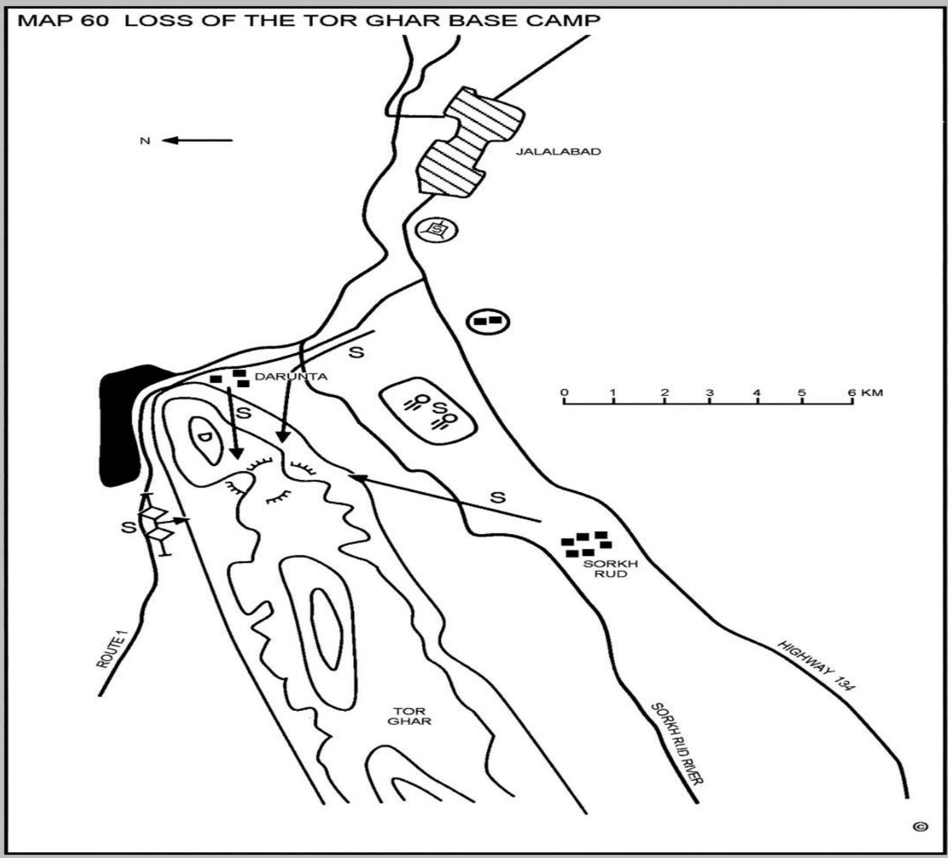
দীর্ঘ-পথের গোয়েন্দা টহল, বিক্ষিপ্ত মাইন বসানো, হেলিকপ্টারে নামানো অ্যামবুশ দল এবং পিছনের দিকের বাধাদানকারী প্রচলিত বাহিনী—এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে গেরিলা বাহিনীর পলায়ন ঠেকানো সম্ভব।

মুজাহিদীনরা তাদের প্রতিরক্ষাকে বিশেষ উন্নত করেনি বলেই মনে হয়, যেহেতু এই একই বেস ক্যাম্প ১৯৮০ সালের জুন মাসেও প্রায় দখল হয়ে গিয়েছিল। ডিআরএ ও সোভিয়েতরা জানত এই ঘাঁটি কোথায় এবং এটি কিভাবে প্রতিরক্ষিত, তবুও মুজাহিদীনরা পূর্ব দিকে কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। মুজাহিদীনদের একমাত্র উন্নতি ছিল টোবাগি সমভূমির দিকে যাওয়ার রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখা, কিন্তু সেসব মাইন রক্ষা করার জন্য কোনো বাহিনী রাখা হয়নি। সোভিয়েতরা সেই মাইনফিল্ডের ওপর দিয়েই উড়ে যায়।

ঘটনা- ৪

LOSS OF THE TOR GHAR BASE CAMP

by Commander Sher Padshah



টোর ঘার পর্বত জালালাবাদ শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আদম খান এবং রসুল খান টোর ঘার মুজাহিদীন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু শুরুর লড়াইয়েই নিহত হন। ১৯৮০ সালে এই ঘাঁটির সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কারী আলাগুল। ঘাঁটিতে চার বা পাঁচটি ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রায় ২০০ মুজাহিদ অবস্থান করতেন। আমি তখন কমান্ডার আব্দুল্লাহর অধীনে একটি উপদলের কমান্ডার ছিলাম। আমাদের ঘাঁটি ছিল চাহারবাগ এবং টোর ঘার উভয় জায়গায়, এবং আমরা নিয়মিত টোর ঘার থেকে সোভিয়েতদের ওপর আক্রমণ চালাতাম। ডিআরএ-র (দুরকমি রেজিম বাহিনী) কিছু যোগাযোগ সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে সোভিয়েতরা শীঘ্রই টোর ঘার আক্রমণ করবে প্রতিশোধ নিতে।

১৯৮০ সালের জুলাই মাসের এক বিকেলে, আমাদের ডিআরএ সূত্র থেকে খবর আসে যে সোভিয়েতরা সেই রাতেই আক্রমণ চালাবে। আমি তখন আমার দল নিয়ে চাহারবাগে ছিলাম, যা পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে। কমান্ডার আব্দুল্লাহ তখন টোর ঘার ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি বার্তা পাঠাই, তাকে সতর্ক করি এবং অনুরোধ করি যেন গোলাবারুদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মাটির নিচে পুঁতে রাখেন, কারণ সোভিয়েতরা শক্তি নিয়ে আসছে এবং আব্দুল্লাহর বাহিনী সম্ভবত প্রতিরোধ করতে পারবে না।

আব্দুল্লাহ আমাদের উত্তর পাঠালেন: "যতক্ষণ আমার ২০-গুলির বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাবে, জানবে আমরা ধরে রেখেছি। আমরা কোরআনের ওপর হাত রেখে শপথ করছি যে আমরা আমাদের অবস্থান ছাড়ব না।" তার সঙ্গে ছিল ২৫ জন মুজাহিদ, যারা সশস্ত্র ছিল আরপিজি, কালাশনিকভ, বার্না (Berna) ও বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল দিয়ে।

সোভিয়েত বাহিনী একাধিক দিক থেকে আক্রমণ চালায় (মানচিত্র ১১-৪ - টোর ঘার), তারা সুরখ রুদ, জালালাবাদ এবং দারুন্তা থেকে অগ্রসর হয়। আমি আমার দল চাহারবাগ থেকে প্রত্যাহার করে নিই। পর্বতের উত্তর-পশ্চিম পাশের সড়কের পাশে সোভিয়েত ট্যাংক মোতায়েন করা হয় এবং তারা ঘাঁটির দিকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। জালালাবাদ থেকে বিএম-২১ রকেট ছোঁড়া হয়। একাধিক আর্টিলারি ঘাঁটি থেকে আর্টিলারি ও বিএম-২১ রকেট নিক্ষেপ চলতে থাকে। হেলিকপ্টার থেকে গোলাবর্ষণ এবং গুলি চালানো হয়। তারা পর্বতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর সোভিয়েত সৈন্যরা পর্বত বেয়ে উঠে ঘাঁটিতে প্রবেশ করে এবং টানা তিনদিন যুদ্ধ চলে। কোথাও কোথাও হাতাহাতির মতো কাছাকাছি যুদ্ধ হয়। আমরা ঘাঁটির ভেতরে ঢুকে সাহায্য করতে পারিনি, কারণ সোভিয়েতরা পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছিল।

আমাদের মুজাহিদিনেরা শেষ গুলিটি পর্যন্ত লড়েছে এবং সবাই শহীদ হয়েছেন। সোভিয়েতরা ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয় এবং পুরো পর্বত এলাকায় মাইন ছড়িয়ে দেয়।

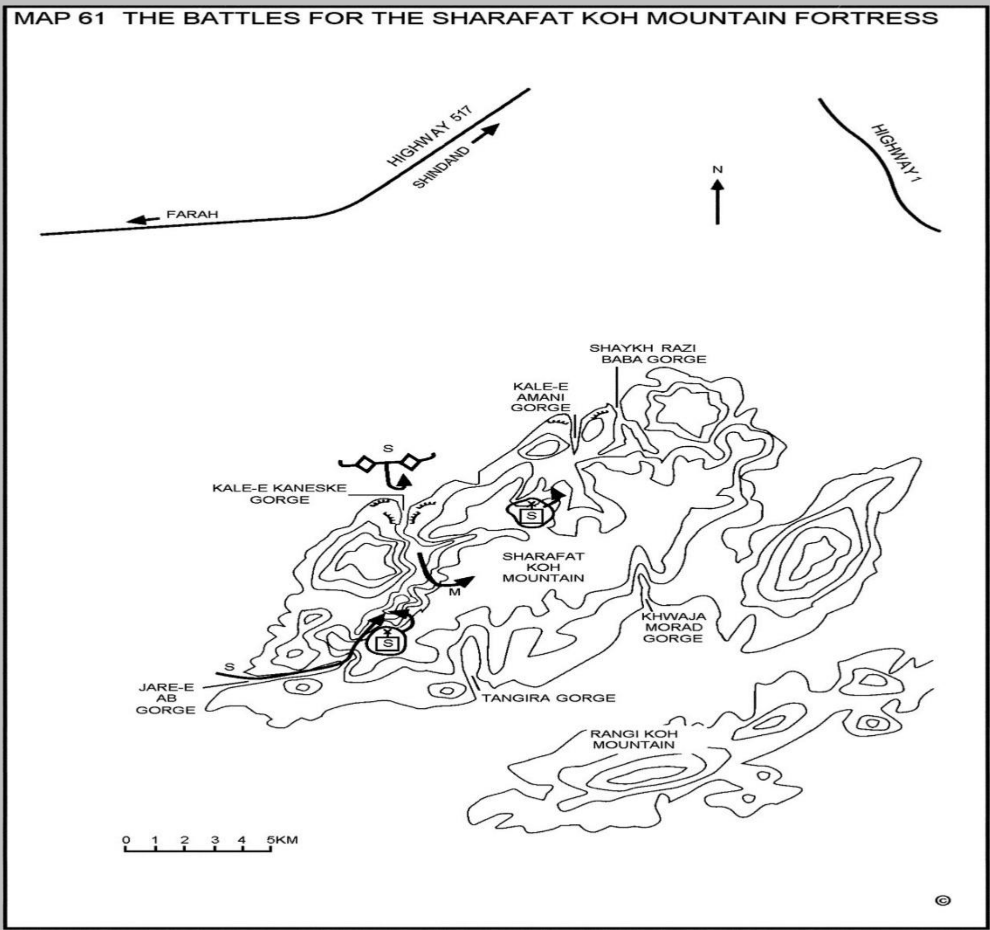
COMMENTARY:

মুজাহিদীনদের ঘাঁটি ধরে রাখার জেদ তাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধের এই পর্যায়ে ঘাঁটি গুলোর আর কোনো কৌশলগত গুরুত্ব ছিল না মুজাহিদীনদের রসদের জন্য। আব্দুল্লাহর ঘাঁটি ছিল না একমাত্র ঘাঁটি, যা সোভিয়েতরা দখল করে নেয়। এটা ছিল একটি নিরর্থক লড়াই—যেটি মুজাহিদীনদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুজাহিদীনরা যখন একটি নির্দিষ্ট এলাকা ধরে রাখে, তখন সোভিয়েতরা তাদের শ্রেষ্ঠ ফায়ারপাওয়ার ঐ এলাকাতে কেন্দ্রীভূত করতে পারত।

ঘটনা- ৫

BATTLES FOR SHARAFAT KOH MOUNTAIN FORTRESS

by Engineer Mohammad Ibrahim



শরাফত কোহ (Sharafat Koh) ফারাহ শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি বিশাল পর্বত। এটি কান্দাহার ও হেরাতের মধ্যকার পাকা সড়ক (হাইওয়ে ১) এবং দৌলতাবাদ-ফারাহ সড়ক (হাইওয়ে ৫১৭)-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। পর্বতটির প্রকৃত নাম লোর কোহ (Lor Koh), কিন্তু আমরা মুজাহিদীনরা একে শরাফত কোহ অর্থাৎ “সম্মানের পর্বত” নামে ডাকি।

এই পর্বতটি একটি আয়তাকার আকৃতির পর্বতগুচ্ছ (massif), যার চূড়ায় একটি মালভূমি রয়েছে। এটি আশেপাশের মরুভূমির চেয়ে প্রায় ১৫০০ মিটার উঁচু এবং এর পার্শ্বদেশগুলো অত্যন্ত খাড়া। এর আয়তন ২৫৬ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এবং অনেক সময় তুষারে আবৃত থাকে। অসংখ্য বড় ও ছোট গিরিখাত (যাকে স্থানীয়ভাবে "কাল" বলা হয়) এই পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

উত্তর পাশে রয়েছে শাইখ রাজি বাবা গিরিখাত (মানচিত্র ১১-৫ – শরাফত কোহ; লাল ও নীল চিহ্ন শেষ যুদ্ধের জন্য প্রযোজ্য)। উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে কালে-এ-আমানি গিরিখাত, যেখানে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নিদর্শন পাওয়া যায়—পাথরের গায়ে তীর-ধনুক হাতে শিকারির খোদাই চিত্র। পশ্চিমে রয়েছে কালে-এ-কানেস্কে গিরিখাত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে জারে-এ-আব গিরিখাত, যা উপরের অংশে গিয়ে কালে-এ-কানেস্কে-র সঙ্গে যুক্ত হয়। দক্ষিণে রয়েছে তানগিরা গিরিখাত, যেটিতে সবচেয়ে বেশি পানি ছিল, কিন্তু মুজাহিদীন সাধারণত এড়িয়ে চলত, কারণ এটি একমাত্র গিরিখাত যেখানে সাঁজোয়া যান

প্রবেশ করতে পারত। আরও পূর্ব দিকে ও দক্ষিণমুখী রয়েছে খোয়াজা মোরাদ গিরিখাত, যেখানে খোয়াজা মোরাদ দরগা অবস্থিত। পর্বতের মালভূমি থেকে এসব গিরিখাতে যাওয়া যায়।

কালে-এ-কানেস্কে গিরিখাত শরাফত কোহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এর মুখ থেকে শেষপ্রান্তে পৌঁছাতে ৩৫-৪০ মিনিট সময় লাগে। গিরিখাতের মুখটি শক্ত পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি ফাঁক, প্রস্থ মাত্র দুই-তিন মিটার। ভেতরে ঢুকলে ওপরের আকাশ দেখা যায় না। তবে পরে এটি প্রসারিত হয়ে শেষপ্রান্তে তিন থেকে চার হেক্টর জায়গায় বিস্তৃত হয়ে যায়, যেখানে গাছপালা রয়েছে। গিরিখাত দিয়ে মাঝে মাঝে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে একটি ৪০ মিটার উঁচু জলপ্রপাতও রয়েছে। গিরিখাতে একটি জলাধার, একটি রসদ ভাণ্ডার এবং ১৬টি গুহা ছিল, যেখানে ৬০ জন অবস্থান করতে পারত। আমরা গিরিখাতের দুই পাশের উঁচু জায়গায় DShK মেশিনগান বসিয়ে প্রতিরক্ষা করতাম।

যুদ্ধের শুরুর দিকে ফারাহ এবং নিমরুজ প্রদেশের কেন্দ্রগুলোর আশেপাশে মুজাহিদীনদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সোভিয়েত/ডিআরএ বাহিনীর চাপে তারা ফারাহ থেকে সরিয়ে শরাফত কোহে চলে আসে। ১৯৭৯ সালে মুজাহিদীনরা প্রথম শরাফত কোহে ঘাঁটি গড়ে তোলে তানগিরা গিরিখাতে। মুজাহিদীনরা গোত্রভিত্তিক সংগঠিত ছিল এবং প্রথমে আচাকজাই, নোরজাই, বারাকজাই এবং আলিজাই গোত্র একত্রিত হয়ে নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে জারে-এ-আব গিরিখাতে।

১৯৮০ সালে সোভিয়েত বাহিনী এই ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং মুজাহিদীনরা পরে কালে-এ-কানেস্কে গিরিখাতে চলে যায়। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মুজাহিদীনরা ফারাহ শহরের মধ্যেও ঘাঁটি পরিচালনা করত। পরে ডিআরএ এবং সোভিয়েত বাহিনীর নিরাপত্তা জোরদার হলে মুজাহিদীনরা শহর ছেড়ে শরাফত কোহে চলে আসে। এর ফলে তারা শহরের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। শহরের জনগণ ছিল অ-গোত্রীয় এবং তারা মুজাহিদীনদেরকে গ্রাম্য ও অশিক্ষিত মনে করত। অন্যদিকে মুজাহিদীনরা শহরের লোকদের আরামপ্রিয় জীবনযাপনের কারণে ঘৃণা করত।

শরাফত কোহ হাইওয়ে ১ থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার এবং হাইওয়ে ৫১৭ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমরা কারভাঙ্গাহ, চারাহ ও শিভান এলাকায় কনভয়ের ওপর আক্রমণ চালাতাম এবং সোভিয়েতেরা কারভাঙ্গাহ, চারাহ ও ভেলামেখ এলাকায় পোস্ট বসিয়ে কনভয় রক্ষার চেষ্টা করত।

SKY WARRIORS STRIKE THE CANYON

১৯৮২ সালে, কালে-এ-কানেস্কে গিরিখাত ছিল আমাদের মূল ঘাঁটি। আমাদের নেতা ছিলেন আচাকজাই গোত্রের মাওলভী মোহাম্মদ শাহ। মোহাম্মদ শাহ তার ঘাঁটির ব্যাপারে গর্ব করতেন এবং প্রায়ই দর্শনার্থীদের গিরিখাত ঘুরে দেখাতেন। একবার তিনি একজন ডিআরএ (DRA) অফিসারকে গিরিখাতে নিয়ে এলেন এবং তাকে ঘাঁটি ঘুরে দেখালেন। ওই ডিআরএ অফিসারও আচাকজাই গোত্রের ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ শাহকে বললেন যে তিনি শিনদান্দে নিযুক্ত আছেন এবং গোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে চান।

সম্ভবত, যখন ওই ডিআরএ অফিসার আমাদের গিরিখাতে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি আমাদের ঘাঁটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থার একটি মানচিত্র চুরি করতে সক্ষম হন।

এক মাস পর, জুলাইয়ের এক দুপুরে, হঠাৎ করে তিনটি সোভিয়েত হেলিকপ্টার গানশিপ গিরিখাতে নেমে এসে আমাদের গুহা ও স্থাপনাগুলোর উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। আমাদের DShK মেশিনগানগুলো সবই গিরিখাতের উচ্চভূমিতে স্থাপন করা ছিল এবং তারা নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানকে লক্ষ্য করতে পারত না। হেলিকপ্টারগুলো আমাদের ঘাঁটিতে ভয়াবহ ক্ষতি করছিল।

খোদাই-রহম ছিলেন DShK-এর একজন গনার। শারীরিকভাবে তিনি দুর্বল ছিলেন, কিন্তু তিনি ৩৪ কেজি (৭৫ পাউন্ড) ওজনের সেই অস্ত্রটি মাউন্ট থেকে খুলে কাঁধে তুলে নিলেন এবং গিরিখাতের নিচে উড়ে যাওয়া হেলিকপ্টারগুলোর দিকে গুলি চালালেন। তিনি দুটি হেলিকপ্টারে আঘাত করেন, এর একটি রোটরে। ওই হেলিকপ্টারটি পর্বতের চূড়ায় উঠে যায়, কিন্তু তখন তার রোটর ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়। পাইলট প্যারাসুটে নামার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি পর্বতের চূড়া থেকে মাত্র ৫০ মিটার উপরেই ছিলেন এবং তাই তিনি ও হেলিকপ্টারটি গিরিখাতের মুখে, পর্বতের দক্ষিণ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়।

দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটি কোনোমতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, আর তৃতীয়টি আমাদের DShK গনারদের উপর হামলা চালায়। খোদাই-রহম এই তৃতীয় হেলিকপ্টারের আক্রমণে নিহত হন।

মুজাহিদীনরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে হেলিকপ্টারটির দিকে দৌড়ে যায়। সেখানে পাঁচজন মৃত সোভিয়েত সেনা পাওয়া যায়—একজন পাইলট, দুইজন ক্রু মেম্বার ও দুইজন যাত্রী। যাত্রীদের একজন নারী ছিলেন। মুজাহিদীনদের একজন পাইলটের মাথা কেটে ফেলেন এবং সেটি মোহাম্মদ শাহের কাছে নিয়ে যান।

ঠিক তখনই, সোভিয়েত ফাইটার-বোমার আমাদের ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। বিকেলের দিকে, সোভিয়েত পরিবহন হেলিকপ্টার এসে গিরিখাতের মুখ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবতরণ করে। সোভিয়েত সৈন্যরা নেমে এসে ব্লকিং পজিশনে অবস্থান নেয়—সম্ভবত আমাদের দ্বারা মৃতদেহ উদ্ধার ঠেকাতে।

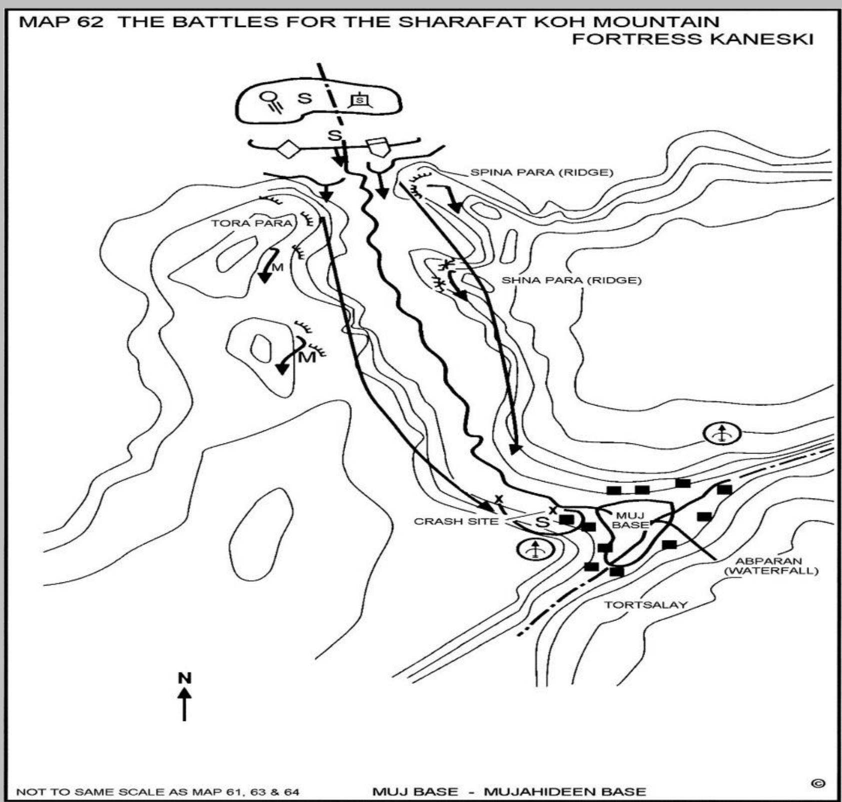
পরদিন সকালে, সোভিয়েত সাঁজোয়া যান এসে এলাকাটি ঘিরে ফেলে।
(মানচিত্র ১১-৬ – কানেস্কে ১)
সোভিয়েত পদাতিক বাহিনী সাঁজোয়া বাহিনীর সহায়তায় সামনে এগোয়। তারা তোরা পাড়া বরাবর উচ্চভূমি দিয়ে ক্র্যাশ সাইটের দিকে অগ্রসর হয়।

সোভিয়েত সেনাদের একাংশ গিরিখাতের তলদেশ ও বিপরীত দেয়াল বরাবর এগোয়, যাদের উপরিভাগে তোরা পারার সৈন্যরা সমর্থন দেয়। তারা যখন এগোয়, তখন তারা পাথর ও শিলাগুলোর উপর সংখ্যা লিখে দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করে।

সাতদিন যুদ্ধের পরে, তারা হেলিকপ্টার ক্র্যাশ সাইটে পৌঁছে। আমরা জলপ্রপাতের পাশে উচ্চভূমিতে পিছিয়ে যাই। অষ্টম দিনে, সোভিয়েত বাহিনী এলাকা ত্যাগ করে এবং তাদের মৃতদেহ, যার মধ্যে মাথাহীন মৃতদেহ-টিও ছিল, সঙ্গে নিয়ে যায়। হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ তারা ফেলে রেখে যায়।

COMMENTARY:

সবচেয়ে কার্যকর কিছু মুজাহিদীন আকাশ প্রতিরক্ষা হামলা ছিল—যেগুলোতে গিরিখাতের দেয়ালে গর্ত করে তাতে ভারী মেশিনগান স্থাপন করা হতো। যখন সোভিয়েত/ডিআরএ হেলিকপ্টারগুলো গিরিখাতে নিচু দিয়ে উড়ত, তখন এসব গানের পার্শ্বদিক থেকে গুলি চালানো হতো, ফলে পুরো আকাশ বুলেটে ভরে যেত। হেলিকপ্টারগুলো তখন গানের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালাতে পারত না এবং নিজেরাও গুলির এড়াতে হিমশিম খেত। এই পদ্ধতিটি কালে-এ-কানেস্কে গিরিখাতে খুব কার্যকর হতে পারত।



সোভিয়েতরা তাদের আক্রমণের সময় পাথর ও শিলার উপর সংখ্যা লিখে রেখেছিল, যাতে বিভিন্ন অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। এটি একটি ভালো কৌশল, কারণ এটি বিমান ও কামান গোলার আঘাত নির্ধারণে এবং অগ্রসরমান ইউনিটগুলোর গতিপ্রগতি ট্র্যাক রাখতে সহায়তা করে।

তবুও, সোভিয়েতদের এই আক্রমণ ছিল সম্মুখভাগ দিয়ে, যার ফলে মুজাহিদীনরা তাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল।

A SUCCESSFUL DEFENSE

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে, আমাদের দলের নেতা মৌলভী মোহাম্মদ শাহ আমাদের মুজাহিদীনদের প্রধান অংশ নিয়ে নিমরুজ প্রদেশে যান। ইরান তাকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল এবং ইরান সীমান্তের কাছে কাং ওলোওয়ালি (জেলা) এলাকায় আফগান সরকারের চতুর্থ সীমান্ত রক্ষী ব্রিগেডের উপর হামলা চালাতে উৎসাহিত করেছিল। ইরানি অস্ত্রসহ মোহাম্মদ শাহ আমাদের বেশিরভাগ দ্যাশকা (DShK) মেশিনগানও সঙ্গে নিয়ে যান। তবে সীমান্ত চৌকিতে আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং মোহাম্মদ শাহ ৩৫ জন যোদ্ধা হারান। তার নিজের ছেলের একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটি আমাদের দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল এবং আমরা মনে করেছিলাম যে ইরান আমাদের এই পরাজয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল।

তখন মোহাম্মদ শাহ মাওবাদী গুল মোহাম্মদ এবং পারভেজ শাহরিয়ারির সঙ্গে একটি জোট গঠনের পরিকল্পনায় ছিলেন। তারা দু'জনই হারাকাত (IRMA)-এর সদস্য এবং ইরান থেকে অস্ত্র পাচ্ছিল। ঐ জোটের অধীনে আমরা শরাফত কোহ ত্যাগ করে চাহার বুরিয়াক এলাকায় চলে যেতাম। এতে মুজাহিদীন শক্তিশালী হতো, কিন্তু ইরান চায়নি আমরা স্বাধীনভাবে শক্তিশালী হই। তারা চেয়েছিল আমরা তাদের ওপর নির্ভরশীল হই। এই বিপর্যয়কর হামলার ফলে শরাফত কোহ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমাদের ঘাঁটিতে মাত্র ২৫ জন যোদ্ধা বেঁচে ছিল।

পরিস্থিতির পর আমি ঘাঁটি ছেড়ে বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু রওনা হওয়ার সময় দেখি সোভিয়েতরা শিওয়ান এলাকায় লড়াই করছে, তাই আমি ফিরে এসে ঘাঁটিতে কৌশলগত রেডিও বার্তা পাঠাতে থাকি। বার্তাগুলোর মধ্যে ছিল—"৫০ জনকে এই রিজে পাঠানো হয়েছে" বা "৪০ জনকে ওই রিজে মোতায়েন করা হয়েছে"—এভাবে। এই রেডিও প্রতারণার উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েতদের বিভ্রান্ত করা যাতে তারা আমাদের ওপর হামলা চালাতে সাহস না পায়।

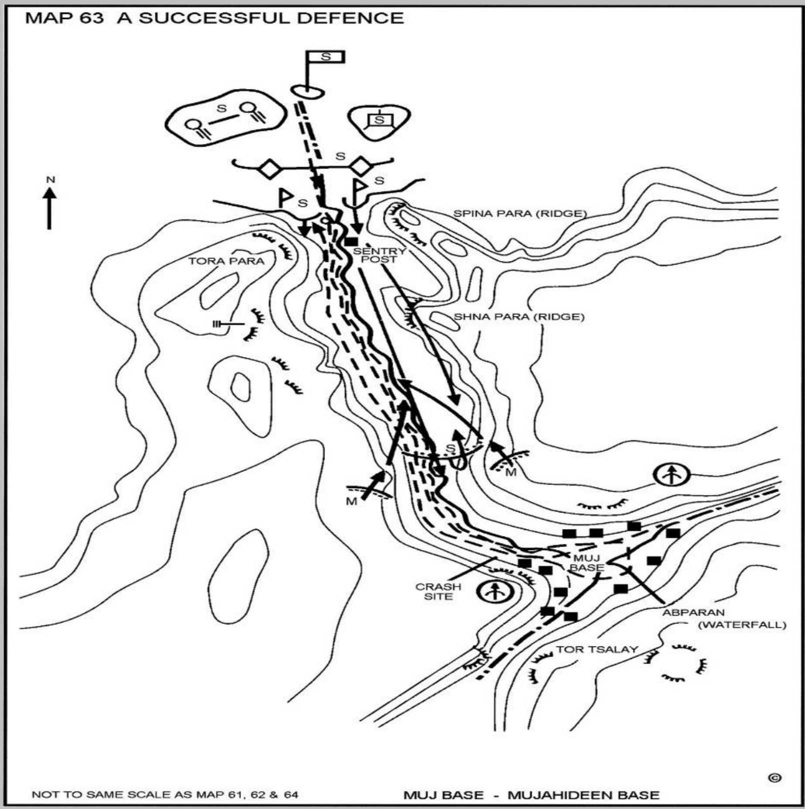
আমি তখন 'নিজাম কড়াওয়াল' নামে পরিচিত ক্যনিয়নের প্রবেশমুখের নিরাপত্তা পোস্টে ঘুমাচ্ছিলাম। ভোরবেলা আমরা একটি হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাই। (মানচিত্র ১১-৭ - কানেস্কে ২) আমরা মাটিতে কান লাগিয়ে ট্যাঙ্কের গর্জন শুনলাম। তখনই আমরা ঘাঁটির দিকে অন্ধকারে ফিরে আসি এবং পথে কিছু অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন পেতে দিই।

মোহাম্মদ শাহ'র ডেপুটি হাজী নূর আহমাদ খাইরখাও তখন ঘাঁটিতে ছিলেন। আমরা অন্ধকারে একত্রিত হয়ে আলোচনা করছিলাম কী করব, তখন শিওয়ান এলাকা থেকে মালেক গুলাম হায়দার ও তার মুজাহিদীনরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা বুঝতে পেরেছিল যে সোভিয়েতরা আমাদেরই লক্ষ্যবস্তু করেছে, তাই তারা মরুভূমি পার হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসে। তারা সোভিয়েতদের আগমনের কয়েক ঘণ্টা আগেই পৌঁছে যায়।

আমরা সবাই মিলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং যে কেউ পিছু হটবে, তাকে হত্যা করার অঙ্গীকার করলাম। আমরা টোরা পারা, শনা পারা ও স্পিনা পারার উঁচু রিজগুলোতে অবস্থান নিলাম। পাশাপাশি আমরা পাঁচজনকে পেছনের প্রবেশপথে এবং কয়েকজনকে টর চাপালায় মোতায়েন করলাম, যারা জারে-এ-আব ক্যনিয়নের দিক থেকে আগত হামলা পর্যবেক্ষণ করবে।

তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু তা সোভিয়েত বিমান হামলা থামানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। পর্যবেক্ষণ বিমানের পর একের পর এক তিনটি করে ফাইটার-বোমার দল আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করল। আমাদের হাতে তখন মাত্র দুটি দ্যাশকা মেশিনগান ছিল, যেগুলো বিমান প্রতিহত করার জন্য অপর্যাপ্ত ছিল।

শত্রু তাদের বোমাবর্ষণ আরও তীব্র করল। এর পাশাপাশি তারা কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করল এবং পুরো রাত ধরে তা চালিয়ে গেল, যাতে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে না পারি।



দ্বিতীয় দিনের সূর্যোদয়ের আগে শত্রুপক্ষ স্থল হামলা শুরু করে। সম্ভবত এই আক্রমণে দুটি ব্যাটালিয়ন অংশ নেয়। একটি ব্যাটালিয়ন টোরা পারার দিকে এবং অন্যটি স্পিনা পারার দিকে আক্রমণ চালায়। ট্যাঙ্কগুলো পদাতিক সৈন্যদের সহায়তা করে, যারা পায়ে হেঁটে ক্যানিয়নের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় দিনের বিকেলে, মালেক গুলাম হায়দার ঘাঁটির গভীরে শহীদ হন। আমাদের ঘাঁটিতে কয়েকজন আফগান বন্দি ছিল, যাদের আমরা মুজাহিদীন নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সংঘটিত কিছু বিরোধ ও অপরাধের কারণে আটক করেছিলাম। বন্দিদের একজন ছিল জির কোহ এলাকার এক হাজী। তিনি পরে বর্ণনা করেন, কীভাবে একজন একা সোভিয়েত সৈনিক ঘাঁটিতে প্রবেশ করে বন্দিদের দিকে রাইফেল তাক করে। বন্দিরা ইশারায় বোঝায় যে তারা বন্দি। তখন সোভিয়েত সৈনিক তাদেরকে বন্দিশালার গুহায় ঢুকিয়ে দেয় এবং কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নবী নামের এক মুজাহিদ, যিনি সামনের অবস্থানে খাবার পৌঁছে দিচ্ছিলেন, ফিরে এসে সেই সোভিয়েত সৈনিককে দেখতে পান। কিন্তু তিনি নিরস্ত্র ছিলেন, তাই দৌড়ে পালিয়ে যান এবং সোভিয়েত সৈনিক তার পেছনে ধাওয়া করে। নবী অস্ত্রাগারে পৌঁছান, যেখানে মালেক হায়দার অবস্থান করছিলেন। তিনি তাকে জানান যে সোভিয়েত সৈন্যরা পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেছে। মালেক তখন তার আমেরিকান G3 রাইফেল এবং সোভিয়েত TT পিস্তল নিয়ে গুহা থেকে বের হন। সেই সোভিয়েত সৈনিক একটি পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে ছিল। সে দুটি গুলি ছুড়ে মালেক হায়দারকে হত্যা করে। এরপর সে হায়দারের G3 রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে চলে যায়।

আমি তখন ফ্রন্ট লাইনের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা স্টেশনে বসেছিলাম, হঠাৎ শুনি আবদুল হাই চিৎকার করছে—"তুমি কে? তুমি কে? থামো!" তখন আরেকজন মুজাহিদ তাকে গুলি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু দূরে থাকায় এবং ভেবে যে সে হয়তো বন্দি হয়ে সামনে রসদ বহন করছে, গুলি করেনি। সোভিয়েত সৈনিকটি ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল, তবে সে ক্যানিয়নের নিচে ছিল আর আমরা সবাই ওপরে পাহাড়ের দেয়ালে, তাই নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। তাছাড়া তখনও সোভিয়েত বিমান

আমাদের উপর বোমা ফেলছিল, তাই আমাদের ধারণাই ছিল না যে একজন সোভিয়েত সৈনিক একা আমাদের ঘাঁটিতে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।

শনা পারায় অবস্থানরত তিমুর শাহ খান মুয়াল্লিমও তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করেছিলেন, কিন্তু মোহাম্মদ শাহ'র ভাতিজা বাশার তাকে গুলি না করতে বলেন—বিশ্বাস করিয়ে যে লোকটি আমাদের দলের সদস্য।

পরে আমরা জানতে পারি, সোভিয়েতরা স্থানীয় কিছু প্রবীণকে যুদ্ধক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানায়, যেন তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করতে পারে। প্রবীণরা পরে বর্ণনা করেন, কিভাবে সেই সোভিয়েত সৈনিক অস্ত্র তুলে ধরে বিজয়ের গর্ব নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে। সোভিয়েতরা আবারও আমাদের উপর সারারাত কামানের গোলা বর্ষণ করে।

তৃতীয় দিনের সকালে, সোভিয়েতরা আবার হামলা চালায়। তারা বুঝে গিয়েছিল যে ক্যনিয়নের নিচে আমাদের কোন শক্তি নেই, তাই ধোঁয়ার গোলা নিক্ষেপ করে ক্যনিয়নের ভিতরে প্রবেশ করে। আমরা ভেবেছিলাম তারা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করছে, তাই মুখে রুমাল বেঁধে নিই। সোভিয়েতরা ধোঁয়ার আড়ালে ভিতরে ঢুকে পড়ে। প্রথমে আমরা ধোঁয়ার ভিতরে অন্ধভাবে গুলি ছুড়ি পাহাড়ের ওপর থেকে। এরপর দেখি তারা একে অপরকে সংকেত দিচ্ছে রঙিন ফ্লেয়ার ছুড়ে। আমরা সেই ফ্লেয়ারের দিক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ি এবং তখন বুঝতে পারি, তারা ঘাঁটির গভীরে প্রবেশ করে ফেলেছে।

ঘাঁটির ভিতরে থাকা মুজাহিদীনরা চিৎকার করে বলে—"রুশরা এসে গেছে!" এবং কাছাকাছি থেকে গুলি চালাতে থাকে। তখন আমরা পাহাড়ের উঁচু অবস্থান ত্যাগ করে নিচে ক্যনিয়নের দিকে নেমে যাই। লড়াই ছিল তীব্র। বিকেলে সোভিয়েতরা পিছু হটে, তাদের নিহত ও আহতদের নিয়ে চলে যায়। তারা রক্তের দাগ, রক্তমাখা ব্যান্ডেজ এবং অনেক আরপিজি-১৮ ফেলে রেখে যায়। আবারও সারা রাত আমাদের উপর কামানের গোলাবর্ষণ চলে।

চতুর্থ দিনে সোভিয়েতরা আবার অগ্রসর হয়, এবার ট্যাঙ্ক সামনে রেখে এবং পদাতিক বাহিনী ট্যাঙ্কের পেছনে আশ্রয় নিয়ে। পদাতিকরা ট্যাঙ্কের আড়াল ছেড়ে বের হতে চাইছিল না, কিন্তু শেষমেশ তারা ক্যনিয়নের দেয়ালের ভাঁজে গিয়ে আশ্রয় নেয়, আর ট্যাঙ্কগুলো পেছনে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ পর ট্যাঙ্কগুলো আবার এগিয়ে এলে পদাতিকরা আবার তাদের পেছনে আশ্রয় নেয়। দুপুরে তারা গুলি ছোড়া বন্ধ করে এবং বিকেলে সোভিয়েতরা শিবির গুটিয়ে চলে যায়।

আমরা পাহাড়ের উপর থেকে আনন্দের সাথে উল্লাস করি এবং আগুন জ্বালাই। পুরো যুদ্ধকালেই বৃষ্টি হচ্ছিল, ফলে আগুন জ্বালাতে পারছিলাম না, কারণ এতে আমাদের অবস্থান প্রকাশ পেয়ে যেত। তাই এই আগুন ছিল এক অর্থে বিজয়ের আনন্দ এবং স্বস্তির প্রকাশ।

COMMENTARY:

আবারও সোভিয়েত বাহিনী সম্মুখভাগে আক্রমণ চালায়, তবে এবার অগ্রসর হওয়ার সুবিধার্থে ধোঁয়ার পর্দা ব্যবহার করে। শুরুতে এই অগ্রগতি সফল মনে হলেও, সোভিয়েতরা অগ্রসর হওয়ার সময় পাশের দিকগুলো (ফ্ল্যাংক) পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়। casualties (ক্ষয়ক্ষতি) শুরু হলে তারা পিছু হটে এবং যেই এলাকা দখল করেছিল, তা পরিত্যাগ করে—পরের দিন যা পুনর্দখলের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। মুজাহিদীনদের কাছে পর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তারা যুদ্ধ পরিচালনায় চাপে পড়ে যায়।

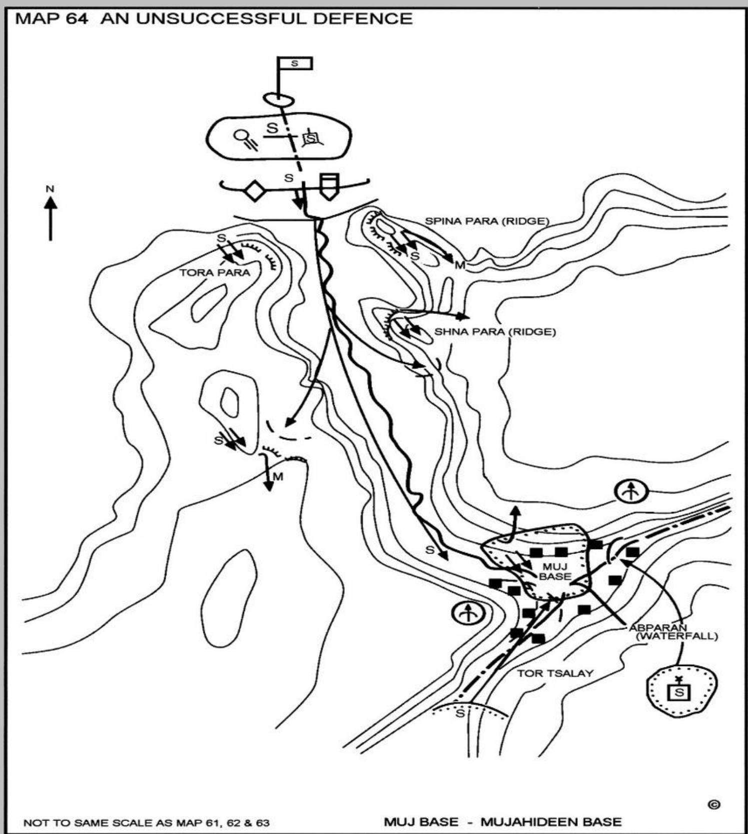
AN UNSUCCESSFUL DEFENSE

১৯৮৫ সালে নেতৃত্ব ও লুণ্ঠিত সম্পদের বণ্টন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে মুজাহিদিনেরা গোত্রভিত্তিক দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ক্যানিয়নে ছড়িয়ে পড়ে। হাজী আব্দুল খালেক ও তার নূরযাই গোত্রের মুজাহিদীনরা চলে যায় শাইখ রাজি বাবা ক্যানিয়নে। হাজী গুলাম রাসুল শিওয়ানি, রাসুল আখুন্দজাদা এবং আলিযাই ও বারাকজাই গোত্রের মুজাহিদীনরা চলে যায় কালা-ই আমানি ক্যানিয়নে। আমি তাদের সঙ্গেই ছিলাম। মৌলভী মোহাম্মদ শাহ ও তার আচকজাই গোত্রের মুজাহিদীনরা রয়ে যায় কালা-ই কানেস্কে ক্যানিয়নে।

পরে যখন মুজাহিদীনরা এইভাবে বিভিন্ন ক্যানিয়নে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সোভিয়েত বাহিনী আবার ফিরে আসে। তারা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে মোহাম্মদ শাহ ও তার মুজাহিদীনদের উপর, যারা তখনো কালা-ই কানেস্কে ক্যানিয়নে অবস্থান করছিল। মোহাম্মদ শাহের হাতে ছিল ছয়টি ডি-শে-কেএম মেশিনগান, একটি জেডজিইউ-১ মেশিনগান, তিনটি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল, ২৫টি আরপিজি-৭ এবং কিছু মাঝারি মেশিনগান।

সোভিয়েত বাহিনীর প্রায় ২০০টি ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান নিয়ে শিনদান্দ থেকে ফারাহর দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে। সোভিয়েত বিমানগুলো শিনদান্দ বিমানঘাঁটি থেকে উড়ে এসে উচ্চ ও নিম্ন উচ্চতা থেকে বোমাবর্ষণ করে। তাদের কামানও অবস্থান নেয় এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে কালা-ই কানেস্কে ক্যানিয়নের অবস্থানে তীব্র গোলাবর্ষণ করে।

প্রথম দিন তারা কেবল বিমান ও কামান হামলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় দিনে তারা পদাতিক ও ট্যাংক সহায়তায় ক্যানিয়নে আক্রমণ চালায়, কিন্তু মোহাম্মদ শাহের বাহিনী সেই আক্রমণ প্রতিহত করে। তৃতীয় দিনে তারা আবার ক্যানিয়নের মুখে আক্রমণ চালায়, কিন্তু এবার তারা গোপনে একটি দল পাঠায় জারে-ই আব ক্যানিয়ন দিয়ে এবং একই সঙ্গে হেলিকপ্টারে আকাশপথে একটি আক্রমণকারী দল নামিয়ে আনে পাহাড়চূড়ায়। এই দলটি পরে কালা-ই কানেস্কে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে।



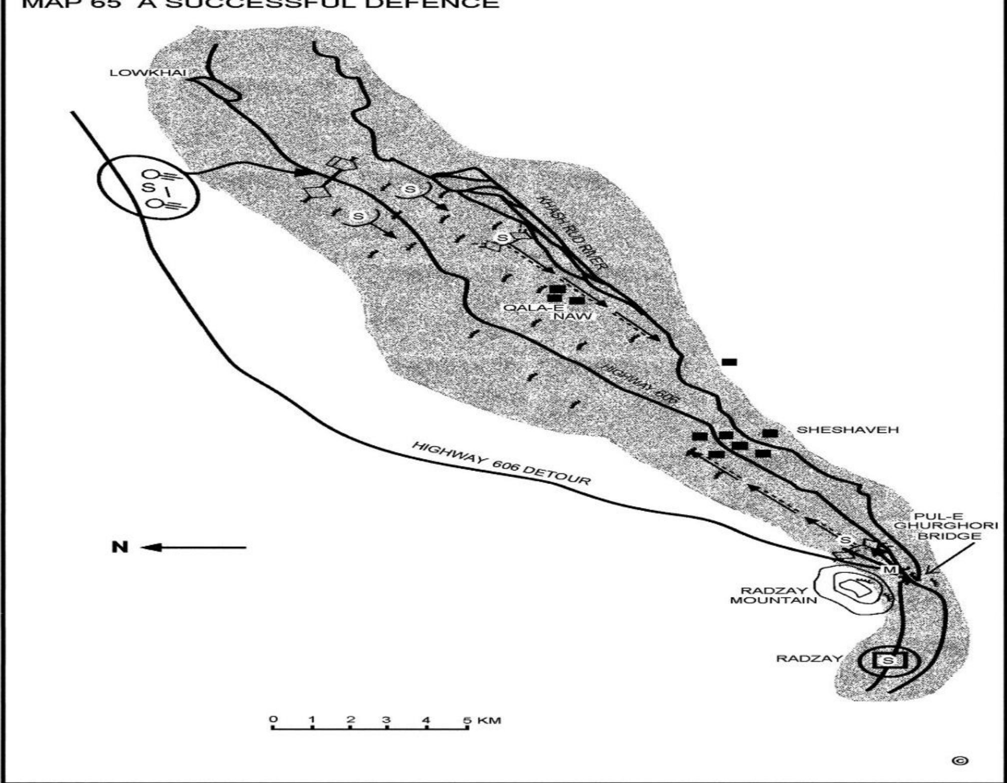
মোহাম্মদ শাহের ছেলে জিজিইউ-১ মেশিনগান চালাতে গিয়ে নিহত হয়। সোভিয়েত বাহিনীর দুই দিক থেকে চাপের মুখে মোহাম্মদ শাহের বাহিনী আটকে পড়ে। রাত নামার পর মোহাম্মদ শাহ তার বাহিনীকে একত্র করে বলেন:
"আমরা হয় এখানে দাঁড়িয়ে শেষ লোক পর্যন্ত লড়াই করব, নয়তো ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর দিকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে বেরিয়ে যাব। আমরা সবাই একসাথে বের হবো। যদি তারা আমাদের দেখে, তাহলে আমাদের যথেষ্ট আগুনের শক্তি আছে লড়ার। যদি না দেখে, তাহলে সবাই মিলে নিরাপদে বেরিয়ে যাব।"

তার সব মুজাহিদীন এতে রাজি হয়। প্রায় ৭০ জন মুজাহিদ সোভিয়েত বাহিনীর মাঝখান দিয়ে চুপিচুপি ক্যানিয়ন বেয়ে উপরের পাহাড়ে উঠে যায়। কেবল কিছু বৃদ্ধ পুরুষ পিছনে থেকে যায়।

পরদিন সোভিয়েতেরা ক্যানিয়ন লক্ষ্য করে আকাশ ও কামান হামলা চালাতে থাকে, না জেনে যে মুজাহিদীনরা ইতোমধ্যেই পালিয়ে গেছে। পঞ্চম দিনে তারা ক্যানিয়নে প্রবেশ করে, গুহাগুলোতে মাইন পুঁতে দেয়, লুট করে যা কিছু পাওয়া যায় এবং পরে সেখান থেকে সরে যায়।

সোভিয়েতরা এরপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্র করে কালা-ই আমানি ক্যানিয়নের দিকে। তারা কালা-ই কানেস্ক থেকে উঁচু জায়গা দিয়ে ওই ক্যানিয়নের ওপর থেকে আকাশপথে আক্রমণকারী সৈন্য নেমে আক্রমণ চালায়। আমাদের অনেকেই পালাতে পারেনি এবং সেখানেই প্রায় ৫০ জন মুজাহিদীন নিহত হয়। তারপর সোভিয়েতরা শাইখ রজী বাবা ক্যানিয়নের দিকে মনোযোগ দেয়, কিন্তু সেখানকার মুজাহিদীনরা ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছিল। এভাবেই শেষ হয় শারাফাত কোহ মুজাহিদীনদের শক্তিশালী ঘাঁটিটি।

আমরা তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, আফগানিস্তানে দীর্ঘ সময় সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে এই বড় বড় ঘাঁটিগুলো ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের ঘাঁটি, মঞ্চস্থল এবং বিশ্রামস্থলগুলো সীমান্তের পার্শ্বে ইরানে সরিয়ে নিই।



MAP 65 A SUCCESSFUL DEFENCE

COMMENTARY:

শারাফাত কোহে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত মুজাহিদীনদের ঘাঁটি ছিল। তাদের অবস্থান গোপন ছিল না, সোভিয়েত ও ডিআরএ এই ঘাঁটির বিরুদ্ধে কাজ করার অনেক সুযোগ পেয়েছিল। মুজাহিদীনরা ঘাঁটিগুলোতে আবদ্ধ থাকায় শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণে অংশ নেওয়া মুজাহিদীনদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল। একবার মুজাহিদীনরা বিভিন্ন ক্যানিয়নে ভাগ হয়ে গেলে তারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে সতর্কতা বা সমন্বয় করতে অক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে সোভিয়েতরা প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে একের পর এক কৌশলগত জয় লাভ করতে পারে।

তবে সোভিয়েতরা মরুভূমি থেকে শুরু করে শারাফাত কোহ আক্রমণে সফল হয়নি। তারা অনেক সময় নিয়েছে মাউন্টেন টপে হেলিকপ্টার থেকে আক্রমণকারী সৈন্য নামাতে যাতে পরবর্তী সৈন্যদলের সঙ্গে সংযোগ করা যায়। এই পদ্ধতিতে তারা বেশ সফল হয়েছে, যদিও কিছু হেলিবর্ন দল মুজাহিদীনদের দ্বারা পাহাড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সোভিয়েতরা সফল হয়েছে যখন তারা উঁচু জায়গায় সৈন্য নামিয়ে নিচের দলের সঙ্গে মিলে আক্রমণ চালিয়েছে।

ঘটনা- ৬

QALA-E NAW BASE CAMP DEFENSE

by Mawlawi Mohayddin Baloch

নিমরুজ প্রদেশ আফগানিস্তানের দক্ষিণপশ্চিম কোণে অবস্থিত। এখানে ভূমি বেশ সমতল, জনসংখ্যা কম এবং বেশিরভাগই মরুভূমি। লোকজন নদীর তীরের সবুজ অঞ্চলে বসবাস করে। খাশ রুদ নদী এই প্রদেশের তিনটি নদীর মধ্যে একটি, যা উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত হয়। আমার ঘাঁটি ছিল লোখাই জেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে, খাশ রুদ জেলায় (মানচিত্র ১১-৯ - খাশ)। এটি কাশ রুদ নদীর তীরের কাছে ক্বালা-ই নাও গ্রামে একটি বনাঞ্চল।

হাইওয়ে ৬০৬ ডেলারাম ও জারাঞ্জ — প্রদেশের রাজধানীর দিকে চলে এবং নদীর পাশাপাশি চলে। এটি আগে সবুজ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেত। আমরা প্রায়ই হাইওয়ের পথ আটকে কনভয়ের ওপর আক্রমণ করতাম। কখনও কখনও প্রাদেশিক রাজধানীর ওপরও হামলা চালাতাম। আমার মূল ঘাঁটিতে প্রায় ২০০ জন সদস্য ছিল ক্বালা-ই নাওতে, এবং পুল-ই গুরঘোরি সেতুর কাছে একটি অগ্রিম ঘাঁটি ছিল, যেখানে হাইওয়ে খাশ রুদ নদীর ওপর দিয়ে যায়। আমি প্রায়ই সেই সেতুতে মাইন বসিয়ে ধ্বংস করতাম যাতে শত্রুর কলোনিগুলো জারাঞ্জ যাওয়া বন্ধ হয়।

আমার নদীর তীরবর্তী মূল ঘাঁটি দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম তীর জুড়ে বিভক্ত ছিল। বন্যার সময় নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত, তাই দুই তীরে থাকা মুজাহিদীনরা বিভিন্ন এলাকায় লড়াই করত সারাবছর। পরবর্তীতে, ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি, যখন আমাদের প্রতিরোধ শত্রুর জন্য খুব ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, তারা জারাঞ্জ ও ডেলারামের মাঝে সমতলে একটি ডিট্যুর রাস্তা বানায়। এই ডিট্যুর রাস্তা আমার ঘাঁটির থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে বেঁকে গেছে। ডিট্যুর রাস্তা তৈরি হলে, আমি ছোট ছোট শত্রু কলোনির বিরুদ্ধে মাত্র ১৫-২০ জন সদস্য নিয়ে কাজ করতে পারতাম কারণ এলাকা খুব শুষ্ক, খুব উন্মুক্ত এবং পানীয় জলের সংকট ছিল। বড় কনভয়গুলোকে আমরা অক্ষতই যেতে দিয়েছি। নতুন রাস্তা পুরানো রাস্তার সঙ্গে যোগ দেয় রাদজাই গ্রামে, যা দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে।

আমি আমার হামলার জায়গা রাদজাই এলাকায় সরিয়ে নিয়েছি। রাদজাই গ্রামের পূর্বদিকে একটি পাহাড় আছে, যেটির নাম একই। রাস্তা পাহাড়ের পিছন থেকে দক্ষিণপূর্ব পাশে দিয়ে যায়। এটা একটি চমৎকার এ্যাসাম্‌লেজ জায়গা কারণ এখানে পাহাড় ও টিলার কারণে রাস্তার গতি সীমাবদ্ধ হয়।

১৯৮৪ সালের শরতে, খান মোহাম্মদ (আমার ডেপুটি) এবং আমি একই সময়ে আমাদের ঘাঁটিতে ছিলাম না। আমি ইরানে ছিলাম। তথ্যদাতারা সরকারকে জানিয়েছিল যে আমরা দুজনই ঘাঁটিতে নেই, তাই শত্রু আমাদের অনুপস্থিতিতে হামলা চালায়। কিন্তু শত্রু হামলার দিন খান মোহাম্মদ ফিরে আসে। ঈদ-উল-আযহার পাঁচ দিন আগে এটা ছিল। শত্রু ডেলারাম থেকে আমাদের উত্তর দিকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে একটি সমতলে চলে আসে — প্রধান রাস্তার ঠিক উত্তরে। তারা সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে। মরুভূমি হওয়ায় তারা যেকোনো দিকে যেতে পারত।

পরের দিন তারা আমাদের ঘাঁটিতে হামলা চালায়। তখন মাত্র ৭০-৮০ জন মুজাহিদীন ঘাঁটিতে ছিল। আমাদের প্রতিরক্ষার নিয়ম ছিল শক্তিশালী অবস্থানে ২০টি গ্রামে বড় এলাকায় বাহিনী ছড়িয়ে রাখা। শত্রু সাধারণত উত্তরে থেকে দক্ষিণপশ্চিম দিকে সবুজ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমাদের ঘাঁটির দিকে আক্রমণ করত। পাশাপাশি, তারা পুল-ই গুরঘোরি সেতুর দিকে একটি ফ্ল্যাঙ্কিং দল পাঠাত এবং রাদজাই পাহাড়ে অবস্থান নিত আমাদের ঘিরে ফেলার জন্য।

আমাদের বাহিনী সবুজ অঞ্চলে লড়াই করত কারণ চারপাশের মরুভূমি খুব সমতল এবং উন্মুক্ত ছিল, যা লড়াইয়ের জন্য অনুকূল নয়। আমরা একাধিক প্রতিরোধের পকেট তৈরি করতাম, যেগুলো জোরদার স্থাপনায় ছিল। শত্রু যখন এক পকেটে একাগ্র হওয়ার চেষ্টা করত, তখন অন্য পকেট থেকে মুজাহিদীনরা ফ্ল্যাঙ্ক বা পিছন থেকে আক্রমণ করত। শত্রু তার বাহিনীকে ভেঙে ফেলতে পারত না কারণ নিরাপত্তার জন্য তাদের একসঙ্গে থাকতে হত। আমরা শক্তিশালী অবস্থান থেকে পিছু হটতে থাকতাম এবং সুযোগ পেলে আক্রমণ চালাতাম। শেষ পর্যন্ত শত্রু বাহিনী ক্লান্ত হয়ে যেত এবং তাদের পানি ও জিনিসপত্র শেষ হলে লড়াই বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যেত।

হামলা প্রচলিত রূপে গড়ায় এবং দিনের শেষে শত্রু বাহিনী সরে যায়। দুর্ভাগ্যবশত, আমার ডেপুটি লড়াইয়ে নিহত হয়। ইরানে আমি শত্রুর হামলার খবর পাই, হাতে থাকা মুজাহিদীনদের নিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাই। ঘাঁটিতে আহতদের ক্বালা-ই নাও, শেশাভে এবং রাদজাইয়ে পাঠানো হয়। তথ্যদাতারা শত্রুকে জানায় যে ঘাঁটির কমান্ডার নিহত হয়েছে। তারা আমাকে মৃত ভাবত এবং তখন মনে করেছিল এই সময় মুজাহিদীনদের সব লড়াকু নিশ্চিহ্ন করার।

আমি প্রথম লড়াইয়ের তিন দিন পরে এসে পৌঁছাই। ওই রাতে আরেকটি শত্রু কলোনা এসে আমাদের উত্তর দিকের মরুভূমিতে অবস্থান নেয়। আমি বুঝতে পারি তারা আবার হামলা চালাবে। আমাদের কাছে ছিল একটি বিএম-১২, একটি একক-ব্যারেল ১০৭ মিমি রকেট লঞ্চার, ছয়টি ৮২ মিমি রিকোয়েলেস রাইফেল, পাঁচটি ডিএসএইচকে, তিনটি জিজিইউ-১, এবং পনেরোটি আরপিজি-৭। আমার বাহিনীতে তখন ১২০ জন ছিল। আমার মুজাহিদীনদের সাথে ইরান থেকে আসা হিহ মুজাহিদীনরাও ছিল যারা ঘাঁটির প্রতিরক্ষায় সাহায্য করত।

আমি ২০ জনকে গুরঘোরি সেতুতে পাঠাই, যাদের কাছে ছিল চারটি আরপিজি-৭ ও কালাশনিকভ। তাদের কমান্ডারকে বলি সেতুর দুই পাশেই ১০ জন করে বসাতে যাতে শত্রু ট্যাংককে আটকাতে পারে, যারা ঘিরে ফেলবে। কিন্তু তারা সময়মতো সেতুতে পৌঁছায়নি। তারা সেতুর কাছাকাছি এসে থেমে যায়, মনে হয়েছিল যে তারা সম্ভবত একটি হামলায় পড়বে।

সকাল বেলায় শত্রু সেতু দখল করে নেয়। অন্য দলগুলো ক্বালা-ই নাও, রাদজাই, শেশাভে এবং আশপাশের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। শত্রুর আক্রমণ সাধারণত উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম থেকে হয়। প্রধান আক্রমণ উত্তরপূর্ব থেকে হয় এবং এতে প্রায় ১৫০-২০০ যানবাহন ছিল।

আমার সেতুর দল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে, কিন্তু শত্রু তাদের পিছনে ঠেলে দিয়ে রাদজাই থেকে উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। ছয়টি শত্রু জেট বিমান আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়, চারটি হেলিকপ্টার তাদের হামলা সঠিকভাবে নির্দেশ করে। হেলিকপ্টারগুলো ধোঁয়া রকেট ছুঁড়ে লক্ষ্য চিহ্নিত করত।

লড়াই চলল দুই দিন। এরপর শত্রু লড়াই বন্ধ করে সরে যায়। লড়াইয়ের সময় ১৬ জন ডিআরএ সৈন্য আমাদের কাছে দমন করেছে। তারা ফারাহ ও নিমরুজ প্রদেশ থেকে এসেছিল এবং ২১ mechanized ব্রিগেড ও সারানদয় রেজিমেন্টের সদস্য ছিল। ৪র্থ বর্ডার গার্ডস ব্রিগেড থেকে দমন করা সৈন্যরাও ছিল। মুজাহিদীনদের ক্ষতি ছিল ৩ নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত। শত্রুর ক্ষতির পরিমাণ অজানা, শুধু ১৬ জন দমনকারী ছাড়া।

নির্দেশক বেলুচ যখন সফলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে বললেন, তিনি বললেন:

"আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শেষজন পর্যন্ত লড়াই করব, আর তারা করল না। এখানে এলাকা ব্যাপক এবং আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলাম, যা শত্রু বায়ুবাহিত শক্তির প্রভাব কমিয়ে দিয়েছিল। মরুভূমিতে বায়ু শক্তি বেশ অকার্যকর ছিল। তাদের অনেক বোমা বিস্ফোরিত না হয়ে বালুর মধ্যে গড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রতিটি গ্রামে ছিল আচ্ছাদিত আশ্রয়স্থল এবং লড়াইয়ের নিরাপদ অবস্থান। শত্রু খুব নিয়মবদ্ধ ছিল এবং কখনো কিছু আলাদা করত না। আমরা জানতাম তারা কোথা থেকে আসবে, কিভাবে আচরণ করবে এবং কতক্ষণ থাকবে। আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো যোগাযোগ খাল দ্বারা সংযুক্ত ছিল, কিন্তু শত্রু সবসময় উন্মুক্ত জায়গায় থাকত। আমাদের দুই ধরনের মনেভার ছিল — একটি ছিল ছড়িয়ে পড়া মনেভার, যা শত্রুকে আমাদের খুঁজতে সমস্ত এলাকায় ছুটতে বাধ্য করত; আরেকটি ছিল শক্ত অবস্থানের ভিতর থাকা মনেভার, যেখানে আমরা অদৃশ্য থেকে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারতাম। এসব অবস্থান আমাদের সব গ্রামে ও পুরো এলাকায় ছিল। এলাকায় অনেক খাল ও খোঁড়াখুঁড়ি ছিল, যেগুলোকে আমরা লড়াইয়ের স্থানে উন্নত করেছিলাম।"

"একবার শত্রু আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, 'আমাদের আক্রমণ করো না, আমরা তোমাদের প্রতি গাড়ির জন্য ৫০,০০০ আফগানি ($২৫০) দিচ্ছি।' আমি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি — 'যতক্ষণ এখানে সোভিয়েত আছে, আমরা কোন চুক্তি করি না।' শত্রুর পায়রা বাহিনী ছিল তাদের সেনাবাহিনীর সবচেয়ে দুর্বল অংশ — ডিআরএ এবং সোভিয়েত উভয়েরই। তাদের আক্রমণের প্যাটার্ন খুবই পূর্বানুমানযোগ্য ছিল। তারা শুরু করত বন্দুক ও বায়ু হামলা দিয়ে, তারপর ধোঁয়া দিয়ে কভার করত, তারপর পায়রা আক্রমণ করত। ট্যাংকগুলো পায়রা বাহিনীকে সহায়তা করত, কিন্তু ক্ষতি পেলে দ্রুত থেমে যেত। ট্যাংকগুলো এন্টিট্যাংক অস্ত্র থেকে খুব সতর্ক ছিল। শুধুমাত্র আরপিজি ও রিকোয়েলেস রাইফেল থাকার কারণে ট্যাংকগুলো অনেক সময় দূরে থেকে বিরত থাকত। আমরা অপেক্ষা করতাম যতক্ষণ না তারা ২০-৩০ মিটার দূরত্বে আসত, তখনই আমরা গুলি চালাতাম। আমি আমার লোকদের দূর থেকে গুলি চালাতে দিতাম না। তারা ধৈর্য ও সাহস ধরে রেখেছিল। ট্যাংকগুলো দূর থেকে আমাদের দেখতে পেত না, তাই আঘাত করতে পারত না। আমরা তাদের দূর থেকে দেখতে পেতাম এবং কাছ থেকে আঘাত করতাম। অধিকাংশ সময় আমরা এমন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতাম যিনি আগুনের ক্ষমতায় শক্তিশালী, কিন্তু আক্রমণে দুর্বল।"

"এই আক্রমণের সময় শত্রুর একমাত্র নতুন বিষয় ছিল, তারা ঈদ-উল-আযহার উৎসবের সময় হামলা চালিয়েছিল যখন তারা ভেবেছিল মুজাহিদীনরা বাড়িতে থাকবে, ঘাঁটিতে নয়। দ্বিতীয়ত, তারা ঐ সময়ের তুলনায় আগেই এলাকা ফিরে এসেছে। এটা তাদের প্যাটার্ন ভেঙে দেয়। আমি আসলে গেরিলা যুদ্ধ করিনি — আমি শত্রুর অবস্থান জানতাম, আর শত্রুও আমার। গেরিলা হল এমন যিনি পলায়নশীল ও আকস্মিক সময় ও দিক থেকে আক্রমণ করে। এখানে শত্রু এক জায়গায় ও একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে গেছে। এটা কি গেরিলা যুদ্ধ?"

"আমাদের অ্যাম্বুলেন্স ছিল দুই কাঠি ও একটা কাপড়ের টুকরো; তাদের ছিল হেলিকপ্টার। আমাদের সাফল্যের গোপনীয়তা ছিল এটি একটি জনপ্রিয় কারণ। সবাই জানত যে আমরা অবরোধকারীদের ক্ষতি করছি। এটা যুদ্ধ নয়, একটি বিদ্রোহ ছিল। তাই এটা গেরিলা যুদ্ধ ছিল না। আমরা খাদ্য সরবরাহ নিয়ে কখনো চিন্তা করিনি। স্থানীয়রা যা কিছু পেত তা দিয়ে আমাদের সাহায্য করত। আমার ছিল দুইটি পিকআপ ট্রাক — শত্রুর ছিল দুই শতাধিক যানবাহন। আমি পিকআপগুলো গোপনে নদীর পাশে বনাঞ্চল দিয়ে সরবরাহ নিয়ে যেতাম লড়াইয়ের অবস্থানে সন্ধ্যায়। তাদের খাদ্য রাত পর্যন্ত চলত। আমরা প্রাথমিকত মটনের সঙ্গে নান খাবো, যা স্থানীয়রা বিনামূল্যে দিত। এক সাধারণ দিনের রেশন ছিল রান্না করা মটন এক টুকরো নানের সঙ্গে মোড়ানো। পানি সরবরাহ সহজ ছিল, কারণ লড়াইয়ের স্থান নদীর কাছে এবং আমার সবাই ক্যান্টিন ধারন করত।"

ঘটনা- ৭

DEFENDING THE SUBURBS OF KANDAHAR

by Sultan Mohammad of Topkhana

এইচআই (HI) গোষ্ঠীর সমর্থকরা, যারা বেশিরভাগ শিয়া, মূলত আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এইচআই'র প্রধান ঘাঁটি ছিল খাকরেজের দক্ষিণের পর্বতশ্রেণীতে। এই ঘাঁটি ইসলাম দারার (HIK) ঘাঁটির কাছাকাছি ছিল। খাকরেজ থেকে এটি পায়ে প্রায় সাত ঘণ্টার পথ, যা কান্দাহার থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। এইচআই খাকরেজ, গিরিশক, উরুজগান এবং কান্দাহারে লড়াই করত। কান্দাহার অঞ্চলে এইচআই গোষ্ঠীর চারটি ইউনিট ছিল। আমাদের প্রায় ৩০০ মুজাহিদীন ছিল। আমাদের সর্বোচ্চ কমান্ডার ছিলেন আলি ইয়াওয়ার, যাকে যুদ্ধের পরে একটি মাইন বিস্ফোরণে হত্যা করা হয়। কান্দাহার অঞ্চলে আমাদের দুইটি ঘাঁটি ছিল—মালাজাত অঞ্চলের দক্ষিণে চাঁর দেউয়াল এবং আরঘানদাব নদী উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে চাঁর বাগ। আমি চাঁর দেউয়ালে একটি দল পরিচালনা করতাম, এবং গুলাম শাহ ও শাহ মোহাম্মদও সেখানে ছিলেন। চাঁর বাগ ঘাঁটির নেতৃত্ব দিতেন গুল মোহাম্মদ।

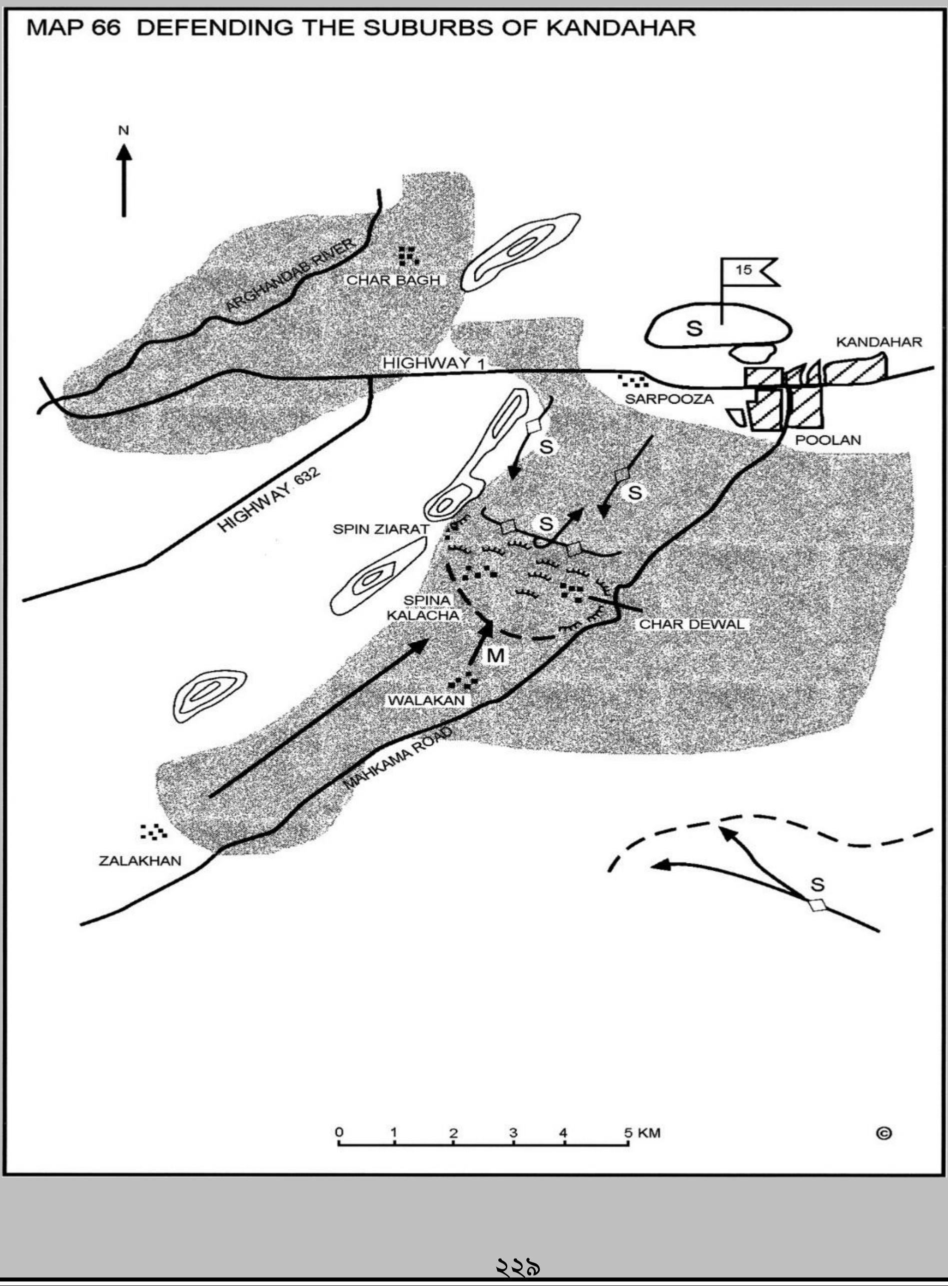
আমরা কান্দাহারের কাছাকাছি হাস্পাতাল বসতি পস্তুন বাগে (Sarpooza ridge থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে) হাইওয়ে ১-এ কনভয় আক্রমণ এবং অবরোধ করতাম। আফগানিস্তানের অনেক অন্যান্য এলাকার মতো নয়, কান্দাহার এলাকায় সব মুজাহিদীন গোষ্ঠী একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করত। কোনো যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময়, সব মুজাহিদীন ঐ এলাকায় সাহায্যে ছুটে আসত। বড় বড় মুজাহিদীন অভিযানগুলো মুজাহিদীন কাউন্সিল দ্বারা সমন্বিত এবং যৌথভাবে পরিচালিত হতো।

মালাজাত এলাকা কান্দাহারের দক্ষিণে অবস্থিত। এটি একটি সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা সম্পন্ন শহরতলী, যেখানে অনেক গ্রাম, সেচ খাল, বাগান, খামার এবং আঙুরের বাগান রয়েছে। ডিআরএ এবং সোভিয়েত বাহিনী যতই প্রচেষ্টা করুক না কেন, মুজাহিদীন এই এলাকায় মুক্তভাবে চলাফেরা করত। প্রায়শই, ডিআরএ ও সোভিয়েতরা মালাজাত এলাকা ঘিরে রাখত এবং ঢুকতে চেষ্টা করত মুজাহিদীন এবং তাদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করতে। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে এই প্রচেষ্টা কখনো সফল হয়নি। মালাজাতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর কমপক্ষে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ মুজাহিদীন সর্বদা উপস্থিত থাকত। তারা মোবাইল ইউনিট ছিল, স্থায়ীভাবে মালাজাতে অবস্থান করত না। মুজাহিদীনরা মালাজাত এলাকায় প্রবেশ ও বাহির হতো, যার ফলে তারা সর্বদা উচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতিতে থাকত। মালাজাতের মুজাহিদীনরা সাপ্লাই ঘাঁটি, শক্তিশালী বাঙ্কার এবং লড়াইয়ের অবস্থান নিয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত ছিল।

1984 সালের শরৎ কালে শত্রু মালাজাত এলাকা ঘিরে একটি বিস্তৃত কর্ডন গঠন করেছিল, তাদের স্বাভাবিক দক্ষিণাঞ্চলীয় অবস্থানগুলো জাকের ঘর থেকে পূর্বে এবং কায়তুল থেকে পশ্চিমে দখল করে। ফলে মালাজাতকে উত্তর দিকে কান্দাহার, পূর্বে হাইওয়ে ৪ এবং পশ্চিমে পাহাড়ি রিজ দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়। এই এলাকাটি অনেক বিস্তৃত হলেও মুজাহিদীনরা মালাজাতের ভিতরে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারছিল। সকাল ৭টায়, সোপুজা থেকে একটি শত্রু মেকানাইজড টহল বাহিনী যার মধ্যে ছিল ৩০-৩৫টি ট্যাঙ্ক এবং এপিসি (বর্মবাহী যান), আরেকটি ১৫-১৬ ট্যাঙ্ক ও এপিসি সম্বলিত টহল ১৫তম ডিভিশন সদর দপ্তর থেকে গভর্নরের বাড়ির পাশ দিয়ে মহকামা রোড বরাবর পুলান দিকে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমাদের প্রতিরক্ষা রেখা প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল, যা চাঁর দেউয়াল থেকে স্পিন জিয়ারাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আমরা সবসময় শত্রুর অবস্থান থেকে নজর রাখতে পারতাম। এই অবস্থান আমরা প্রায় ৪৫০ জন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুজাহিদীন দিয়ে রক্ষা করতাম। এখানে সারকাতেব থেকে এইচআইকে ইউনিট, হাজী লতিফের পুত্র গুলাঘার ইউনিট এবং আমাদের দুইটি এইচআই গ্রুপ ছিল। শত্রু বাহিনী হেলিকপ্টার গানশিপ দিয়ে আমাদের অবস্থানে গুলি চালাত,

কিন্তু তারা এগিয়ে আসতে পারেনি কারণ আমরা আমাদের কড়া প্রতিরক্ষা রেখায় ভালভাবে সজ্জিত ছিলাম। শত্রুরা বর্মবাহী যান থেকে নামত না, বরং তাদের যানগুলি গুলি চালানোর লাইনে সাজিয়ে আমাদের ওপর দুই থেকে তিন ঘন্টা গুলি চালিয়েছিল। এমনকি সবুজ গাছগুলোও আগুনে পুড়ে যেত। আমাদের প্রতিরক্ষা পজিশন ছিল তিন মিটার লম্বা ও দুই মিটার চওড়া গর্ত, যেখানে দুই থেকে তিন জন মানুষ থাকতে পারত। এগুলোর ছাদের উপর ভারি কাঠের স্ল্যাব ছিল, যার উপরে প্রায় ১.৫ মিটার মাটি ও পাথর চাপা ছিল। শত্রুর গুলির মাঝে যখন কিছুটা থামা হতো, তখন আমাদের লোকেরা আশ্রয় থেকে বের হয়ে র‍্যাপিড ফায়ার গ্রেনেড (RPG-7) এবং রিকোসলেস রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করত। তখন শত্রুরা আবার গুলি চালানো শুরু করত।

আমি বলেছিলাম শত্রু আমাদের ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু এটা পুরোপুরি সঠিক নয়। পুরো যুদ্ধে সোভিয়েতরা সর্বদা একটি পার্শ্ব অবরুদ্ধ ছেড়ে দিত। দুপুরের দিকে স্পিন জিয়ারাতের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে জালাখান এবং ওয়ালাকান থেকে ১০০-১২০ জন মুজাহিদীন রেইনফোর্সমেন্ট এসে পৌঁছায়। এই দুটি গ্রাম ছিল সোভিয়েতদের অবরুদ্ধ না করা অংশে। রেইনফোর্সমেন্ট আসার ফলে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বদলায় এবং অবশেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে সোভিয়েতরা সরে যায়। আমরা সোপুজা ফ্রন্টে তিনটি এবং মহকামা ফ্রন্টে দুটি বর্মবাহী যান ধ্বংস করেছি।



কখনো কখনো বোমা ও আর্টিলারির গুলিতে আমাদের বাঙ্কারের মুখ বন্ধ হয়ে যেত। তখন রাতের অন্ধকারে বের হয়ে খনন করে বাঙ্কার থেকে লোকদের উদ্ধার করতে হতো। এই ঘটনা পাঞ্জাও পুল ব্রিজের কাছে আমাদের অবস্থানগুলিতে অনেকবার ঘটেছে। তিনবার আমি মধ্যরাতে বেরিয়ে বাঙ্কারের অবস্থান শনাক্ত ও উদ্ধার করেছিলাম। কখনো কখনো বাঙ্কারে থাকা লোকেরা সকাল ৫টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আটকে পড়ত, কিন্তু এই বাঙ্কারগুলো মালাজাতে শত্রুকে রুখতে অত্যন্ত জরুরি ছিল।

COMMENTARY:

সোভিয়েতদের কর্ডন ও সার্চ অপারেশনগুলো সাধারণত বিস্তৃত একটি এলাকাকে ঘিরে বড় বাহিনী দিয়ে সম্পন্ন হতো। ঘিরে রাখা এলাকা এতটাই বড় হতো যে ঘিরে পড়া মুজাহিদীনদের কিছুটা চলাচলের সুযোগ থাকতো। কর্ডন গঠন করার পরও সোভিয়েতরা সাধারণত পুরো এলাকা ছোট ছোট manageable অংশে ভাগ করত না, বরং পুরো এলাকায় একযোগে আক্রমণ চালাত। এর ফলে মুজাহিদীনরা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে স্থানান্তর ও মনোভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম হত। এই যুদ্ধে রেইনফোর্সমেন্ট আসায় যুদ্ধ উত্তপ্ত হয়েছিল। অনেক সোভিয়েত যুদ্ধে দেখা গেছে কর্ডনের একটি পার্শ্ব অবরুদ্ধ রাখা হয়নি। হয়তো তারা পালানোর রাস্তা মুক্ত রেখে নিজেদের ক্ষতি কমাতে চেয়েছিল, কিন্তু সেখানে কোনো আঁটপাঁট এ্যাম্বাস সাজানো হয়নি। এছাড়াও সোভিয়েত ও ডিআরএ রাতে মালাজাত এলাকায় অবস্থান নিতে ইচ্ছুক ছিল না। দিনের বেলা বর্মবাহী যান থেকে নামত না, রাতে নামতেই হতো যানগুলি নিরাপদ করার জন্য। মুজাহিদীন রেইনফোর্সমেন্টের আগমনে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, তবে হয়তো সন্ধ্যা ৬টায় সোভিয়েতদের সরে যাওয়ার মূল কারণ তা ছিল না।

ঘটনা- ৮

DEFENDING THE MALAJAT

by Mohammad Shah Kako and Abdul Ghani

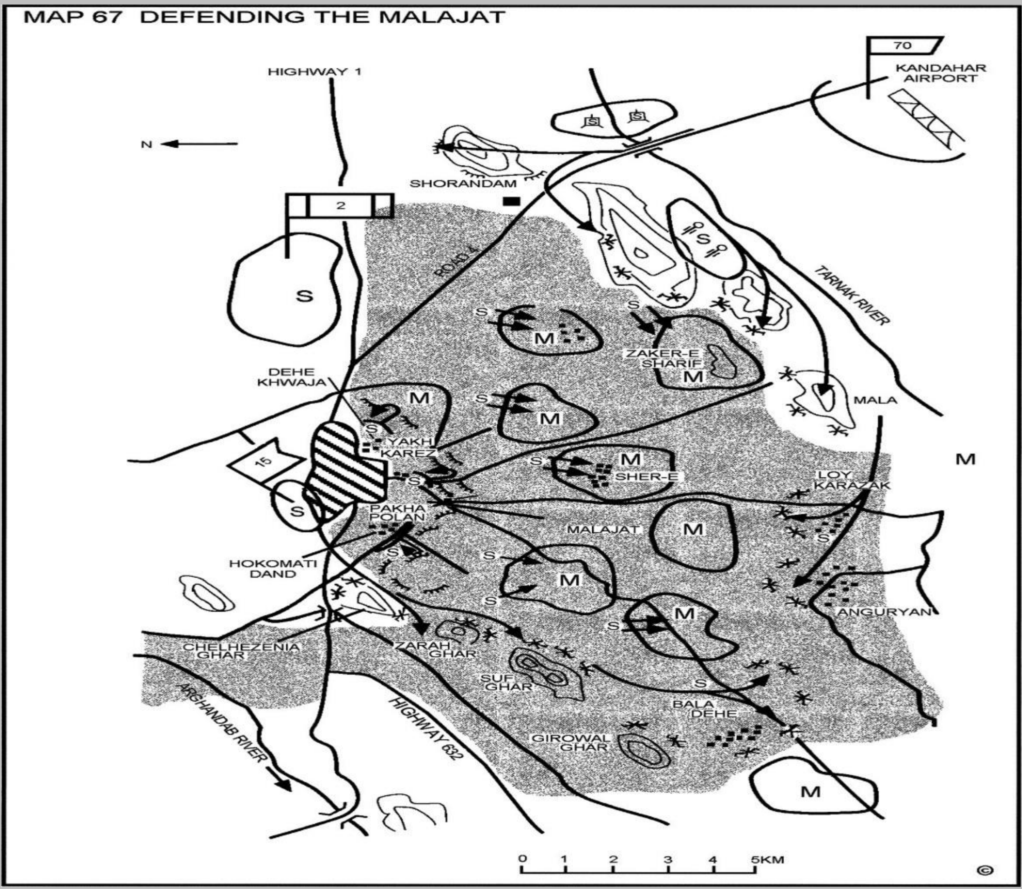
মালাজাত, কান্দাহারের দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহরতলী, ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ। মালাজাত একটি বিশাল সবুজ এলাকা, যেখানে অনেক বাগান, গ্রাম, সেচ খাল এবং আঙুরের বাগান রয়েছে। মুজাহিদীনরা এই এলাকায় মোবাইল ঘাঁটিসমূহ স্থাপন করত। অনেক মুজাহিদীন কমান্ডার যারা অন্যত্র ঘাঁটি পরিচালনা করত, তারা মালাজাতে তাদের মোবাইল ঘাঁটি রেখে কান্দাহার অঞ্চলে নিজেদের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর হওয়ার পরও, এই মোবাইল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অসাধারণ সহযোগিতা ছিল।

ডিআরএ ও সোভিয়েতরা মালাজাত এলাকা থেকে মুজাহিদীনদের বিতাড়িত করতে কর্ডন ও অনুসন্ধান অভিযান পরিচালনা করত। তারা তর্নাক নদীর উত্তরে অবস্থিত শোরানডাম, জাকার-এ-শরীফ, লয় কারাজাক, আঙ্গুরিয়ান, ও বালা ডেহ—যা এয়ারফিল্ডের উত্তর ও পশ্চিমে—উচ্চ স্থান ও গ্রামগুলো দখল করত। এরপর পশ্চিম দিকে ঘিরে রাখার অবস্থান গিরওয়াল ঘার, সুফ ঘার, জারাহ ঘার ও চেহেলজেনা ঘার পর্বতমালায় প্রতিষ্ঠিত হত (মানচিত্র ১১-১১ - মালা)। কান্দাহর শহরকে উত্তরের ঘিরে রাখার অবস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কান্দাহর ছিল ডিআরএ বাহিনীর অধীনে। এরপর সোভিয়েত ও ডিআরএ ওই ঘিরে রাখার অবস্থান থেকে মালাজাতের অভ্যন্তরে ঢুকে মুজাহিদীন খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। যদিও বেশিরভাগ সময় তারা ব্যর্থ হত, তবুও তারা বারংবার চেষ্টা চালিয়ে যেত। এই ঘিরে রাখার অবস্থানগুলো কান্দাহরের নিরাপত্তা বেল্টের অংশ ছিল, তবে মুজাহিদীনরা সহজেই এগুলো অতিক্রম করত। আমরা মালাজাতে তাদের সঙ্গে লড়াই করতাম এবং পরে দক্ষিণের লয় কারাজাক, আঙ্গুরিয়ান, ও দক্ষিণ-পশ্চিমের হিন্দু কলাচা এলাকায় বেরিয়ে যেতাম। সোভিয়েতদের জন্য এই এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল।

মুজাহিদীনরা প্রধান সড়ক পথগুলো বরাবর ঘিরে রাখার অবস্থান তৈরি করেছিল এবং এই এলাকাকে একটি অজেয় দুর্গে পরিণত করেছিল। একটি সাধারণ ঘিরে রাখার অবস্থান একটি মোবাইল ঘাঁটির কাছাকাছি গড়ে তোলা হত, যেখানে একটি গ্রাম বা বাগানে কয়েকটি ভবন থাকত, এবং মোবাইল দলের সদস্যরা সেখানে থাকত। মোবাইল দলের সদস্যরা সময়ে সময়ে তাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে পরিবর্তিত হত। কিছু মুজাহিদীন স্থায়ীভাবে মালাজাতে থাকত। মোবাইল ঘাঁটি ও ঘিরে রাখার অবস্থানগুলো যোগাযোগের জন্য খননকৃত সাঁকো দ্বারা সংযুক্ত ছিল।

ঘিরে রাখার অবস্থানগুলো মাটির নিচে খোদাই করা হত এবং সেখানে মেশিনগান, রিকোসলেস রাইফেল ও আরপিজি গুলির জন্য আগুন চালানোর অবস্থান তৈরি করা হত। আমরা এসব অবস্থান বের করে বের করে বেরিয়ে থাকা বেরি গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিতাম, তারপর মাটির এক কঠিন স্তর দেয়ে প্যাক করতাম। ঘাঁটিতে এমন বাঙ্কারও ছিল যা আমাদের মুজাহিদীনদের আর্টিলারি ও বিমান হামলা থেকে রক্ষা করত। এই বাঙ্কারগুলো ছিল প্রায় দুই থেকে তিন মিটার প্রশস্ত এবং ছয় থেকে আট মিটার দীর্ঘ, কাঠ ও মাটির এক মিটার পুরু স্তর দিয়ে ঢাকা, যা আর্টিলারি গুলাবর্ষণ ও অধিকাংশ বিমান হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল।

যখন শত্রু মালাজাত এলাকাটি ঘিরে রেখেছিল এবং গ্রিন জোনে পায়ে হেঁটে হামলা চালাত, তখন মুজাহিদীনরা তাদের ঘিরে রাখার অবস্থানগুলো দখল করত। বেশিরভাগ লড়াইয়ের অবস্থান গুলো ছিল অতিরিক্ত ও পুনরাবৃত্তিমূলক, যাতে কোনো একটি অবস্থান হারালে সুরক্ষার ওপর গুরুতর প্রভাব না পড়ে।



মুজাহিদীনরা যুদ্ধে শুরুতে বেশ অপ্রস্তুত ছিল এবং দুই-তিন দিনের বেশি টিকতে পারত না, কিন্তু পরে তারা তাদের দুর্গ নির্মাণ করে এতটা শক্তিশালী হয়েছিল যে তারা সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছিল। এলাকা ঘিরে ফেলা হলে, সোভিয়েতরা সাধারণত জাকার-এ-শরীফ থেকে মেইন রোড বরাবর এবং দক্ষিণ দিকে লয় কারাজাক থেকে তাদের আক্রমণ শুরু করত। উত্তরে, যোগাযোগের লাইন ছিল হকোমতী ডান্ড, পাখা পোলান, ইয়াখ কারেজ এবং দেহ খজার — যা শহরের বিল্ড-আপ এলাকা থেকে একটু বাইরে। পরে সোভিয়েত ও ডিআরএ তাদের স্থায়ী, ভালো ঘাঁটি ও সুরক্ষিত নিরাপত্তা পোস্ট তৈরি করে। সোভিয়েতদের ছিল শোরানডাম পাহাড়, জাকার-এ-শরীফ পাহাড় এবং মালা কালা পাহাড়। ডিআরএর ছিল সুফ ঘার, জারা শর ঘার এবং চেহেলজেনা ঘার। প্রতি দুই মাসে একবার সোভিয়েতরা মালাজাত এলাকায় একটি বড় কর্ডন ও অনুসন্ধান অভিযান চালাত, যাতে এলাকা ঘিরে রাখা যায়।

১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে, সোভিয়েতরা ১৮ দিনের কর্ডন ও অনুসন্ধান অভিযান চালায়। শীতল ভোরে, সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনী তাদের ঘাঁটি থেকে রওনা হয় এবং সকাল আটটার মধ্যে তারা তাদের নিয়মিত ঘিরে রাখার অবস্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। মোহাম্মদ শাহ কাকোর ঘাঁটি ছিল শের-এ-সুরখে, যেখানে তার প্রায় ৩০ জন যোদ্ধা ছিল। মালাজাত এলাকায় তার দলের মোট মুজাহিদীন সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০। মুজাহিদীনরা পশ্চিম কান্দাহারের সামনের সারি চারটি সেক্টরে ভাগ করেছিল, প্রত্যেক সেক্টরে প্রায় ৫০ জন ছিল। উত্তর-পশ্চিমের সেক্টর ছিল হিজব-ই-ইসলামির এলাকা। পাখা পোলান এলাকা ছিল শের-এ-সুরখ, জাকার-এ-শরীফ এবং কুখাবাদের মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণে। অর্থাৎ মোহাম্মদ শাহ কাকোর সেক্টরে তিনটি কমান্ডার ছিল, কারণ তিনটি গোষ্ঠী জড়িত ছিল, কিন্তু কমান্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা সহজ ছিল, কারণ সবাই স্থানীয় ও একে অপরকে চিনত। রেগি ছিল তৃতীয় সেক্টর, যেখানে আব্দুল রাজাক ছিলেন কমান্ডার। ইয়াখ কারেজ ছিল চতুর্থ সেক্টর, যার কমান্ডার ছিল সারানওয়াল। চার সেক্টরকে সমন্বয় করতেন গফুর জান।

ডিআরএ শহর থেকে আক্রমণ চালিয়েছিল, কিন্তু সোভিয়েতরা তাদের ঘিরে রাখার অবস্থান থেকে বের হয়নি। ডিআরএ পদাতিক বাহিনীর সাথে চেইন স্য ব্যবহারকারীরা ছিল যারা বাগান কেটে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল, যাতে মুজাহিদীনদের আশ্রয় বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সামনে মাইন বসানো ছিল যা কম প্রশিক্ষিত ডিআরএ সৈন্যদের বাধা দিয়েছিল। আমরা ভালো অবস্থান থেকে ধারাবাহিক ভাবে আগুন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের কাছে ১৬০ থেকে ২০০ জন রিজার্ভ ছিল যারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রিলিফ দল সামনে এগিয়ে যেত রেশন নিয়ে এবং সামনের বাহিনীকে বিশ্রামের জন্য সরিয়ে নিত। তারা দুই দিন বিশ্রাম নিত এবং তারপর আবার সামনে ফিরত। রাতে সাধারণত শান্ত থাকত যখন আমরা রেশন পৌঁছে দিতাম। এভাবে ১৮ দিন ধরে প্রতিরক্ষা চালিয়ে গিয়েছিলাম। দিনে কোনো রিসাপ্লাই হত না, খাবার, পানি ও গোলাবারুদ শুধুমাত্র রাতে সামনে নিয়ে যেতাম।

ডিআরএ আরাম্ভ করতে পারেনি, তবে কিছু গাছ কাটা হয়েছিল, যা আমরা গুলি করে ভেঙে দিয়েছিলাম। শীতকাল ছিল এবং বেশ ঠাণ্ডা ছিল। আমাদের অবস্থান ভালো ছিল, যদিও রিসাপ্লাই করা কঠিন ছিল। পুরো যুদ্ধে, শত্রু এলাকা জুড়ে সন্দেহজনক ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করেছিল। পাখা পোলানে আমাদের অবস্থানের উদ্দেশ্যে একটি বোমা ভুল হয়ে পশ্চিম শহরের গেট লক্ষ্য করে পড়ে বহু বেসামরিক লোক নিহত হয়। তারা আমাদের সামনের লাইনের অবস্থানে আঘাত করতে পারেনি, কারণ আমরা তাদের লাইনের খুব কাছাকাছি ছিলাম, তাই আমাদের সামনের লাইন বিমান ও আর্টিলারি হামলা থেকে সুরক্ষিত ছিল।

COMMENTARY:

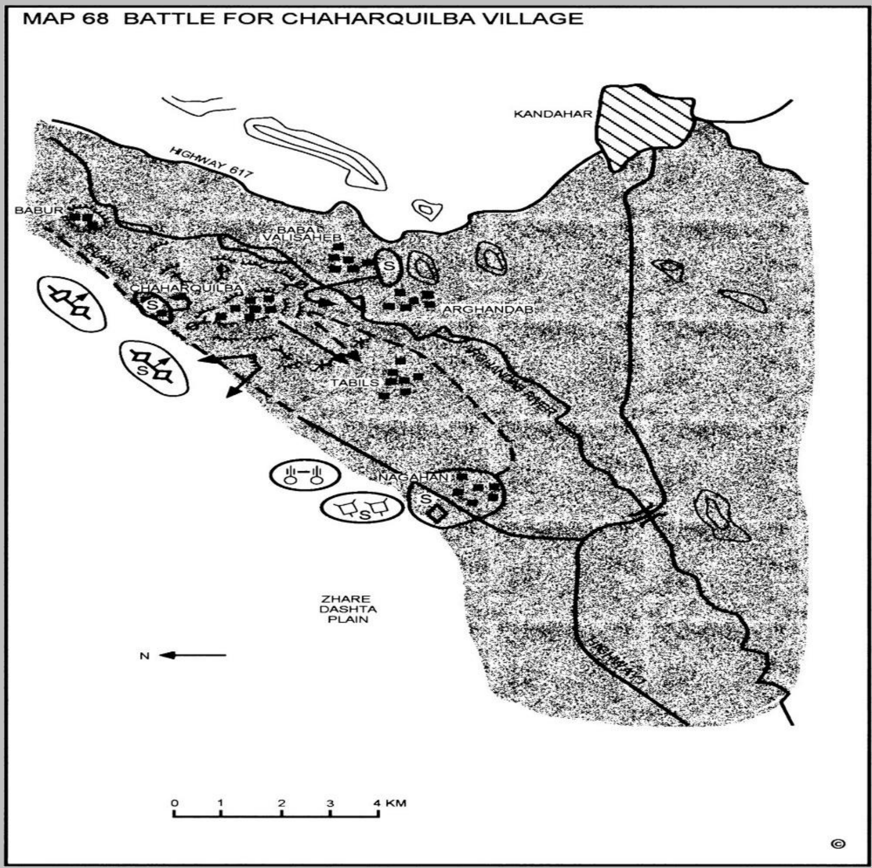
পুরো যুদ্ধে, সোভিয়েত ও ডিআরএ কখনোই কান্দাহর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। নগরের মুজাহিদীন দলগুলো বিক্ষিপ্ত লড়াই করত শহরের বিল্ডিংগুলোর মধ্যে, আর মোবাইল দলগুলো শহরতলির নিয়ন্ত্রণ রাখত। আফগানিস্তানের অন্যান্য এলাকার মতো এখানে ফ্র্যাকশনগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল খুবই কম এবং মুজাহিদীনরা নিয়মিত সমন্বয় পরিষদের মিটিং-এর মাধ্যমে লড়াই চালাত। এই সহযোগিতা তাদের ট্যাকটিক্যাল নমনীয়তা দেয় এবং তাদের পুনরাবৃত্ত দুর্গগুলো নিশ্চিত করে যে সোভিয়েত/ডিআরএ আক্রমণগুলি বেশ দূর এগোতে পারবে না। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ছিল সামনের অবস্থান থেকে মুজাহিদীনদের নিয়মিত রিলিফ। সামনের সৈন্যদের রিলিফ করা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে ভালো প্রশিক্ষিত বাহিনীর জন্যও, কিন্তু মুজাহিদীনরা খুব দক্ষতার সঙ্গে এটা করত, কোনো লড়াইয়ে কার্যকারিতা কমানো ছাড়াই।

এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য ডিআরএ/সোভিয়েত বাহিনী মোতায়েন ছিল। ডিআরএ ২য় কর্পস, ১৫তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন, ৭ম ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, ৩য় বর্ডার গার্ড ব্রিগেড কান্দাহর শহরে মোতায়েন ছিল। সোভিয়েত ৭০তম সেপারেট মোটরাইজড রাইফেল ব্রিগেড, ডিআরএ ৩৬৬তম ফাইটার রেজিমেন্ট, ডিআরএ ৩৭৯তম সেপারেট বোম্বিং স্কোয়াড্রন এবং একটি সোভিয়েত স্পেশন্যাজ ব্যাটালিয়ন কান্দাহর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোতায়েন ছিল। ডিআরএ/সোভিয়েতের মালাজাত এলাকায় অপারেশনগুলো সময় ও স্থানের দিক থেকে খুবই পূর্বানুমেয় ছিল। তারা পুরো এলাকাটি ঢুকে খুঁজি ঝাড়ু দেয়ার চেষ্টা করত, বরং ছোট ছোট অংশ গুলোকে ভালোভাবে ঘিরে ধ্বংস করার বদলে। যদিও মালাজাত এলাকায় যুদ্ধে দুর্গায়ন ছিল, ডিআরএ/সোভিয়েতরা এটিকে পেনেট্রেশন ও এক্সপ্লয়টেশন হিসেবে দেখত, না যে ধীরে ধীরে এলাকার নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার। ডিআরএ/সোভিয়েতদের গোয়েন্দা তথ্য সম্ভবত মুজাহিদীনদের পুনরায় সরবরাহ ও রিলিফের নিয়মিত প্যাটার্ন ধরতে পারেনি, যা কাজে লাগাতে পারত।

ঘটনা- ৯

BATTLE FOR CHAHARQULBA VILLAGE

by Commander Akhtarjhan



সোভিয়েত দখলের সময়, কন্দাহারের শহরের কাছে আরঘন্দাব নদীর পূর্ব তীর একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল এবং মুজাহিদীনরা এই এলাকায় লড়াই করত না। পশ্চিম তীর ছিল মুজাহিদীনদের এলাকা। আমার ঘাঁটি ছিল পশ্চিম তীরের বাবর গ্রামে, যেটি বাগান ভর্তি এলাকা (পরে, সোভিয়েতরা প্রত্যাহার করার পর, আমি বাবা ভালিসাহেব গ্রাম, পির-এ-পাইমাল এবং কন্দাহারের পশ্চিম শহরতলিতে পূর্ব তীরেও ঘাঁটি স্থাপন করি)। আমার সিনিয়র কমান্ডার ছিলেন মোল্লা নকীব। সোভিয়েত দখলের সময়, তাঁর দূরবর্তী ঘাঁটি ছিল খাকরেজ পাহাড়ে, কিন্তু প্রধান ঘাঁটি ছিল চাহারকুলবা গ্রামে। আমার বড় ভাই ওই গ্রামের ঘাঁটিতে লড়াইয়ে নিহত হয়েছিলেন। আমার পরের বড় ভাই বাবর ঘাঁটি থেকে লড়াই করতেন এবং আমার বড় ভাই নিহত হবার পর তিনি কমান্ডার হয়েছিলেন। কমান্ডার নির্বাচন হত পরিবারিক সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্বের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে। পরিবারিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একজন কমান্ডার তাঁর আত্মীয়দের গ্রুপে নিয়ে আসতেন এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিবার বড় একটি দল গঠন করতে পারতো। যেহেতু আমার ভাইই গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই কমান্ডারত্ব আমার ভাই এবং পরে আমার দায়িত্বে আসে। মৌলবাদী মুজাহিদীন গোষ্ঠীতে কমান্ডারদের আদর্শিক নিষ্ঠার ভিত্তিতে নির্বাচন হত, পরিবারিক সম্পর্ক নয়। অনেক কিশোর মুজাহিদিনে যোগদান করতো কারণ দিরা (DRA) তাদের সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক নিয়োগ দিত এবং মুজাহিদীন ঘাঁটি তাদের ভিসা বাঁচানোর জন্য নিরাপদ ছিল।

১৯৮৭ সালের জুন মাসে, রমজানের সময়, দিরা/সোভিয়েতেরা আরঘন্দাব অঞ্চলে একটি বড় অভিযান চালায় (মানচিত্র ১১-১২ - চাহার)। অভিযানের সময়, শত্রুরা নাগাহান এলাকায় কনসেন্ট্রেট করে এবং তারপর আরঘন্দাব নদীর পশ্চিম তীর বরাবর উত্তরপূর্ব দিকে এগিয়ে যায়। আরেকটি বাহিনী আরঘন্দাব নদী পার হয়ে বাবা ভালিসাহেব থেকে আগ্রাসন শুরু করে। তারা মুজাহিদীন সন্দেহভাজন ঘাঁটিতে ভারী বিমান আক্রমণ চালায়। আমরা আমাদের বাঙ্কারে চলে যাই। পশ্চিম তীর আসলে একটি মুজাহিদীনদের কেল্লা ছিল, যা আমরা বাঙ্কার, যুদ্ধের অবস্থান এবং খাঁড়ি দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিলাম। তাছাড়া, সবুজ অঞ্চলে অনেক বাগান থাকায় এটি সেচের খাল দ্বারা ভাগ করা ছিল, তাই লড়াই করার জন্য সবসময় কোনো না কোনো আশ্রয়স্থল ছিল। বিমান হামলার কারণে আমরা বাঙ্কার ত্যাগ করিনি। সাধারণত, সোভিয়েতেরা ট্যাংকগুলোকে সবুজ অঞ্চলের প্রান্তে মোতায়েন করত এবং ভারী আর্টিলারি এবং ট্যাংক আগুনের পরে, তারা ইনফ্যান্ট্রি (সাধারণত দিরা) পাঠাতো সবুজ অঞ্চলে, তাদের নির্দেশ ছিল মুজাহিদিনের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করতে কারণ সেই এলাকায় কেউ বেঁচে থাকবে না। ইনফ্যান্ট্রি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেত এবং তখন মুজাহিদীনরা বাঙ্কার থেকে বের হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। আমরা ইনফ্যান্ট্রির উপর বড় ক্ষতি করতাম এবং অনেক দুর্বল প্রশিক্ষিত দিরার সৈন্যকে বন্দী করতাম। বন্দীদের আমরা উত্তরে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এবং তারপর ঘুরিয়ে পাকিস্তানের দিকে পাঠাতাম। আমরা চাহারকুলবা ঘাঁটিকে একটি শক্ত কেল্লার মতো তৈরি করেছিলাম। কিছু মুজাহিদীন ঘাঁটি রক্ষায় ছিলেন, অন্যরা আরও দূরে গিয়ে যুদ্ধের গভীরতা বজায় রাখতেন। সবুজ অঞ্চলে ট্যাংক চলানো খুব কঠিন ছিল। সোভিয়েতেরা ট্যাংক ঠেলে নিয়ে আসার চেষ্টা করত মুজাহিদীনদের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য, কিন্তু ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা তাদের গতিবিধি সীমিত করত এবং সহজেই আক্রমণের শিকার হত।

সোভিয়েত ও দিরা দুইটি দিক থেকে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে এগিয়েছিল, কিন্তু মুজাহিদিনের যুদ্ধের অবস্থান থেকে ধারাবাহিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। সোভিয়েত ট্যাংকগুলো ঝারে দস্তার থেকে আসত এবং সবুজ অঞ্চলের পশ্চিমে সমতলে থেকে ছয় কিলোমিটার ক্রমাগত এগিয়ে আসত চাহারকুলবা ঘাঁটির দিকে। তাদের ট্যাংকগুলো আমাদের RPG-এর বিরুদ্ধে বালুকাময় বস্তাবন্দি ছিল, তাই আমরা তাদের থামাতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে, আমরা মুজাহিদীন কমান্ডাররা নকীবের কাছে গিয়ে বললাম, আমরা সংখ্যায় কম এবং ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়া উচিত। নকীব বললেন, এটি তাদের শেষ যুদ্ধ এবং আমাদের মধ্যকার লড়াইয়ের ফল নির্ধারণ করবে। তারা ঘাঁটি জয়ের জন্য বছরগুলো ধরে চেষ্টা করছে এবং এটি তাদের শেষ সুযোগ। আমরা যদি চলে যাই, আবার কখনো ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে পারব না। আমরা যদি তাদের থামাতে পারি, তাহলে তারা আর ফিরে আসবে না। আমরা বললাম RPG বালুতে বস্তাবন্দি ট্যাংকের বিরুদ্ধে কাজ করছে না। নকীব একটি RPG নিয়ে সামনের অবস্থানে গিয়ে একটি ট্যাংক ধ্বংস করতে চাইলেন। আমরা কমান্ডাররা তাঁকে থামিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করার অঙ্গীকার করলাম।

সারা দিন ধরে তীব্র লড়াই চলল, কিন্তু আমরা শত্রুকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হলাম এবং তারা টাবিলস নামে দক্ষিণের দিকে কিছু কিলোমিটার সরে গেল। আমরা তাদের টাবিলসে অনুসরণ করে শহরের রাস্তায় লড়াই করলাম এবং অনেক শত্রুকে হত্যা করলাম। তারপর মুজাহিদীনরা ভোরের আগেই চাহারকুলবায় ফিরে গেল।

পরের দিনগুলোতে শত্রু টাবিলস থেকে দক্ষিণপশ্চিমে, বাবা ভালিসাহেব থেকে দক্ষিণপূর্বে এবং জেলাওর থেকে উত্তরপশ্চিমে তিনটি ফাঁকা থেকে আক্রমণ চালায়। তারা ঝারে দস্তার সমতলে ট্যাংক ও আর্টিলারি ব্যবহার করত সমর্থনে। যেহেতু বাগানগুলি ট্যাংকের জন্য অনুপ্রবেশযোগ্য ছিল, ট্যাংকগুলি তাদের পায় infantry (পদাতিক বাহিনী)-কে জাহাজের নৌকোর মত গুলি করত। তাদের ট্যাংকগুলি infantry-র কাছে পৌঁছালে ধীরে ধীরে কনুই-সদৃশ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেত এবং infantry পিছনে সরে গেলে ট্যাংকও সরে যেত। সবুজ অঞ্চলে ট্যাংক খুব কমই এগোয় এবং কমই সেখানে লড়াই করত। তবে APC (অ্যামফিবিয়াস পেরসোনেল ক্যারিয়ার) infantry সমর্থনে এগিয়ে যেত, কিন্তু তাদের চলাচলও সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা সহজেই আক্রমণের সম্মুখীন হত।

শত্রু আক্রমণের আগে ভারী বিমান ও আর্টিলারি গোলাবারুদ ব্যবহার করত। মুজাহিদীনরা বাঙ্কারে থাকতো বাঁচার জন্য এবং লড়াইয়ের অবস্থানে কয়েকজন প্রহরী রেখে দিত। শত্রু যখন এগিয়ে আসত, প্রহরীরা সঙ্কেত দিত এবং তখন মুজাহিদীনরা বাঙ্কার থেকে বের হয়ে লড়াইয়ে নামে। শত্রুর infantry ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং পিছিয়ে পড়ত। অনেক দিরা সৈন্য আত্মসমর্পণ করত। আমরা মেগাফোনে প্রচার করতাম, "আমরা তোমাদের শত্রু নই। আমরা তোমাদের ভাই। আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।" তবুও, শত্রু infantry শক্তিশালী হয়ে আবার ঘাঁটিতে আক্রমণ করত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এবং পরে জেলাওর থেকে ঘেঁষে আসত।

আমাদের প্রতিরক্ষা উত্তর-পশ্চিম দিকে দুর্বল ছিল। ধারাবাহিক লড়াইয়ের পর, আমাদের মুজাহিদীনরা জেগে থাকা কঠিন হচ্ছিল। এক যুদ্ধের অবস্থানে, একটি দিরা (DRA) টহল দল ওই অবস্থানে প্রবেশ করে একটি রিকোয়েলেস রাইফেল চুরি করে। বন্দুকধারী তখন ঘুমিয়ে ছিল। কমান্ডার আহমদুল্লাহ জান তাদের রিকোয়েলেস রাইফেল নিয়ে যাওয়া দেখলেন এবং তাদের অনুসরণ করলেন। প্রায় ২৫-৩০ মিটার দূরে, দুইটি APC অপেক্ষা করছিল টহল দলের জন্য। তারা APC পৌঁছানোর আগে, আহমদুল্লাহ জান ও তার যোদ্ধারা এবং আরেকটি মুজাহিদীন দল তাদের বাধা দেয় এবং একটি গোলাবারুদ লড়াই হয়। তারা একটি APC ধ্বংস করে, রিকোয়েলেস রাইফেল উদ্ধার করে, টহল দলকে বন্দী করে এবং বাকি APC-টিও আটক করে। তারা টহল দলের প্রধান, একজন দিরা লেফটেন্যান্টকে মোল্লা নকীবের কাছে নিয়ে যায়। নকীব তাকে বলেন, "আমরা তোমাকে মারতে চাই না, কিন্তু তোমার সঙ্গীদের জানিয়ে দাও আমরা ছাড়ব না এবং এর ফলে তোমাদের আরও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। হামলা বন্ধ করো এবং তোমাদের বারাক্সে ফিরে যাও।" লেফটেন্যান্ট জবাব দেন, "আমি এটা করতে পারি না কারণ আমার পরিবার কাবুলে আছে।" তবুও, আমরা তাকে সেই সন্ধ্যায় ছেড়ে দিই।

লড়াই চলতে থাকে ৩৪ দিন ধরে। এই ৩৪ দিনে একটি রুটিন তৈরি হয়। শত্রু প্রতিদিন সকালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব থেকে বিমান ও আর্টিলারি গোলাবর্ষণ দিয়ে শুরু করতো। সাধারণত, এরপর তারা আটটি হেলিকপ্টার গানশিপ নিয়ে এলাকা আক্রমণ করত। তারপর তারা ইনফ্যান্ট্রি আক্রমণ শুরু করত। মুজাহিদীনরা তাদের বাঙ্কার থেকে বের হয়ে যুদ্ধের অবস্থান গ্রহণ করত এবং আগ্রাসী ইনফ্যান্ট্রির জন্য অপেক্ষা করত। আমরা দেখতে কঠিন ছিলাম কারণ আমাদের যুদ্ধের অবস্থান চমৎকার ছিল এবং আমরা আঙুরের লতায় সাজা থাকতাম ছদ্মবেশ হিসেবে। আমরা শত্রুকে ১০ মিটারেরও কাছে আসতে দিতাম তারপর গুলি শুরু করতাম। আমরা এতো কাছে আসতে দিতাম দুই কারণে—প্রথম, প্রথম গুলিতে তাদের নিশ্চিতভাবে আঘাত করার জন্য; দ্বিতীয়ত, তাদের পালানোর সুযোগ না দেওয়ার জন্য। আমরা এলাকায় হাজার হাজার PMN মাইন লাগিয়েছিলাম—বিশেষ করে জেলাওর থেকে আসা ইনফ্যান্ট্রি আক্রমণের পথে। দিরার আক্রমণ ব্যর্থ হলে শত্রুরা পালানোর সময় প্রায়ই এই মাইনগুলোর ফাঁদে পড়ত। শত্রু লড়াই থেকে সরে যেত এবং আমরা তাদের অস্ত্র, খাদ্য এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করতাম। শত্রু যদি আক্রমণ না করত, আমরা তাদের মূল সড়কে হামলা করার জন্য হামলা দল পাঠাতাম। রাতে সাধারণত শান্তি থাকত। কখনও কখনও শত্রু রাতে আর্টিলারি এবং বোমা বর্ষণ করত, কিন্তু কখনোই রাতে সরাসরি আক্রমণ করত না। অন্ধকারে তারা এলাকাটি ভালো জানত না, তাই রাতের লড়াইয়ের চেষ্টা করত না।

দিরার একটি জেলা প্রশাসনিক পোস্ট এবং স্থানীয় মিলিশিয়া ছিল পূর্ব তীরের দিকে। আমরা মুজাহিদীনরা আমাদের পরিবার এবং বিশ্রাম কেন্দ্র পূর্ব তীরে রাখতাম কারণ সরকার সেই এলাকায় বোমাবর্ষণ করত না। সরবরাহ আসত নদীর অপর পাশে আমাদের বাড়ি থেকে, কিন্তু ভারী লড়াই চলাকালীন তারা সরবরাহ দিতে পারত না এবং আমরা নিজেদের ওপর নির্ভরশীল হতাম। আমরা রান্না করতে পারতাম না কারণ শত্রু ধোঁয়া দেখতে পেলে গোলা বর্ষণ করত। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল কারণ ঘাঁটি ভালো সরবরাহপ্রাপ্ত ছিল এবং আমরা আমাদের অবস্থানগুলোতে গোলাবারুদ দ্রুত সরবরাহ করতে পারতাম। তবে খাদ্য ছিল বড় সমস্যা, যদিও চাহারকুলবা ঘাঁটিতে যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুজাহিদীনদের সংখ্যা কখনো ৫০০ এর বেশি ছিল না। আগুনের তীব্রতা কখনো কখনো দিনের বেলায় আমাদের খাওয়া দাওয়া করা বন্ধ করে

দিত—এবং এমনকি রাতে ও। কখনও কখনও আমরা সোভিয়েত ও দিরার ফেলে যাওয়া খাদ্য উদ্ধার করতাম। সোভিয়েতরা অনেক খাদ্য ফেলে যেত, বিশেষ করে রুটি। প্রায়ই আমাদের একমাত্র খাদ্য ছিল সোভিয়েত রুটি, যা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।

আমাদের আহতদের চিকিৎসার সমস্যা ছিল। আমাদের কাছে পাকিস্তানে ছোট কোর্স থেকে উত্তীর্ণ মেডিকেল স্টাফ ছিল যারা প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারত। সাধারণত আহতদের চিকিৎসার জন্য আমরা পাকিস্তানে পাঠাতাম। কিন্তু লড়াই চলাকালে আহতদের পাঠানো সম্ভব হয়নি। শত্রুর গোলাবর্ষণে গুলির ছোট টুকরো বের করা সম্ভব হয়নি, ফলে অনেক গুরুতর আহত মারা যায়। ওই সময় আমাদের ঘাঁটিতে কয়েকজন আরব ছিল। তারা জিহাদের পয়েন্ট পাওয়ার জন্য এবং লড়াই দেখতে এসেছিল। আমরা বলতাম, "তোমরা যদি মুসলিম হও, আমাদের আহতদের উদ্ধার করতে সাহায্য কর।" তারা তা অস্বীকার করত।

টাবিলস আক্রমণ ও ছত্রভঙ্গ ছাড়া আমরা মূলত প্রতিরক্ষা করছিলাম। সোভিয়েতরা শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তারা সমতলে ট্যাংক ও আর্টিলারি নিয়ে ছিল এবং খুব কম তাদের নিজের ইনফ্যান্ট্রি পাঠাত। তাদের ট্যাংক ও আর্টিলারি সমতল কালো করে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল হাজারো ট্যাংক আছে তাদের, কিন্তু তারা শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দিরার ইনফ্যান্ট্রি অধিকাংশ আক্রমণ ও মৃত্যুর কাজ করছিল। লড়াই দিরাকে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল যে তারা আর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারছিল না। অবশেষে, ৩৪ দিনের লড়াইয়ের পর, শত্রু ১১:০০ ঘণ্টায় লড়াই ছেড়ে সরে যায়। আগেও শত্রু আমাদের দখল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এত শক্তিশালী আক্রমণ বা এত দীর্ঘকাল থাকে নি।

আমরা ঘাঁটিতে প্রায় ৬০ জন মুজাহিদীন ও কমান্ডার নিহত হয়েছিলাম এবং ঘাঁটির আশেপাশের এলাকায় আরও অনেকজন। দিরা ও সোভিয়েতের ক্ষয়ক্ষতি অজানা, কিন্তু আমরা সবসময় শত্রুকে বিস্ময়কর হামলায় ধরতাম, তাই তাদের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের থেকে অনেক বেশি হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। দিরার ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যই সোভিয়েতের চেয়ে বেশি ছিল। আমি মনে করি শত্রু অবশেষে তাদের ক্ষয়ক্ষতির কারণে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে।

COMMENTARY:

সোভিয়েতরা ব্যাপকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত দিরা (DRA) ইনফ্যান্ট্রিকে ব্যবহার করেছিল এবং তাদের আর্টিলারি ও বিমান শক্তির মাধ্যমে সমর্থন দিয়েছিল। দিরা ইনফ্যান্ট্রি ছিল দুর্বল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত সজ্জিত, যার ফলে তাদের মনোবলও ছিল খুবই নিম্নমানের। "ছাড়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য" ইনফ্যান্ট্রি হিসেবে দিরা বাহিনীর ব্যবহার তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে কোনো ভূমিকা রাখেনি। দিরা বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নির্লিপ্ততার জন্য পরিচিত ছিল এবং প্রথম সুযোগেই তারা পালিয়ে যেত।

মুজাহিদীনদের প্রতিরক্ষা জেলাওর (Jelawor) দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, কিন্তু সোভিয়েতরা সম্ভবত যথেষ্ট চাপ দেয়নি এই দিক থেকে যাতে এটি বোঝা যেত। সোভিয়েত ও দিরার ট্যাকটিক্যাল গোয়েন্দা কার্যক্রম অপ্রতুল বলে মনে হয়।

৩৪ দিন ধরে লড়াই টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই ছেড়ে সরে যাওয়া সোভিয়েত/দিরার ইচ্ছাশক্তি আশ্চর্যজনক। দ্রুত লড়াই সমাপ্ত করার চেষ্টার অভাবে মুজাহিদীনদের সুবিধা বাড়ল এবং পরিস্থিতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হল মুজাহিদীনদের পক্ষে। অন্যদিকে, মুজাহিদীন প্রতিরোধের বিভক্ত প্রকৃতির কারণে চাহারকুলবা (Chaharqulba) মুজাহিদীনরা একাকী লড়াই করছিল, যেখানে তারা সোভিয়েত ও দিরার সম্পূর্ণ জোরের মুখোমুখি হচ্ছিল। বিভিন্ন মুজাহিদীন দলগুলোর মধ্যে সামরিক ও কৌশলগত সহযোগিতা ও সমন্বয় খুবই সীমিত ছিল। কন্দাহার অঞ্চলের মুজাহিদীনরা অন্য অঞ্চলের তুলনায় ভালো সহযোগিতা করত, কিন্তু এই দৃশ্যপটে দেখা যায় যে সহযোগিতাও এখনও সীমিত ছিল।

মুজাহিদীনরা সরে যাওয়া শত্রুকে দ্রুত তাড়া করত এবং তাবিলস (Ta'bils) আক্রমণ তাদের তাড়াহুড়ো এবং তৎপরতার ভালো উদাহরণ। কোনো বাহিনী যদি শক্তিশালী ও একীভূত রিয়ার গার্ড (পিছনে রক্ষা বাহিনী) প্রতিষ্ঠা না করে, তবে সরে যাওয়ার সময় তা অগোছালো হয়ে পড়ে এবং লড়াইয়ের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারে না। এই দ্রুত তাড়া করা শত্রুর প্রতি আগ্রাসন আফগানদের বৈশিষ্ট্য ছিল, যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই শতাব্দীর শুরুতে এবং আগেও দেখা গেছে।

ঘটনা- ১০

ZHAWAR ONE

by Lieutenant Omar and Mawlawi Nezamuddin Haqani

ঝাওয়ার ছিল পাকতিয়া প্রদেশে একটি মুজাহিদীন ঘাঁটি, যা পাকিস্তান সীমান্ত থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। ঝাওয়ার থেকে পাকিস্তানের প্রধান সামনের সরবরাহ ঘাঁটি মিরান শাহ পর্যন্ত একটি ১৫ কিলোমিটার সড়ক বিস্তৃত ছিল। শুরুতে ঝাওয়ার ছিল একটি মুজাহিদীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা পরে সরবরাহ, প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য একটি বড় মুজাহিদীন যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

ঘাঁটিটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদীনরা বুলডোজার ও বিস্ফোরক ব্যবহার করে সোডিয়াকি ঘার পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বমুখী ঢালে অন্তত ১১টি সুড়ঙ্গ খনন করে। এই বিশাল সুড়ঙ্গগুলো ৫০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এর ভেতরে ছিল একটি হোটেল, একটি মসজিদ, অস্ত্রাগার ও মেরামত কেন্দ্র, একটি গ্যারেজ, চিকিৎসা কেন্দ্র, রেডিও কেন্দ্র ও রান্নাঘর। এমনকি একটি জেনারেটরের মাধ্যমে সুড়ঙ্গগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো এবং হোটেলে ভিডিও প্লেয়ারও চালানো হতো!

এই অত্যাশ্চর্য ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল সাংবাদিক, কংগ্রেসম্যান এবং অন্যান্য "যুদ্ধ পর্যটকদের" জন্য একটি বাধ্যতামূলক ভ্রমণস্থল। তবে দেখা যায়, এই নির্মাণ কার্যক্রম প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা অবস্থান ও মাটির দুর্গ নির্মাণে ব্যাঘাত ঘটাত।

"ঝাওয়ার রেজিমেন্ট" নামে পরিচিত মুজাহিদীনদের একটি প্রায় ৫০০ সদস্যবিশিষ্ট দল স্থায়ীভাবে এখানে মোতায়েন ছিল। এই রেজিমেন্ট প্রধানত ওই অঞ্চলে লড়াইরত মোবাইল দলের জন্য সরবরাহ ও সহায়তার দায়িত্বে ছিল এবং অন্যান্য প্রদেশে ইসলামিক পার্টি (HIK) এর দলগুলোকে সমর্থন জোগাত। প্রধানত সরবরাহ দায়িত্বে থাকায় এই রেজিমেন্ট পুরোপুরি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত না হলেও একটি নির্ভরযোগ্য যুদ্ধশক্তি হিসেবে কাজ করত।

এই রেজিমেন্ট স্থানীয় প্রতিরক্ষা এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে খাদ (KHAD) এবং কেজিবি (KGB) এজেন্টদের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের দায়িত্বে ছিল। তারা রাস্তায় চেকপয়েন্ট বসিয়ে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করত। রেজিমেন্টের কাছে একটি সোভিয়েত D-30 ১২২ মিমি হাউইটজার কামান, দুইটি ট্যাংক (১৯৮৩ সালে বারি-র দিরা পোস্ট থেকে দখলকৃত), কিছু চীনা-নির্মিত ছয়-নল বিশিষ্ট BM-12 রকেট লঞ্চার এবং কিছু মেশিন গান ও ছোট অস্ত্র ছিল।

একটি মুজাহিদীন বিমান প্রতিরক্ষা কোম্পানি পাঁচটি ZPU-1 এবং চারটি ZPU-2 অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট হেভি মেশিন গান নিয়ে ঝাওয়ার ঘাঁটির প্রতিরক্ষা করত। এই বিমান প্রতিরক্ষা মেশিনগানগুলো ঘাঁটির চারপাশের উঁচু স্থানে বসানো ছিল। ঘাঁটির আশেপাশের প্রবেশপথগুলোর প্রতিরক্ষা অন্যান্য মুজাহিদীন দলের দায়িত্বে ছিল।

১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, গারদেজ থেকে দারা-ই-জায়ির মাধ্যমে ঘুরপথে খোস্তে আফগান সরকারপন্থী সেনাবাহিনীর (DRA) ১২তম পদাতিক ডিভিশনের কিছু ইউনিট পাঠানো হয়, যাদের সঙ্গে ছিল ৩৭তম এবং ৩৮তম কমান্ডো ব্রিগেডের কিছু অংশ। তারা সরাসরি সাটাকাদাও পাস দিয়ে যেতে পারেনি, কারণ ১৯৮১ সাল থেকেই সে পথ মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই বাহিনী খোস্তে অবস্থিত ২৫তম পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই মিশ্র বাহিনীর কমান্ডে ছিলেন শাহনওয়াজ তানাই। দারা বাহিনীগুলোর কাছে সম্পূর্ণ অস্ত্র ও সরঞ্জাম থাকলেও, অব্যাহত পলায়ন, নিরাপত্তা দায়িত্ব এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকায় তাদের ইউনিটগুলো সবসময়ই জনবলের ঘাটতিতে ভুগছিল। ফলে একক কোনো

রেজিমেন্ট বা ডিভিশন থেকে পূর্ণ শক্তির বাহিনী সংগ্রহ সম্ভব না হওয়ায় তারা "কৌশলগত আত্ম-ভক্ষণ" (tactical cannibalism) চালিয়ে বিভিন্ন ইউনিট থেকে সদস্য নিয়ে এই মিশনে একটি যৌগিক বাহিনী গঠন করেছিল।

সেই সেপ্টেম্বরের এক বিকেলে, ভারী কামান ও বিমান হামলার সহায়তায় দারা বাহিনী বারি এলাকায় (ঝাওয়ারের উত্তর-পূর্বে) একটি পদাতিক হামলা শুরু করে (নকশা ১১-১৩ - ঝাওয়ার ১)। ঝাওয়ার এই হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না, কারণ এর অনেক শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার, যেমন হাক্কানি, তখন হজ পালনের জন্য সৌদি আরবে ছিলেন। দারা বাহিনী বারি পুনর্দখল করে এবং ঝাওয়ারের দিকে অগ্রসর হয়। প্রতিক্রিয়ায় মুজাহিদীনরা প্রায় ৮০ জনের একটি দল মোঘুলগাই পর্বতমালার পূর্ব ঢালের রিজে অবস্থান নেয়, যা ঝাওয়ারের পূর্ব প্রাচীর হিসেবে কাজ করত। রাতে দারা বাহিনী পৌঁছে যায় এবং রাতের লড়াইয়ে তারা দুইটি এপিসি ও চারটি ট্রাক হারায়। একপর্যায়ে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং খোস্তে ফিরে যায়। এরপর কোচি গোষ্ঠীর মুজাহিদীন, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন মালাং কোচি, দাদমির কোচি এবং গোরবেজ মুজাহিদীন, বারি পুনরুদ্ধার করে।

এরপর দারা বাহিনী তাদের পরবর্তী আক্রমণ চালায় তানাই শহর থেকে। তারা মুজাহিদীনদের কাছ থেকে লেজি শহর পুনর্দখল করে এবং কমান্ডার মৌলভী আহমাদ গুলকে হত্যা করে। ৪ সেপ্টেম্বর, মুজাহিদিনের প্রধান কমান্ডাররা হজ থেকে পাকিস্তানে ফিরে এসে দ্রুত ঝাওয়ারের দিকে রওনা হন। লেজি থেকে মুজাহিদীনরা দক্ষিণে পিছু হটে যায় এবং ২০ জনের একটি দল মানায় কান্দাও পাসে অবস্থান নেয়।

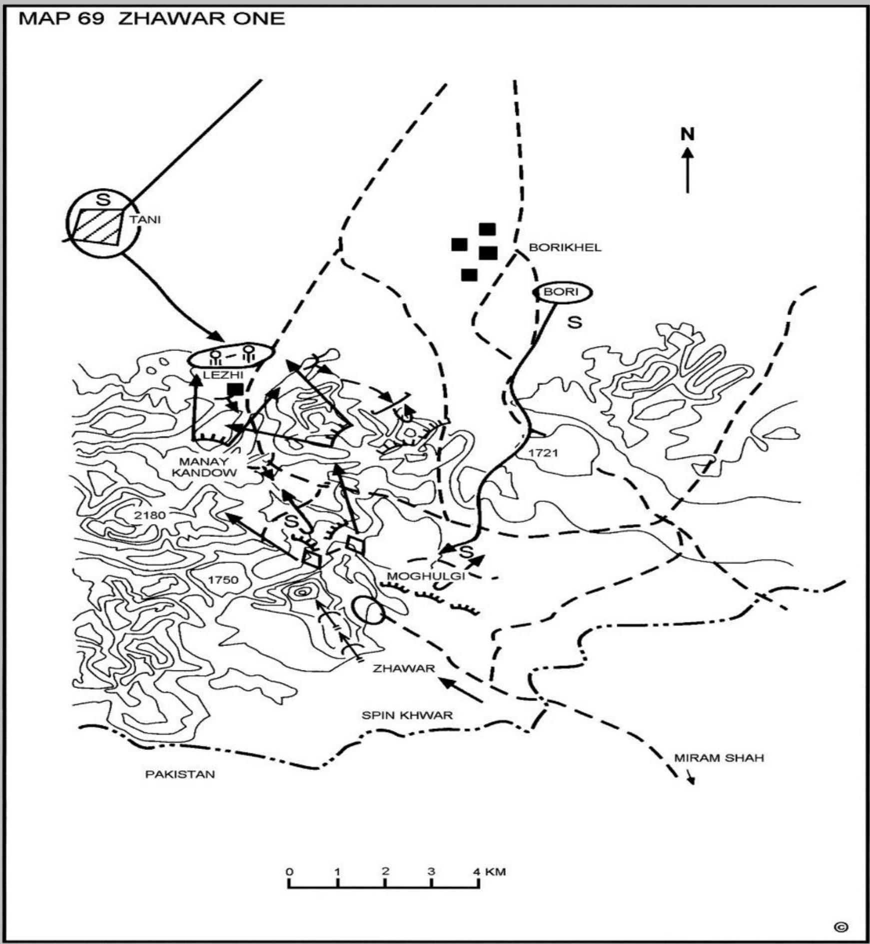
এই পাসটি একটি উঁচু পর্বত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার চূড়ায় পুরু পাথরের একটি স্তর রয়েছে। এই পাথরের নিচে একটি প্রাকৃতিক গুহা ছিল, যেটিকে মুজাহিদীনরা উন্নত করে। এই গুহায় গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলার সময় ২০ জন মুজাহিদীন আশ্রয় নিতে পারত। মুজাহিদীনরা এখানে যোগাযোগের খাল খনন করেছিল, যাতে তারা হামলা থেমে গেলে দ্রুত আগের যুদ্ধ অবস্থানে ফিরে যেতে পারে। তাদের অবস্থান থেকে তারা তানাই সমভূমি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এবং যেকোনো পদাতিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল।

দারা বাহিনী বারবার পাসে আক্রমণ চালায়, কিন্তু কোনো অগ্রগতি করতে পারে না। তারা আক্রমণ করত, মুজাহিদিনের প্রচণ্ড গুলির মুখে থেমে যেত। এরপর বিমান ও কামানের ভারী গোলাবর্ষণ হতো। আবার আক্রমণ, আবার ব্যর্থতা—এই চক্র চলতেই থাকল। ১০ দিন ধরে এই চেষ্টাতেও তারা কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি। এরপর তারা সোভিয়েত বিমান বাহিনীর ভারী হামলা চালায়। পর্বতের উপর পুরু পাথর দুলতে শুরু করে এবং মুজাহিদীনরা আশঙ্কা করে, এটি ধসে গুহা চাপা পড়তে পারে। তাই তারা পিছু হটে যায়। তারিখ ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

মুজাহিদীনরা পিছু হটলে, দারা বাহিনী উঁচু জায়গায় পর্যবেক্ষণ পোস্ট (OP) স্থাপন করে এবং বিমান ও কামান হামলার লক্ষ্য নির্ধারণ শুরু করে। এতে তারা কৌশলগত সুবিধা পায় এবং পদাতিক বাহিনী মানায় কান্দাও পাস পার হতে থাকে। পেছনের সারিতে থাকা মুজাহিদীনরা মেশিনগান দিয়ে এবং ZGU মেশিনগান দিয়ে বিমান লক্ষ্য করে দারুণ প্রতিরোধ করে। কিন্তু দারা বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে টর কামার এলাকাটি দখল করে।

টর কামার ঝাওয়ার ঘাঁটি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে এবং মেশিনগানের আওতার মধ্যেই পড়ে। দারা বাহিনী ধরে নেয়, মুজাহিদীনদের কোনো ভারী অস্ত্র নেই এবং তারা অসতর্কভাবে গাদা হয়ে অবস্থান নেয়। তখন মুজাহিদীনদের দুই সাবেক দারা ট্যাংক কমান্ডার আলম জাম ও মোহাম্মদ সালীম বিকালের দিকে সুড়ঙ্গ থেকে ট্যাংক বের করে উত্তরের দিকে গিয়ে যুদ্ধ অবস্থানে যায়। প্রথম গুলিতেই তারা একটি দারা পর্যবেক্ষণ পোস্ট ধ্বংস করে, যার ফলে কামানের নিরীক্ষণ যন্ত্র

ও সৈন্যরা উড়ে যায়। এরপর তারা দ্বিতীয় OP লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে সেটিও ধ্বংস করে। তারপর তারা দারা বাহিনীর সৈন্যদের উপর আগুন খুলে দেয়।



ধ্বংস হওয়া ডি.আর.এ (DRA) বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে "পাখির বিষ্ঠা" আকৃতির স্যাডলের (Bird Droppings Saddle) মধ্য দিয়ে তামবেরি ঘার (Tamberi Ghar) পর্বতের পূর্ব দিকে চলে যায়। মুজাহিদীনরা পাল্টা প্রতিরোধ করে সেখানে ব্লকিং পজিশন গঠন করে এবং পাঁচ দিন ধরে তা ধরে রাখে। এই পর্যায়ে হাজি আমানুল্লাহ খান ও ইসমাইল খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ডি.আর.এ. কমান্ডার জেনারেল তানাই (General Tani) তার কমান্ড পোস্ট (CP) স্থানান্তর করে মানায় কান্দাও (Manay Kandow) পাসে নিয়ে আসেন এবং আক্রমণ পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মুজাহিদীনরা অবস্থান ধরে রাখে। এই লড়াইয়ে মুজাহিদীনরা একটি হেলিকপ্টার গুলি করে ভূপাতিত করে, কিন্তু একই সঙ্গে একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার—মৌলভী ফাতুল্লাহ—কে হারান। পরে পাকিস্তান থেকে এবং দূরবর্তী জালালাবাদ ও উরগুন থেকেও মুজাহিদীন বাহিনী এসে পৌঁছায়। কমান্ডার মৌলভী আরসালা (Mawlawi Arsalah) আসেন। ডি.আর.এ বাহিনী ক্রমাগত জনবল ও রসদের সংকটে ভুগছিল, এবং ৪২ দিন যুদ্ধের পর জেনারেল তানাই রাতের অন্ধকারে বাহিনী সরিয়ে নেন এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন।

মুজাহিদীনদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ১০৬ জন শহীদ (KIA) এবং ৩২১ জন আহত (WIA)। ডি.আর.এ এবং সোভিয়েত বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি ছিল ভারী, তবে নির্দিষ্ট সংখ্যা অজানা, কারণ তারা তাদের নিহত ও আহতদের সরিয়ে নিয়ে যায়।

COMMENTARY:

ঝাওয়ার ছিল সীমান্ত অঞ্চলে মুজাহিদীনদের অজেয়তার প্রতীক। সোভিয়েত এবং ডি.আর.এ বাহিনী এই "অজেয়তা"র মিথ ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। মুজাহিদীনরা ঝাওয়ারকে দুর্গ মনে করে আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল এবং মৌলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো অবহেলা করেছিল। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ও মার্চ-এপ্রিল ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানের জন্য উপযুক্ত সময়, কারণ তখন আবহাওয়া সহনীয় এবং সড়ক শুষ্ক থাকে। ঐ বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর ছিল হজের সময়, আর ঐ এলাকার শীর্ষস্থানীয় নেতারা সবাই একসাথে হজ পালনে গিয়েছিলেন। ফলে যুদ্ধ শুরুর সময়ে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব অনুপস্থিত ছিল এবং অন্যান্য মুজাহিদীন কমান্ডারদেরই যুদ্ধের নেতৃত্ব নিতে হয়।

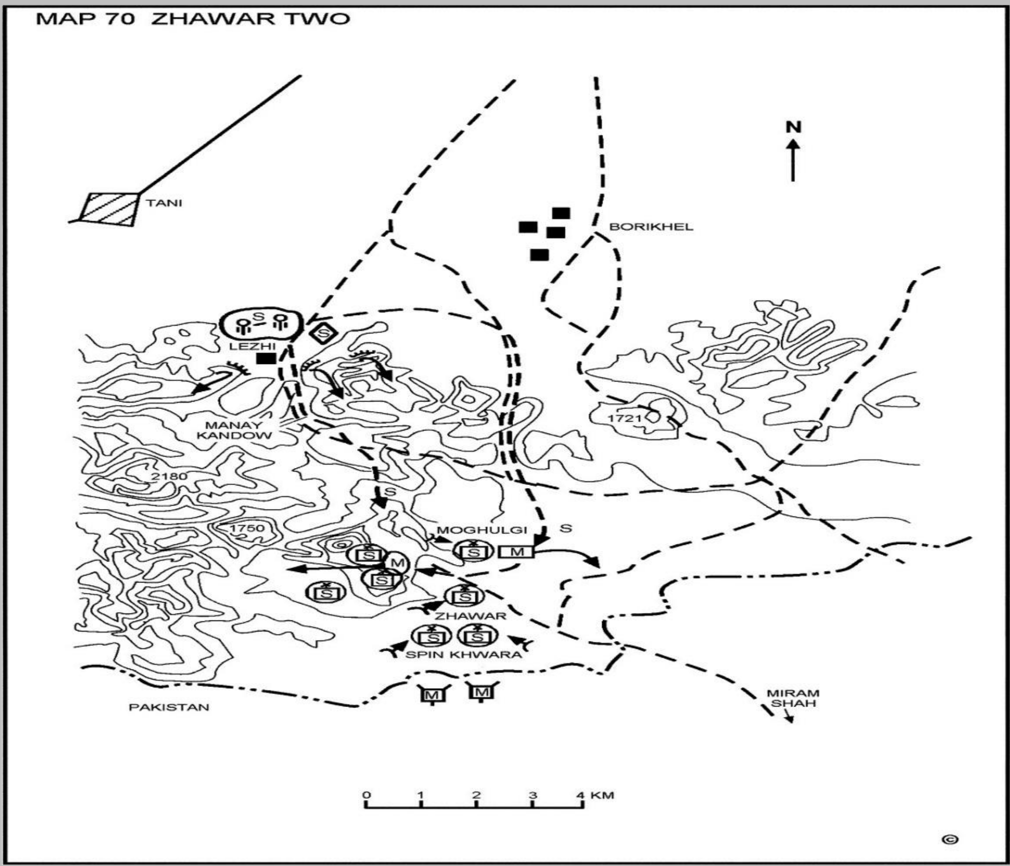
ঝাওয়ারের চারপাশে ফিল্ড ফোর্টিফিকেশন বা যুদ্ধ প্রতিরক্ষা কাঠামো উপেক্ষিত ও অসম্পূর্ণ ছিল। তবে মানায় কান্দাও পাসের মুখে চমৎকার প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান মুজাহিদীনদের কিছুটা সময় এনে দেয়, যার ফলে অন্যান্য প্রতিরক্ষাগুলো শক্তিশালী করার সুযোগ মেলে। মুজাহিদীনদের এই আত্মতুষ্টি অল্পের জন্য ঘাঁটি হারানোর কারণ হয়ে উঠতে পারত। শেষ মুহূর্তে মুজাহিদীন ট্যাংক বাহিনীর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিই ডি.আর.এ-র বিজয় ঠেকাতে সক্ষম হয়।

পুরো যুদ্ধ চলাকালে মুজাহিদীনরা পাকিস্তানের মিরান শাহ থেকে লোকবল ও রসদ সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল। ডি.আর.এ বাহিনী এই রুট বন্ধ করার জন্য ছিটানো মাইন (scatterable mines) বসানোর মতো কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, যা ছিল তাদের একটি বড় ভুল।

ঘটনা- ১১

ZHAWAR TWO

by Lieutenant Omar, Mawlawi Nezamuddin Haqani and Mawlawi Abdul-Rahman



১৯৮৬ সালের ২ এপ্রিল, মৌলভী নিজামুদ্দীন হাক্কানি জাদরান এলাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি দেখতে পান প্রায় ২০টি পরিবহন হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছে। তিনি ঝাওয়ারে অবস্থানরত কমান্ডারদের রেডিওবার্তায় সতর্ক করেন। তিনি ধারণা করেন, হেলিকপ্টারগুলো লেজি অথবা দরাকাই এলাকায় নামবে। কিছুক্ষণ পরে তিনি আরেকটি হেলিকপ্টার বহর দেখেন, যার মধ্যে ছিল ভারী পরিবহন হেলিকপ্টারও এবং সেগুলো জেট যুদ্ধবিমান দ্বারা প্রহরারত ছিল। তিনি আবারও ঝাওয়ারে এই তথ্য রেডিওতে জানান। সে সময় ঝাওয়ারে ৭০০-৮০০ জন মুজাহিদ যোদ্ধা এবং বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট অবস্থান করছিল। তবে ঘাঁটির প্রধান কমান্ডার জালালুদ্দিন হাক্কানি তখন পাকিস্তানের মিরানশাহে অবস্থান করছিলেন। মৌলভী হাক্কানি ব্যক্তিগতভাবে তাকেও এই বার্তা পাঠান, এবং জালালুদ্দিন হাক্কানি সঙ্গে সঙ্গে ঝাওয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সাধারণত সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনীর কৌশল ছিল, মুজাহিদীন ঘাঁটিতে বিমান হামলার মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসের পর, আকাশপথে সৈন্য নামিয়ে, কামান হামলা ও মাটির দিক থেকে অগ্রসর হয়ে ঘাঁটি দখল করা। এই বিমান হামলা মুজাহিদীনদের জন্য আগাম সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করত। কিন্তু এবার মুজাহিদীনরা সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত হয়। ডি.আর.এ-তে থাকা তাদের গোয়েন্দা উৎসও কোনো তথ্য দেয়নি। ডি.আর.এ-এর ৩৮তম কমান্ডো ব্রিগেডকে সাতটি পৃথক স্থানে হেলিকপ্টারে নামানো হয় ঝাওয়ারের চারপাশে। প্রথম ১৫টি হেলিকপ্টার সকাল ৭টায় স্পিন খোয়ারা সমভূমিতে নামে। অধিকাংশ হেলিকপ্টার ঝাওয়ারের পশ্চিমের উচ্চভূমিতে অবতরণ করে। মুজাহিদীনরা দুটি হেলিকপ্টার ধ্বংস করে। এরপরে সোভিয়েত জেটবিমানগুলো ঝাওয়ারের অবস্থানে বোমা ও গুলি বর্ষণ করে। মুজাহিদীনদের বিমান প্রতিরক্ষা এই বিমানের বিরুদ্ধে খুব একটা কার্যকর ছিল না।

এবার মুজাহিদীনরা প্রতিরক্ষার পরিবর্তে আক্রমণে যায়। তারা হেলিকপ্টার অবতরণ স্থানগুলোতে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে চারটি অবতরণ এলাকা পুনর্দখল করে এবং বহু ডি.আর.এ কমান্ডোকে আটক করে। পাকিস্তানের মিরানশাহ থেকে মুজাহিদীন বাহিনী এসে তাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। ফলে কমান্ডো বাহিনী দুই দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যায় এবং অধিকাংশ নিহত বা বন্দি হয়। দিনশেষে মুজাহিদীনরা ডি.আর.এ-এর ৩৮-তম ব্রিগেডের ৫৩০ জন কমান্ডোকে বন্দি করে।

এই সময় সোভিয়েত যুদ্ধবিমান স্মার্ট অস্ত্র দিয়ে ঝাওয়ারের সুড়ঙ্গগুলোতে আঘাত হানে। যেহেতু সুড়ঙ্গগুলো পাকিস্তানের দিক অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্বমুখী ছিল, তাই সোভিয়েত বিমানগুলো পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে আক্রমণ চালায়। প্রথম স্মার্ট মিসাইল একটি পশ্চিমের গুহায় আঘাত হেনে ১৮ জন মুজাহিদকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে। দ্বিতীয় মিসাইল আরেকটি গুহার মুখ ধসিয়ে দেয়, যাতে ১৫০ জন মুজাহিদ ভিতরে আটকা পড়ে। এটি ছিল রেডিও যোগাযোগের গুহা, যার দৈর্ঘ্য ছিল ১৫০ মিটার। সেই সময় জালালুদ্দিন হাক্কানি সদ্য মিরানশাহ থেকে ফিরে এসে ঐ গুহাতেই ছিলেন।

পরে সোভিয়েত বোমারু বিমানগুলো ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে, যা গুহার মুখ বন্ধ করা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেয়। ফলে আটকে পড়া মুজাহিদীনরা বের হতে সক্ষম হয়। উচ্চভূমিতে অবস্থানরত ডি.আর.এ-এর একটি কমান্ডো দল তিন দিন ধরে প্রতিরোধ করে, তারপর তারা পরাজিত হয়।

ডি.আর.এ বাহিনী লেজি এলাকাকে পুনরায় দখল করে এবং পরবর্তী ১০ দিন ধরে মানায় কান্দাও পাস দখলের জন্য লড়াই চালায়। মুজাহিদীনরা তাদের যোগাযোগ রক্ষার পথ ও খোস্ত বিমানঘাঁটিতে হামলা চালাতে থাকে। এবার, বিপরীত আগের যুদ্ধে, সোভিয়েত/ডি.আর.এ কামান ও বিমান হামলা রাতেও থামেনি—নিরবিচারে চলতে থাকে। রাতে ফ্লেয়ার (aerial flare) ব্যবহার করে আলো ফেলে গোলাবর্ষণ করা হয়। এই তীব্র গোলাবর্ষণ টানা ১২ দিন ধরে চলে।

পরবর্তীতে খোস্ত ও তানাই এলাকা থেকে আরও সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী এসে লেজি অভিযানকে শক্তিশালী করে। মুজাহিদীনরা পিছু হটে উচ্চ পর্বতমালায় চলে যায়। ডি.আর.এ বাহিনী মানায় কান্দাও হয়ে ঝাওয়ারের দিকে অগ্রসর হয়। একই সময়ে লেজি থেকে একটি বাহিনী পূর্বে মোঘুলগাই পর্বতের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে হিজব-ই-ইসলাম (HIH)-এর একটি রেজিমেন্ট ছিল, কিন্তু তারা কোনো যুদ্ধ না করেই পিছু হটে যায়।

এই সময়, জালালুদ্দিন হাক্কানি একটি বিমান আক্রমণে মাথা ও মুখে আঘাত পান। মুজাহিদীনদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তিনি মারা গেছেন। ফলে মুজাহিদীনরা ঝাওয়ার ছেড়ে পাহাড়ে সরে যায়, এবং ১২ দিনের লড়াই শেষে ডি.আর.এ বাহিনী ঝাওয়ারে প্রবেশ করে।

তবে তারা মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঝাওয়ার দখলে রাখতে পারে। এরমধ্যেই মুজাহিদীনরা পাকিস্তান সীমান্তে তাদের এমআরএল মোতায়েন করে ডি.আর.এ বাহিনীকে গুলি ছোড়ে। ডি.আর.এ তাড়াহুড়ো করে গুহা ধ্বংস করার চেষ্টা করে, এলাকা মাইন পুঁতে ফাঁদ পাতে, এবং বাতাস থেকে ফেলা প্রজ্বালিত বিস্ফোরক (butterfly bombs) ছড়িয়ে দেয়। এরপর তারা প্রচারমূলক ছবির জন্য কিছু ছবি তোলে এবং ঘাঁটি ত্যাগ করে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

পরদিন মুজাহিদীনরা ঝাওয়ারে ফিরে আসে। প্রথমে প্রবেশকারী মুজাহিদীনরা সিসমিক মাইনে (seismic mine) নিহত হয়। এরপর তারা মর্টার, বিএম১২ এবং মেশিনগান দিয়ে মাইনগুলো বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকে। তারপর তারা ধীরে ধীরে ম্যানুয়ালি মাইন অপসারণ শুরু করে।

মুজাহিদীনরা ঝাওয়ার থেকে অগ্রসর হয়ে লেজি এবং অন্যান্য এলাকা পুনরুদ্ধার করে। যেহেতু ডি.আর.এ বাহিনী মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঝাওয়ারে ছিল, তারা গুহাগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি, শুধু কিছু মুখ ধ্বংস করেছিল। গুহার ভিতরে সংরক্ষিত অস্ত্র এখনও ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় ছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে মুজাহিদীনরা শিক্ষা নেয়—তারা গুহাগুলোর মধ্যে সংযোগ সুড়ঙ্গ খনন শুরু করে। তারা গুহাগুলো পুনরায় খুলে, সংযোগ সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে এবং এগুলো ৪০০-৫০০ মিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে।

মুজাহিদদের ২৮১ জন শহীদ (KIA) এবং ৩৬৩ জন আহত (WIA) হয়। ডি.আর.এ ও সোভিয়েতদের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা জানা যায়নি, তবে মুজাহিদরা মাটিতে থাকা দুটি হেলিকপ্টার ধ্বংস করে, দুটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে এবং ডি.আর.এ-এর ৩৮তম কমান্ডো ব্রিগেডের ৫৩০ জন সৈন্যকে বন্দি করে। মুজাহিদদের পক্ষ থেকে একটি অস্থায়ী যুদ্ধ ট্রাইবুনাল (field tribunal) গঠন করা হয়। ইউনুস খালিস ও অন্যান্যরা বিচারক ছিলেন। তারা ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল কালান্দার শাহ এবং আরেকজন কর্নেলকে বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেন—যিনি ব্রিগেডের সঙ্গে থেকে কামান হামলা পরিচালনার জন্য এসেছিলেন। বন্দিদের মধ্যে আরও ৭৮ জন কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের বিভিন্ন যুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ স্বীকার করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং এরপর তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সৈনিকদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়, কারণ তারা জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল। এই ক্ষমার বিনিময়ে সৈনিকদের দুই বছরের শ্রমসেবা করতে বলা হয়। তারা এই সময় লজিস্টিক কাজ করে, পুনঃশিক্ষা গ্রহণ করে এবং দুই বছর পর মুক্তি পায়।

COMMENTARY:

হিজব-ই-ইসলাম (HIH) রেজিমেন্টের পশ্চাদপসরণ এবং হাক্কানির মৃত্যুর গুজব ডি.আর.এ বাহিনীর বিজয়ে বড় ভূমিকা রাখে। হাক্কানির অনুপস্থিতি শুধু মুজাহিদদের মনোবলেই আঘাত হানেনি, বরং যুদ্ধে তখনকার ক্ষীণ কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ডি.আর.এ বাহিনী মিরানশাহ রোডে কোনো প্রতিরোধ বাহিনী মোতায়েন করতে ব্যর্থ হয়—যদিও তারা জানত এই রাস্তায় মুজাহিদদের রসদ ও সেনা সরবরাহ চলছিল। অন্তত তারা এই রাস্তায় ছড়ানো মাইন (scatterable mines) বসাতে পারত, কিন্তু তারা সেই পথ উন্মুক্তই রেখে দেয়।

পাকিস্তান সীমান্তের নিকটবর্তী এই ভয়াবহ যুদ্ধে স্পষ্টত উদ্বিগ্ন ছিল এবং তারা reportedly মুজাহিদদের সীমান্তে পরিবহন করে এবং এম.আর.এল (MRL) সরবরাহ করে, যা দিয়ে মুজাহিদরা সীমান্ত পেরিয়ে ঝাওয়ারে গুলি চালায়। তবে মুজাহিদদের হেলিকপ্টার গানশিপ ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধবিমান প্রতিরোধের জন্য কার্যকর বিমান প্রতিরক্ষা ছিল না। তাদের হাতে কিছু ব্রিটিশ ব্লোপাইপ (Blowpipe) কাঁধে বহনযোগ্য বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছিল, তবে সেগুলো কার্যকর ছিল না। পাকিস্তান তাদের কিছু অফিসার যুদ্ধের সময় ঝাওয়ারে পাঠায় যাতে তারা ব্রিটিশ ব্লোপাইপ ব্যবহার করে হামলাকারী বিমানগুলো ভূপাতিত করতে পারে এবং মুজাহিদদের শেখাতে পারে কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু তারা একটি পাহাড় বেয়ে উঠে ১৩টি ব্লোপাইপ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেও কোনো লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয়নি। এক পর্যায়ে একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন ও তার একজন এনসিও (NCO) বিমান হামলায় মারাত্মক আহত হন।

ডি.আর.এ বাহিনী ঝাওয়ার পতনকে একটি বড় বিজয় হিসেবে উদযাপন করে, কিন্তু বাস্তবতা হলো—ঝাওয়ার আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে সচল হয়ে যায়।

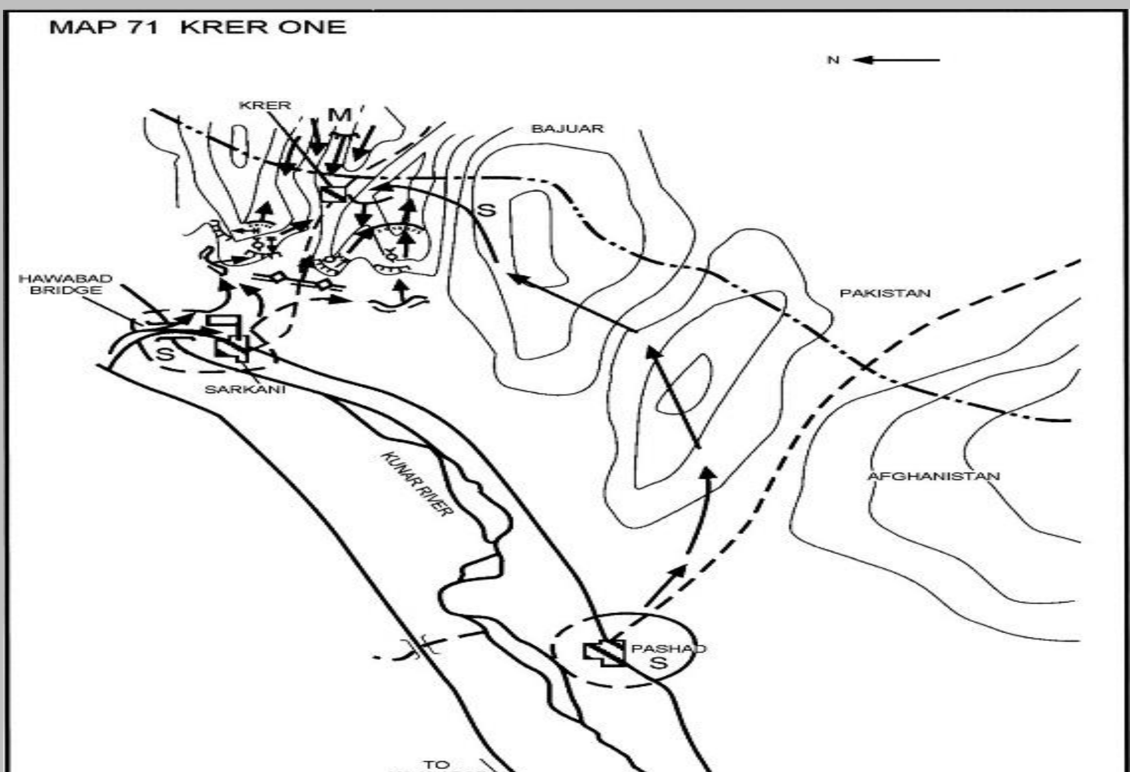
ঘটনা- ১২

KRER ONE

by Commander Assadullah

১৯৮৬ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ (DRA) বাহিনী পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত মুজাহিদদের ঘাঁটি ক্রের (Krer)-এর বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করে (মানচিত্র ১১-১৫ - ক্রের ১)। ক্রের, কুনার প্রদেশের সারকানি (Sarkani) জেলার কেন্দ্রের পূর্ব দিকে অবস্থিত। মুজাহিদরা পাহাড়ি উপত্যকায় দুটি ঘাঁটি পরিচালনা করত— "শহীদ আবদুল লতিফ" এবং "ফাতাহ"। এই ঘাঁটিগুলোর মাধ্যমে মুজাহিদরা পাকিস্তানের বাজাউর (Bajuar) এলাকায় সহজেই পৌঁছাতে পারত। এই ঘাঁটিগুলো সীমান্তবর্তী রসদ মজুদ কেন্দ্র এবং কুনার প্রদেশে সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার প্রস্তুতিস্থল হিসেবে কাজ করত।

আমার আসামা বিন যায়েদ রেজিমেন্ট (Asama Ben Zaid Regiment) এই দুটি ক্রের ঘাঁটি পাহারা দিত। রেজিমেন্টের সদস্যসংখ্যা পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী ওঠানামা করত। ঘাঁটিগুলোর কাছাকাছি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মুজাহিদ শিবির থাকার কারণে যেকোনো সময় খুব দ্রুত রেজিমেন্টে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানো সম্ভব হতো। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে, শত্রুর আক্রমণের আগে, আমার রেজিমেন্ট পর্যাপ্ত শক্তিতে ছিল না। পরে যুদ্ধে বাজাউর থেকে যখন সাহায্য আসে, তখন মুজাহিদদের সংখ্যা প্রায় ৪০০-এ পৌঁছায়।



আমরা অনেক আগেই বুঝতে পারি যে সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী আক্রমণের পরিকল্পনা করছে, কিন্তু কখন সেটা শুরু হবে তা নিশ্চিতভাবে জানতাম না। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, যখন আবহাওয়া এখনও ঠান্ডা ছিল এবং পাহাড়ের চূড়াগুলো তুষারে ঢাকা ছিল, তখন আমরা সারকানি দিক থেকে নাওআবাদ (Nawabad) সেতু পেরিয়ে শত্রুর অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত পাই। শত্রু তার গতিবিধি গোপন করতে বা ছদ্মবেশ ধারণ করতে কোনো চেষ্টাই করে না—বরং মনে হয় তারা ইচ্ছা করেই আমাদের নজরে পড়তে চায়। পরে আমরা জানতে পারি যে, এই শক্তি প্রদর্শন ছিল একটি প্রতারণামূলক কৌশলের অংশ, যার মাধ্যমে তারা আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিক থেকে হামলা চালায়—যেটি ছিল পাশাদ (Pashad) দিক থেকে, যা সারকানি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

আমরা পাশাদ দিক থেকে আক্রমণ আশা করিনি। আমরা সারকানি কেন্দ্রের মুখোমুখি উপত্যকার প্রবেশপথে শত্রুর হামলার জন্য প্রস্তুতি নিই এবং রেজিমেন্টের অধিকাংশ সৈন্য ওই দিকেই মোতায়েন করি। কারণ আমি ভেবেছিলাম, সেটিই ছিল ক্রেরের প্রধান প্রবেশপথ এবং শত্রু সেটি ব্যবহার করবে।

একটি মিশ্র সোভিয়েত/ডি.আর.এ (DRA) বাহিনী, স্থানীয় গাইডদের নেতৃত্বে, সারকানির উত্তর-পূর্বে নাওআবাদ (Nawabad) সেতু দিয়ে কুনার নদী অতিক্রম করে এবং বিকেলের শেষ দিকে আমার অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোর ওপর হামলা চালায় (মানচিত্র ১১-১৪ - ক্রের ১)। আমি ঠিক এই জায়গাতেই তাদের হামলা আশা করেছিলাম, এবং উপত্যকার প্রবেশপথে আমার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে শত্রু পায়ে হেঁটে আসা সেনা ও সাঁজোয়া যানগুলো তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। উভয় পক্ষই প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়। শত্রু যখন আমার বাহিনীকে ওই দিক থেকে ব্যস্ত রাখে, তখন পাশাদ (Pashad) দিক থেকে একটি বাহিনী পাহাড়ি পথ ধরে অগ্রসর হয়ে আমার বাহিনীকে ঘুরে পিছন থেকে আক্রমণ করে।

এই আক্রমণকারী দলটি সোভিয়েত পদাতিক (সম্ভবত স্পেতসনাজ ডিটাচমেন্ট) নিয়ে গঠিত ছিল এবং তারা চুপিসারে আমার বাহিনীর পেছনের অংশে পৌঁছে স্পিনা চোকা (Spina Tsoka) পর্বতের উঁচু অঞ্চল দখল করে নেয়। সেখান থেকে, সোভিয়েত দলটি আমাদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ চালায় এবং উপত্যকার উভয়টি মুজাহিদ ঘাঁটি দখল করে নেয়, যার মধ্যে ছিল আমাদের প্রধান রসদ ঘাঁটিও। পরদিন সকালে, আমরা আমাদের সব স্থাপনা হারাই এবং শত্রু বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি। শত্রুরা আমাদের অবস্থানগুলোতে পিছন দিকের উচ্চভূমি থেকে অবিরত গোলাবর্ষণ চালাতে থাকে।

আমি সীমান্ত পার হয়ে বাজাউরের শিবিরগুলো থেকে একটি মুজাহিদ বাহিনী সংগঠিত করি এবং শত্রুরা যখন ক্রের-এর জন্য লড়ছিল, তখন এই শক্তিবৃদ্ধি দলটি লড়াইরত প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সহায়তা করতে ক্রের-এর দিকে এগিয়ে আসে। আমার বাহিনী ভোরেই সীমান্তের দিকে রওনা হয় এবং গোপন পথে ক্রের-এ প্রবেশ করে, কারণ উচ্চভূমি দখল করে থাকায় শত্রু মূল রাস্তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

প্রায় দুপুরে, আমি ছয়জনের একটি দলের সঙ্গে চলছিলাম, তখন হঠাৎ একটি সোভিয়েত দলের মুখোমুখি হয়ে পড়ি। সম্ভবত তারা একটি কমান্ড গ্রুপ ছিল। আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করি এবং উভয় পক্ষই হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে এক তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ি। এই সংঘর্ষে আমরা একজন উচ্চপদস্থ সোভিয়েত অফিসারকে হত্যা করি। মনে হয়, এই ঘটনার ফলে সোভিয়েত বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। মুজাহিদ শক্তিবৃদ্ধি আসার কারণে সোভিয়েতদের অবস্থান পেছন দিক থেকে হুমকির মুখে পড়ে। এরপর উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন লড়াই শুরু হয়। বিকেল নাগাদ শত্রু বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে এবং সন্ধ্যার আগেই আমরা মুজাহিদরা উপত্যকা ও আমাদের ঘাঁটিগুলো পুনরুদ্ধার করি। যদিও ঘাঁটিগুলো শত্রুরা অনেকটাই ধ্বংস করে ফেলেছিল।

আমরা আমাদের রসদ ডিপোর এক খাদ্য সংরক্ষণ গুহায় একটি সোভিয়েত সেনাদলকে আটকে ফেলি। আমরা তাদের বের করে আনার চেষ্টা করি, কিন্তু তারা একে-৭৪ (AK-74) থেকে গুলি ছুড়ে আমাদের কয়েকজন মুজাহিদকে হত্যা ও আহত করে। অবশেষে, আমরা একটি আরপিজি (RPG) গুহায় ছুঁড়ে মারি এবং তারপর হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে শত্রুকে নিশ্চুপ করে দিই। পরদিন সকালে আমরা গুহায় কয়েকজন মৃত সোভিয়েত সেনার লাশ পাই। আমরা আমাদের নিহতদের দাফন করি এবং আহতদের সরিয়ে নিই। আমাদের মোট প্রায় ২৫% ক্ষয়ক্ষতি হয় (৩৩ জন শহীদ, ৪০ জন আহত)। আমি মনে করি, শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি আরও বেশি ছিল, কারণ আমরা প্রায় ৬০টি শত্রু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করি।

COMMENTARY:

শত্রু প্রথমে মুজাহিদদের মূল বাহিনীকে ঘাঁটি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তারপর পিছন দিক থেকে ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করে, যার ফলে তারা প্রতিরোধ ছাড়াই ঘাঁটিগুলো দখল করে ফেলে। এটি ছিল এক চমৎকার পরিকল্পনা এবং ছলনার মাধ্যমে অর্জিত বড়সড় সাফল্য। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী মুজাহিদদের শক্তিবৃদ্ধির পথ বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তারা পরবর্তীতে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সহজেই দখল করা এলাকাগুলো থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি পাঠানোর কারণে মুজাহিদরা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যেকোনো সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রে 'উদ্যোগ' ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের শুরুতে মুজাহিদরা সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী সে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেনি, এবং মুজাহিদদের রিজার্ভ বাহিনীর মাধ্যমে তা আবার ফিরে পায়— যা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করে।

গেরিলা যুদ্ধ এবং প্রচলিত যুদ্ধের মধ্যে এই দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই যে, দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে একটি রিজার্ভ বাহিনীর ব্যবহার পুরো যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে।

ঘটনা- ১৩

KRER TWO

by Commander Assadullah

১৯৮৭ সালের শেষদিকে, যখন সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান থেকে সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন তারা বেশ কিছু উচ্চ-প্রচারিত সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানগুলো ছিল তাদের প্রোপাগান্ডা অভিযানের অংশ, যার মাধ্যমে তারা দাবি করছিল যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের যেকোনো মুজাহিদীন বাহিনীকে যেকোনো স্থানে পরাজিত করতে সক্ষম। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, সোভিয়েতরা পাকতিয়া প্রদেশে অপারেশন ম্যাজিস্ট্রাল পরিচালনা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল "অচলযোগ্য" গারদেজ-খোস্ত মহাসড়ককে খোলা। একই সময়ে, সোভিয়েতরা প্রধান প্রধান সীমান্তবর্তী মুজাহিদীন ঘাঁটিগুলোতেও আক্রমণ করে।

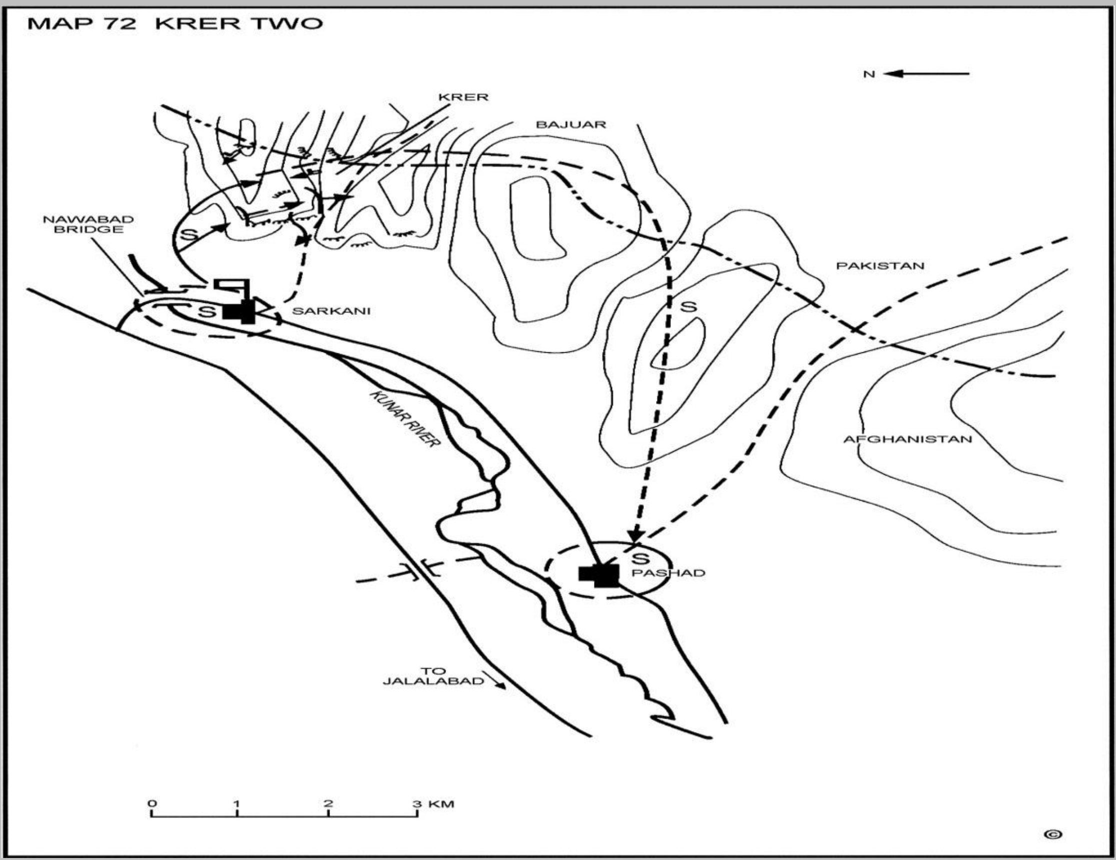
কুনার প্রদেশে, সোভিয়েত/ডি.আর.এ (DRA) বাহিনী ক্রের-এর মুজাহিদীন ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার লক্ষ্য স্থির করে। মনে হয়, তারা পাকিস্তান সীমান্তের কাছে স্পিনা চোকা পর্বত-এ একটি সীমান্ত নিরাপত্তা চৌকি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যাতে নাওয়া পাস, গঞ্জগাল এবং পাকিস্তানের অন্যান্য উপত্যকা থেকে সারকানি এবং শোনক্রাই, শালাই ও ওলাই উপত্যকাগুলোতে প্রবেশের একাধিক অনুপ্রবেশ পথ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে, আমি গোয়েন্দা তথ্য পাই যে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন ডি.আর.এ একটি বাহিনী ক্রের ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালাবে। তবে গোয়েন্দারা আক্রমণের নির্দিষ্ট সময় বলতে পারেনি। সেই সময়ে আমার রেজিমেন্টে মাত্র ১৭০ জন যোদ্ধা ছিল। আমি বিভিন্ন প্রত্যাশিত রুটে নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করি এবং পর্যবেক্ষণ ও টহল পরিচালনা করি। পূর্বের শত্রুর আচরণ বিশ্লেষণ করে আমি মনে করেছিলাম, তারা রাতে কোনো লড়াই বা অভিযান চালাবে না। আমি ধারণা করেছিলাম, তারা ভোর বা সকালবেলা আক্রমণ করবে এবং উপত্যকার পথ ব্যবহার করবে।

কিন্তু শত্রু আমাকে বিস্মিত করে। তারা রাতে অভিযান চালানো ও লড়াই করার কৌশল গ্রহণ করে এবং উপত্যকার রুট না নিয়ে পর্বতের উত্তর দিকের ফ্ল্যাঙ্ক ব্যবহার করে পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমার অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনকে পাশ কাটিয়ে পিছন থেকে ধ্বংস করে ফেলা (মানচিত্র ১১-১৬ - ক্রের ২)।

শত্রুর বাহিনী সারকানি থেকে রাতে দুইটি ভাগে অগ্রসর হয়। একটি বাহিনী মুজাহিদিনের "ফাতহা" ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যায়, আরেকটি বাহিনী আরও গভীরে গিয়ে আমার প্রতিরক্ষার পিছন ফ্ল্যাঙ্ক ঘুরে স্পিনা চোকা পর্বতের উচ্চভূমির দিকে ওঠার চেষ্টা করে।

"ফাতহা" ঘাঁটির দিকে যাওয়া কলামটি পূর্ব দিক থেকে পাহাড় বেয়ে উঠে আসে। সেখানকার একটি নিরাপত্তা চৌকিতে ১০-১২ জন মুজাহিদ ঘুমাচ্ছিল একটি তাঁবু ও একটি ছোট কুঁড়েঘরে। শত্রু সেনারা নিঃশব্দে পাহারাদারের কাছে গিয়ে তাকে শব্দ না করেই হত্যা করে। চৌকির বাকি মুজাহিদরা তখন গভীর ঘুমে ছিল এবং সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত হয়। শত্রুরা যখন তাদের হত্যা করতে থাকে, তখন কয়েকজন জেগে ওঠে এবং গোলাগুলি শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত "ফাতহা" ঘাঁটির সব মুজাহিদ যুদ্ধ করে শহীদ হন।



বন্দুকের গোলাগুলির শব্দে আমার অন্যান্য মুজাহিদীনরা সতর্ক হয়ে ওঠে। শত্রুর দ্বিতীয় কলামটি তখনো স্পিনা চোকা পর্বতের চূড়ায় পৌঁছায়নি। আমার মুজাহিদীনরা দ্রুত যুদ্ধের অবস্থান গ্রহণ করে এবং আগত শত্রুর ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। পুরো রাতজুড়ে তীব্র লড়াই চলে। শত্রু বাহিনী আমাদের অবস্থানের গভীরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু আমরা তাদের পশ্চাদপসরণের পথগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমরা আশা করছিলাম, শত্রু তাদের পশ্চাদপসরণ পথ পুনরায় খুলতে লড়াই করার সময় বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে, শত্রু কলামটি পর্বতের পথ ধরে সরাসরি প্যাশাদে চলে যায়, যা সারকানির দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমরা আশা করিনি যে শত্রু ওই দিকে সরে যাবে।

এদিকে, আমার মুজাহিদীনরা "ফাতহা" ঘাঁটিতে শত্রুর ওপর ভারী গোলাবর্ষণ চালিয়ে দেয়, যার ফলে শত্রুরা লড়াই করতে করতে সারকানির দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ভোরের আগেই শত্রুরা ক্রের ঘাঁটি থেকে সরে গিয়েছিল এবং তাদের মৃত ও আহত সৈন্যদের নিয়ে চলে যায়। মুজাহিদীনদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল ১৮ জন শহীদ এবং ২০ জন আহত (প্রায় ২৫% ক্ষয়ক্ষতি)।

COMMENTARY:

সোভিয়েত/ডি.আর.এ কমান্ডার তাদের বাহিনীর গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে ভাল কাজ করেছে। এই রুটিন ব্যবহার করে তিনি মুজাহিদীন কমান্ডারকে অবাক করে দেন, যদিও তাকে সতর্ক করা হয়েছিল। সোভিয়েত/ডি.আর.এ কমান্ডার জানতেন যে, মুজাহিদীনরা বিশ্বাস করে সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনী রাতে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক এবং পরিচিত ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাতে এগোয়। তাই তিনি অপ্রত্যাশিত পথে রাতে নীরবে অগ্রসর হন। এই কৌশল তাকে আক্রমণে সাফল্য এনে দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদীন পোস্ট প্রায় কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ধ্বংস করতে সাহায্য করে।

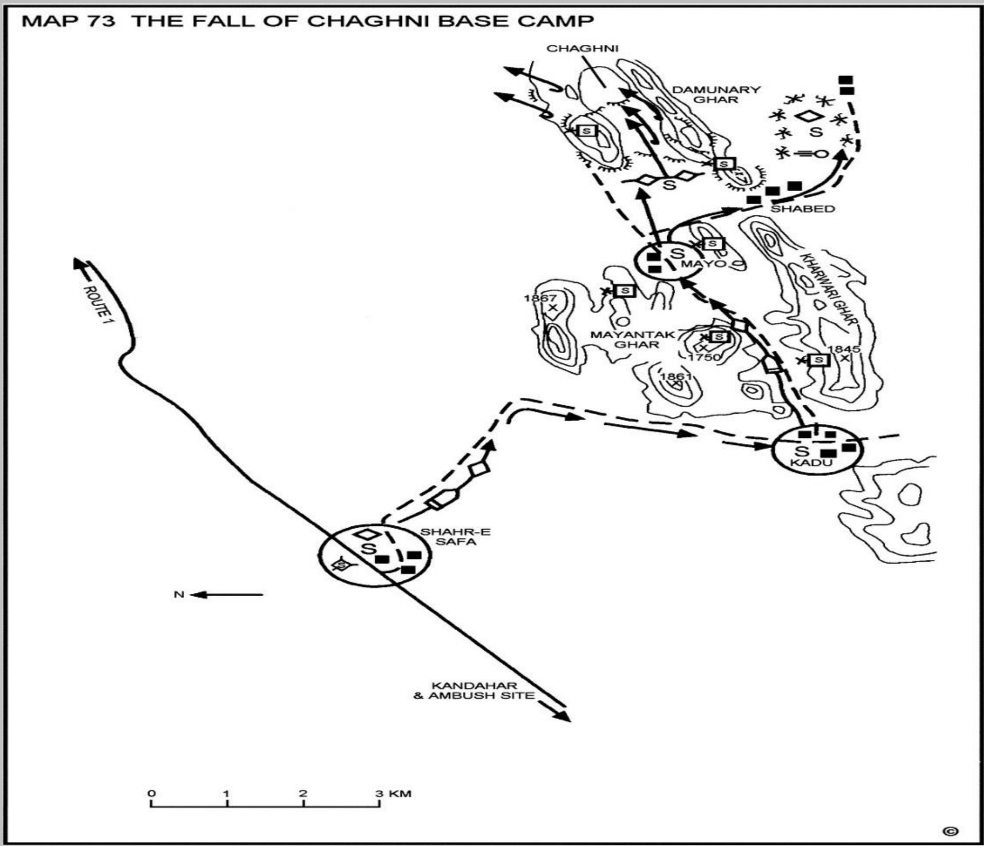
তবে, দুই কলামের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব তার আক্রমণকে আগে ফাঁস করে দেয় এবং দ্বিতীয় কলামের বিজয় হারিয়ে যায়। যদি দুই কলাম একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারত, তাহলে হয়তো আরো ভালো ফলাফল হত।

মুজাহিদীনরা যথেষ্ট সতর্কবার্তা পাওয়ার পরও ঘুমিয়ে ছিল কারণ তারা পূর্বধারণার কারণে এরকম ঘটনা প্রত্যাশা করেনি। সতর্ক হওয়ার পর তাদের প্রতিক্রিয়া প্রশংসনীয়, বিশেষ করে তারা শত্রুর স্বাভাবিক পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। সোভিয়েত/ডি.আর.এ কমান্ডারের পরিকল্পনায় প্যাশাদ পাহাড়ি পথ দিয়ে সরে যাওয়া ছিল কি না তা স্পষ্ট নয়, তবে এটি তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছিল। যদি মুজাহিদীনরা প্যাশাদ রুটটিও বন্ধ করে দেয়, তাহলে সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনী অনেক বড় সমস্যায় পড়তো এবং হয়তো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত।

ঘটনা- ১৪

THE FALL OF CHAGHNI BASE CAMP

by Commander Abdul Razek, Haji Pir Mohammad, and Amir Mohammad



চাঘনি ঘাঁটি শার-এ-সাফা জেলায় অবস্থিত, হাইওয়ে-১ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে—যা কাবুল থেকে কান্দাহার যাওয়ার প্রধান সড়ক। আমরা সাধারণত রাস্তার দক্ষিণ পাশে হামলা চালাতাম, কারণ শার-এ-সাফা থেকে কালাত পর্যন্ত উত্তর পাশটি উন্মুক্ত ছিল। একমাত্র এমন একটি স্থান ছিল যা হামলার জন্য অনুকূল—একটি ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা যেখানে শুকনো নদীর খাঁড়ি রাস্তার পাশে চলছিল। আমরা অনেক মুজাহিদীনকে ওই উঁচু ভূমিতে লুকিয়ে রাখতে পারতাম যারা রাস্তার ওপর নজর রাখত এবং শত্রুর সহযোদ্ধা যানবাহন নদীর খাঁড়ি পার হতে পারত না, কারণ শুকনো নদীর পাড়গুলো ছিল দড়ির মতো খাড়া দেয়াল। যদিও কোনো APC বা ট্যাংক পার হতে পারত না, তবুও আমরা রাস্তা এবং নদীর খাঁড়ির মধ্যে এলাকায় খনি স্থাপন করেছিলাম। শের আলিখান পর্বতের উঁচু ভূমি আমাদের পশ্চাদপসরণকে সুরক্ষা দিত। আরও, এলাকায় কোনো গ্রাম বা গ্রামবাসী ছিল না যারা শত্রুকে সতর্ক করতে পারত। আমরা ওই স্থানে স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থান তৈরি করেছিলাম এবং বারবার শত্রুকে এখানে ফাঁদে ফেলতাম, কিন্তু তারা সবসময় বিস্মিত হতো।

শত্রু কারভান সাধারণত দুপুরের পরামান্ন সময় আমাদের ফাঁদে পৌঁছাত কারণ তারা কাবুল থেকে সকাল ৮টায় রওনা দিত। শত্রু সাধারণত তাদের কারভানে ট্যাংক, BMP এবং APC নিয়ে আসত। আমরা সাধারণত ভারী অস্ত্রগুলি ভালো অবস্থানে উঁচুতে রাখতাম এবং ছোট অস্ত্রগুলো সামনের দিকে স্থাপন করতাম।

যেখানে আমরা হামলা চালাতাম, সেখানে একটি রাস্তা আমাদের এলাকাকে ছেদ করত। সেটি নদীর খাঁড়ি পার হতে হতো, এবং আমরা সেই রাসতাটিতেও নিরাপত্তার জন্য খনি রেখেছিলাম। শত্রু কারভানের সাধারণ প্রতিক্রিয়া হামলার সময় ছিল

রাস্তা থেকে উত্তরে সরে যাওয়া যাতে তারা আমাদের অস্ত্রের আওতার বাইরে চলে যায়। তারা কখনো আমাদের ওপর আক্রমণ চালাত না। তাদের ট্রাকগুলো জ্বলে ধ্বংস হয়ে যেত, পরিস্থিতি বিশৃঙ্খলতায় ভরে যেত এবং সবাই নিজের বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করত। কোনো সমন্বিত প্রতিক্রিয়া ছিল না। সুরক্ষা ট্যাংক এবং APCগুলি এলোমেলো গুলি চালাত, কিন্তু কখনো পা নামিয়ে সৈন্যকে সামনের দিকে পাঠাত না। তারপর শত্রুর বিমান এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং গুলি চালাত, কিন্তু তখন রাত হতে চলছিল। আমাদের দল এবং চাঘনি ঘাঁটি শত্রুর জন্য সত্যিই এক বালুকাময় কাঁটা ছিল।

ইসলাম দারা বর্ষে (অক্টোবর ১৯৮৬) শত্রুরা আমাদের চাঘনি ঘাঁটি দখল করেছিল। আমাদের কমান্ডার আবদুল রাজেক তখন ঘাঁটিতে ছিলেন না, তিনি কান্দাহার ও হেলমন্ডের অন্যান্য মুজাহিদীনদের সাথে পেশাওয়ারের সদর দফতর থেকে আসা প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ভোর ৪টায় শত্রু আলোকপ্রজ্বলন ফ্লেয়ার ছুঁড়েছিল যা এলাকাকে দিনের মতো আলোকিত করেছিল। চাঘনিতে সবাই ঘুমিয়ে ছিল, শুধু প্রহরীরা জাগ্রত ছিল। শত্রু বিমান এবং MRL দ্বারা বোমাবর্ষণ শুরু করে। ভোরে ৪৫টি হেলিকপ্টার চারটি অবতরণ স্থলে (LZ) সৈন্য নামায় (মানচিত্র ১১-১৭ - চাঘনি)। এই চারটি এলজিগুলো উঁচু ভূমিতে ছিল, যাতে তারা তাদের ট্যাংক এবং পায়ে সৈন্যদের আগ্রাসন সুরক্ষিত করতে পারে। যখন বিমান হামলা বাহিনী জানায় পথ পরিষ্কার, তখন ট্যাংক এবং মেকানাইজড পায়ে সৈন্যরা শার-এ-সাফা থেকে এগিয়ে আসে। তাদের আর্টিলারি এবং বিমান হামলা এত ভারী ছিল যে মনে হচ্ছিল কেউ বেঁচে নেই।

সোভিয়েতরা আগে থেকেই কান্দাহার থেকে শার-এ-সাফা চলে এসেছিল। এবার শত্রুর গ্রাউন্ড কলাম শার-এ-সাফা থেকে দক্ষিণে কাদুতে আসে, যেখানে তারা মায়ানতাক ঘর এবং খারওয়ারি ঘর পর্বতের মাঝে খাড়ায় পূর্ব দিকে ঘুরে যায়। ওই উচ্চ ভূমিতে অবতরণ বাহিনী তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল। শত্রুর চলাফেরা খুব ধীর ছিল কারণ তারা অপেক্ষা করছিল যতক্ষণ অবতরণ বাহিনী উচ্চ ভূমিতে চলে গিয়ে তাদের পথ নিরাপদ করবে। সকাল পর্যন্ত তারা কাদুতে পৌঁছায়। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কাদু থেকে আমাদের ঘাঁটি পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। খাড়ার শেষে মায়ু নামের গ্রাম ছিল। সেখানে তাদের কলাম ভাগ হয়। প্রধান অংশ পূর্ব দিকে ব্যান্ডাকি গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়।

আমাদের ঘাঁটি ছিল ব্যান্ডাকির পূর্ব দিকে, কাকি ঘর এবং দুমুনারাই ঘর পর্বতের মাঝে একটি স্যাডলে। আবার, ওই উচ্চ ভূমিতে অবতরণ বাহিনী তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল। তাদের কলামের অপর অংশ ছিল ফ্ল্যাংকিং টহলদল। তারা মায়ুতে দক্ষিণ দিকে মুড়ে শাহবেদ গ্রামের মধ্য দিয়ে দুমুনারাই ঘরের দক্ষিণে চলে যায় আমাদের পশ্চাদপসরণ বন্ধ করতে এবং আমাদের ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ চালাতে। তাদের ট্যাংক বিকালে আমাদের ঘাঁটিতে পৌঁছায়। যখন তারা আমাদের অবস্থানের কাছে আসছিল, তখন তারা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অবতরণ স্থল স্থাপন করে শুধু তাদের অগ্রযাত্রা নিরাপদ করতে নয়, উচ্চ ভূমি থেকে নিচে আক্রমণ করার জন্যও। হাজী পীর মোহাম্মদ হিল ১৭২২-এ একটি জিগু (ZGU) ব্যবহার করছিলেন। আমির মোহাম্মদ একটি হেলিকপ্টার লক্ষ্য করেছিল কিন্তু মিস করেছে। হেলিকপ্টারটি পাহাড়ের চূড়া পার হয়ে যায় যেখানে আবদুল ঘানি RPG নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আবদুল চিৎকার করে বললেন, “হেলিকপ্টার অবতরণ করছে, আমি তা ধ্বংস করব।” তিনি RPG থেকে গুলি ছুঁড়লেন। হেলিকপ্টারটির মধ্যে থেকে মাত্র চার-পাঁচ জন সৈন্য নামতে পেরেছিল যখন তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ওই হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ এক বছর ধরে সেখানে ছিল।

আমরা আমাদের সাতটি ৮২ মিমি রিকোয়েলেস রাইফেল, পাঁচটি ZGU-1 মেশিনগান, ছয়টি DShK মেশিনগান এবং অনেক RPG-৭-এর আগুনের ক্ষমতা সর্বোচ্চ করার জন্য আমাদের বাহিনী মোতায়েন করেছিলাম। আমাদের কিছু মর্টারও ছিল, কিন্তু আমরা মর্টার খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারতাম না। মর্টার স্থির লক্ষ্যবস্তুতে ভালো, কিন্তু চলন্ত লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহারে কঠিন। যুদ্ধের বেশিরভাগ অংশ ছিল তাদের বর্মবাহিত যানবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের রিকোয়েলেস রাইফেল এবং RPG-র লড়াই। তারা এত কাছে ছিল যে আমরা তাদের রাশিয়ান ভাষার আওয়াজ শুনতে পেতাম। তারা লাউডস্পিকার ব্যবহার করত আমাদের জমিয়ে ধরার আহ্বান জানাতে, বলত আমাদের অবস্থা অবিকল দুর্বল এবং আমরা মারা যাব।

তাদের আফগান ভাষা ছিল পুশতু। আমরা এই প্রচারগুলোর জবাবে আগুন ছুঁড়তাম এবং সাতটি ট্যাংক ও APC ধ্বংস করেছিলাম। আমরা একটি জেট বিমানও নামিয়ে ফেলেছিলাম, এবং তারা তাদের আগুন আরও তীব্র করে। তারা আমাদের ওপর হামলা চালানোর সময় তাদের অবস্থান লাল ধোঁয়া দিয়ে চিহ্নিত করত যাতে তাদের নিজস্ব বিমান তাদের ওপর হামলা না করে।

রাত নেমে এলে সবকিছু হয়ে গেল বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল, কারণ আমরা আমাদের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেউ জানত না সোভিয়েতরা কোথায় এবং মুজাহিদীনরা কোথায়। আমরা মুজাহিদীনরা রাত দুই থেকে তিনটা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলাম। তারপর, গোলাবারুদ শেষ হওয়ার পর আমরা উত্তর-পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে সরে পড়লাম। পীর মোহাম্মদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল যখন তিনি নিহত হন। পীর মোহাম্মদ তাঁর দেহ নিয়ে উঁচু ভূমিতে গিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে এলাকা ত্যাগ করলেন। ঘাঁটিতে মোট ২২০ জন মুজাহিদীন ছিল। আমাদের ২২ জন নিহত হয়েছিল—২১ জন আমাদের মুজাহিদীন এবং একজন অতিথি যিনি রাতে আমাদের ঘাঁটিতে ছিলেন। বাকি ১৯৮ জন বেঁচে উত্তর-পূর্ব দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন ঘাঁটি সোভিয়েতদের দখলে ছিল। তারা সেখানে ২৪ ঘণ্টা কাটিয়েছিল, লুটপাট করেছিল এবং যতটুকু পারত আমাদের স্থাপনা ধ্বংস করেছিল।

কমান্ডার রাজেক চাঘনি ত্যাগ করার আগে, তিনি রাস্তা অনুসন্ধানের জন্য দল পাঠিয়েছিলেন। তারা রিপোর্ট করেছিল যে কন্দাহার ও আর্ঘানদাবের রাস্তা বন্ধ। পরের রাতে আবার অনুসন্ধানী দল পাঠানো হয় এবং তারা রিপোর্ট করে রাস্তা এখনও বন্ধ। পরের দিন বিকেলে তিনি ট্রাক্টরে শার-এ-সাফায় গিয়ে পাহাড়ে উঠেন এবং আর্ঘানদাব উপত্যকা ধরে কন্দাহারের দিকে যান। সফরটি পাঁচ দিন সময় নেয়। কন্দাহারে পৌঁছে তিনি দেখতে পান বিমানবন্দর খুব ব্যস্ত, অনেক বিমান উড়ে আসছে ও যাচ্ছে। তাকে বলা হয় শত্রুর স্থল বাহিনীর টুকরা উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেছে। তখন তার যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। বিকেলের দিকে তিনি জানতে পারেন লড়াই তার ঘাঁটিতেই কেন্দ্রীভূত। তিনি কন্দাহারের অন্য ঘাঁটিতে গিয়ে মুজাহিদীন ও MRL সংগ্রহ করেন এবং তারপর একই পথ ধরে ফিরে আসেন। যখন তারা শার-এ-সাফায় পৌঁছান, তখন সোভিয়েতরা চলে গেছে। তিনি কন্দাহারের বাহিনী ফিরিয়ে দিয়ে চাঘনির দিকে যান। বেঁচে থাকা সবাই চলে গিয়েছিল, যারা রয়ে ছিল সবাই নিহত। সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। এলাকা মাইন ও ফাঁদে পরিপূর্ণ। ধীরে ধীরে বেঁচে থাকা মুজাহিদীন ফিরে আসে। কমান্ডার রাজেক সিদ্ধান্ত নেন এটা আর স্থায়ী ঘাঁটির জন্য নিরাপদ নয় এবং এটিকে মাত্র ৫০ জনের মোবাইল ঘাঁটিতে রূপান্তর করেন। মৃতদের দাফনের পাঁচ দিন পর আমরা ১৫০টি রকেট নিয়ে কন্দাহার বিমানবন্দরে প্রতিশোধ নিতে যাই।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর এক রাতে আমরা আমাদের রকেটগুলো কুশাবের কাছে (বিমানবন্দরের উত্তরে) গোপন আশ্রয় বা সেফ-হাউসে লুকিয়ে রাখি। এটা গোপন রাখতে হয়েছিল যাতে স্থানীয়রা না জানে। পরের রাতে আমরা ১৫০টি রকেট রিমোট-কন্ট্রোল দিয়ে বিমানবন্দরের দিকে সাজাই। রিমোট-কন্ট্রোল জরুরি ছিল, কারণ একবার গুলি করার পর খোলা জায়গায় থাকা অসম্ভব। প্রথম স্যাল্ভো রাতে ৫০টি রকেট নিক্ষেপ করে। তারপর বিমান এলোমেলোভাবে আঘাত হানতে শুরু করে। দ্বিতীয় স্যাল্ভো সূর্যোদয়ের সময় নিক্ষেপিত হয় এবং তৃতীয় স্যাল্ভো সকাল ৭টায় — প্রায় এক ঘণ্টা পরে। প্রতিটি স্যাল্ভোর পর বিমান এলোমেলো গুলি চালায়, কিন্তু এলাকায় কোনো মুজাহিদীন ছিল না। তৃতীয় স্যাল্ভোর পর শত্রু আর্মার্ড যানবাহন পাঠায় এবং এলাকাটি ঘিরে ফেলে। তারা পায়ে সৈন্য নামিয়ে তল্লাশি চালায় এবং ব্যবহৃত লঞ্চারগুলো পায়। অধিকাংশ সোভিয়েত বিমান ক্ষতি হয়েছে পার্ক করা বিমানগুলোতে রকেট আঘাতের কারণে, বিমান প্রতিরক্ষার কারণে নয়। আক্রমণে অনেক বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্টিংগার আগমনের আগে সোভিয়েত ও চীনা SA-7 গুলি খুব অকার্যকর ছিল। আমরা কন্দাহার অঞ্চলে SA-7 দিয়ে মাত্র দুইটি বিমান নামিয়েছি।

COMMENTARY:

চাঘনি এর উপর সোভিয়েত আগ্রাসন ধীর ছিল, কিন্তু তারা অবশেষে শিখতে শুরু করেছিল উচ্চ ভূমি দখল না করে স্থল বাহিনী অগ্রসর করা সম্ভব নয়। সম্ভবত সোভিয়েতদের কাছে ভাল গোয়েন্দা তথ্য ছিল। তবে তারা সব পালানোর পথ বন্ধ করতে পারেনি, তাই বেশিরভাগ মুজাহিদীন পালাতে সক্ষম হয়। মুজাহিদীন গোয়েন্দাগিরিতে কমতি ছিল এবং তারা বিস্মিত হয়েছিল। তবুও, ধীর সোভিয়েত অগ্রগতির কারণে মুজাহিদীনদের কাছে যথেষ্ট সময় ছিল শত্রুকে আঘাত করার বা তাদের ঘাঁটি ত্যাগ করার। তারা কম সতর্ক ছিল এবং সোভিয়েত অগ্রগতির বিরুদ্ধে তেমন আক্রমণাত্মক প্রতিরোধ দেখায়নি। মুজাহিদীনদের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা ছিল—এটি তাদের নেতার অনুপস্থিতি এবং কার্যকর কমান্ড চেইনের অভাব নির্দেশ করে। এছাড়াও, কমান্ডার মর্টার ক্রুদের চলন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার প্রশিক্ষণ দেননি।

CHAPTER COMMENTARY

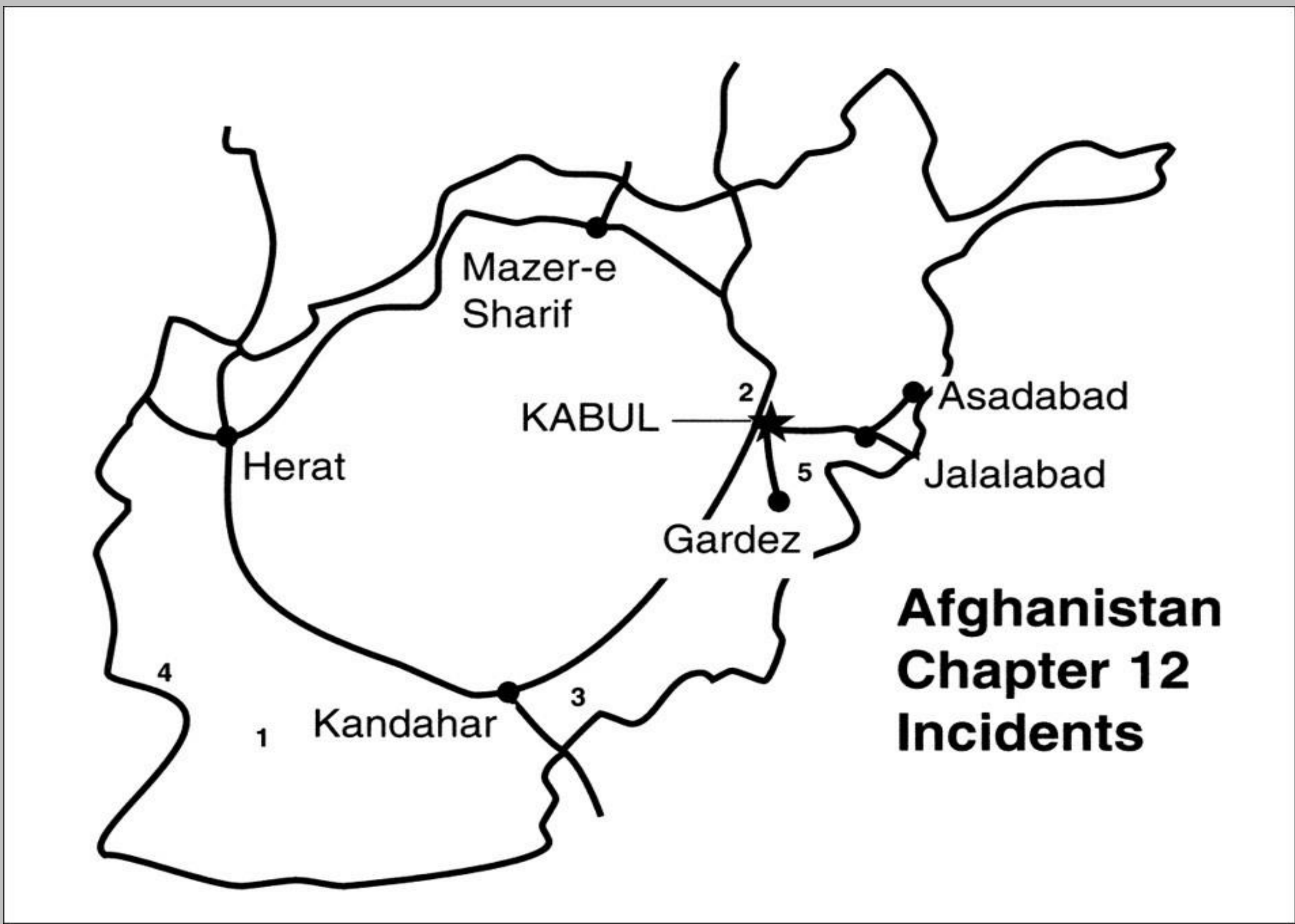
নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পাকিস্তান এবং ইরানে মুজাহিদীনের আশ্রয়গুলি তাদের বাহিনীর টিকে থাকার জন্য একেবারেই অপরিহার্য ছিল। পাকিস্তান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ বাহিরের বেশিরভাগ সাহায্য পাকিস্তানের মাধ্যমে আসত। এই নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলো মুজাহিদীনদের পরিবারগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার, পুনঃসরবরাহ করার, আহতদের চিকিৎসা করার, প্রশিক্ষণ দেওয়ার, যুদ্ধের লুটপাট বিক্রি করে তাদের পরিবারকে সমর্থন করার, বিশ্রাম নেওয়ার এবং কৌশলগত তথ্য ও গোয়েন্দা বিনিময়ের জায়গা দিয়েছিল। পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি ফরওয়ার্ড সাপ্লাই ডিপো সরবরাহ করত এবং মুজাহিদীনরাও তাদের প্রধান সাপ্লাই ডিপোগুলো অধিকাংশই পাকিস্তান সীমান্তের কাছে তৈরি করেছিল। এই মুজাহিদীনের প্রধান সাপ্লাই ডিপোগুলো সোভিয়েত ও ডি.আর.এএর (DRA) জন্য নিয়মিত লক্ষ্য ছিল। কিছু এলাকায় মুজাহিদীনরা ফরওয়ার্ড সাপ্লাই ডিপো তৈরি করেছিল এবং অধিকাংশ সরবরাহ সামনে সরানোর চেষ্টা করত। বিরোধপূর্ণ এলাকায় তারা তাদের ফরওয়ার্ড সাপ্লাই ডিপোগুলো স্থানান্তর করত যাতে সেগুলো ধরা না পড়ে। তবে প্রধান সাপ্লাই ডিপোগুলো স্থায়ী এবং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। গেরিলা যুদ্ধে এক মূলনীতি হলো, গেরিলাকে জায়গা দখল করে রাখা উচিত নয়। কিন্তু মুজাহিদীনের লজিস্টিক্সের কারণে তারা জায়গা দখল করতেই বাধ্য হত।
মুজাহিদীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারী ক্রু-সার্ভড অস্ত্রের উপর নির্মিত ছিল। গেরিলার জনপ্রিয় চিত্র হলো ছোট একটি দল ছোটো অস্ত্র বহন করে। বেশিরভাগ বিদ্রোহের শুরু এমনটাই হয়, কিন্তু সফল বিদ্রোহে ভারী অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ভারী অস্ত্র ও তাদের গোলাবারু দুরবহনযোগ্য হওয়ায় সমস্যা ছিল। মুজাহিদীনরা মাঠ কৌশলে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং এমন শেল্টার তৈরি করেছিল যা তীব্র বিমান ও আর্টিলারি হামলা থেকে তাদের রক্ষা করত। অন্যদিকে, পুরো যুদ্ধজুড়ে মুজাহিদীনরা বিমান ও আর্টিলারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে কষ্ট পেয়েছিল এবং বিশেষ করে প্রতিরক্ষার সময় কীভাবে টিকে থাকতে হয় তা শিখতে হয়েছে। ১৯৮৬ সালে স্টিঙ্গার মানববাহী বিমানবিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র চালু হওয়ার পর মুজাহিদীনের বিমান প্রতিরক্ষা উন্নত হয় এবং সোভিয়েতদের তাদের বিমান অপারেশন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হয় যাতে বিমান হারাতে না হয়।

মুজাহিদীনের প্রতিরক্ষার ওপর সোভিয়েতদের আক্রমণ প্রথমে ব্যাহত হয়েছিল তাদের রাতে লড়াই করার অনিচ্ছা, চলাচলের তুলনায় আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং তাদের armored যানবাহন থেকে দূরে কাজ করতে অপছন্দ করার কারণে। যুদ্ধ যত এগিয়েছিল, সোভিয়েতরা উন্নত হালকা পদাতিক বাহিনী গঠন করেছিল, বেশি রাতে লড়াই করতে শুরু করেছিল এবং বিমান হামলা ও স্থল যুদ্ধের কৌশলগুলো আরও দক্ষতার সঙ্গে একত্রিত করত। তবুও, পুরো যুদ্ধজুড়ে সোভিয়েতরা যথেষ্ট পদাতিক বাহিনীর অভাবে সমস্যায় পড়েছিল।

চ্যাপ্টার- ১২

COUNTERAMBUSH

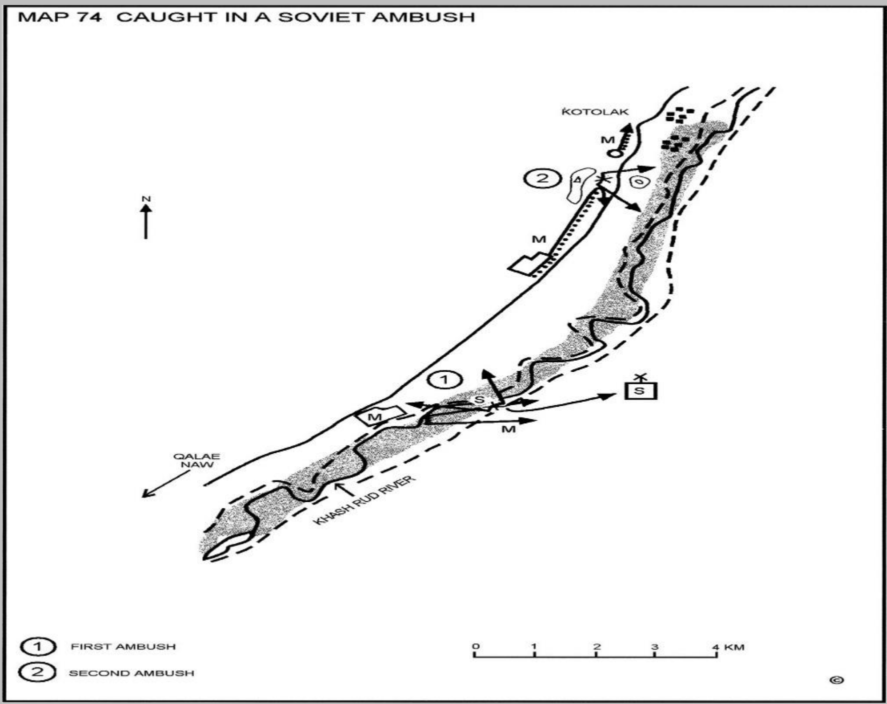
প্রতিবিম্ব অ্যামবুশ (কাউন্টারঅ্যামবুশ) হলো একটি ক্লান্তিকর এবং সময়সাপেক্ষ কাজ, যা রুট পরিকল্পনা, টহলদারি, সময়মতো গোয়েন্দা তথ্য, প্রতিরোধমূলক অনুশীলন এবং পাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনায় নিশ্চিত করতে হবে যে বিকল্প পথ ও ভ্রমণের সময় ব্যবহার করা হয়, সম্ভাব্য অমবুশের স্থানগুলি পরিস্কার করা হয় এবং চলাচল স্থানীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করা হয়। চলাচলের বিস্তারিত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং অ্যামবুশ প্রতিরোধে প্রতারণামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।



ঘটনা- ০১

CAUGHT IN A SOVIET AMBUSH

by Mawlawi Mohayddin Baloch



১৯৮৩ সালে, আমার বাহিনীকে সহায়তার জন্য আমাদের কাছে ছিল মাত্র একটি GMC পিকআপ ট্রাক। আমরা GMC পিকআপগুলোকে 'আহু' (হরিণ) বলতাম, কারণ এগুলো ছিল চতুর এবং চপল। তখন রমজান মাস ছিল এবং আমরা আমাদের ঘাঁটি কালায়-ই-নাও থেকে কোটালক যাওয়ার পথে ছিলাম যাতে কিছু গ্যাসোলিন নিতে পারি। গ্যাসোলিন পাওয়ার প্রধান উৎস ছিল সোভিয়েত সৈন্যরা, আমরা তাদের কাছ থেকে কিনতাম। গ্যাসোলিনের জন্য আমাদের সাক্ষাৎস্থল ছিল কোটালকের উত্তরে। আমরা দুপুর বেলা তাড়াতাড়ি রওনা দিয়েছিলাম এবং নদীর ধারে গাড়ি চালিয়ে মূল সড়ক এড়িয়ে চলছিলাম (মানচিত্র ১২-১ - কোটালক)। আমাদের ট্রাকে একজন কোচি ছিল, যিনি আমাদের ঘাঁটিতে এসেছিলেন এবং আমরা তাকে তার গ্রাম্য শিবিরে ফেরাতে যাচ্ছিলাম। যখন আমরা কোটালকের প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে পৌঁছলাম, তখন নদীর ধারে কোচিদের শিবির দেখলাম। আমরা থামলাম, যাত্রীকে নামানোর জন্য এবং অন্ধকার হওয়ার অপেক্ষা করার জন্য, কারণ আমরা তখন দেলরাম সোভিয়েত ঘাঁটির ৫০ কিলোমিটার এর মধ্যে ছিলাম এবং দিনের আলোতে আর বেশি এগোয়া উচিত ছিল না। আমরা দেখলাম কোচি শিবিরের পথে ৫০০-৬০০ মিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। কিছু লোক তাকে আটকিয়ে পাশের দিকে টেনে নিল। আমরা বুঝতে পারিনি কী ঘটছে এবং ভাবলাম এটি কোচিদের মধ্যে কোনো ঝগড়া। "কি হচ্ছে?" আমরা চেঁচিয়েছিলাম। তারা কোনো উত্তর দিল না, তাই আমরা কিছু গুলি আকাশে ছুঁড়লাম। কোচিকে ধরে নেওয়া লোকেরা বুঝল যে তারা ধরা পড়েছে এবং আমাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করল। আমরা প্রায় আধা ঘণ্টা পর্যন্ত গোলাবারুদ বিনিময় করলাম, তখন হেলিকপ্টারগুলো জঙ্গলের পেছনে অবতরণ করল। অন্য দল হেলিকপ্টারে উঠে চলে গেল। তখন বিকেল অবধি সময় ছিল।

আমরা ভুলবশত একটি সোভিয়েত অ্যামবুশ শুরু করেছিলাম। আমরা ছিলাম খাশ রুদ নদীর পশ্চিম তীরে এবং অ্যামবুশ বাহিনী ছিল নদীর পূর্ব তীরে। সোভিয়েতদের অ্যামবুশ সর্বদা ডি.আর.এএর চেয়ে বেশি পরিকল্পিত ও প্রস্তুত ছিল। সোভিয়েতরা রাতের বেলায় হেলিকপ্টার দ্বারা তাদের অ্যামবুশ দলকে পৌঁছে দিত এবং দলটি হেঁটে এমন স্থানে অবস্থান

নিত যাতে তাদের অ্যামবুশ ধরা না পড়ে। এই অ্যামবুশ দলটি সম্ভবত দেলরাম থেকে আসা এবং আগের রাতে তাদের জঙ্গলে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েতরা আমাদের যাত্রী কোচিকে দমন করেছিল এবং একইভাবে আগে আরেকজন কোচিকে হত্যা করেছিল। নদী পার হওয়ার যোগ্য ছিল, তাই হেলিকপ্টার যাওয়ার পর আমরা নদী পার হয়ে অ্যামবুশ স্থল পরিদর্শন করলাম। গ্রামবাসীরা দুটি নিহত কোচির মরদেহ পেয়েছিল। আমরা পশ্চিম পাশে ফিরে আসলাম, গাড়িতে উঠলাম এবং এখন রাত হওয়ায় কোটালকের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলাম।

কোটালকের প্রায় দুই কিলোমিটার দক্ষিণে সোভিয়েতরা পাহাড়ের মাঝে রাস্তার উপর আরেকটি অ্যামবুশ স্থাপন করেছিল। আমরা শত্রুর এলাকায় চলছিলাম এবং আমি পথটিকে বিপজ্জনক মনে করায় পাহাড়ের আগে থামলাম এবং আমার সাতজন সৈন্যকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তা দিয়ে অন্য পাশে গিয়ে অ্যামবুশ আছে কিনা তা দেখতে পাঠালাম। তারা কিছু না দেখলে আমরা গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যাব। ফলে গাড়িতে আটজন মুজাহিদীন ছিল—তিনজন ক্যাবে এবং পাঁচজন পিকআপের খাঁচায়। আমার সাতজন টহলদার পাহাড় পার হয়ে অ্যামবুশ খুঁজে দেখে সবকিছু পরিষ্কার জানিয়ে একটি সংকেত রকেট পাঠাল।

অ্যামবুশকারীরা আমার টহলদারদের বাধা না দিয়ে পেরিয়ে যেতে দিয়েছিল। রকেট দেখে আমরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ মনে হলো কেউ আমাদের ওপর আগুন দিয়েছে। আমরা একটি অ্যামবুশ হত্যার জোনে ছিলাম এবং চারপাশে গুলি বৃষ্টি হচ্ছিল। গাড়ির পিকআপ খাঁচায় দুইজন এবং ক্যাবে আমার পাশের একজন নিহত হলেন। চালক কাঁধে গুলিবিদ্ধ হল। এক চাকা ক্ষতিগ্রস্ত হল। চালক গাড়ি রিভার্সে চালিয়ে হত্যা এলাকা থেকে বের হতে চেষ্টা করল। গাড়ি একটি পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে এসে থামাল। আমার তিনজন নিহত এবং দুইজন আহত হয়েছিল। আমরা চাকা পরিবর্তন করে অন্ধকারে এলাকা ত্যাগ করলাম। আমার টহলদাররা কোটালকে চলতে থাকল। পরে তারা একে একে ঘাঁটিতে ফিরলো। যখন আমরা গাড়ি রিভার্স করছিলাম, তখন একজন মৃত মুজাহিদিনের লাশ গাড়ির পিকআপ থেকে পড়ে গেল। পরের দিন আমরা তার লাশ উদ্ধার করতে গিয়ে দেখলাম সেটি ফাঁদসহ ছিল। আমরা তার লাশের সাথে দড়ি বেঁধে কিছু দূর টেনে নিয়ে আসতে হয়েছিল, তারপর নিরাপদে তাকে সমাহিত করা সম্ভব হয়।

COMMENTARY:

প্রথম অ্যামবুশ স্থলে, সোভিয়েতরা পাশের পর্যবেক্ষকদের রাখত না, ফলে তারা স্থির গাড়িতে মুজাহিদীনদের দ্বারা অবাক হয়েছিল। এই ব্যর্থতা তাদের অ্যামবুশকে ব্যাহত করেছিল।

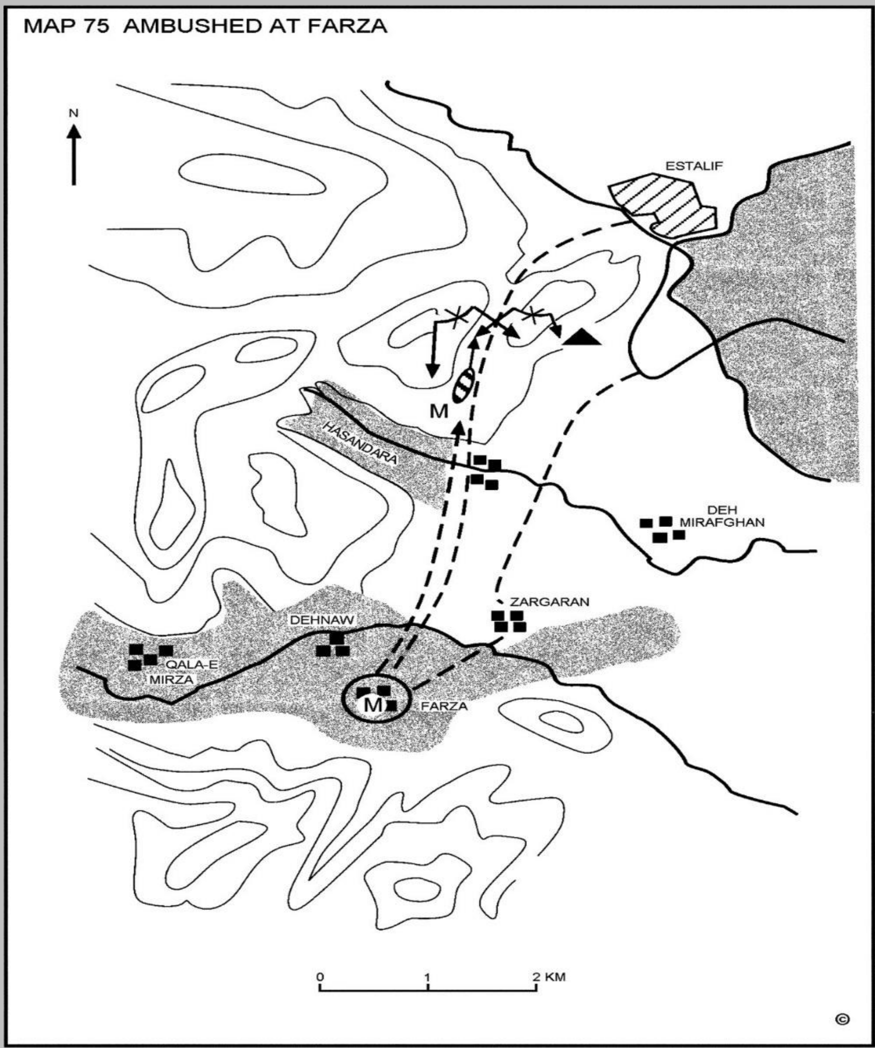
দ্বিতীয় অ্যামবুশ স্থলে, মুজাহিদীনদের টহলদাররা পাহাড়ের পাশে গিয়েছিল, সামরিক উচ্চভূমি বরাবর নয় যেখানে অ্যামবুশকারীরা থাকার কথা ছিল। অ্যামবুশকারীরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে টহলদারদের পাস করিয়ে দিয়ে গাড়ির দিকে মনোযোগ দিল। তবে সোভিয়েতরা গাড়িটিকে কার্যকরভাবে আটকাতে দিকনির্দেশিত বা কমান্ড-ডিটোনেটেড মাইন বা আরপিজি ব্যবহার করেনি। এছাড়া, অ্যামবুশ কমান্ডার মুজাহিদীনদের বাহিনীর আকার জানত না এবং আক্রমণের পরে তাদের অবস্থান ও অবস্থা জানার জন্য অনুসরণ করল না বা টহল পাঠায়নি।

প্রথম অ্যামবুশের পরে সোভিয়েতরা জানত যে মুজাহিদীনরা উত্তর দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে এবং স্পষ্ট ছিল সোভিয়েতরা সেই এলাকায় আছে। তবুও মুজাহিদীনরা অন্যান্য স্থানীয় মুজাহিদীন গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করল না যাতে সোভিয়েত ও ডি.আর.এ এর কার্যক্রম সম্পর্কে খবর জানা যায়। প্রতিরোধের ভাঙ্গনবদ্ধ প্রকৃতির কারণে কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য ছড়াতে পারেনি, যা হয়তো মুজাহিদীনদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারত।

ঘটনা- ০২

AMBUSHED AT FARZA

by Commander Sofi Lal Gul



১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে, আঞ্চলিক মুজাহিদীনরা স্থানীয় সমস্যাগুলো আলোচনা এবং সাধারণ কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি শুরা (স্থানীয় কাউন্সিল) আহ্বান করেছিল। সোফি রসূল এবং আমি ফারজা থেকে স্থানীয় মুজাহিদীন কমান্ডার হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। সভাটি আমাদের উত্তর দিকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এস্তালিফে অনুষ্ঠিত হতো। আমাদের সঙ্গে ছিল ২৮ জন মুজাহিদীন, যারা AK-৪৭ এবং দুইটি RPG-৭ নিয়ে সজ্জিত ছিল। আমাদের এলাকায় অবশ্যই কেউ ডি.আর.এ গোয়েন্দাদের জন্য কাজ করছিল, কারণ ডি.আর.এ আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং ফারজার কাছাকাছি পথে একটি অ্যামবুশ বসিয়ে রেখেছিল।

আমরা অন্ধকারেই ফারজা ত্যাগ করেছিলাম যাতে শত্রু আমাদের দেখতে না পারে। আমাদের পথ ছিল দুটি পাহাড়ের মধ্যে, যেখানে ডি.আর.এ এর একটি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যাটারির অবস্থান ছিল (মানচিত্র ১২-২ - ফারজা)। আমরা এস্তালিফের প্রায় অর্ধেক দূরত্বে 'ওতাক' নামক স্থানে পৌঁছেছিলাম, তখন শত্রু আমাদের চারপাশের পাহাড় থেকে গুলি চালানো শুরু করল। ডি.আর.এ বাহিনী রাতের বেলায় এই অ্যামবুশ স্থাপন করেছিল। নিঃসন্দেহে তারা আমাদের নির্দিষ্ট পথ সম্পর্কে জানত। আমরা হত্যা এলাকায় মাটিতে পড়ে ভালো লড়াইয়ের অবস্থান খুঁজে নিতে চেষ্টা করলাম। গুলিবর্ষণ তীব্র ছিল, আমরা সম্পূর্ণ

বিস্মিত ছিলাম এবং শত্রুর শক্তি ও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমাদের পাল্টা গুলি অকার্যকর এবং অনিয়ন্ত্রিত ছিল।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হলো, কিন্তু আমরা এখনও ধাক্কায় ছিলাম। আমার কোনো কমান্ড বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং আমার মানুষরা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছিল, লড়াই থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। শত্রুর গুলি এখনও প্রচুর ছিল। যুদ্ধের এক বিরতির সময়, আমি কয়েকজন মুজাহিদীনকে খালে লুকিয়ে থাকতে দেখলাম এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়ে পশ্চিমের পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলাম। মোট বারোজন মুজাহিদীন পশ্চিমের পাহাড়ি এলাকা ও উপত্যকায় নিরাপদে পৌঁছেছিল। আমি ও আরও দুইজন আহত হয়েছিলাম। আমরা উপত্যকায় লুকিয়ে ছিলাম যতক্ষণ না বিকেলে অ্যামবুশ বাহিনী চলে যায়। এরপর আমরা অ্যামবুশ স্থলে ফিরে গিয়ে দেখলাম আমাদের ১৮ জন সঙ্গী নিহত হয়েছে। তাদের কিছু মরদেহ শত্রু দ্বারা বিকৃত এবং বেশিরভাগের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা ছিল। বিকেলের শেষের দিকে আমরা তাদের লাশ সমাহিত করার জন্য সরিয়ে নিয়ে গেলাম। শত্রুর কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা তা আমি জানি না, তবে যুদ্ধ চলাকালীন আমি হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড়ে যাওয়া দেখেছি। সম্ভবত তারা মৃত ও আহতদের উদ্ধার করতে এসেছে।

COMMENTARY:

এই সফল ডি.আর.এ অ্যামবুশ মুজাহিদীন বাহিনীর উপর ৬০ শতাংশের বেশি লোকসান এনেছিল। সোভিয়েত/ডি.আর.এ স্থানীয় এজেন্ট ও গোপন তথ্যদাতাদের নিয়োগের মাধ্যমে আফগান গ্রামীণ অঞ্চলে তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছিল। প্রায়ই তথ্য সময়মতো পৌঁছাত না, তবে যখন পৌঁছাত, সোভিয়েত/ডি.আর.এ পরিকল্পনাকারীরা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাত। গোয়েন্দা ছিল সোভিয়েত/ডি.আর.এ অ্যামবুশ পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু এবং মুজাহিদীন কমান্ডারদের হত্যার চেষ্টা। সোভিয়েত/ডি.আর.এ সাধারণত শক্তিশালী তথ্যের ভিত্তিতে অ্যামবুশ চালাত এবং র‍্যান্ডম বা সাদামাটা সুযোগে অ্যামবুশ বসাত না।

যদি মুজাহিদীনরা মনে করত যে তারা নিরঙ্কুশ এলাকা দিয়ে যাচ্ছে, তারা প্রায়ই রুট সিকিউরিটি বা ফরওয়ার্ড ও ফ্ল্যাঙ্কিং টহল পাঠাতে ব্যর্থ হত। এই ট্যাকটিক্যাল নিরাপত্তার প্রতি অমনোযোগ ছিল তাদের এই ধারণা থেকে যে তারা পুরো গ্রাম্য এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডি.আর.এ/সোভিয়েত বাহিনী দীর্ঘ সময় লুকিয়ে থাকতে পারে না। এই অত আত্মবিশ্বাস মুজাহিদীনদের বড় মূল্য দিতে হয়েছে। সোভিয়েত/ডি.আর.এ এই আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে এমনকি মুজাহিদীন-নিয়ন্ত্রিত গভীর এলাকায়ও অ্যামবুশ বসিয়েছে।

অ্যামবুশ হলে, মুজাহিদীনদের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমস্যা হতো, যা পরিস্থিতি আরো খারাপ করতো এবং তাদের লোকসান বাড়াতো। মুজাহিদীন কমান্ডাররা প্রায়ই তাদের লোকদের প্রতিরোধমূলক অনুশীলন ও কাউন্টার-অ্যামবুশ কৌশল শেখাতো না। এই উদাহরণে, কমান্ডার তৎক্ষণাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল এবং তা ফিরে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। এটি মুজাহিদীনদের অত্যন্ত বড় লোকসানের একটি কারণ ছিল। এছাড়া, হত্যা এলাকার মাঝখানে প্রতিরক্ষা গড়া উচিত নয়। যদি কমান্ডারের একটি কাউন্টার-অ্যামবুশ যুদ্ধ কৌশল থাকতো যেখানে তার লোকেরা দ্রুত অ্যামবুশের মুখোমুখি আক্রমণ করতো, তাহলে হয়তো তার বাহিনীর আরও অনেকেই বেঁচে যেতে পারতো।

ঘটনা- ০৩

BLASTING OUT OF AN AMBUSH

by Amir Mohammad

১৯৮৫ সালের কথা। আমাদের কাছে একটি বড় ট্রাক ছিল, যার মাধ্যমে আমরা পাকিস্তান থেকে অস্ত্র, রকেট এবং গোলাবারুদ আমাদের ঘাঁটি, আরগানদাব নদীর উপত্যকায় নিয়ে যাচ্ছিলাম (কোনো মানচিত্র নেই)। আমরা চক্রাকারে পথ নিচ্ছিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা লোরার কাছে পৌঁছলাম, তখন আমরা একটি হেলিকপ্টার দেখতে পেলাম। আমরা একটি খোলা সমতলে ছিলাম, তাই লুকানোর কোনো জায়গা ছিল না। হেলিকপ্টারটি অবতরণ করল এবং সোভিয়েত সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে চারপাশে অবস্থান নিল। আমরা ট্রাক থামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রাকের চারপাশে অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল ১৩ জন মুজাহিদীন এবং সোভিয়েতদের সংখ্যা ছিল ১০-১২ জন। সোভিয়েতদের ছিল উন্নত অস্ত্র, অবস্থান এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সুবিধা। আমরা একে অপরের ওপর গুলি চালাতে শুরু করলাম। সোভিয়েতরা আমাদের দিকে আক্রমণ শুরু করল। চালক ভয় পেয়ে গ্যাসোলিন ভর্তি একটি জেরিক্যান নিয়ে ট্রাকে ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। সে আমাদের চিৎকার করে বলল ঢাকনো নেয়ার জন্য। সোভিয়েতদের ছোটো অস্ত্রের গুলির মধ্যেও আমরা দ্রুত নতুন ঢাকনো অবস্থানে ছুটে গেলাম। শীঘ্রই আগুন গোলাবারুদ এবং রকেট পর্যন্ত পৌঁছালো এবং ট্রাক ভয়াবহ শব্দে বিস্ফোরিত হল। রকেট ও গোলাগুলি ঠিকভাবে সাজানো ছিল না, বরং যেকোনো দিক থেকে ছড়িয়ে ছিল। ফলে রকেট এবং গুলি প্রতিটি সম্ভাব্য দিকে বিস্ফোরিত ও উড়ে বেড়াচ্ছিল। এটি ছিল চমকপ্রদ দৃশ্য। বিস্ফোরণ এবং উড়ন্ত গোলাগুলির কারণে সোভিয়েতরা ভয়ে তাদের হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়ালো এবং সেখান থেকে উড়ে গেল। হেলিকপ্টার চলে যাওয়ার পর এবং বিস্ফোরণ থেমে গেলে আমরা কাছাকাছি একটি গ্রামে হাঁটতে শুরু করলাম। উভয় পক্ষেই কোনো হতাহত হয়নি, কিন্তু আমরা একটি ভালো ট্রাক ও অনেক গোলাবারুদ হারালাম এবং আমাদের পায়ে হেঁটে ঘাঁটিতে ফিরে যেতে হল।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনরা ভাবছিল তারা নিরাপদ এলাকায় আছে এবং দিনের বেলায় গাড়ি চালাচ্ছিল। সাধারণত মুজাহিদীনদের ট্রাকগুলো রাতের বেলায় চলত। স্পষ্টতই সোভিয়েতরা ট্রাকটি ধরার চেষ্টা করছিল, কারণ তারা যদি ধরার চেষ্টা না করত, তবে তারা গাড়িটিকে গুলি করে আগুন লাগিয়ে মুজাহিদীনদের মতো একই বিস্ফোরণ ঘটাত।

ঘটনা- ০৪

CAUGHT IN A DRA AMBUSH

by Mawlawi Mohayddin Baloch

১৯৮৬ সালে, আমরা তিনটি পিকআপ ট্রাকে ইরান থেকে গোলাবারুদ নিয়ে আমাদের ঘাঁটিতে যাচ্ছিলাম। পিকআপ ট্রাকগুলোর পাঁচ কিলোমিটার সামনের দিকে দুইজন মোটরসাইকেল আরোহী টহল দিচ্ছিলেন। আমরা ইরানের সীমানার কাছে, শান্দে, হেলমন্ড হ্রদের কাছে ছিলাম। এক স্থানে দুটি পাহাড় রাস্তা সংকীর্ণ করে দিয়ে চলাচল সীমিত করেছিল। ডি.আর.এ সীমানা রক্ষীরা সেখানে একটি অ্যামবুশ স্থাপন করেছিল (কোনো মানচিত্র নেই)। আমাদের দুই মোটরসাইকেল আরোহী অ্যামবুশের জোন পার হয়ে গেলেন এবং ডি.আর.এ তাদের যেতে দিল। মোটরসাইকেল আরোহীরা অ্যামবুশ এলাকা পার হয়ে ডি.আর.এ বাহিনী দেখতে পেল। তারা তাদের মোটরসাইকেল থেকে নেমে পাশের একটি পাহাড়ে গিয়ে গুলি চালানোর অবস্থান গ্রহণ করল। আমাদের ট্রাকগুলো অ্যামবুশ এলাকায় প্রবেশ করল। মোটরসাইকেল আরোহীরা অ্যামবুশকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পিকআপ ট্রাকগুলোকে সতর্ক ও শত্রুদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল। ডি.আর.এ গুলি চালিয়ে মাঝের ট্রাকটিকে আঘাত করল। প্রথম পিকআপ ট্রাক অ্যামবুশ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে গেল, আর শেষের ট্রাকের মুজাহিদীনরা নামিয়ে এসে অ্যামবুশকারীদের ওপর আক্রমণ চালাল। ডি.আর.এ বাহিনী পালিয়ে গেল। আমাদের দুইজন মুজাহিদীন নিহত হয়েছিল এবং একটি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ডি.আর.এ'র কোনো হতাহত তথ্য পাওয়া যায়নি।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনরা যখন মনে করত যে তারা নিরাপদ এলাকায় আছে, তখন তারা দিনের বেলায় সরবরাহ স্থানান্তর করত। এই এলাকায় মুজাহিদীনরা নিরাপদ বোধ করছিল কারণ তারা দিনের আলোতে চলছিল। তবুও, তারা ফরওয়ার্ড টহল পাঠিয়েছিল অ্যামবুশ খোঁজার জন্য। তবে টহলদাররা মূলত রাস্তা বরাবর চলাচল করছিল এবং সম্ভাব্য অ্যামবুশ স্থানগুলো ভালো করে পরীক্ষা করছিল না। টহলদারদের সঙ্গে মূল বাহিনীর কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাই মোটরসাইকেল আরোহীরা যখন অ্যামবুশ সনাক্ত করল, তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে অন্যদের খবর দিতে পারেনি। ফলে মোটরসাইকেল আরোহীরা গুলি চালানো শুরু করলে দুইটি ট্রাক ইতোমধ্যেই অ্যামবুশ এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। তবুও ট্রাকগুলোর মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব ছিল, যার ফলে পুরো বাহিনী একই সময়ে অ্যামবুশ এলাকায় আটকা পড়েনি।

মুজাহিদীনরা তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব ও দৃঢ় সংকল্প দেখিয়েছিল দ্রুত অ্যামবুশকারীদের ওপর আক্রমণ করে তাদের স্থান থেকে বিতাড়িত করে দিয়ে। ডি.আর.এ নিয়ন্ত্রণ করছিল উচ্চ ভূমি এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত অবস্থান গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল। তাদের থাকা উচিত ছিল স্থির থেকে লড়াই করার, কিন্তু মুজাহিদীনদের দৃঢ়তার মুখে তারা পালিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আক্রমণই সম্ভবত মুজাহিদীনদের বহরকে রক্ষা করেছিল।

ঘটনা- ০৫

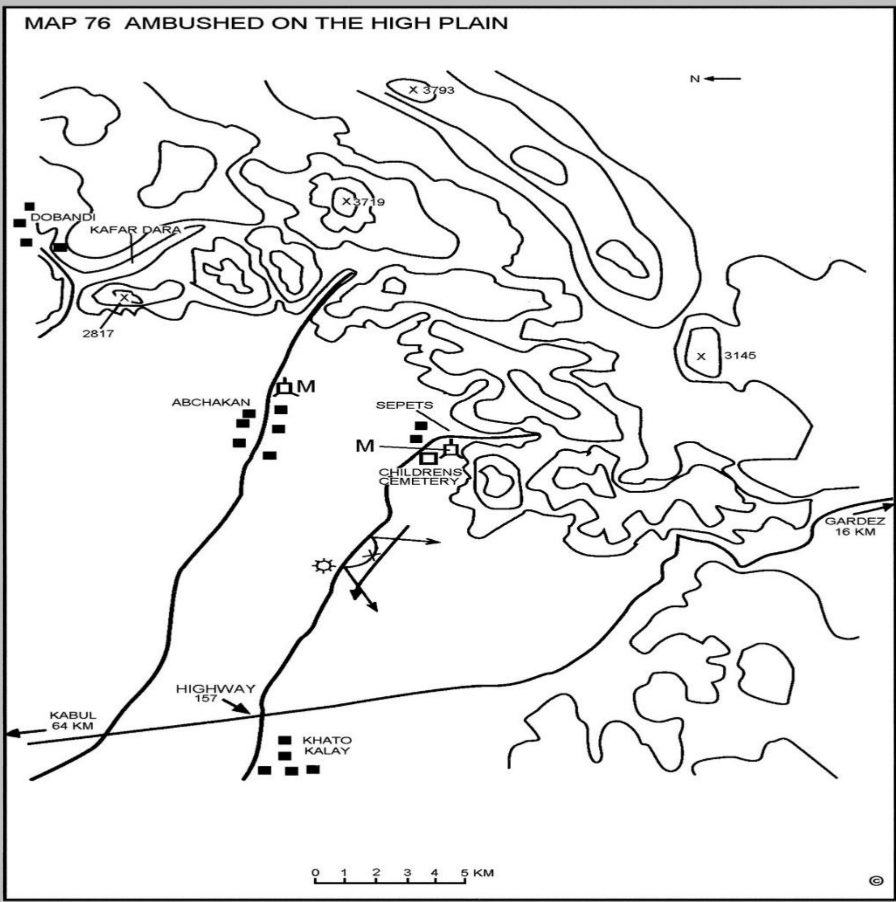
AMBUSHED ON THE HIGH PLAIN

by Commander Haji Aaquelshah Sahak

১৯৮৭ সালের মে মাসে, আমরা পাকিস্তানের পেশাওয়ার থেকে সরবরাহ সামগ্রী নিয়ে কাবুলের পশ্চিমে আমাদের ঘাঁটিতে যাচ্ছিলাম। আমরা পরাচিনার, পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের সীমানা পেরিয়ে পাকতিয়া প্রদেশের জাজি পর্যন্ত লগার রুট অনুসরণ করছিলাম। সেখান থেকে আমরা পাহাড়ি ক্যানিয়ন পেরিয়ে ডোবান্দি পৌঁছালাম। ডোবান্দির পর পাহাড় শেষ হয়ে গেল এবং আমাদের একটি বিস্তীর্ণ সমতল পার হতে হয়েছিল, তারপর আমাদের ঘাঁটির নিকটবর্তী পাহাড় পৌঁছাতে। আমরা অবশেষে ডোবান্দিতে পৌঁছে তিন দিন অবস্থান করলাম (মানচিত্র ১২-৩ - ডোবান্দি)। আমরা সেখানে অপেক্ষা করছিলাম যাতে আমি নিশ্চিত করতে পারি রাস্তা পরিষ্কার আছে কিনা, কারণ সোভিয়েতেরা আমাদের সরবরাহ পথে অ্যামবুশ বসাত। আমি ডোবান্দি থেকে কাফার দারা ক্যানিয়নে গিয়েছিলাম সোভিয়েত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। কাফার দারার মুজাহিদীনদেরও কোনো তথ্য ছিল না, তাই আমি সেপেটস গিয়েছিলাম, যেখানে HAR ও হিজব-ই-ইসলামির বেশ কয়েকটি মুজাহিদীন ঘাঁটি ছিল। এই মুজাহিদীনরা আমাদের জন্য দুটি গাইড দিয়েছিল—HAR-এর আখুনজাদা এবং মৌলভী নবাব। আমরা বিকেলের শেষের দিকে সমস্ত সরবরাহ সেপেটসে নিয়ে এসেছিলাম। গাইডসহ আমার সঙ্গে ছিল ৩১ জন মুজাহিদীন। আমি পরিকল্পনা করেছিলাম সামনের দিকে এগিয়ে রুট পরিষ্কার করা, গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানে ও সম্ভাব্য অ্যামবুশ স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তারপর সরবরাহ সামগ্রী এগিয়ে নেওয়া। আমি পদযাত্রার মাঝামাঝি অংশে ছিলাম।

আমরা সেপেটস থেকে খোলা সমতল পেরিয়েছিলাম। সেখানে একটি জায়গা আছে যাকে 'শিশুদের কবরস্থান' বলে, আমরা সেখানে থেমে বিকেলের নামাজ আদায় করেছিলাম। তখনো দিনের আলো ছিল, তাই আমরা যথেষ্ট দূরত্ব রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলছিলাম। এটি বিমান হামলা প্রতিরোধের জন্য সাবধানতা ছিল। আমি গাইড মৌলভী নবাবকে বলেছিলাম, যতক্ষণ না আমরা এই এলাকা পেরিয়ে গার্দেজ হাইওয়ে পৌঁছাই, ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতে। আমরা একটি ঝর্ণার স্রোত ধরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যা ৭:২০ মিনিটের সময়, সেপেটস ও খাটো কালয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় জল চাকা (ওয়াটার মিল) এর কাছে পৌঁছানোর সময় আমি আমার ঘড়ি দেখলাম, হয়তো সন্ধ্যার নামাজের সময় হয়েছে কিনা দেখতে। আমাদের দুই পাশে উচ্চভূমি ছিল। হঠাৎ করে সামনে থেকে মেশিনগান থেকে গুলি চালানো শুরু হলো। প্রথমে ভাবলাম আমাদের মুজাহিদীনরা গুলি করছে, কিন্তু তখন উত্তর দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। আমার মুজাহিদীনরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সোভিয়েতেরা ঝোপগুলোতে গুলি চালালেও মুজাহিদীনরা গুলি চালায়নি। সোভিয়েতেরা ধরে নিয়েছিল তারা সবাই নিহত করেছে এবং তারা নিজেদের অবস্থান থেকে উঠে পড়ল। আমি সোভিয়েতদের উঠে পড়তে দেখে চিৎকার করে বললাম "আল্লাহু আকবার" এবং আমরা গুলি চালানো শুরু করলাম। এতে দীর্ঘ সময় ধরে গোলাবারুদ বিনিময় চলল। আমার মুজাহিদীনরা এক লাইনে ছড়িয়ে ছিল এবং আমি ছিলাম ১৬তম। আমার পাশে দাদগুল ছিল, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জানতাম না সোভিয়েতেরা কোথায় আছে, ঠিক তেমনই তারা জানত না আমরা কোথায়। মাঝে মাঝে একে অপরের ওপর গুলি চালাতাম। প্রায় রাত ১০ টার সময় আমরা গোলার ধ্বনি শুনলাম—বর্মবাহী যানবাহনের ইঞ্জিন শব্দ যা আমাদের দিকে আসছিল। তারা উত্তরপশ্চিম থেকে পুল-ই-আলামের দিকে এগুচ্ছিল। আমাদের সহায়তার জন্য মমুর আবদুল আলী সেপেটস থেকে রকেট নিক্ষেপ শুরু করল। একটি রকেট আমাদের কাছে আঘাত করল, পরেরটি সামনের দিকে গিয়েছিল, পঞ্চমটি শত্রুর স্তম্ভে আঘাত হানে। এতে শত্রুর স্তম্ভ ধীর হয়ে গেল। আখুনজাদা ও তার ঘাঁটি থেকেও শত্রুর স্তম্ভের ওপর রকেট নিক্ষেপ শুরু করল। আমি আমার মুজাহিদীনদের নির্দেশ দিলাম আচ্ছাকানের কাছে পাহাড়ে ফিরে যাওয়ার এবং তারপর সেপেটসের দক্ষিণে পাহাড়ি উপত্যকায় যেখানে মুজাহিদীন ঘাঁটিগুলো ছিল, সেখান থেকে চলার জন্য। আমরা আখুনজাদার ঘাঁটিতে রাত ২ টায় পৌঁছলাম। আমার ১৬ জন মুজাহিদীন ছিল না—তারা যারা আমার সামনে ছিল পদযাত্রায়। পরের দিন সকাল ১০ টায় আমরা এগিয়ে গিয়ে আহত মোহাম্মদায় এবং আমার

RPG-৭ চালক যিনি নিহত হয়েছিলেন, তাকে পেলাম। বাকি মুজাহিদীনরা লগারের দিকে গিয়েছিল। আমি জানি না সোভিয়েতদের ক্ষতি কত ছিল, তবে খবর ছিল তাদের কিছু হতাহত হয়েছিল। সোভিয়েতরা সেই নির্দিষ্ট অ্যামবুশ স্থান আর ব্যবহার করেনি।



COMMENTARY:

সোভিয়েত অ্যামবুশ দল সম্ভবত কাবুলে স্থাপিত ১০৮তম মোটরাইজড রাইফেল ডিভিশন অথবা ১০৩তম এয়ারবর্ন ডিভিশন থেকে এসেছিল। গার্দেজে অবস্থিত ৫৬তম এয়ার অ্যাসল্ট ব্রিগেড অ্যামবুশ স্থানের কাছে ছিল, কিন্তু উদ্ধারকারী দল কাবুল দিক থেকে এসেছে। সোভিয়েতদের অ্যামবুশ সাইট ভালভাবে পরিকল্পিত ছিল না। হত্যা এলাকা ঘিরে সিল করার কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। গুলির পথ পরিষ্কার করা হয়নি, নিশান অবস্থানকারী কুঁড়িগুলো স্থাপন করা হয়নি, দিকনির্দেশমূলক মাইন ব্যবহার করা হয়নি এবং হত্যা এলাকায় কোনো পরোক্ষ গুলি নিক্ষেপ পরিকল্পিত হয়নি। অ্যামবুশ শুরু হয়েছিল একজন একক বন্দুকধারীর গুলির মাধ্যমে, পুরো অ্যামবুশ কমান্ডারের দ্বারা সংগঠিত বড় হামলা ছিল না। সোভিয়েত কমান্ডার সম্ভবত জানতেন না যে তার সামনে দীর্ঘ লম্বা ছড়ানো মুজাহিদীনদের একটি কুন্ডলী চলছে, যা গুলির ভিড় তৈরি করতে পারে না। রাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদীনরা যোগাযোগ ছিন্ন করেনি, এবং তখন অ্যামবুশ কমান্ডার বুঝতে পারেন যে তার সামনে একটি বড় বাহিনী রয়েছে এবং তিনি তাকে উদ্ধার করার জন্য বর্মবাহী বাহিনী পাঠাতে নির্দেশ দেন।

মুজাহিদীনদের চলাফেরার পরিকল্পনা প্রশংসনীয় ছিল। কমান্ডার তার সরবরাহ সামগ্রী ঝুঁকিতে ফেলা থেকে বিরত ছিলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি পথ পরিষ্কার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। তিনি অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য এবং ট্যাকটিক্যাল গোয়েন্দা সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি খোলা মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগিয়েছিলেন যাতে তাঁরা আকাশ থেকে লক্ষ্যবস্তু না হন এবং নিজেকে সবচেয়ে ভাল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পদযাত্রার মাঝামাঝি অংশে ছিলেন। তবে তিনি নিম্নমানের নম্বর পেয়েছেন কারণ গাইডকে অনুসরণ করে একটি ঝর্নার খাঁড়ির মধ্যে

নেমে যান, অথচ উচ্চভূমি পরিস্কার করার জন্য ফ্ল্যাঙ্কার পাঠাননি। কিন্তু যখন তার বাহিনী আক্রমণের মুখে পড়ে, কমান্ডার বুঝতে পারেন তার কুন্ডলী তখনও অবিলম্বে ধ্বংসের মধ্যে নেই এবং তিনি পাল্টা গুলি বন্ধ করে দেন। এর ফলে তার লোকেরা বুঝতে পারে তাদের অ্যামবুশকারীরা কোথায় এবং তাদের অবস্থান থেকে বের করে আনে। কমান্ডার উত্তরপূর্ব দিকে পালানোর নির্দেশ দেন এবং পরে পাহাড়ের নিরাপদ এলাকায় দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, যা আবার পুরোনো পথে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য নতুন অ্যামবুশ এড়িয়ে চলা এবং উদ্ধারকারী বাহিনীকে সেপেটস এলাকায় আকৃষ্ট না করার জন্য ছিল।

CHAPTER COMMENTARY

সফল কাউন্টার-অ্যামবুশ (Counterambush) একটি সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়ার ফল, যার মধ্যে থাকে সতর্ক পরিকল্পনা, যুদ্ধ অনুশীলন, পূর্বাভ্যাস, তথ্য নিরাপত্তা, টহল, হালনাগাদ কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য এবং প্রতারণামূলক কৌশল। সরবরাহ চলাচলে রুট, সময় ও বহরের গঠনবিন্যাসে বৈচিত্র্য আনা জরুরি। মুজাহিদীনদের সরবরাহ পরিবাহিত হত খচ্চর, ঘোড়া, গাধা, উট, ট্রাক ও মানববাহকের মাধ্যমে। কিছু গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ মুজাহিদীন সরবরাহ বেসরকারি চুক্তিভিত্তিক বাহক ও খচ্চরচালকদের মাধ্যমে পরিবাহিত হত। পরিবহন ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশি, এবং যে গোষ্ঠীর বারবার অ্যামবুশে পড়ার খ্যাতি ছিল, তাদের জন্য ইচ্ছুক বাহক খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো।

কিছু এলাকায় মুজাহিদীনদের কেবল গোলাবারুদ পরিবহন করতে হতো, কিন্তু অন্য এলাকায় খাদ্য, পোশাক এবং পশুর খাদ্যও পরিবহন করতে হতো। একটি ২০ জনের মুজাহিদীন দল, যাদের কাছে এনফিল্ড, কালাশনিকভ, একটি আরপিজি-৭, একটি পিকে মাঝারি মেশিনগান এবং পাঁচটি অ্যান্টিট্যাংক মাইন ছিল, এমন একটি ছোট অ্যামবুশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের ওজন ৩৭৫ পাউন্ড ছাড়িয়ে যেতে পারত। মর্টার, রিকয়েললেস রাইফেল এবং ভারী মেশিনগান যুক্ত হলে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের ওজন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যেত। এমনকি যদি গোলাবারুদ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হতো, তবুও তা প্রয়োজনীয় স্থানে পৌঁছে দেওয়ার খরচ ছিল বিপুল, এবং একজন বিচক্ষণ মুজাহিদীন কমান্ডার সবসময় তার সরবরাহকে বাধাদান (interdiction) থেকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত যত্নবান থাকতেন।

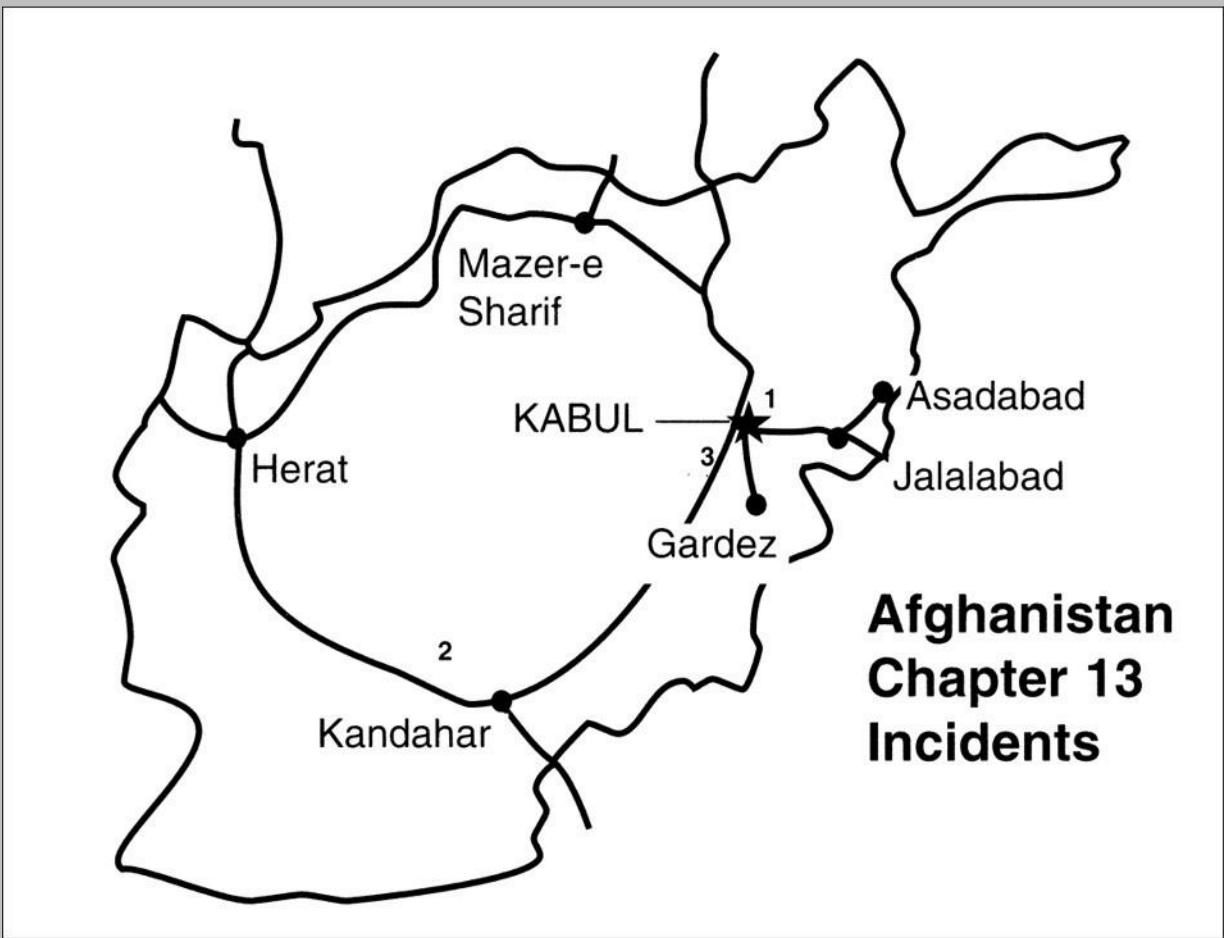
চ্যাপ্টার ১৩

ENCIRCLEMENT (অবরোধ)

সোভিয়েতরা তাদের অবরোধ (encirclement) কৌশল বিকশিত করেছিল শত্রু মেকানাইজড (যান্ত্রিক) বাহিনীর মোকাবেলার জন্য। যদি শত্রু সৈন্যরা অবরোধ থেকে পালানোর জন্য তাদের যানবাহন ত্যাগ করত, তবুও ফলাফল একই থাকত—মেকানাইজড বাহিনী পরাজিত হতো।

মুজাহিদীনরা যেহেতু মেকানাইজড ছিল না, তারা আবিষ্কার করেছিল যে সোভিয়েতদের অবরোধ সাধারণত ছিল ছিদ্রযুক্ত (porous) এবং বিশেষ করে রাত নেমে গেলে সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত পদাতিক (dismounted infantry) সৈন্য থাকত না যারা তাদের ঘিরে রাখতে পারত।

তবে সোভিয়েত ও ডি.আর.এ নিয়মিতভাবে বৃহৎ পরিসরের অবরোধ অভিযান পরিচালনা করত, যা সাধারণত "ঘেরাও ও তল্লাশি" (cordon and search) কার্যক্রমের অংশ ছিল। মাঝে মাঝে তারা ছোট ছোট মুজাহিদীন আক্রমণকারী দলগুলোকে ধরার জন্য ক্ষুদ্র ট্যাকটিক্যাল অবরোধও চালাত।



ঘটনা- ০১

A TRIP TO THE “GOVERNOR’S HOUSE” GOES BAD

BY COMMANDER SARSHAR

পারওয়ান প্রদেশের গভর্নরের বাসভবন ছিল চারিকর শহরে। এটি নুমান হাই স্কুলের পাশে অবস্থিত ছিল। গভর্নরের বাসভবনের এবং হাই স্কুলের পাশে একটি ঘেরা বাড়িতে একটি নিরাপত্তা চৌকি ছিল, যাকে বলা হতো "ওয়ালি হাউস", যেখানে সাধারণত ৩০ জন সৈন্য অবস্থান করত। সবাই একে “গভর্নরের বাড়ি” বলে ডাকত, যদিও এটি প্রকৃত গভর্নরের বাড়ি ছিল না।

জানুয়ারি ১৯৮৩ সালে আমরা এই নিরাপত্তা চৌকির ওপর একটি অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করি (মানচিত্র নেই)। আমার সঙ্গে ছিল প্রায় ২০০ জন মুজাহিদীন, যারা সজ্জিত ছিল একটি ৭৬ মিমি মাউন্টেন গান, পাঁচটি ৮২ মিমি মর্টার, দুটি ৮২ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল, ২০টি আরপিজি-৭, গোরিউনভ ভারী মেশিনগান, পিকে মাঝারি মেশিনগান, এবং কালাশনিকভ রাইফেল নিয়ে।

এটি ছিল তীব্র শীতের সময়, আর আমরা পাহাড় পার হয়ে রাতের আঁধারে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে অগ্রসর হই। আমরা ওফিয়ান-এ শরীফ গ্রামে পৌঁছাই, যেখানে আমরা দিনটি কাটাই এবং অভিযানের পরিকল্পনা করি। আমি একটি হেভি অস্ত্র সাপোর্ট টিম গঠন করি যারা ৭৬ মিমি গান, মর্টার ও রিকয়েললেস রাইফেল পরিচালনা করবে। আমি দুটি নিরাপত্তা দল গঠন করি—একটি হেভি অস্ত্র দলের পিছনের উত্তর অঞ্চল নিরাপদ করবে, এবং অন্যটি নুমান হাই স্কুলের দিকে যাওয়ার পথগুলো রক্ষা করবে। একটি আক্রমণকারী দল গঠন করা হয় পোস্টটি দখলের জন্য।

রাতে, আমরা ওফিয়ান-এ শরীফ থেকে বের হয়ে ওফিয়ান সমভূমিতে যাই, যা কাল-এ মাকবুল নামের একটি নিরাপত্তা পোস্টের বাইরে অবস্থিত—এই পোস্টটি চারিকরের টার্গেটের ঠিক উত্তরে ছিল। আমি রাতে আক্রমণ শুরু করি, কিন্তু যখনই আক্রমণকারী দল অগ্রসর হচ্ছিল, মর্টার এবং রিকয়েললেস রাইফেলের গোলাগুলি আক্রমণকারী দলের মাঝখানে গিয়ে পড়ে। এতে ১৮ জন নিহত ও আহত হয়। আমি অভিযান বাতিল করি এবং নিহত ও আহতদের সরিয়ে নিতে শুরু করি।

সেই মুহূর্তেই, শত্রুপক্ষ একটি বড় কর্ডন অ্যান্ড সার্চ (ঘেরাও ও তল্লাশি) অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল, যা পরদিন সকালেই শুরু হয়। সকাল বেলা শত্রু এলাকা দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শত শত ট্যাঙ্ক ও এপিসি নিয়ে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। তারা বাগরাম, কোহিস্তান ও চারিকর অঞ্চলে শত শত মুজাহিদীনকে ঘিরে ফেলে। আমরা নিজ নিজ অবস্থানে আটকা পড়ি।

শত্রু যখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, আমরা তখন ২০টি আরপিজি নিয়ে প্রতিরোধে অংশ নেই এবং স্থানীয় মুজাহিদীনদের সঙ্গে যুক্ত হই। এই লড়াই ১২ দিন ধরে চলে, এবং আমরা এই সময়ে ১২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করি। আমরা ঘেরাও ভেঙে পালানোর চেষ্টা করি। আমরা গ্রাম পেরিয়ে ঘোরবন্দ উপত্যকার মুখে পুল-এ মাতাক এলাকায় পৌঁছি। সেখান থেকে শত্রু ঘেরাওয়ের ফাঁক গলে ঘোরবন্দ উপত্যকায় পলায়ন করি।

আমাদের ১৮ জন নিহত এবং দুইজন আহত হয়। আমরা ১২টি সাঁজোয়া যান ও চারটি সরবরাহ ট্রাক ধ্বংস করি। ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ এলাকা ঘেরাও করে অনেক অংশে প্রবেশ করে এবং তা পরিষ্কার করে ফেলে। অনেক মুজাহিদীন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, সোভিয়েত ও ডি.আর.এ প্রায় ৮০০ জন মুজাহিদীন ও বেসামরিক লোককে গ্রেফতার করে।

COMMENTARY:

ফায়ার ও মুভমেন্ট এলিমেন্টের সমন্বয় প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর জন্যও একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনিয়মিত বাহিনীর জন্য এটি আরও বড় সমস্যা।

এই ঘটনায়, মুজাহিদীনদের গোলাবারুদের সহায়তা মূল লক্ষ্যে না গিয়ে নিজের বাহিনীর ওপরই পড়ে, যার পরিণতি ছিল প্রাণঘাতী।

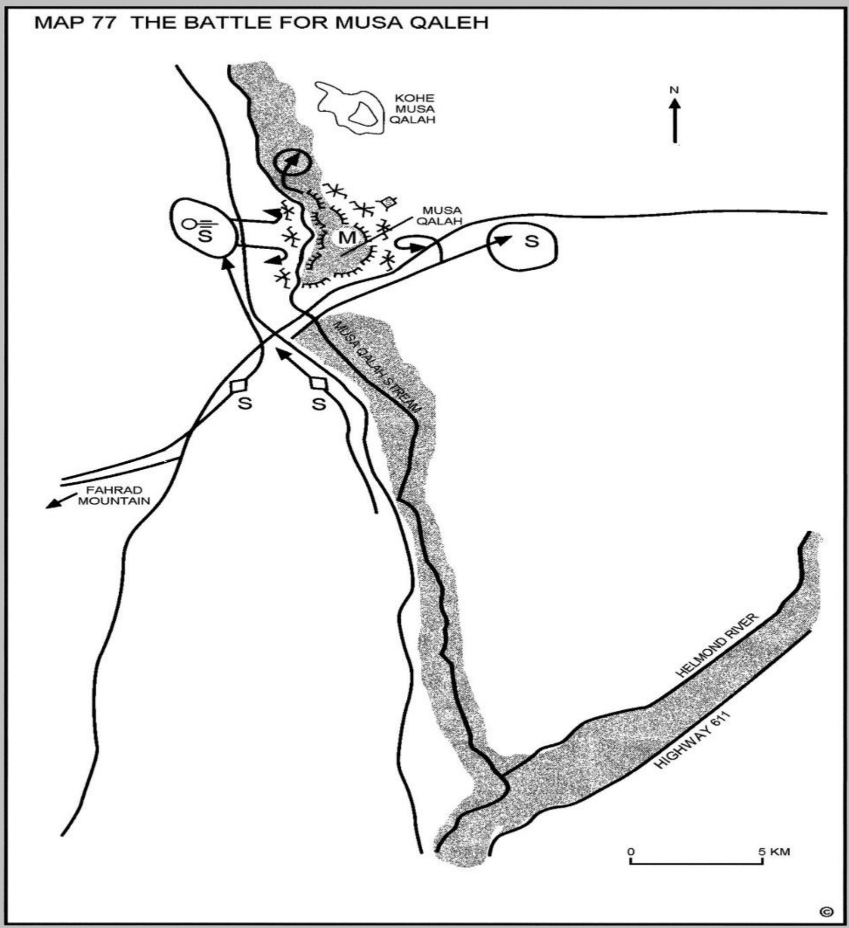
যদিও যেসব মুজাহিদীন গানার (গোলন্দাজ) নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গোলাবর্ষণ করতেন, তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্র সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারতেন, কিন্তু যেসব গানার স্থল আক্রমণে সহায়তা করতেন, তাদের হাতে পূর্বাভাসে অস্ত্র রেজিস্টার করার (নির্ভুলভাবে তাক করার) সুযোগ খুব কমই থাকত।

ফলে, এই সীমাবদ্ধতা আক্রমণকারী দলের জন্য ঝুঁকি বহুগুণে বাড়িয়ে দিত।

ঘটনা- ০২

THE BATTLE FOR MUSA QALEH

BY AKHUND ZADA QASEM



আমরা প্রতিরোধ শুরু করেছিলাম খুবই সাধারণ কৌশল ব্যবহার করে। আমাদের হাতে ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল অল্প, তাই আমাদের প্রধান প্রতিরক্ষার উপকরণ ছিল ট্যাংক প্রতিরোধক খাল খনন (antitank ditch) এবং গ্রামে তৈরি করা মলোটোভ ককটেল। মানুষজন ট্যাংক প্রতিরোধক খালের মধ্যে কুড়াল হাতে অপেক্ষা করত, পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। আমি একটি লড়াইয়ের কথা মনে করি, যেখানে আমি আমাদের ট্যাংক থামাতে না পারার হতাশায় নিজের পাগড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে তা একটি ট্যাংকের দিকে ছুড়ে মারি।

তবে পরে আমরা উন্নততর অস্ত্র পেতে শুরু করি এবং আমাদের দেশ পুনরুদ্ধার করার জন্য সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ শুরু করি। ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মে, আমরা মুজাহিদীনরা মুসা ক্বালেহ জেলা মুক্ত করি এবং সেখানে আমাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করি। (মানচিত্র ১৩-১ - ক্বালেহ)। মুসা ক্বালেহ একটি জনবহুল সবুজ অঞ্চলে অবস্থিত, যা মুসা ক্বালেহ স্ট্রিম-এর পাশে গড়ে উঠেছে এবং সেটি হেলমান্দ নদীতে গিয়ে মিশেছে। এর চারপাশের এলাকা উচ্চ মরুভূমির সমভূমি।

জুন ১৯৮৩ সালে, সোভিয়েতরা হেলমান্দ প্রদেশ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য অভিযান শুরু করে। তারা গিরিশক থেকে উত্তরের দিকে নাওজাদ (যা মুসা ক্বালেহের পশ্চিমে) অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই বাহিনী HIH মুজাহিদীনদের ফারহাদ পাহাড়ের ঘাঁটি আক্রমণ করে। মুসা ক্বালেহের মুজাহিদীনরা তাদের MRL (মাল্টিপল রকেট লঞ্চার) পাঠায় সোভিয়েতদের ওপর হামলার জন্য। HIH ঘাঁটি ধ্বংস করার পর, সোভিয়েতরা দুইটি বাহিনী পাঠায় মুসা ক্বালেহ আক্রমণের জন্য। যেটি HIH ঘাঁটি ধ্বংস

করেছিল, সেটি পূর্ব দিকে ঘুরে আমাদের দিকে আসে এবং অন্য বাহিনী গিরিশ্ক থেকে নদীপথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসে। উভয় বাহিনী মুসা ক্বালেহ ঘিরে ফেলে।

আমরা একটি পরিধি-প্রতিরক্ষা (perimeter defense) গঠন করেছিলাম এবং জুনের শেষ থেকে জুলাই ১৯৮৩-এর শুরু পর্যন্ত সাত দিন সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করি। আমাদের ৪৭২ জন মুজাহিদীন শহীদ হয়। নাগরিক হতাহতের সংখ্যা ছিল আরও বেশি। আমি তখন হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলাম এবং তা আহতদের দিয়ে উপচে পড়ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন, সোভিয়েত ট্যাংক পূর্ব দিক থেকে আসে এবং আমার হাসপাতালের ঠিক ৩০০ মিটার দক্ষিণে অবস্থান নেয়। তারা হাসপাতালে গোলাবর্ষণ শুরু করলে আমি আহতদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হই।

আমরা রাতে আহতদের কর্ডনকৃত এলাকা থেকে উত্তরের দিকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হই। আমরা আনুমানিক ৫০০ মিটার পর্যন্ত স্ট্রেচারে করে আহতদের বহন করি, যেখানে বাঘরান ফ্রন্টের মুজাহিদীন ট্রাক নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে আসে এবং আহতদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। আহতদের সরিয়ে নেওয়ার পর, আমি রাত ১০টার দিকে মুসা ক্বালেহে ফিরে যাই।

ফ্রন্ট কাউন্সিল বৈঠক করে এবং আমরা অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সে রাতে আবহাওয়া আমাদের সহায়ক ছিল—ঝড়ো হাওয়া ও ধুলা বাতাস উঠেছিল, যা আমাদের গতিবিধি শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে সাহায্য করে।

আমরা শত্রু ট্যাংকগুলোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসি। অবরোধে দুইটি জেলার এবং আশপাশের এলাকার প্রায় ২,০০০ মুজাহিদীন ছিল। সবাই রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। ধুলা ও বাতাস সাধারণ নাগরিকদের পালিয়েও সহায়তা করে। পরে অনেকেই বলেছিল, "এই ছিল আল্লাহর হাত যেটা তাদের বাঁচিয়ে এনেছিল।"

মুজাহিদীনরা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। আমি যাই কোহে মুসা ক্বালেহে, একটি ছোট পাহাড় যা মুসা ক্বালেহের উত্তরে অবস্থিত।

এই ভয়াবহ পরাজয়ের পরে, আমরা সিদ্ধান্ত নিই মুসা ক্বালেহে একটি উপস্থিতি বজায় রাখব, কিন্তু আমাদের ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সরবরাহ সংরক্ষণের জন্য একটি পাহাড়ি ঘাঁটি স্থাপন করব। আমরা এটি গঠন করি ঘুলমেশ গর পাহাড়ে, যা কাজাকি বাঁধের প্রায় ৩০ কিমি উত্তর-পূর্বে। ঘাঁটিটি ছিল একটি সংকীর্ণ ক্যানিয়নে যা একটি পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করে। ক্যানিয়নটি পর্বতের মধ্যে একটি বাটিতে খুলে যায় এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কিমি। আমরা ঘাঁটিটি ZGU-1 এবং DShK ভারী মেশিনগান দিয়ে সুরক্ষিত করি। ঘাঁটির নাম রাখি ইসলামাবাদ (মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত)।

পরবর্তী বছর, অক্টোবর ১৯৮৪, সোভিয়েতেরা ইসলামাবাদ আক্রমণ করে। তারা গিরিশ্ক থেকে একটি প্রধান বাহিনী পাঠায় এবং আবারও মুসা ক্বালেহ অবরোধ করে, অপর একটি বাহিনী উত্তর দিকে গিয়ে ইসলামাবাদ আক্রমণ করে।

তখন মাউন্টেন বেসে খুব কম মুজাহিদীন ছিল, কারণ অধিকাংশ মুজাহিদীন ছিল মুসা ক্বালেহে। সোভিয়েতেরা আকাশপথে সেনা অবতরণ করে পাহাড়ের উঁচু জায়গা দখল করে এবং স্থল বাহিনী নিয়ে তিনদিনের যুদ্ধে ঘাঁটিটি দখল করে। তারা ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলে এবং চারপাশে মাইন পুঁতে তা ব্যবহার অযোগ্য করে তোলে।

এরপর আমরা আমাদের ঘাঁটি ও রসদ সরিয়ে নেই খানজাক মাজারে, যা কালাতা-ই বাঘনির দক্ষিণে। আমরা আমাদের গোলাবারুদ বিভিন্ন ঘাঁটি ও জেলায় ছড়িয়ে দিই যাতে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি দখল হয়ে গেলেও সম্পূর্ণরূপে অচল না হয়ে যাই।

COMMENTARY:

মুসা ক্বালেহ এলাকার চারপাশ ছিল খোলা সমভূমি ও ট্যাংক চলাচলের জন্য উপযোগী। সোভিয়েতরা সবুজ অঞ্চল ঘিরে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারত।

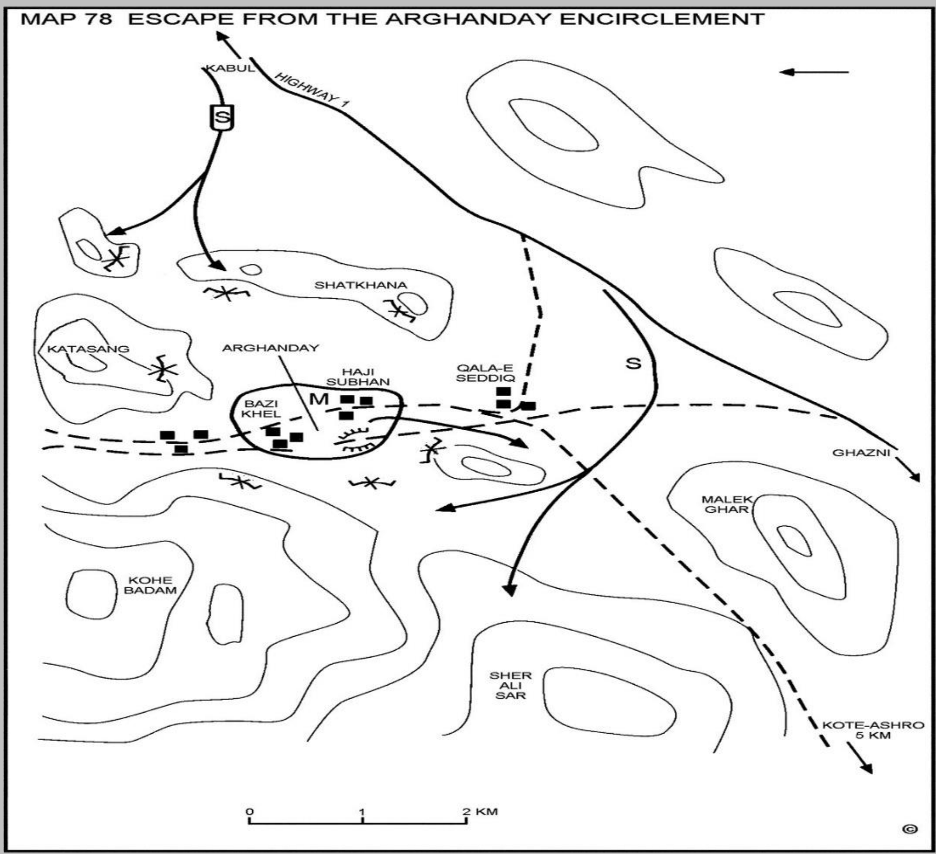
মুজাহিদীনদের ক্ষেত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (field fortification) এই অঞ্চলে তাদের সাত দিন টিকিয়ে রাখে, কিন্তু এর মূল্য ছিল অনেক।

মুজাহিদীনরা রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য মুসা ক্বালেহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল, কারণ এটি একটি জেলা সদর। রাজনৈতিক বিবেচনাগুলো সামরিক বাস্তবতাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এমনকি পাহাড়ি ঘাঁটি শক্তিশালী করার পরও তারা মুসা ক্বালেহে তাদের বাহিনীর বড় অংশ রেখে দেয়।

ঘটনা- ০৩

ESCAPE FROM THE ARGHANDAY ENCIRCLEMENT

BY COMMANDER HAJI MOHAMMAD SEDDIQ



MAP 78 ESCAPE FROM THE ARGHANDAY ENCIRCLEMENT

১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে, আমি ১৩ জন মুজাহিদিনের একটি দল নিয়ে কাবুল শহরের পশ্চিমাঞ্চল কোটে সাঙ্গি এলাকায় অবস্থানরত একজন ডি.আর.এ (DRA) অফিসারকে অপহরণ করার জন্য অভিযানে যাই।

কয়েকদিন ধরে আমরা ঐ অফিসারের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি—তিনি কখন বাড়িতে আসেন, কখন বের হন, এবং কোন রাস্তা ব্যবহার করেন। এই তথ্য আমরা কোটে সাঙ্গি গ্যাস স্টেশনের এক যোগাযোগকারী-এর সাহায্যে পাই। আমরা জানতে পারি, ঐ অফিসার রাতে বাড়িতে থাকতেন না; বরং সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়ি আসতেন এবং পরে ইউনিটে ফিরে যেতেন। সেই সময়টিই আমরা অপহরণের জন্য নির্ধারণ করি।

আমরা কাবুলের নিকটবর্তী দেহ-বোরি (Deh-Bori) এলাকায় রাত কাটাই। পরদিন সন্ধ্যায় আমরা আমাদের গ্যাস স্টেশনের যোগাযোগকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সে জানায়, অফিসার বর্তমানে তার বাড়িতে আছেন। আমি আমার সঙ্গে তিনজন মুজাহিদীনকে নিয়ে যাই, যারা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে ছিল। আমি নিজে পার◌ংপরিক পোশাক পরেছিলাম।

আমরা ঐ অফিসারের বাসভবনে যাই, যা কালা-ই শাদা নিরাপত্তা চৌকি ও কোটে সাঙ্গি পুলিশ স্টেশনের মাঝামাঝি ছিল। আমরা পৌঁছানোর পর, সেনা পোশাক পরা মুজাহিদিনেরা দরজায় কড়া নাড়ে। অফিসারের কন্যা দরজা খোলে। একজন মুজাহিদ জানায়, তার বাবার ইউনিট থেকে জরুরি বার্তা এসেছে। কিছুক্ষণ পর, অফিসার নিজে দরজায় আসেন। তিনি দরজার বাইরে বের হতেই আমি কোণার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বলি—"চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলুন, পালানোর

চেষ্টা করলে সাথে সাথে গুলি করব।" অফিসার আমাকে চিনে ফেলেন, কারণ আমরা একে অপরকে পূর্ব থেকেই চিনতাম। তিনি নার্ভাস ছিলেন, কিন্তু পালানোর চেষ্টা করেননি।

আমরা তাকে রাস্তার ভেতর দিয়ে কালা-ই শাদা হয়ে নিয়ে যাই এবং সেখান থেকে আর্গান্দে মুজাহিদীন ঘাঁটিতে নিয়ে যাই। সেখানে আমরা তাকে পাঘমান এলাকার কমান্ডার জাহেদ-এর কাছে হস্তান্তর করি। শোনা যায়, ঐ অফিসার জাহেদের দলের বেশ কয়েকজন মুজাহিদকে হত্যা করেছিল।

আমরা রাত কাটাই স্থানীয় কমান্ডার শাফেহ'র বাড়িতে, যেটি একইসাথে একটি মুজাহিদীন ঘাঁটিও ছিল। পরদিন ভোর ৪টার দিকে, আমরা হঠাৎ ট্যাংকের শব্দে জেগে উঠি। প্রথমে ভেবেছিলাম, কাবুল-গজনি মহাসড়কের নিরাপত্তা চৌকিতে রসদ পাঠানোর স্বাভাবিক সামরিক যানবাহন চলছে। কিন্তু শাফেহর বাবা ছাদে উঠে দেখতে পান, গ্রামটি ঘিরে ফেলা হয়েছে ট্যাংক ও অন্যান্য সামরিক যানবাহন দিয়ে। আশপাশের পাহাড়গুলো সোভিয়েত ও রশিদ দোস্তমের মিলিশিয়া বাহিনীর দখলে চলে গেছে। আমরা পুরোপুরি ফাঁদে পড়ে যাই।

শাফেহ আমাদের নিয়ে যান বাড়ির পাশেই একটি গোপন গুহায় (hideout), যা মুজাহিদীনদের কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশনের সময় লুকানোর জন্য খোঁড়া হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর, আমরা বুঝতে পারি, সোভিয়েত/ডি.আর.এ বাহিনীর একটি খোঁজদার দল এসে গুহার মুখে প্রহরী বসিয়েছে।

প্রহরী গুহার ভেতর জিজ্ঞেস করে, কেউ আছে কি না। সে তখন গুহার মুখে নুয়ে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক তখনই, আলম গুল (যার ডাকনাম ছিল "উজবেক"—কারণ তার চেহারা উজবেকদের মতো ছিল), সেই প্রহরীকে গুলি করে।

প্রহরীর মরদেহ গুহায় পড়ে যায়। আমরা মরদেহ সরিয়ে দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ি। বেরিয়েই আমরা রাস্তায় সৈন্যদের মুখোমুখি হই। আমরা একটি প্রাকৃতিক খালে ঝাঁপ দিই এবং দুইদিকেই মুখ করে অবস্থান নিই। আমাদের সবার হাতে একে-৪৭ ছিল এবং একটি আরপিজি-৭ ছিল।

আমরা বেলা ১টা পর্যন্ত সেই অবস্থান থেকে লড়াই চালিয়ে যাই। তখন কোটে আশরো-র কিছু মুজাহিদীন (প্রায় ১০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে) BM-12 রকেট ছুড়ে এলাকাটি গোলাবর্ষণ করে। রকেট বিস্ফোরণের ফলে শত্রু গ্রামের দক্ষিণ পাশ থেকে সরে যায়। আমরা এই সুযোগে সেই দিকের ফাঁকা পথ দিয়ে পালিয়ে যাই এবং পাহাড়ের ভেতর দিয়ে কোটে আশরো পৌঁছে যাই। আমাদের একজন মুজাহিদ আহত হয়।

CHAPTER COMMENTARY

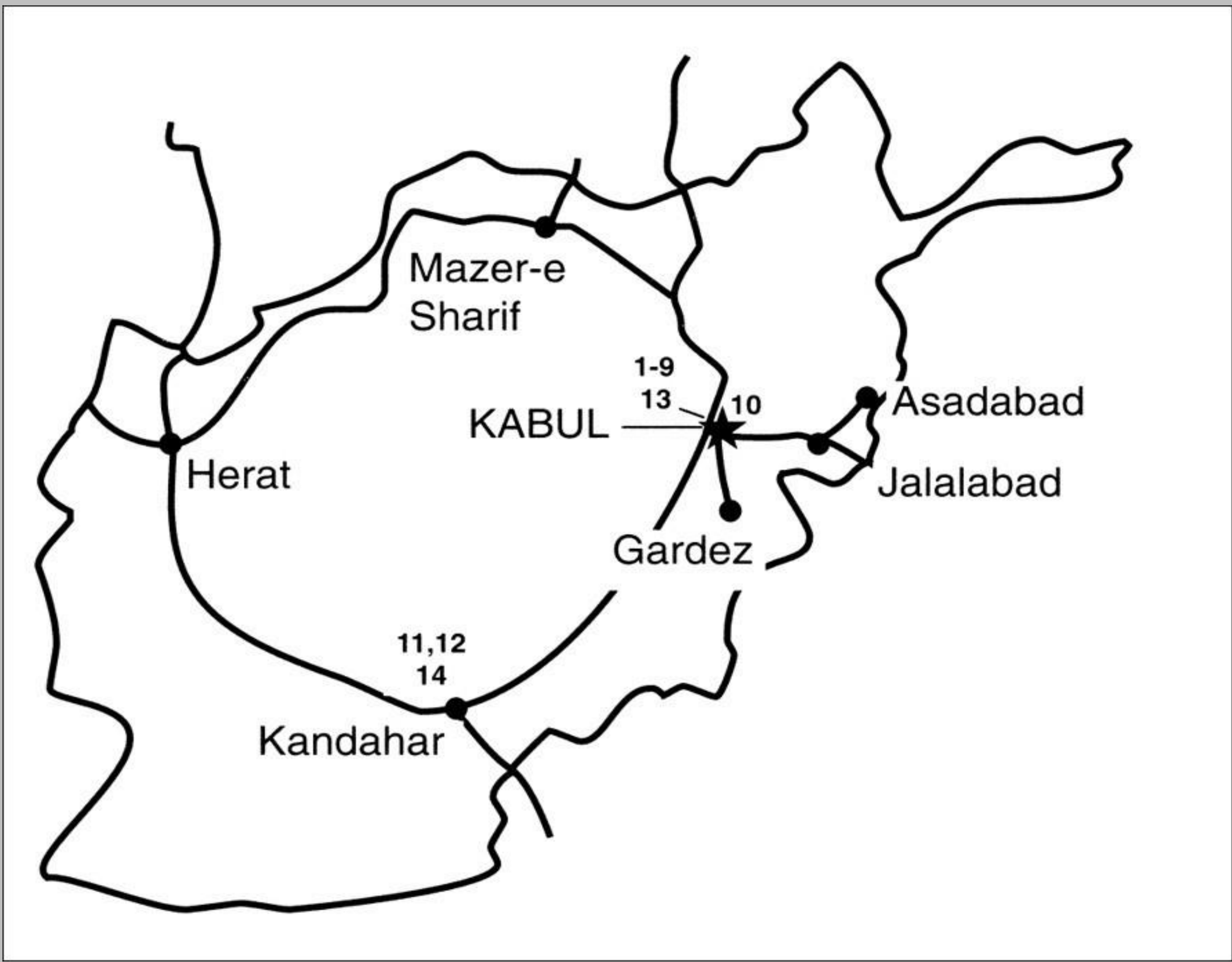
সোভিয়েত ও ডি.আর.এ বাহিনীর ঘেরাও বা বেষ্টনীর ফাঁক-ফোকর থাকায় মুজাহিদীনরা প্রায়ই সফলভাবে পালিয়ে যেতে পারত। পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বালুঝড়, রাতের অন্ধকার কিংবা বাহির থেকে গোলাবর্ষণের মতো বিভ্রান্তিকর ঘটনা সহায়ক ভূমিকা রাখত। মুজাহিদীনরা পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিল এবং প্রায়শই সোভিয়েত বা ডি.আর.এ বাহিনীর ছোট ছোট প্রহরাদলগুলো তাদের পালিয়ে যেতে দিত, কারণ অসম সংঘর্ষে জড়ানোর ঝুঁকি তারা নিতে চাইত না।

সোভিয়েত বাহিনী মুজাহিদীনদের পালানো ঠেকাতে ছড়ানো মাইন (scatterable mines), মাটিতে স্থাপিত সেন্সর (ground sensors), প্যারাশুট ফ্লেয়ারসহ বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করত। তবুও মুজাহিদীনরা সাধারণত একা বা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ঘেরাও পেরিয়ে যেত এবং পরে বেষ্টনীর বাইরের কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে একত্রিত হতো।

চ্যাপ্টার ১৪

URBAN COMBAT

শহুরে গেরিলারা সবসময়ই সম্ভাব্য গুপ্তচর ও সরকারি গোয়েন্দাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। তাদের প্রায়ই নিরস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করতে হয়, এবং সরকার সাধারণত শহরে তাদের কার্যকলাপে গ্রামে যত দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে তার চেয়েও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে। এই কারণে, শহুরে গেরিলা দলগুলো সাধারণত ছোট আকারের হতো এবং তারা সংক্ষিপ্ত সময়ের অভিযান চালাত। অনেক শহুরে গেরিলা গ্রাম বা শহরতলীতে বসবাস করত, এবং শুধুমাত্র লড়াইয়ের জন্য শহরে প্রবেশ করত।



ঘটনা- ০১

KIDNAPING A SOVIET ADVISER

by Commander Shahabuddin

আমরা পাকতিয়া প্রদেশের এক আফগান ড্রাইভারদের সাথে যোগাযোগ রাখতাম, যিনি একজন বেসামরিক সোভিয়েত উপদেষ্টার জন্য গাড়ি চালাতেন। ওই উপদেষ্টা ডি.আর.এ খনিজ শিল্পের সাথে কাজ করতেন। আমরা তাকে অপহরণের পরিকল্পনা করেছিলাম। ড্রাইভার একটু সময়ের জন্য ইউএসএসআর-এ প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তাই উপদেষ্টা তার প্রতি বিশ্বাস করত। ড্রাইভার আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু আমরা তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম না, তাই তার আনুগত্য প্রমাণের জন্য বলেছিলাম। সে বলল, "আমি আমার পরিবারকে মুজাহিদীন নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নিয়ে আসব, এটা আমার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ।" ড্রাইভার তার স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে আমাদের শিবিরে এল। আমি তার পরিবারকে আমার গ্রামের শেওয়াকি-এ পাঠালাম, যাতে তারা সেখানেই থাকে যতক্ষণ না আমরা উপদেষ্টাকে ধরে ফেলি।

একদিন ড্রাইভার জানাল যে উপদেষ্টার স্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসছে তার কাছে যোগ দিতে। ড্রাইভার উপদেষ্টাকে বিমানবন্দরে নিয়ে যাবে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমরা ড্রাইভারকে একটি ছোট হাতের রেডিও দিলাম এবং বললাম কোনো পরিবর্তন হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তার ফোন পাওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এক সকালে ড্রাইভার ফোন করল। সে জানাল যে উপদেষ্টার স্ত্রী আসছে সেই দিন এবং উপদেষ্টার সঙ্গে কোনো সহযোগী যাবে না, শুধু ড্রাইভারই যাবে।

আমরা আমাদের এক মুজাহিদীনকে ডি.আর.এ সামরিক অফিসারের ইউনিফর্ম পরিয়ে একটি গাড়িতে পাঠালাম এবং তাকে কাবুল নদীর ওপরের ব্রিজে, পূর্ব কাবুলের মাইক্রো রায়ন এলাকায় অপেক্ষা করতে বললাম। সে গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষা করল। কিছুক্ষণ পরে সোভিয়েত উপদেষ্টার গাড়ি এসে পৌঁছালো। ড্রাইভার আমাদের মুজাহিদীনকে দেখিয়ে উপদেষ্টাকে বলল, "এটা আমার ভাই। সে বিমানবন্দরে যাচ্ছে। তাকে গাড়িতে তুলে দিতে পারি?" উপদেষ্টা রাজি হলেন এবং তারা গাড়ি থামিয়ে "অফিসার"কে তুলে নিল। সে উপদেষ্টার পেছনে পিছনের সিটে উঠে একটি পিস্তল বের করল, উপদেষ্টার পিঠে ঠেকিয়ে ড্রাইভারকে বলল শেওয়াকির দিকে গাড়ি চালাতে। আমাদের অন্য একটি গাড়ি, যেটাতে আটজন মুজাহিদীন ছিল, সবাই পিস্তল নিয়ে এবং সাইলেন্সার লাগানো, উপদেষ্টার গাড়ির পিছনে লেগে চলল। চেকপোয়েন্টে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ গার্ডরা ডি.আর.এ অফিসারের ইউনিফর্ম দেখে সালাম দিয়ে গাড়ি ও তার সুরক্ষা দলে হাত দিতেই এগিয়ে যেতে দিয়েছিল।

আমরা উপদেষ্টাকে শেওয়াকি নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তার গাড়ি পোড়িয়ে দিয়েছিলাম। সরকার বড় ধরনের অনুসন্ধান অভিযান চালিয়েছিল, তাই আমরা তাকে আবারো আবদারা উপত্যকায় সরিয়ে নিই। আমরা শেওয়াকি ছেড়ে যাওয়ার পর সরকারী হেলিকপ্টারগুলো সেখানে গোলাবর্ষণ চালিয়েছিল এবং অনুসন্ধান দল নামিয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা করেছিল। আমরা উপদেষ্টাকে দুই দিন ধরে আবদারা উপত্যকায় চাকারী স্মৃতিস্তম্ভের কাছে রেখেছিলাম। তারপর তাকে জালালাবাদের কাছে তেজিনে কয়েক দিন রেখেছিলাম। অবশেষে তাকে সীমান্ত পার করে পাকিস্তানের পেশাওরে নিয়ে গিয়ে এক দলের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আমি জানি না পরে তার কী হয়েছিল।

ঘটনা- ০২

FOUR URBAN BOMB ATTACKS

by Haji Mohammad Yakub

শহুরে গেরিলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বোমাবাজি করা। উদ্দেশ্য হলো ভয় সৃষ্টি করা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নিষ্ক্রিয় করা। আমরা আমাদের বিস্ফোরক পাকিস্তান থেকে পেতাম। কমান্ডার আজিজুদ্দিন এবং কমান্ডার মেস্কিনয়ার আমাদের যোগাযোগ ছিল পাঘমান জেলার, যারা বিস্ফোরক এবং ডিটোনেটর আমাদের কাছে পৌঁছে দিত। তারা বার্তাপ্রেরণ এবং বিস্ফোরক আমাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বয়স্ক লোকদের ব্যবহার করত।

[১] ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে, আমরা রেডিও আফগানিস্তান ভবনে একটি আক্রমণ চালিয়েছিলাম। এই ভবনটি আফগানিস্তানের রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রচারের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল। সোভিয়েত উপদেষ্টা এই ভবনে কাজ করত যারা সম্প্রচার তদারকি করত এবং খবর সম্পাদনা করে সম্প্রচারের আগে অনুমোদন দিত। সোভিয়েতরা আমাদের লক্ষ্য ছিল। আমরা আমাদের যোগাযোগকারীদের থেকে একটি বোমা পেয়েছিলাম এবং সেটি রেডিও স্টেশনের এক নারীর কাছে দিয়েছিলাম। তিনি সেটি গোপনে স্টেশনে নিয়ে ঢুকিয়ে সজ্জিত করেছিলেন। বোমাটি কর্মদিবসের সকাল ১০টায় বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে দুই জন আফগান পার্টির কর্মী এবং দুই জন সোভিয়েত নিহত হয়। একটি ডিআরএ সৈন্যও আহত হয়। বিস্ফোরণের কিছু সময়ের জন্য আফগানিস্তান রেডিও ও টিভি সম্প্রচার বন্ধ ছিল। এরপর ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয় এবং সবাইকে সাবধানে তল্লাশি করা হত। আমাদের ওই নারী যোগাযোগকারী পরে নিজেকে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন অফিসে বদলি করাতে সক্ষম হয়।

[২] কমিউনিস্ট শাসন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি কমিউনিস্ট আদর্শচর্চার কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করেছিল। আমরা ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পার্টি সংগঠনকে লক্ষ্য করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বোমাবাজি আমাদের সেরা বিকল্প মনে হয়। তখন আমাদের রেডিও আফগানিস্তানের ওই নারী যোগাযোগকারী কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন অফিসে কাজ করছিলেন। আমরা তাকে দুইটি বোমা দিলাম। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে স্থাপন করে টাইমার ১১টায় সেট করলেন। দ্বিতীয়টি প্রাথমিক পার্টি সংগঠন ভবনে স্থাপন করে ১১:৪৫-এর জন্য টাইমার দিলেন। তত্ত্ব ছিল, প্রথম বোমা বিস্ফোরণের পর লোকেরা ঐ স্থানে জমায়েত হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্টি কর্মীরা প্রাথমিক পার্টি ভবনে এই বিষয়ে আলোচনা করতে আসবে। দ্বিতীয় বোমাটি সেই জমায়েতের ওপর আঘাত হানবে। আমাদের পরিকল্পনা ঠিকই সফল হয়। প্রশাসন ভবনে বিস্ফোরণের পর বিভিন্ন কমিউনিস্ট সংগঠনের পার্টি সচিবরা প্রাথমিক পার্টি ভবনে জড়ো হয়। বিস্ফোরণে একজন সোভিয়েত উপদেষ্টা এবং কয়েকজন পার্টি সচিব নিহত হয়। মোট ১০ জন নিহত এবং অজানা সংখ্যক আহত হয়।

[৩] ৬ মে ১৯৮৩-এ, আমরা কাবুলের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় ভবনে বোমাবাজি করেছিলাম। আমরা মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে ২৭ কেজি বিস্ফোরক স্থাপন করেছিলাম, যা মন্ত্রীর অফিসের কাছাকাছি ছিল। বোমাগুলো চারটি বড় ফুলের পাত্রে লুকানো ছিল, যেগুলো কিছুদিন আগে থেকেই সেখানে ছিল। আমাদের একজন যোগাযোগকারী ছিলেন মন্ত্রণালয়ের বাগান কর্মকর্তা। তিনি বিস্ফোরক গোপনে নিয়ে আসা, বোমা স্থাপন এবং সেট করার কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন। আমরা তাকে এই কাজ শেখিয়েছিলাম। তিনি বিস্ফোরককে চুনাপাথরের সাথে মিশিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগে গোপনে কিছু সময় ধরে নিয়ে আসতেন। আমরা দিনের বেলা বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিলাম যাতে বেশি মানুষ আহত হয়। কিন্তু আমাদের পেশাওয়ারে অবস্থিত HIH সদর দফতর আমাদের নির্দেশ দিল রাতের বেলায় বোমা ফাটাতে। HIH চেয়েছিল অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী গুলাব জয় বেঁচে থাকুক কারণ তিনি খালক দলের একজন শীর্ষ সদস্য এবং তার বেঁচে থাকা খালক ও পারচিম কমিউনিস্ট দলগুলোর মধ্যে দফারফার বজায় রাখবে।

বাগান কর্মকর্তা বিকেল ৪টায় বাড়ি যাওয়ার সময় সমস্ত টাইম পেন্সিল ১১:০০ টায় সেট করেছিল। আলাদা আলাদা সময় সেট করার দরকার ছিল না কারণ ভবন প্রায় খালি থাকবে। বোমা নির্ধারিত সময়ে ফেটে চারজন ডিউটি অফিসার নিহত হয় এবং মন্ত্রীর অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দিনের বেলায় বিস্ফোরণ ঘটানো হলে গুলাব জয়, তার গার্ড গাজী, ব্যক্তিগত সহকারী শেরউদ্দিন এবং সম্ভবত শতাধিক মানুষ নিহত হত। ডিআরএ ২৪ ঘণ্টা সড়ক বন্ধ করে তদন্ত চালিয়েছিল, তবে তারা বিস্ফোরণকে কমিউনিস্ট নেতাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মনে করেছিল এবং আমাদের বাগান কর্মকর্তাকে সন্দেহ করেনি।

[৪] সোভিয়েতরা কাবুলের পূর্ব মাইক্রো রায়ন এলাকায় বসবাস করত। আমরা ঠিক তাদের বাসস্থানে তাদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওই এলাকায় একটি বাস স্টপ ছিল যেখানে সোভিয়েতরা কাজের জন্য বাস ধরতে আসত। আমরা বাসের সময়সূচি খতিয়ে দেখলাম। সকালে ৭:৪৫ টার বাসে সবচেয়ে বেশি সোভিয়েত যেত। আমাদের একটি প্যাটার্ন গড়ে তুলতে হয়েছিল যাতে বোমা রেখে সন্দেহ হওয়ার সুযোগ না থাকে। আমরা একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে সর্বোত্তম ফলমূল ও সবজি নিয়ে গিয়েছিলাম, যা পারভান প্রদেশ থেকে আসত। আমরা যুক্তিসঙ্গত দাম ধার্য করেছিলাম। সোভিয়েত এবং স্থানীয়রা আমাদের দেখতে এবং কেনাকাটা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমরা কয়েক দিন এভাবেই চললাম। রাতে আমরা ঠেলাগাড়ি নিয়ে কাজ করতাম। গাড়ির তলায় একটি নকল তল তৈরি করেছিলাম যাতে বোমাগুলো গোপনে রাখা যায় এবং তল্লাশির সময় ধরা না পড়ে। ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর আমরা আক্রমণ চালালাম। পাঁচটি বোমা গাড়ির তলায় রাখলাম। বোমায় টাইম পেন্সিল ফিউজ বসিয়ে সময় ৭:৪৩ সেট করলাম। তারপর নকল তল বসিয়ে ফলমূল দিয়ে গাড়ি ভর্তি করলাম। ছয় জন মুজাহিদীন এই আক্রমণ চালিয়েছিল। আমাদের কেউ অস্ত্র বহন করত না। আমরা ঠেলাগাড়ি নিয়মিত মত বাস স্টপে নিয়ে গিয়েছিলাম। ত্রয়োদশ সোভিয়েত ফলের পাশে ভিড় জমিয়েছিল। আমরা ঠেলাগাড়ি থেকে দূরে সরে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সাথে মিশে গেলাম। বোমা ৭:৪৩ মিনিটে বিস্ফোরিত হয় বাস আসার ঠিক আগে। বিস্ফোরণে ১৩ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয় এবং নিকটস্থ একটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডিআরএ ভিড় তল্লাশি করলেও আমাদের দলে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

COMMENTARY:

অনেকেই এই ধরনের বোমাবাজি আক্রমণকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দনীয় মনে করে, কিন্তু যখন বড় বড় বোমা বিমান থেকে ফেলা হয় তখন তাদের কোনো দ্বিধা থাকে না। উভয় ধরনের বোমাবাজি আক্রমণই নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী নয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই নিরপরাধ সাধারণ মানুষ নিহত হয়। প্রকৃত পার্থক্য শুধু বোমার আকার এবং বোমা পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিতে। মুজাহিদীনদের কোনো বিমানবাহিনী ছিল না, তাই তাদের বোমাবাজির বিকল্প সীমিত ছিল। অন্যদিকে সোভিয়েতদের একটি বিমানবাহিনী ছিল এবং তারা যুদ্ধকালীন ব্যাপক বোমাবাজি পরিচালনা করত।

ঘটনা- ০৩

INCIDENT AT QALA-E JABAR

by Mohammad Humayun Shahin

১৯৮১ সালের রমজান (জুন) মাসে, পাঁচজন মুজাহিদীনকে ক্বালায় জাবার (Qala-e Jabar) এ একটি সোভিয়েত সৈন্যের সাথে দেখা করার নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখান থেকে কিছু কালাশনকভ রাইফেলের ম্যাগাজিন কেনা। ক্বালা-ই জাবার, দারুলমান সোভিয়েত সামরিক ঘাঁটির থেকে দক্ষিণে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমাদের দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আলোজাই, যাকে শের খান নামে ডাকা হতো। দলটিতে ছিলেন হুকুম খান, আরও দুই জন এবং আমি।

আমরা ক্বালা-ই জাবারে গিয়ে সোভিয়েত সৈন্যের সাথে দেখা করলাম। সে বলল তার নাম হাসান। সে আমাদের তার মালামাল দেখাল। আমরা ম্যাগাজিনগুলি কিনতে রাজি হলাম এবং তাকে ৫০ আফগানি নোটের একটি বণ্ডাল দেখালাম। সোভিয়েত সৈন্যটি ৫০ আফগানি নোট সম্পর্কে পরিচিত ছিল না। সে দাবি করল আমাদের ১০০ আফগানি নোটে দিতে হবে। যেহেতু আমরা রুশ ভাষায় কথা বলতে পারতাম না, শের খান তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে দুইটি ৫০ আফগানি নোট একটির সমান, ১০০ আফগানি নোটের। তিনি একটি কাগজের টুকরোতে এটি লিখেও দেখালেন। তবে সোভিয়েত সৈন্য সম্ভবত বুঝতে পারেনি এবং বারংবার ১০০ আফগানি নোট দাবি করল। আমাদের কাছে ১০০ আফগানি নোট ছিল না।

যোগাযোগের চেষ্টা করার সময় সোভিয়েত সৈন্যটি ক্রমশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল। আমরা সোভিয়েত ঘাঁটির কাছাকাছি ছিলাম এবং ভাবতে শুরু করলাম এটি হয়তো একটি ফাঁদ। তখন হুকুম খান সোভিয়েত সৈন্যকে মাথায় জোর করে ধরল এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর কমান্ডার শের খান তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করল। আমরা দ্রুত ম্যাগাজিনগুলি নিয়ে এবং সোভিয়েতের AK-74 হামলা রাইফেলটি নিয়ে এলাকা ত্যাগ করলাম।

COMMENTARY:

সোভিয়েত সৈন্য এবং আফগান জনগণের মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য চলত। সোভিয়েত কনসক্রিপ্টরা ফুয়েল, গোলাবারুদ, অস্ত্র, ব্যাটারি এবং সামরিক সরঞ্জাম বিনিময়ে হাশিস, খাদ্য ও আফগানি অর্থ বিক্রি করত। তারা কাবুলের বাজারে এই অর্থ ব্যবহার করে পশ্চিমা সঙ্গীত যন্ত্রপাতি, সিডি, সিগারেট এবং পোশাক কিনত। কিছু পণ্য সোভিয়েত PX তে পাওয়া যেত, কিন্তু কনসক্রিপ্টদের নগদ অর্থ ও প্রবেশাধিকার কম থাকায় তারা স্থানীয় বাজার থেকে কেনাকাটা করত।

ঘটনা- ০৪

AFSHAR AMBUSH

by Commander Asil Khan

২৮ মে ১৯৮২ তারিখে, আমি কাবুলে সোভিয়েত সেনাঘাঁটির একদম প্রবেশদ্বারে চারজন মুজাহিদকে নিয়ে একটি ঘাঁপটি হামলা পরিচালনা করি। সেই সময়, সোভিয়েত ১০৩তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের কিছু অংশ এবং অন্যান্য কিছু ইউনিট দারুলআমানে অবস্থান করছিল, যা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। সোভিয়েত ৪০তম সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরও সেখানে তাজবেগ প্রাসাদে অবস্থিত ছিল। আমি আমার পিতার ফ্রন্টে একটি ছোট ইউনিটের কমান্ডার ছিলাম। আমার পিতার নাম হাজী দৌলত এবং আমাদের ফ্রন্টের মূল ঘাঁটি ছিল মোর্ঘগিরান-এ, যা দারুলআমান থেকে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

১৯৮২ সালের ২৮ মে, আমরা দারুলআমানের আশেপাশে সোভিয়েত বাহিনীর চলাচলের ওপর কয়েকদিন নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ চালানোর পর আমি একটি অতর্কিত হামলার স্থান নির্বাচন করি। এই পর্যবেক্ষণের সময়, আমরা কাবুল থেকে তাজবেগ প্রাসাদে অবস্থিত সোভিয়েত সদরদপ্তরের পথে সোভিয়েত যানবাহনের চলাচলের একটি নির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করি। সোভিয়েত দারুলআমান ঘাঁটির ঠিক উত্তরে আফশার নামের একটি ছোট গ্রাম রয়েছে। (মানচিত্র ১৪-১ - আফশার)। এটি একটি সাধারণ উপশহরীয় বাজার, যেখানে কয়েকটি মুদি দোকান ও ফলের দোকান রয়েছে। সোভিয়েত সৈন্যরা প্রায়শই এই বাজারে আসত এবং সেখানে থেমে সিগারেট, খাবার ও আমদানিকৃত ভদকা কিনত। আফশারকে তখন আমাদের কাছে একটি ভালো অতর্কিত হামলার স্থান বলে মনে হয়েছিল—সোভিয়েত সৈন্যরা সেখানে নিজেদের নিরাপদ মনে করত, অতর্কিত হামলার জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল, আর প্রবেশ ও প্রস্থান পথ ছিল মোটামুটি সহজ। হামলার স্থান থেকে আসা-যাওয়ার পথ বেশিরভাগটাই গোপন ছিল এবং এই পথ ধরে আমরা সহজেই চারদেহি জেলায় মুজাহিদীন ঘাঁটি ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারতাম।

হামলার দিন আমরা মোর্ঘগিরান থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ক্বালায়ে বখতিয়ার গ্রামে অবস্থান করি। আমাদের কাছে ছিল চারটি একে-৪৭ রাইফেল এবং একটি অ-সোভিয়েত উৎপাদিত হালকা অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লঞ্চার। সন্ধ্যার দিকে আমরা আফশারের দিকে রওনা হই। তখন মুসলিমদের রমজান মাস চলছিল, যখন মুসলমানরা সারা দিন রোজা রাখে। সূর্যাস্তের সময় রোজা ভাঙার সময় হওয়ায় রাস্তায় খুব কম মানুষ ছিল। যেহেতু আমাদের অতর্কিত হামলার স্থানটি সোভিয়েত ঘাঁটির একেবারে নিকটে ছিল, তাই আমি একটি দ্রুত আক্রমণের পরিকল্পনা করি—একটি সোভিয়েত গাড়ির ওপর অতর্কিত হামলা করে সম্ভব হলে কয়েকজনকে বন্দি করা।

আমরা আফশারের একটি সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাই, যেটি গিয়ে মিশেছে দারুলআমান প্রাসাদের উত্তরের প্রধান রাস্তায়। সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিটের দিকে আমার সামনের রাইফেলধারীরা রাস্তার মোড়ে পৌঁছালে, একটি সোভিয়েত GAZ-66 ট্রাক পূর্ব দিক থেকে এসে ঘাঁটির দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকটিতে পাঁচজন আরোহী ছিল—একজন চালক, সামনের আসনে একজন সৈনিক এবং পেছনে আরও তিনজন। এদের মধ্যে একজনের পিঠে রেডিও ঝোলানো ছিল। আমি আমার অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গানধারীকে বলি গাড়িটি "কিল জোনে" প্রবেশ করলেই গুলি করতে। সে গুলি ছোড়ে, কিন্তু অল্পের জন্য মিস করে। ট্রাকটি হঠাৎ থেমে যায় এবং এর আরোহীরা দ্রুত নেমে আশেপাশে অবস্থান নিয়ে এলোমেলোভাবে গুলি ছোড়ে।

এই সংক্ষিপ্ত গুলিবিনিময়ে আমরা একজন সোভিয়েত সৈন্যকে হত্যা করি। দুই সৈন্য দক্ষিণ-পশ্চিমে তাদের ক্যাম্পের দিকে পালিয়ে যায়। একজন ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে ঢুকে পড়ে। রেডিও-ম্যান দৌঁড়ে পাশের একটি মুদি দোকানে ঢুকে লুকিয়ে পড়ে। আমার এক মুজাহিদ ওই দোকানের কাছে একটি কংক্রিট বৈদ্যুতিক খুঁটির আড়ালে ছিল। আমি তাকে বলি দোকানের সামনে দিয়ে রেডিও-ম্যানকে অনুসরণ করতে, আর আমি দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে নিজেকে "বন্ধু" হিসেবে পরিচয় দিই। সোভিয়েত সৈনিক প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন সে আমার মুজাহিদের হাতে বিদেশি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র দেখে, তখন সে বলে উঠল “দুশমান”

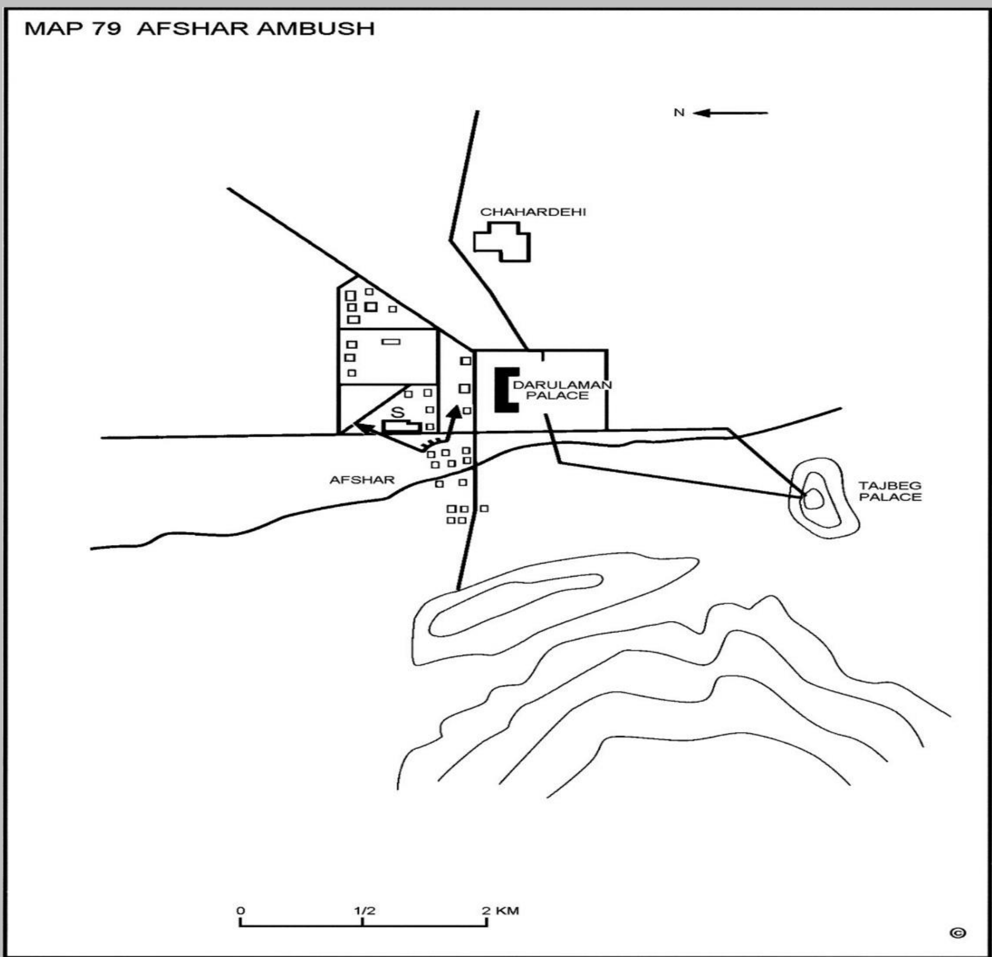
(শত্রু)। এরপর আর কিছু বলেনি, আমরা তার হাত বেঁধে তাকে পিছনের দরজা দিয়ে নিয়ে যাই। আমি আমার দলকে ডেকে নিই এবং আমরা দ্রুত এলাকা ত্যাগ করি। পুরো অভিযানটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

শত্রুর প্রতিশোধের আশঙ্কায় আমরা অন্ধকারে দ্রুত ক্বালায়ে বখতিয়ারের দিকে রওনা হই। সেখান থেকে আমরা যাই ক্বালায়ে বাহাদুর খান, ক্বালায়ে জাবার খান ও ক্বালায়ে কাজি হয়ে আমাদের ফ্রন্টের ঘাঁটি মোর্ঘগিরানে পৌঁছি রাত ১০টার দিকে। আমরা বন্দিকে সেখানে তিন দিন রেখে পরে পাকিস্তানের পেশোয়ারে নিফা সদরদপ্তরে হস্তান্তর করি।

সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ এবং শত্রুর চলাচল ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশদ জ্ঞান সরাসরি সোভিয়েত ঘাঁটির কেন্দ্রেই কার্যকর একটি আম্বুশ পরিচালনা সম্ভব করেছে। সোভিয়েতরা তাদের ঘাঁটির লাগোয়া একটি দুর্বল পয়েন্টে প্রহরা দেয়নি—হয়তো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অথবা নিম্নস্তরের কমান্ডারদের অবহেলার কারণে।

একটি ছোট, সঠিকভাবে অস্ত্রায়িত দলের নির্বাচন এবং কার্যকর অবস্থান নির্বাচন অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে, একটি নন-স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, গুলিকারক ওই অস্ত্র ব্যবহারে পূর্বে কোনো প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন পেয়েছিল কি না। এখানে আরপিজি-৭ এবং একজন অভিজ্ঞ গুলিকারক প্রয়োজন ছিল।

আরও বিস্ময়কর বিষয় হলো, মুজাহিদীনদের রকেট মিস করার পরও সোভিয়েতরা কেন ট্রাক থামিয়ে দিলো। গাড়িটি সরাসরি চলে যেতে পারত, এবং সৈন্যরা ছোট অস্ত্রের গুলির মধ্য দিয়ে পালাতে পারত, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র আবার লোড করার আগেই। কিল জোনে থেমে গুলি চালানো ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত, যার ফলে একজন সোভিয়েত সৈন্য নিহত ও একজন বন্দি হয়।



ঘটনা- ০৫

REMOTE-CONTROL ATTACK ON A CONVOY IN THE SUBURBS

by Mohammad Humayun Shahin

আমার বাহিনীতে প্রায় ৪০ জন গেরিলা ছিল। আমরা কেউ কাবুল শহরের ভেতরে, কেউ শহরতলিতে বসবাস করতাম। অধিকাংশই ছিল জাতিগত পশতুন, তবে কাবুলের বাইরের সাতজন দারি ভাষাভাষীও আমাদের সঙ্গে ছিল। পশতুভাষীরা প্রায়ই কোচি যাযাবরদের সঙ্গে মিশে যেত, যারা কাবুলের প্রান্তে তাঁবু ফেলে গবাদি পশু চরাত। যখন ডিআরএ (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান) সৈন্যরা এলাকা তল্লাশি করত, তখন দারি ভাষাভাষীরা নিজেদের দুগ্ধজাত পণ্যের ক্রেতা হিসেবে পরিচয় দিত।

অক্টোবর ১৯৮২ সালে, আমি একজন যোদ্ধা ছিলাম, কমান্ডার না। আমাদের কমান্ডার ছিলেন ক্বারার। তিনি আমাদের কোট-এ-সাঙ্গি-দারুলআমান সড়কের ক্বালায়ে আলিমারদান এলাকার কাছে (মানচিত্র: আলিমারদান) একটি সামরিক বহরের ওপর অতর্কিত হামলায় নেতৃত্ব দেন। এই অভিযানে কমান্ডার দিদার, কমান্ডার ফিরোজ এবং কমান্ডার ক্বারারের নেতৃত্বাধীন হিজব-ই-ইসলামি (HIH) বাহিনী ছাড়াও মোহসেনি গোষ্ঠীর যোদ্ধারা অংশ নেয়। সম্মিলিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৬ জন। আমরা ধারণা করেছিলাম, পরদিন দারুলআমান থেকে কাবুলের দিকে একটি সামরিক বহর আসবে। সেই অনুযায়ী আমরা সবাই রাতের বেলা ওই এলাকায় পৌঁছে চারপাশ ঘিরে ফেলি। আমাদের মাইন টিম সাতটি রিমোট কন্ট্রোলড (শারতাকি) মাইন পুঁতে রাখে। এরপর তারা সেগুলোকে ছদ্মবেশে ঢেকে ফেলে। দুটি নজরদারি চৌকি স্থাপন ও একটি ডেটোনেশন টিম নির্ধারণ করার পর মুজাহিদীনরা পেছনে সরে যায়।

একজন মুজাহিদ, যার নাম ছিল শের বাচ-এ খালা (একজন হাজারা), আর আমি ছিলাম ডেটোনেশন টিমে। কমান্ডার ক্বারার ছিলেন দারুলআমানের পর্যবেক্ষণ পোস্টে, আর আরেকজন পর্যবেক্ষক ছিলেন মাইন-পোঁতা স্থানের পাশে। আমি ও শের বাচ-এ খালা রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে একটি ক্লোভার ক্ষেতে রাত কাটাই।

পরদিন সকালে কমান্ডার ক্বারার সাইকেল চালিয়ে রাস্তা ধরে এসে আমাদের জানান যে সোভিয়েত বহর দারুলআমান থেকে রওনা হয়েছে। আমরা আমাদের ডেটোনেশন অবস্থানে চলে যাই। এরপর কমান্ডার ক্বারার অন্য পর্যবেক্ষণ চৌকিতে চলে যান এবং সেখানকার পর্যবেক্ষককে বলেন—যখন প্রথম দুটি যানবাহন মাইন-পোঁতা অংশ অতিক্রম করবে, তখন সে যেন নিজের পাগড়ি খুলে নাড়িয়ে ইশারা দেয়। কারণ, আমরা ডেটোনেশন অবস্থান থেকে মাইন স্থানের দৃশ্য দেখতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পর বহরটি সেই স্থানে পৌঁছে যায় এবং পর্যবেক্ষক পাগড়ি খুলে নাড়িয়ে সংকেত দেয়, তারপর নিরাপদ স্থানে সরে যায়। আমরা ডেটোনেটর চালু করি, এবং সাতটির মধ্যে চারটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে একটি বিএমপি (সাঁজোয়া যান) এবং তিনটি ট্রাক ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চারজনের মুজাহিদীন টিম নিরাপদে এলাকা ত্যাগ করে।

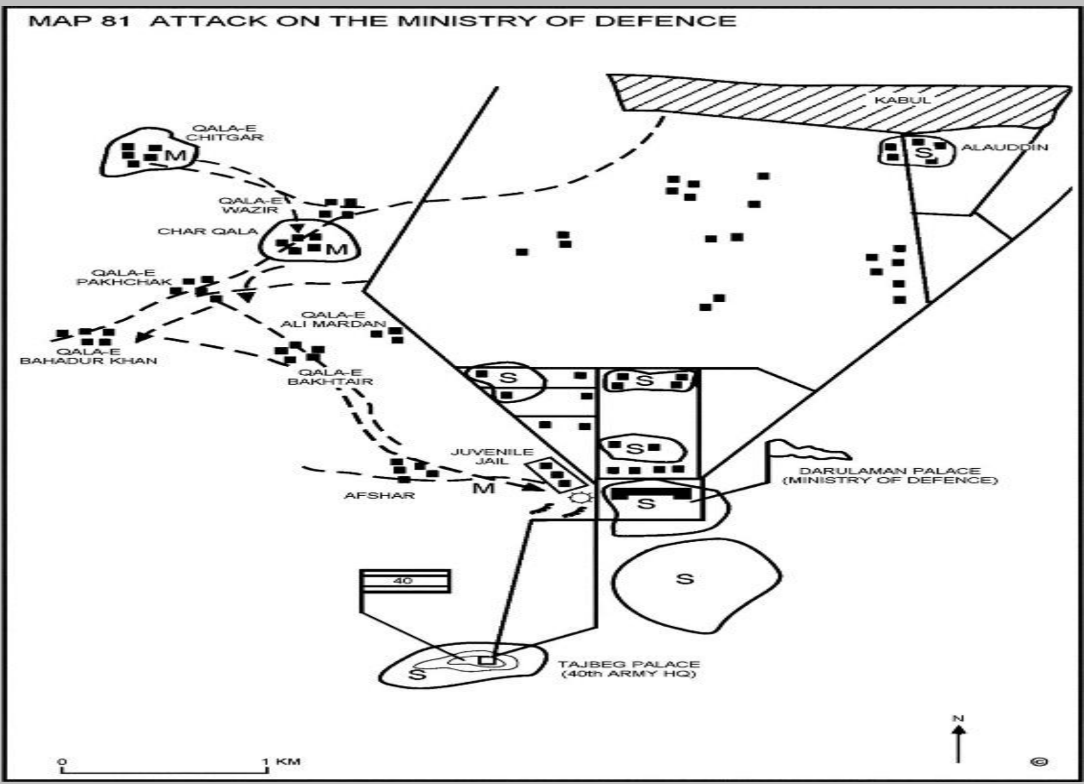
COMMENTARY:

ডেটোনেশন দলের পক্ষে লক্ষ্যবস্তুর জায়গা সরাসরি দেখা সবসময়ই ভালো কৌশল। মুজাহিদীনদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সময় খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের হতো, যেমন এই ক্ষেত্রে একটি মাত্র চাক্ষুষ সংকেতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই হামলা, অন্যান্য নগরভিত্তিক হামলার মতোই, ছিল দ্রুত, একবারের আঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে সরে যাওয়ার কৌশল। এ ধরনের হয়রানিমূলক হামলা সাধারণত মনোবল ছাড়া তেমন বড় কোনো প্রভাব ফেলে না। একটি ছোট ডেটোনেশন দল গঠন করা বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু ৭৬ জনের একটি বাহিনী দিয়ে এলাকা ঘিরে রাখা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছিল। কাবুলে তখন রাতের বেলা কারফিউ ছিল এবং এত বড় একটি দল প্রধান সড়ক দিয়ে চলাচলকালে টহল বাহিনীর নজরে পড়ার আশঙ্কা ছিল।

ঘটনা- ০৬

ATTACK ON THE MINISTRY OF DEFENSE

by Mohammad Humayun Shahin



নভেম্বর ১৯৮২ সালে, হিজব-ই-ইসলামি (HIH) এবং মোহসেনির হারাকাত-ই-ইসলামির প্রায় ৬০ জন মুজাহিদীন মিলে দারুলআমান প্রাসাদে অবস্থিত ডিআরএ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর একটি রাতের অতর্কিত হামলা চালায় (মানচিত্র ১৪-৩ - দারুলআমান)। এলাকাটির নিরাপত্তা ছিল অত্যন্ত কড়া, এবং দারুলআমান প্রাসাদ থেকে তাজবেগ প্রাসাদ (যেখানে সোভিয়েত ৪০তম সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর ছিল) পর্যন্ত অঞ্চলটিতে ভারী টহল চলত। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে হামলাটি সংক্ষিপ্ত-পরিসরের একটি আরপিজি (RPG) হামলায় সীমাবদ্ধ রাখব।

HIH দলের কাছে ছিল একে-৪৭ কালাশনিকভ, আর মোহসেনি দলের হাতে ছিল ব্রিটিশ স্টেন গান এবং অন্যান্য অস্ত্র। মোহসেনি গোষ্ঠীর কাছেই ছিল সেই আরপিজি-৭ যেটি আমরা হামলায় ব্যবহার করি। দুই দলই আরপিজির জন্য গোলাবারুদ সরবরাহ করে।

বিকেলের শেষ দিকে আমরা চারের ক্বালায় জড়ো হই, যেটি লক্ষ্যবস্তুর (দারুলআমান প্রাসাদ) প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। সেখান থেকে আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দক্ষিণে রওনা হই এবং মধ্যবর্তী গ্রামগুলো—ক্বালায়ে পাখচাক, ক্বালায়ে বাহাদুর খান এবং ক্বালায়ে বখতিয়ার—অতিক্রম করি। আমাদের অবস্থান ছিল একটি পানিচালিত মিল (জলচাকি), যা জুভেনাইল সংশোধনাগারের কাছে, দারুলআমান প্রাসাদের খুব কাছে।

আমরা পথ চলাকালেই নিরাপত্তা টিমগুলো নির্ধারিত স্থানে নামিয়ে দিই। পুরো মুজাহিদীন দলটির অধিকাংশই ছিল রুটে যাতায়াতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে। নিরাপত্তা দলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়, যা আমাদের গোপনে প্রবেশ এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করে।

আমাদের অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দল যখন ফায়ারিং অবস্থান নিশ্চিত করে, তখন মোহসেনি গোষ্ঠীর সাদাত নামক এক মুজাহিদ আরপিজি-৭ নিয়ে নিজের অবস্থানে যায়। সে লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রায় ২৫০ মিটার দূরে ছিল। সে ভবনটির দিকে দুটি রকেট ছোড়ে।

শত্রুপক্ষের প্রতিক্রিয়া ছিল সঙ্গে সঙ্গেই। প্রাসাদের চারপাশের প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে চারদিক আলো করে তীব্র ছোট অস্ত্রের গুলি চালাতে শুরু করে। আমরা পাল্টা গুলি চালাইনি। বরং, আমরা সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের পথ ধরে পিছু হটতে শুরু করি এবং নিরাপত্তা দলের সহায়তায় সেই পথ ধরেই এলাকা ত্যাগ করি। এরপর আমরা চারদেহি অঞ্চলের গ্রামগুলোর ভেতরে ছড়িয়ে পড়ি এবং বিভিন্ন লুকিয়ে থাকা স্থান ও নিরাপদ ঘরবাড়িতে আশ্রয় নিই।

কয়েক বছর পর, ডিআরএ পক্ষের এক কারাবন্দি, যিনি ওই রাতে হামলার সময় সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এক মুজাহিদীন যোগাযোগকারীকে জানান যে সেই হামলায় প্রায় ২০ জন নিহত বা আহত হয়েছিল।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনদের নগর যুদ্ধকৌশল ছিল নিম্নমাত্রার এবং তুলনামূলকভাবে অপরিশীলিত। তাদের অভিযান সাধারণত একটি মাত্র আঘাতে সীমাবদ্ধ থাকত, যার পরপরই দ্রুত সরে পড়া হতো—এর উদ্দেশ্য ছিল ভালোভাবে সজ্জিত ও সমর্থিত নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি ও নির্ণায়ক সংঘাতে জড়ানো এড়ানো। টিকে থাকার স্বার্থেই এই কৌশল বেছে নেওয়া হয়েছিল, তবে এর প্রভাব ছিল সামরিকের চেয়ে রাজনৈতিক ও মানসিক দিক থেকে বেশি।

নগরে যুদ্ধরত মুজাহিদীনদের যে শ্রম ও ঝুঁকি ছিল, তা অনেক বড় হলেও এর ফলাফল ছিল ক্ষণস্থায়ী বা তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নয়।

মুজাহিদীনদের নগরাঞ্চলে সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল সাধারণ জনগণের সমর্থন এবং ডিআরএ/সোভিয়েত বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর বাইরের অঞ্চলে তাদের কার্যত কোনো উপস্থিতি না থাকা। যদিও শহরগুলোতে রাতের বেলা কারফিউ জারি থাকত, কিন্তু কারফিউ কার্যকর করার জন্য মোতায়েন টহল বাহিনী মূল শহরের সড়কগুলোর বাইরে নিরাপদে চলাচল করতে পারত না। মুজাহিদীনরা মূল সড়কগুলোর বাইরের এলাকায় এবং শহরতলিতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত।

তবে, তারা এই সুবিধাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি—এর কারণ ছিল পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামো, আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামের ঘাটতি, কার্যকর কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন মুজাহিদীন যোদ্ধা গোষ্ঠীর মধ্যে কৌশলগত সংহতির অভাব।
বিশেষ করে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ সরঞ্জামের অভাব মুজাহিদীনদের কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

ঘটনা- ০৭

ALCOHOL CAN BE DEADLY

by "The Mountain Man"

ডিআরএ (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান) ৮ম পদাতিক ডিভিশন ছিল কাবুলে অবস্থানরত একটি সেনাদল। আমাদের একজন ভেতরের সংযোগ ছিল—তিনি ঐ ডিভিশনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। বছরের পর বছর ধরে তিনি আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন। তার এই সহযোগিতা তাকে এবং তার পরিবারকে বড় ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল। তিনি মুজাহিদীনদের দলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। আমরা এমন একটি পরিকল্পনা করি যাতে তার পক্ষান্তরও সম্ভব হয় এবং শত্রুপক্ষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমরা আমাদের সংযোগ কর্মকর্তাকে বলি, তিনি যেন ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ তারিখে একটি পার্টির আয়োজন করেন। তিনি ৮ম পদাতিক ডিভিশনের রাজনৈতিক কর্মকর্তাকে এবং তাদের সঙ্গে কাজ করা দুইজন সোভিয়েত উপদেষ্টাকে কোট-এ-সাঙ্গিতে তার বাসায় দাওয়াত দেন। তিনজনই দাওয়াত গ্রহণ করে এবং রাতে সামরিক জিপে করে সেখানে আসে। আমাদের ঐ অফিসারের কাছে ছিল প্রচুর পরিমাণে পশ্চিমা হুইস্কি আর শীশ কাবাব। সোভিয়েত ও আফগান অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া ও মদ্যপানে এতটাই মত্ত হয় যে তারা একপর্যায়ে অচেতন হয়ে পড়ে।

তারপর আমাদের অফিসার আমাদের খবর দেন। আমরা তার বাসায় যাই এবং অচেতন মদ্যপদের সবাইকে টেনে এনে তাদের জিপে তুলে দিই। এরপর আমরা তাদের নিয়ে কাবুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ক্বালায়ে কাজি গ্রামে চলে যাই। যেহেতু আমরা তাদের জিপে ছিলাম, তাই পথে কেউ আমাদের থামায়নি বা প্রশ্ন করেনি। আমরা মদ্যপদের নামিয়ে দিয়ে জিপটি অফিসারের কাছে ফিরিয়ে দিই। তিনি সেই জিপে তার পরিবারকে তুলে পাকিস্তানে নিয়ে যান এবং পরে আমাদের সংগ্রামে প্রকাশ্যে যোগ দেন।

আমরা ঐ তিনজন মদ্যপকে মোর্ঘগিরান পাহাড়ি গ্রামের একটি গোপন আস্তানায় নিয়ে যাই। পরদিন যখন তারা হুঁশে আসে, তখন আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণ ও সৎপথ বেছে নেওয়ার আহ্বান জানাই। কিন্তু সোভিয়েতরা প্রচণ্ড রেগে যায়, আমাদের গালাগালি ও অবমাননা করতে থাকে। তারা বলে—"পেছনে ফেরার কোনো পথ নেই। আফগানিস্তান হবে একটি কমিউনিস্ট দেশ। আমরা তোমাদের বা তোমাদের নোংরা ধর্মকে কখনোই গ্রহণ করব না।"
তারা আমাদের সঙ্গে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে।

আমরা তাদের অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিতে পারছিলাম না, কারণ তাদের কিছু সহযোগিতা দরকার ছিল। আবার গুলি করাও সম্ভব ছিল না—কারণ গুলির শব্দে কাছাকাছি নিরাপত্তা চৌকি সতর্ক হয়ে যেতে পারত। শেষ পর্যন্ত, আমরা তাদের সবাইকে জীবন্ত মাটিচাপা দিই। তাদের জামাকাপড় ও কাগজপত্র আমরা রেখে দিই এবং পরবর্তীতে সেগুলো পেশোয়ারে হিজব-ই-ইসলামির সদরদপ্তরে পাঠিয়ে দিই।

পরদিন, সোভিয়েত বাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। ফলে আমরা এলাকা ত্যাগ করে পারওয়ান ও মাইদান প্রদেশে চলে যাই। সোভিয়েতরা যখন আমাদের খুঁজছিল, তখন তাদের মৌলভী রহমাতগুল-এর বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষের পর তারা জানতে পারে আমরা তিনজনকে কোথায় কবর দিয়েছিলাম।

তখন তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়—তারা সবাই মারা গিয়েছিল এবং তাদের দেহগুলো কালো হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনা- ০৮

RAID ON BALAHESSAR FORTRESS

by Commander Shahabuddin

একটি সোভিয়েত রেজিমেন্ট কাবুলের বালাহেসার দুর্গে অবস্থান করেছিল। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে, আমরা বালাহেসারের দক্ষিণে অবস্থিত একটি নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিই। ঐ চৌকিটি দুর্গের চারপাশের নিরাপত্তা বেল্টের অংশ ছিল। আমার দল ছিল ৬২ জন মুজাহিদীন। আমার কাছে ছিল আটটি আরপিজি-৭ এবং দুইটি ৮২ মিমি রিকোয়েলেস রাইফেল। আমার ঘাঁটি ছিল কাবুল থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণে যখদারা গ্রামে। আমরা যখদারায় ঘাঁটিতে হামলার পরিকল্পনা করি, বিকেল বেলা শেওয়াকি গ্রামে পৌঁছি এবং অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তারপর রাতের আঁধারে আমরা রওনা হই। পথে কয়েকটি শাসকদলীয় চৌকি ছিল। প্রতিটি চৌকির কাছে আমি পাঁচ সদস্যের একটি নিরাপত্তা দল স্থাপন করতাম। প্রধান চৌকিটি ছিল আখোজি এলাকায়, অন্যগুলো ছিল বাগে আফজাল এবং ক্বালাচায়। নিরাপত্তা দলের কাজ ছিল আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথ সুরক্ষিত করা যেন শত্রু আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা করতে না পারে।

আমরা বালাহেসার দুর্গে পৌঁছলাম, যা চারপাশে অনেক নিরাপত্তা চৌকি দিয়ে ঘেরা। আমি ১৫ জনের একটি আক্রমণ দল রেখে বাকি সকলকে নিরাপত্তা দলেরূপে অন্যান্য চৌকিগুলোতে নিয়োগ দিলাম। আক্রমণ দলটিকে আমি দুটি ভাগে ভাগ করলাম—একটি পাঁচ সদস্যের সহায়ক দল এবং একটি দশ সদস্যের আক্রমণ দল। আমরা চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে চৌকির প্রাচীরে চড়াই দিই, ছাদে উঠে থেকে আক্রমণ শুরু করি। আমি আক্রমণ দলকে নেতৃত্ব দিলাম। আমরা প্রহরীকে আরপিজি দিয়ে আঘাত করলে সে নিঃশেষ হয়ে যায়। আমরা আরপিজি রকেটে দরজা ভেঙে ফেলে উঠানে থাকা সৈন্যদের ওপর গুলি চালাই। ১২ জন ডিআরএর সৈন্যকে আমরা হত্যা করি এবং তিনজন আহত সৈন্যকে বন্দি করি। বাকিরা বালাহেসার দুর্গের একটি গোপন পথ দিয়ে পালিয়ে যায়। আমার দলে দুজন নিহত হয়, একজন ছিলেন যাজাত হালিম। আমরা আমাদের মৃত সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে যাই। আহত বন্দিদের আমরা নিতে পারিনি, তাই তাদের রেখে আসতে হয়। আমরা ১৬টি অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করি—কালাশনিকভ, মেশিন গান, একটি মর্টার এবং একটি আরপিজি। আমাদের চলে যাওয়ার সময় বালাহেসারে আওয়াজ হল এবং ট্যাঙ্কগুলো দুর্গ থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে লাগল। একটি ট্যাঙ্ক আমাদের কাছে এসে গেলে আমরা আরপিজি দিয়ে সেটি ধ্বংস করি। অন্যান্য ট্যাঙ্কগুলো তখন আমাদের দিকে আসা বন্ধ করে দেয়—তারা আর লড়াই করতে আগ্রহী ছিল না। আমরা দ্রুত এলাকা ত্যাগ করার চেষ্টা করি এবং আমাদের নির্ধারিত সমাবেশস্থলের দিকে যাই। আমরা সেখানে পৌঁছাতে গেলে একটি চ্যালেঞ্জিং জিজ্ঞাসা পেতাম এবং আমরা সঠিক পাসওয়ার্ড দিয়ে জবাব দিতাম। সব দলকে একত্রিত করে আমরা এলাকা ছাড়ি। আমাদের নিরাপত্তা দল নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

এই হামলা ছিল ইসলামিক চন্দ্র ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসের ১০তম দিনে—আশুরা দিবসে। এই দিনটি ইরাকের কারবালায় নবী মুহাম্মদের নাতি হুসেইন এবং তাঁর ৭২ অনুগামীদের হত্যার স্মরণে পালন করা হয়। এটি শিয়া ও অন্যান্যদের জন্য শোক, ভাবনা ও গভীর চিন্তার দিন। আশুরার দিনে, আমরা নিজেদের মৃত যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করি যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন দিয়েছেন। তাদের মৃত্যু এই পবিত্র দিনে হয়েই সঠিক হলো।

COMMENTARY:

অনেক নগর গেরিলা কমান্ডার তাদের প্রধান ঘাঁটি শহরতলির বা প্রান্তিক গ্রামে রাখতেন, যেখানে সরকারের নজরদারি ছাড়া দলের সদস্যদের একত্রিত করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া সহজ হতো। তারা একটি গোয়েন্দা ও সমর্থক জাল তৈরি করত, যারা শহরে প্রবেশ এবং চলাচলে সহায়তা করত। তবে শহরে যেসব গেরিলা দল কাজ করত, তাদের প্রবেশ ও প্রত্যাবর্তনের পথ সুরক্ষিত করা জরুরি ছিল, যার জন্য তাদের বাহিনীর বড় অংশ প্রয়োজন হতো।

ঘটনা- ০৯

RAID ON THE KABUL METROPOLITAN BUS TRANSPORTATION AUTHORITY

by Commander Shabuddin

কাবুল মেট্রোপলিটন বাস পরিবহন কর্তৃপক্ষ শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত এবং এটি ১৩০টি বাসের জন্য কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল হিসেবে কাজ করত। ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে, আমি যখদারা ঘাঁটিতে ১২০ জন মুজাহিদীনকে একত্রিত করি এই হামলার জন্য। আমাদের কাছে ছিল ১৬টি আরপিজি-৭, তিনটি মর্টার, তিনটি ৮২ মিমি রিকোয়েলেস রাইফেল এবং অনেক ছোট হাতিয়ার। আমি আমাদের বাহিনীকে তিনটি ২০ জনের দলে ভাগ করি, যারা বাগরামি টেক্সটাইল কোম্পানি, পুলিশ স্টেশন, এবং আমাদের প্রধান লক্ষ্য—শহরের বাস পরিবহন কর্তৃপক্ষের ওপর হামলা চালাবে। নিরাপত্তা দলের জন্য ৬০ জন নিয়োজিত ছিল যারা আমাদের অগ্রগতি ও প্রত্যাবর্তনের পথ নিরাপদ রাখবে। নগর গেরিলার অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো তার প্রত্যাবর্তন পথের সুরক্ষা।

আমরা আমাদের ঘাঁটি থেকে বাহিনী নিয়ে চলে আসি এবং আশেপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ি। নিরাপত্তার জন্য, শুধু আমার অধীনস্থ কমান্ডার এবং আমি পরিকল্পনাটি জানতাম। একবার আমাদের অবস্থান নিশ্চিত হলে, কমান্ডাররা তাদের সৈন্যদের ব্রিফিং দিতেন এবং কার্যক্রম জানাতেন। প্রথম দল টেক্সটাইল মিলের দিকে যায়। দ্বিতীয় দল, যাদের সঙ্গে একটি ৮২ মিমি রিকোয়েলেস রাইফেল, একটি মর্টার এবং কয়েকটি আরপিজি-৭ ছিল, তারা কার্তে নাওর পুলিশ স্টেশনে হামলার জন্য রওনা হয়। আমি বাস পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান আক্রমণের নেতৃত্ব দিই।

আমরা এগোতে গেলে, আশপাশের সব নিরাপত্তা চৌকির বাইরে নিরাপত্তা দল মোতায়েন করি। আমি একটি মুজাহিদীন দল ইকবাল সিনেমায় পাঠাই সেখানকার নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা করার জন্য যাতে তারা আমাদের হামলায় বাধা না দেয়। হামলার প্রস্তুতি চলাকালীন, একটি সাঁড়াশি জিপ টহল চালিয়ে আসে। আমরা জিপটিকে রকেট দিয়ে ধ্বংস করি। নিরাপত্তা চৌকির সৈন্যরা জ্বলন্ত জিপ দেখে পালিয়ে যায়। ওই জায়গায় আমরা তিনটি কালাশনিকভ জব্দ করি।

আমি আমার দলকে বাস পরিবহন কর্তৃপক্ষের বড় সংরক্ষিত এলাকায় নিয়ে যাই। সেখানে কিছু প্রহরী রাখি যেন কেউ হঠাৎ হামলা করতে না পারে। এরপর বাস পার্কের নিরাপত্তা দলকে আক্রমণ করি। আমরা আট জনকে হত্যা করি, দুই জনকে বন্দি করি এবং সেখানে থাকা ১২৭টি বাস জ্বালিয়ে ধ্বংস করি। মাত্র তিনটি বাস ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। আমরা ১৩-১৪টি কালাশনিকভ এবং ১৫৫টি বেয়নেটও বাজেয়াপ্ত করি। আমরা আমাদের নির্ধারিত প্রত্যাবর্তন পথ ধরে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে যাই।

জানলাম, টেক্সটাইল মিলের ওপর হামলা চালানো দল তাদের মর্টার ও ভারী অস্ত্র চালিয়ে ভবনে ক্ষতি করেছে। দীর্ঘ সময় কাবুলে বাস পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

COMMENTARY:

নগর গেরিলা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা কমাতে চেষ্টা করে, মনোবল দুর্বল করে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি লক্ষ্যগুলো আক্রমণ করে এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত করে। বাস টার্মিনাল ছিল একটি আদর্শ লক্ষ্য কারণ এটি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় মুজাহিদিনের শক্তি এবং রাজধানীর জীবনযাত্রাকে উল্লেখযোগ্যভাবে ধীর করে দেয়।

ঘটনা- ১০

WEAPONS RAID IN CHARIKAR

by Commander Sarshar

পারওয়ান প্রদেশের রাজধানী চারিকারের কেন্দ্রস্থল এক রকম চৌকশ শহরাঞ্চল, যা প্রায় এক কিলোমিটার বাই এক কিলোমিটার এবং এর সঙ্গে একটি বড় শহরতলি রয়েছে। চারিকারের উত্তরের অংশকে 'নতুন জেল' এলাকা বলা হয়। ডিআরএ (ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান) মিলিশিয়া বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল এই 'নতুন জেল' এলাকায়। মালেক শাহ ছিলেন আমাদের সংযোগ ব্যক্তি, যিনি ওই সদর দপ্তরের ভিতরে ছিলেন। ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে, তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে মিলিশিয়া কমপাউন্ডের কমান্ডার ঘুমানোর সময় আমাদের তাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেবেন।

আমি এই মিশনের জন্য আমার ঘাঁটি থেকে ৬৫ জন মুজাহিদীন নিয়ে আসি। আমাদের হাতে ছিল দুটি গোরিউনভ ভারী মেশিনগান, তিনটি পিকেএ মাঝারি মেশিনগান, চারটি আরপিজি-৭, এবং কালাশনিকভ ও এনফিল্ড রাইফেল। আমি আমাদের বাহিনীকে তিনটি নিরাপত্তা দল এবং একটি আক্রমণ দলে ভাগ করি। একটি নিরাপত্তা দল সদর দপ্তরের উত্তর-পূর্বে সড়কের পাশে স্থাপন করা হয়, আর অন্যটি সদর দপ্তরের উত্তর-পশ্চিমে অন্য পাশ রক্ষার জন্য। এই দুইটি নিরাপত্তা দল আক্রমণ দলকে সুরক্ষা দিচ্ছিল। তৃতীয় নিরাপত্তা দল আমাদের প্রত্যাবর্তন পথ, উত্তর দিকের ওফিয়ান-এ শরিফ রক্ষার দায়িত্বে ছিল।

আমরা রাতে রাত ২টা ০০ মিনিটে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগোই। রাত ৩টা ০০ মিনিটে সদর দপ্তর থেকে একটি ফ্ল্যাশলাইট সংকেত পাই। আমি প্রাচীরে উঠে যাই, আমার সঙ্গে আক্রমণ দলে থাকা আটজন মুজাহিদীনও আমার পিছুপিছু উঠে আসে। আমরা সবাই কমপাউন্ডের ভিতরে প্রবেশ করি। মালেক শাহ আমাদের কমপাউন্ড ভবনের তিনটি কক্ষ দেখাচ্ছিলেন, তখনই এক ঘুমন্ত মিলিশিয়া সৈন্য উঠে পড়ে এবং আমাদের দেখে চিৎকার করতে শুরু করে। আমাদের সময় কম ছিল, তাই আমরা গুলিবর্ষণ করতে করতে তিনটি কক্ষে ঢুকে পড়ি। আমি আমার দলকে কমান্ডারের কক্ষে নিয়ে যাই। আমরা ২০ জনকে হত্যা করি, আর আমার এক সদস্য নিহত ও একজন আহত হয়। আমরা ১৬টি কালাশনিকভ বন্দি করি এবং তাদের কমান্ডারের মাকারভ পিস্তল জব্দ করি। যেহেতু গুলি ছোড়া কক্ষের ভিতরে হচ্ছিল, তাই শব্দ অনেকটাই নিস্তব্ধ ছিল এবং অন্যান্য নিরাপত্তা চৌকিরা প্রতিক্রিয়া জানায়নি। স্পষ্টতই অন্য চৌকিগুলো জানতো না যে আমরা ওই পোস্ট দখল করেছি।

ভোরের আগে আমরা পোস্ট ত্যাগ করি, ওফিয়ান-এ শরিফে ফিরে যাই এবং পরের রাতে আমাদের ঘাঁটিতে গরবন্দে ফিরি।

COMMENTARY:

চারিকারের গলিগুলো সংকীর্ণ ও টলটলে। ফ্ল্যাঙ্ক ও প্রত্যাবর্তন পথের নিরাপত্তা সবসময় অগ্রাধিকার পেত এবং শহরের যোদ্ধাদের অধিকাংশ লোক নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত হত। এই ঘটনায়, বাহিনীর ৮৭% নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার হয়েছে, যা হয়ত বেশি নয়। চারিকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, যখন রাত ৩টায় ২০ জন সৈন্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে মারা গেল এবং কেউ তা লক্ষ করল না।

ঘটনা- ১১

NIGHT RAID ON A CITY OUTPOST

by Ghulam Farouq

আমি কান্দাহারে একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমি আমার ছাত্র পরিচয়পত্র ব্যবহার করে শহরজুড়ে মুক্তভাবে চলাফেরা করতাম মুজাহিদীনদের সহায়তা করার জন্য। দিনের বেলা আমি সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তা চৌকিতে ডিআরএর সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতাম, আর রাতের বেলা মুজাহিদীনরা ওই সৈন্যদের তথ্য ব্যবহার করে তাদের ওপর আক্রমণ করত। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতে, আমি এমন একজন সৈন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করি যিনি মুজাহিদীনদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তার নিরাপত্তা পোস্ট দখল করার জন্য আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল কান্দাহারের সারা-ই সাআত-হা নিরাপত্তা চৌকি। এই চৌকিটি শহরের বাজার-ই শাহ এলাকার একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এটি আলিজাই স্ট্রিট এবং বাজার-ই শাহ রাস্তার সংযোগস্থলের ঠিক সামনে। চৌকিটি সেখানে ছিল কারণ মুজাহিদীনরা আলিজাই স্ট্রিট ব্যবহার করে শহরে ঢুকত এবং ওই চৌকিটি সেই পথ নিয়ন্ত্রণ করত।

আমি ঐ সৈন্যটিকে আমার সাইকেলে নিয়ে চারদেওয়াল—শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে—নিয়ে যাই। সেখানে আমরা আমার কমান্ডার আলী যাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমরা সবাই আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি, তারপর আমি সৈন্যটিকে সাইকেলে নিয়ে শহরে ফেরত নিয়ে যাই। ওই রাতে আমাদের ৩০ জন মুজাহিদীন একত্রিত হয়। আমরা শহরে দক্ষিণ দিক থেকে শেকারপুর গেটের কাছে (রাংগ্রেজ-হা স্ট্রিট) প্রবেশ করি। সেখান থেকে আমরা শেরালি খান স্ট্রিট ধরে বাজার-ই হেরাতের পাশ দিয়ে চলে যাই এবং পরে ওয়ালী মুহাম্মদ স্ট্রিটে পৌঁছাই। চলার পথে আমরা নিরাপত্তা দল স্থাপন করি যাতে নিরাপদে ফিরে যাওয়া যায়। আমি আমার সংযোগ ব্যক্তির সঙ্গে সময় নির্ধারণ করেছিলাম, রাত ১০টা ০০ মিনিটে পৌঁছাতে হবে। আমরা সময় মতো পৌঁছাই এবং যখন চৌকির কাছে যাই, ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে সংকেত দেই। আমাদের সংযোগকারী সংকেতের জবাব দেয়। আমরা পাকা রাস্তা পার হই এবং গেটের কাছে আমাদের লোকদের অবস্থান দিই। এখন ২২ জন মুজাহিদীন পথ ও গেট সুরক্ষিত করছিল। বাকি আটজন গেটে প্রবেশ করি এবং দ্বিতীয় তলায় উঠি। সবাই ঘুমাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। একজন সৈন্য ছিল, যিনি সম্প্রতি প্রহরীর দায়িত্ব শেষ করে ঘুমাতে যাচ্ছিলেন—আমরা ভাবলাম তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। তিনি তার কালাশনিকভ নিয়ে গুলি চালিয়ে একজনকে হত্যা করলেন। নিহত মুজাহিদীনের ভাই পাল্টা গুলি চালিয়ে ওই সৈন্যকে এবং তার ঘুমন্ত দুই সঙ্গীকে হত্যা করে। আমরা চারজন ডিআরএ সৈন্যকে বন্দি করি এবং ৯টি কালাশনিকভ ও একটি পিস্তল জব্দ করি। আমার সংযোগকারী আমাদের দলে পালিয়ে আসে।

গুলির আওয়াজে ডিআরএ বাহিনী সতর্ক হয় এবং মরদেহ নিয়ে শহর থেকে বের হওয়া কঠিন ছিল, তাই আমরা মরদেহটি একটি নিরাপদ বাড়িতে রেখে আসার পরিকল্পনা করি। পথে আমরা চারজন বন্দির মধ্যে একজন পালিয়ে যায়। একজন মুজাহিদীন তাকে গুলি করার চেষ্টা করে, কিন্তু দেখতে পায় যে গুলির কোন আমিশন নেই। আমরা জানতাম পালিয়ে যাওয়া সৈন্যটি আমাদের অবস্থান কর্তৃপক্ষকে জানাবে এবং যেহেতু সে নিরাপদ বাড়ির কাছেই পালিয়েছে, তাই আমরা মরদেহটি সেখানে রাখার ঝুঁকি নিতে পারছি না। তাই মরদেহটিকে একটি বেকারির কাছে লুকিয়ে রাখি। আমরা রক্তের পথটি মাটির ছাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম এবং একই পথে ফিরে যাই। আমরা রাত ২টা ০০ মিনিটে শহর থেকে বেরিয়ে যাই।

সরকার জানত যে আমরা আমাদের মৃত দেহ পিছনে রেখে এসেছি, তাই তারা শহরের সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়। আমরা পরের রাতে আমাদের মৃতদেহ আনতে চেষ্টা করি, কিন্তু ঢুকতে পারি না। তৃতীয় রাতে আমরা শহরের উত্তরের অন্য রাস্তা দিয়ে—চাওনে শহরতলির মাধ্যমে—চেষ্টা করি। আমরা কালাচা-এ মিরজা থেকে চাওনে চলে যাই। শহরে ঢুকে বেকারিতে যাই। সরকার মরদেহটি খুঁজে পাননি, তাই আমরা এটি উদ্ধার করি এবং শহরের বাইরে সম্মানজনকভাবে দাফন করি। নিহত ব্যক্তি ছিলেন হাফিজুল্লাহ, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

COMMENTARY:

একটি শহরের মধ্যে চলাচল উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যদি না পথটি সুরক্ষিত করা হয়। এই ঘটনার ক্ষেত্রে, বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিল, যা বাহিনীকে নিরাপদে বাইরে বের হতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে, বন্দিদের নিরাপত্তা যথেষ্ট ছিল না। বন্দিদের বাঁধা, মুখবাঁধা এবং ছোট ছোট গ্রুপে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত ছিল যাতে তারা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকে। সম্ভব হলে চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া উচিত যাতে তারা বিভ্রান্ত থাকে এবং পালিয়ে গেলেও খুব বেশি তথ্য দিতে না পারে। অবশেষে, একটি আক্রমণ দল ছোট রাখা উচিত, কিন্তু মুজাহিদীন এবং ডিআরএর অনুপাত প্রায় এক থেকে এক ছিল। অপ্রত্যাশিততা মুজাহিদীনদের সুবিধা দিয়েছিল, কিন্তু না ঘুমন্ত সৈন্য সেই সুবিধাকে সমতুল্য করেছিল।

ঘটনা- ১২

Raid on Kandahar Communications Center

by Ghulam Farouq

আমি কান্দাহারে আমার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র পরিচয়পত্র ব্যবহার করে চলাচল চালিয়ে গিয়েছিলাম। মুজাহিদীনদের জন্য বার্তা পৌঁছে দিতাম এবং ডিআরএ সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতাম যারা আমাকে মূল্যবান তথ্য দিতে পারে বা প্রতিরোধের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হতে পারে। ১৯৮৪ সালের আগস্টে, আমি আবারও একজন ডিআরএ সৈন্যের সঙ্গে পরিচিত হই যিনি সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন। তার নাম ছিল হানিফ এবং তিনি কান্দাহার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সেন্টারে কাজ করতেন। সে এবং তার ডিআরএর এক বন্ধু আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়। আমি হানিফকে আমাদের ঘাঁটি, শহরের দক্ষিণে চারদেওয়ালে, আমার কমান্ডার আলী যাওয়ারের কাছে নিয়ে যাই। আলী যাওয়ার বললেন যে এক্সচেঞ্জটি এত শক্তিশালী যে সরাসরি হামলা সম্ভব নয়, কিন্তু হানিফ বললেন যে সে এবং তার বন্ধুরা সাহায্য করবে।

কয়েক রাত পরে, আলী যাওয়ার ১২০ জন মুজাহিদীনকে একত্রিত করেন হামলার জন্য। আমরা উত্তর থেকে কালাচা-এ মির্জা মুহাম্মদ খান হয়ে চাওনে শহরতলির মাধ্যমে প্রবেশ করি। চাওনে থেকে টপখানা—শিয়াদের এলাকা—যাই। এরপর বালা স্ট্রিট ধরে এগিয়ে যাই। আলী যাওয়ার আমাদের পথ জুড়ে প্রায় ১০০ জন মুজাহিদীনকে নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করেন। অবশেষে আমরা এমন এক স্থানে পৌঁছাই, যা সরাসরি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিরাপত্তা চৌকির সামনে। আমরা ফ্ল্যাশলাইট সংকেত দিই এবং হানিফ তা জবাব দেয়। আলী যাওয়ার অতিরিক্ত নিরাপত্তা স্থাপন করেন এবং আমরা একে একে রাস্তা পার হয়ে টানা দেয়ালের ভিতরে ঢুকি। বারো জন আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। সেখানে একটি প্রহরীঘর এবং অন্যান্য ভবন ছিল। হানিফ আমাদের সবাইকে প্রহরীঘরে নিয়ে যায়। আমরা বসে ছিলাম যখন ডিআরএর টহল দল বাইরে দিয়ে গেল। টহল দলটি পূর্ব থেকে এসে চৌকির পাশ দিয়ে গেল কিন্তু কিছুই সন্দেহ করল না। হানিফ আমাদের শান্ত থাকার নির্দেশ দিল, কারণ পশ্চিম থেকে আরেকটি টহল দল আসার কথা ছিল। আমরা তাদের যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

চৌকির ভিতরে তিনজন প্রহরী ছিল যাদের নিষ্ক্রিয় করতে হতো। হানিফ গত তিন রাত ধরে তাদের সঙ্গে চা-অবকাশ করেছে। দুই টহল দল পার হয়ে গেলে, প্রহরীরা আলাদা আলাদা প্রহরীঘরে জড়ো হতো চা খেতে এবং হানিফের দেওয়া কেক খেত। প্রথম প্রহরী প্রহরীঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে জোর করে ধরে বেঁধে মুখ বাঁধি এবং বাহিরে নিরাপত্তা দলে হস্তান্তর করি। এভাবেই আমরা তিনজন প্রহরীকে নির্মূল করি।

আমরা প্রায় ৩৫ মিনিট প্রহরীঘরে কাটাই টহল এড়িয়ে ও প্রহরীদের নির্মূল করে। তারপর আমরা জেরিক্যান ভর্তি পেট্রোল নিয়ে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও আশেপাশের কমপাউন্ড আগুনে ঝলসিয়ে দেব। আমরা প্রধান টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনে প্রবেশ করলাম। ভিতরে ঘুমানো এক প্রহরী জেগে উঠল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠতে গিয়ে সে তার কালাশনিকভ নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। সে চারদেওয়ালের মোহাম্মদ নবি এবং শেরন্দামকে হত্যা করল এবং গোলাম রেজাকে আহত করল। পরিস্থিতি তখন খুব অস্থির হয়ে গেল। আমরা চারিদিকে গুলি চালাচ্ছিলাম এবং অন্যরা পাল্টা গুলি চালাচ্ছিল। কেউ বুঝছিল না কী ঘটছে। আমরা নয়টি কালাশনিকভ বাজেয়াপ্ত করলাম এবং মৃত ও আহতদের নিয়ে দ্রুত চলে গেলাম। তাড়াহুড়োতে কিছুই জ্বালাইনি।

আমরা একই পথে ফিরে কালাচা-এ মির্জা মুহাম্মদ খান পৌঁছলাম রাত ২:৩০ এর দিকে। পরদিন জানতে পারলাম আমরা চারজন ডিআরএ সৈন্য এবং তাদের কিছু আত্মীয়কে হত্যা করেছি যারা সেখানে ছিল।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনদের শহরের মধ্যে চলাচলের পরিকল্পনা ভালো ছিল, কিন্তু কমপাউন্ডের ভিতরে করণীয় কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ফলে হামলার আগে কোনো রিহার্সেল হয়নি। কমান্ডার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা সহযোগীর ওপর ছেড়ে দিয়েছিল—যা সবসময় ভালো সিদ্ধান্ত নয়। বাস্তবে, কমান্ডার রেইডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপে তার অধিকার বাইরে থেকে আসা এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিলেন। হামলাকারী দল প্রহরীঘরে ৩৫ মিনিট ছিল, যা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সহযোগী সত্যিই যদি বিশ্বাসযোগ্য না হতো, তাহলে পুরো দল বিপদে পড়ত। প্রহরীঘরে অনেক ভিজিটর আসে এবং প্রহরীরা সারারাত ঘুমায় না। হামলাকারীদের কমপাউন্ডের ভিতরে ঢুকে আচ্ছাদনকারী দল থাকা উচিত ছিল। সম্ভবত অন্য কোনো উপায় ছিল না প্রহরীদের নিষ্ক্রিয় করার, কিন্তু এটা হামলাকারীদের জন্য উচ্চ ঝুঁকি ছিল। সহযোগীকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ভিতরে প্রহরীর কথা জানা উচিত ছিল, কিন্তু সে তাকে নীরব করার কোনো পরিকল্পনা করেনি। হামলাকারীদের দ্রুত ঢুকে বেরোতে হয়। যেহেতু কমান্ডার গুরুত্বপূর্ণ সময় কমান্ড ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরিস্থিতি খারাপ হলে সবাই নিজের মতো কাজ করল। মুজাহিদীনদের মৃত ও আহত উদ্ধার এবং শত্রুর অস্ত্র দখল প্রশংসনীয়, তবে কেউ ৩০ সেকেন্ডও গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরাতে সময় দেয়নি। প্রধান লক্ষ্য ছিল এক্সচেঞ্জ জ্বালিয়ে দেয়া—যা সম্পন্ন হয়নি।

ঘটনা- ১৩

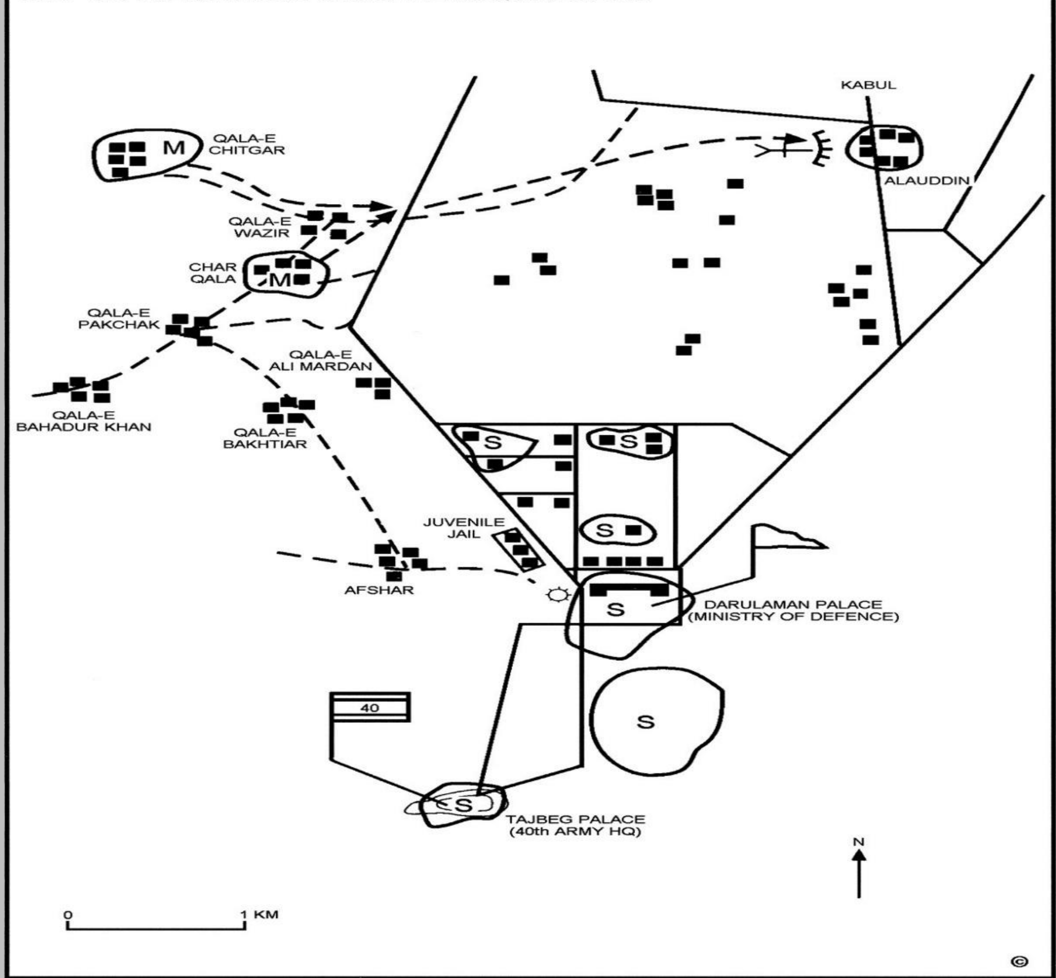
ATTACK ON KHAD HEADQUARTERS

by Mohammad Humayun Shahin

১৯৮৬ সালের ১৩ আগস্ট সন্ধ্যায়, আমি কাবুলে খাদ সদর দফতরের ওপর পাঁচ জনের একটি আক্রমণের নেতৃত্ব দিলাম। খাদের প্রথম ডিরেক্টরেটের ভবন কাবুলের দক্ষিণে দারুলমানের কাছে আলিয়া উদ্দিন এলাকায় অবস্থিত ছিল। ওই ডিরেক্টরেটে দিন-রাত কাজ করত এবং শহরের খুবই সুরক্ষিত একটি এলাকায় ছিল (মানচিত্র ১৪-৪ - খাদ)। তাই আমাদের ছোট একটি দল নিয়ে হামলা করে দ্রুত সেখান থেকে সরে আসতে হয়। আমরা এক রকেট প্রক্ষেপক (RPG-7) এবং চারটি AK-47 বন্দুক নিয়ে গিয়েছিলাম। পরিকল্পনা ছিল রাতের আঁধারে ভবনের কাছে গোপনে পৌঁছানো, ভবনের ওপর একটি রকেট ছোড়া এবং দ্রুত সরে আসা। দলের মধ্যে ছিলেন আমার ভাই নূরুল্লাহ, মামুর আবদুল, শাহ মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদ জাহের।

আমার একটি গোপন সদর দফতর ছিল ক্বালায়ে চিতগর গ্রামে, যা কাবুলের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দূরে। আমরা আমাদের অস্ত্রগুলো সেখানে রাখতাম। প্রতিটি মিশনের পর আমরা অস্ত্রগুলো পরিষ্কার করতাম, লুব্রিকেট করতাম, তারপর তুলোর কাপড়ে মোড়াইতাম এবং সিল করা প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতাম। আমরা সেই প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো সিউয়ার পাইপ বা অন্য গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখতাম। মিশনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অস্ত্র বের করলাম এবং অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করলাম। আমরা দেরিতে সন্ধ্যায় ক্বালায়ে চিতগর ছেড়ে গেলাম। গ্রামটি লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রায় চার কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

MAP 82 ATTACK ON KHAD HEADQUARTERS



খাদ ভবনের বাইরে এক গোপন স্থানে পৌঁছানোর পর আমি আমার নিরাপত্তা দল ও RPG গানের অবস্থান ঠিক করলাম। আমার নিয়মিত RPG গানের অনুপস্থিতিতে অন্য একজন মুজাহিদীনকে RPG ছোড়ার দায়িত্ব দিতে হয়েছিল। যেহেতু আমরা শহুরে গেরিলা ছিলাম, তাই আমাদের লক্ষ্যাভ্যাসের সুযোগ খুব কম ছিল এবং নতুন গানের কখনো RPG ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি তার সহকারী হিসেবে কাজ করলাম, তার রকেটগুলো বহন করলাম এবং অস্ত্র লোড করতে সাহায্য করলাম। জানালার আলো দেখে আমি ধারণা করলাম দ্বিতীয় তলা সবচেয়ে ভিড় ছিল, তাই তাকে দ্বিতীয় তলার জানালার দিকে লক্ষ্য করতে বললাম।

আমাদের কারো কাছে কোন কানের সুরক্ষা ছিল না, তাই গানের গুলির সময় মুখ খোলা রাখার পরামর্শ দিলাম যাতে চাপ ভারসাম্য বজায় থাকে। এজন্য, গানের গুলির আগে তিনবার জোরে "আল্লাহু আকবর" বলতে বললাম। আমার নতুন গান, যিনি শিয়া ছিলেন, হাসলেন এবং বললেন তিনি অবশ্যই বলবেন, তবে শেষের দিকে "ইয়া আলী" যোগ করবেন।

আমার গুলি চালক (Gunner) লক্ষ্য ঠিক করল, জোরে ধ্বনি দিল এবং RPG-7 ছুঁড়ল। রকেটটি উড়ে গেল, কিন্তু দ্বিতীয় তলা হিট করার পরিবর্তে চতুর্থ তলায় লাগল। এক বড় গোলযোগ সৃষ্টি হল, তবে কেউ আমাদের দিকে গুলি করেনি। আমরা তৎক্ষণাৎ এলাকা ছেড়ে চলে গিয়ে আমাদের ঘাঁটিতে ফিরে গেলাম। পরে জানতে পারলাম আমাদের আক্রমণে ২০ এর বেশি লোক নিহত বা আহত হয়েছিল।

COMMENTARY:

মিশনের মাঝখানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা অর্জনের জন্য ভালো জায়গা নয়। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল যথেষ্ট বড়, তাই লক্ষ্যভ্রান্ত হওয়া কঠিন হওয়া উচিত ছিল। তবুও গুলি চালক দুই তলা ভুলে গিয়েছিল। মুজাহিদীন কমান্ডারদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করাটা সবসময় একটি সমস্যা ছিল। সবচেয়ে ভালো প্রশিক্ষণ হত পাকিস্তানের প্রশিক্ষণ শিবিরে বা পাহাড়ি ঘাঁটিতে। যদি শহুরে গেরিলারা প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো না হত, তাদের লাইভ-ফায়ার প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সীমিত হত, মূলত আসল যুদ্ধে তাদের অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করত। সাধারণত, শহুরে গেরিলারা প্রত্যাহারের পথ নিরাপদ রাখতে বড় একটি নিরাপত্তা দল মোতায়েন করত। এই ঘটনায়, পাঁচ জনের দল স্থানীয় যোগাযোগকারীদের ওপর নির্ভর করেছিল এলাকাটি নজরদারি করার জন্য, পথ নিরাপত্তা মোতায়েন না করেই।

ঘটনা- ১৪

Raid on 15 Division Garrison

by Commander Akhtarjhan

DRA এর ১৫তম পদাতিক ডিভিশন কান্দাহার শহরে অবস্থান করত। আমাদের ওই ডিভিশনের ভেতরে কিছু যোগাযোগসূত্র ছিল। ১৯৮৭ সালের শরৎকালে, আমাদের সেই সূত্ররা আমাদের আমন্ত্রণ জানায় যাতে আমরা এসে ডিভিশনের মিলিটারি পুলিশ কোম্পানির কাছ থেকে অস্ত্র দখল করে নিতে পারি। আমরা এই অভিযানের জন্য প্রায় ১০০ জন মুজাহিদীন একত্র করি। আমি এই বড় দলের ভেতরে ১৫ জনের একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম। আমরা আমাদের ঘাঁটি চাহারকুলবা (Chaharqulba) থেকে আরগানদাব (Argandab) নদী পেরিয়ে বাবা ওয়ালিসাহেব (Baba Walisaheb) এলাকা হয়ে এবং পরে চাওনাই (Chawnay) উপশহর অতিক্রম করে এগিয়ে যাই। স্থানীয় গেরিলারা চাওনাই দিয়ে আমাদের যাত্রাপথ নিরাপদ রাখে।

আমরা শেষ পর্যন্ত ডিভিশনের প্রধান ঘাঁটিতে পৌঁছাই এবং রাতের মধ্যরাতের দিকে চাঁদ অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। মিলিটারি পুলিশ কোম্পানির ভবনটি ছিল মূল চত্বরের শেষপ্রান্তে। আমরা ধীরে ধীরে ভবনের দিকে এগিয়ে যাই এবং দেখি আমাদের যোগাযোগসূত্র একটি মই দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছে। আমাদের দলের প্রায় ৫০ জন বাইরে অবস্থান নেয়, আর ৫০ জনের হামলা দল মই বেয়ে ভবনের ছাদে উঠে পড়ে। এরপর আমরা ছাদ থেকে নামি এবং ঘাঁটির ভেতরের প্রাচীরের ভিতরে ঢুকে যাই।

আমাদের কয়েকজন যোগাযোগসূত্র সেন্ট্রি হিসেবে কর্তব্যে ছিল, তাই কোনো সমস্যা হয়নি। তারা আমাদের স্বাগত জানায় এবং ব্যারাক ভবনের ভেতরে নিয়ে যায়। আমরা একটি বড় খালি কক্ষে একত্র হই। এরপর তারা আমাদের বিভিন্ন কক্ষে নিয়ে যায় যেখানে সৈনিকরা ঘুমাচ্ছিল—প্রতিটি কক্ষে পাঁচ-ছয়জন করে। তাদের অস্ত্র সেই ঘরেই সংরক্ষিত ছিল। আমরা তাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নিই। ব্যারাকের পাশেই ছিল একটি বড় অস্ত্রাগার। ঘুমন্ত সৈনিকদের নিরস্ত্র করার পর আমরা সেই অস্ত্রাগারে হানা দিই এবং শত শত অস্ত্র নিয়ে নিই।

এরপর আমরা ছাদে গিয়ে অস্ত্রগুলো নিচে প্রাচীরের বাইরে থাকা আমাদের সঙ্গীদের হাতে হস্তান্তর করতে থাকি। এই সময় কোম্পানির রাজনৈতিক কর্মকর্তা ঘুম থেকে জেগে আমাদের দেখে ফেলেন এবং চিৎকার করতে যান। তখন আমরা বেয়নেট দিয়ে তাকে হত্যা করি। অস্ত্র সরানো শেষ করে আমরা আমাদের ঘাঁটির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। আমাদের সেই DRA সূত্ররাও আমাদের সঙ্গে পালিয়ে আসে।

আমাদের সঙ্গে কিছু আরবও ছিল যারা ‘জিহাদের সওয়াব’ অর্জনের উদ্দেশ্যে এসেছিল। তারা একটি ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল এবং শুধুই ভিডিও করতে চাচ্ছিল—তারা আমাদের কোনো কাজে আসেনি।

COMMENTARY:

মুজাহিদীনদের পক্ষে DRA-তে গোপন যোগাযোগ থাকা এ ধরনের সফল অভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি ঘুমন্ত ক্যাম্পে প্রবেশ সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ প্রহরীদের ছাড়াও কেউ না কেউ জেগে থাকতে পারে বা হঠাৎ জেগে যেতে পারে। শহুরে গেরিলাদের জন্য নিরাপদ আগমন ও পিছু হটার রুট অত্যাবশ্যক। স্থানীয় গেরিলারা যেহেতু পথ নিরাপত্তা দিয়েছে, তাই বাহিনী প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ আনতে পেরেছে এবং অস্ত্র বহনের জন্য লোকও ছিল, ফলে পথে শত্রুর অতর্কিত হামলার ভয় ছিল না।

CHAPTER COMMENTARY

শহুরে যুদ্ধ শহরের গেরিলা এবং নিয়মিত বাহিনী—দুই পক্ষের জন্যই কঠিন। পুরো যুদ্ধজুড়ে, সোভিয়েত ও DRA (সরকারি বাহিনী) কখনোই কান্দাহার ও হেরাতকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, হেরাতের গেরিলাদের দমন করার জন্য সোভিয়েতরা শহরের ৭৫% অংশ বোমা মেরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তবুও শহুরে গেরিলাদের থামাতে তারা ব্যর্থ হয়। DRA তুলনামূলকভাবে কাবুলে কিছুটা সফল হয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়—তবে তারা কখনোই রকেট হামলা এবং গেরিলা তৎপরতা বন্ধ করতে পারেনি।

অন্যদিকে, যারা শহুরে গেরিলা হিসেবে টিকে থাকে, তাদের খুঁজে পাওয়া এবং সাক্ষাৎকার নেওয়া কঠিন। শহুরে গেরিলার টিকে থাকার জন্য তাকে বেনামে ও নির্মমভাবে কাজ করতে হয়। সোভিয়েত ও DRA শহুরে গেরিলাদের খুঁজে বের করে নির্মূল করতে বিপুল প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

চ্যাপ্টার ১৫

CONCLUSION

“একটি জাতি হিসেবে, আমরা বিশ্বাস করতাম যে ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে। উনিশ শতকে যেটা ব্রিটিশ দখলদারদের সঙ্গে ঘটেছিল, সোভিয়েত আক্রমণকারীদের ভাগ্যও তাই হবে। দর্শনের দিক থেকে, সোভিয়েতরা বিশ্বাস করত যে ইতিহাস একমুখী, প্রগতিশীল এবং নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে না। কিন্তু ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেছিল—আর আমরাই বিজয়ী হয়েছিলাম।”

– জেনারেল আবদুর রহিম ওয়ারদাক

মুজাহিদীনরা বুঝত যে গেরিলা যুদ্ধ মূলত একটি সহনশীলতার ও জাতীয় ইচ্ছাশক্তির প্রতিযোগিতা। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় এখানে প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিক—যতক্ষণ না গেরিলা বেঁচে থাকে পরবর্তী হাজারটি যুদ্ধের একটিতে লড়ার জন্য, এবং শেষ পর্যন্ত তার সন্তানদের হাতে সেই সংগ্রামের মশাল তুলে দেওয়ার জন্য। মুজাহিদীনরা এই যুদ্ধ জিতবে—তা তারা সবসময় প্রত্যাশা করত না, কিন্তু তারা লড়ত কারণ এটি ছিল সঠিক কাজ—এটি ছিল একটি ধর্মীয় ও জাতীয় কর্তব্য। তারা জানত যে হতাহতের দিক থেকে অসাম্য থাকবে, কিন্তু সেই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত এই হতাহতের ব্যবধানই, অপ্রত্যাশিতভাবে হলেও, সোভিয়েতদের পিছু হটতে বাধ্য করে।

অনেক দিক থেকে, অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধগুলোর (১৮৩৯–১৮৪২, ১৮৭৮–১৮৮০, ১৯১৯) কৌশল তখনো প্রযোজ্য ছিল। টেকনোলজি যুদ্ধের পাল্লা ও নির্ভুলতা বাড়িয়েছে, তবে ভূমি ও ভূপ্রকৃতি তখনো কৌশল নির্ধারণ করে দিত—আর মুজাহিদীনরা সেই প্রাচীন, প্রমাণিত কৌশলই দক্ষতার সঙ্গে আধুনিক শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত। তবে সোভিয়েতদের পক্ষে অনেক বেশি উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজন ছিল। হেলিকপ্টার ও অ্যান্টিপার্সোনেল মাইন—এই দুটি আধুনিক টেকনোলজি মুজাহিদীনদের জন্য গুরুতর কৌশলগত সমস্যা তৈরি করেছিল, যা তাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। কিন্তু কৌশলগত উদ্ভাবন তখনই ঘটে, যখন তার প্রয়োজন হয়—আর মুজাহিদীনরাও শেষপর্যন্ত এসব টেকনোলজির মোকাবেলায় কৌশল বের করে ফেলেছিল। যেখানে নতুন কিছু আবশ্যক ছিল না, সেখানে তারা আগের পরীক্ষিত পদ্ধতিই বজায় রেখেছিল। ফলে মুজাহিদীনদের সাধারণ অতর্কিত হামলা (ambush) ও ধাওয়া (pursuit)-র কৌশল বিগত শতকের তুলনায় খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি; কিন্তু হেলিকপ্টার হামলা বা দুর্গত নিরাপত্তা চৌকির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল নতুন বাস্তবতার ফলে গড়ে ওঠা তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন।

টেকনোলজি

টেকনোলজি কিছু সুবিধা দিতে পারে, তবে এই ধরনের যুদ্ধে তা নির্ধারক নয়। সোভিয়েতদের স্মার্ট বোমা কার্যকর ছিল যখন উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করা যেত। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহকৃত কাঁধে বহনযোগ্য স্টিংগার আকাশ

প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র মুজাহিদীনদের হাতে পড়ে সোভিয়েতদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং তাদের বিমান যুদ্ধের কৌশলে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। তবে এই দুই অস্ত্রব্যবস্থার কোনোটাই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেনি।

সোভিয়েত যন্ত্রপাতি ছিল ভিন্ন ভূখণ্ড ও ভিন্ন ধরনের যুদ্ধের জন্য তৈরি। তাই আফগানিস্তানের পাহাড় ও মরুভূমিতে তা সঠিকভাবে কাজ করেনি। উদাহরণস্বরূপ, কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল সবসময় ব্রিটিশদের বিশ্বযুদ্ধ-১ যুগের বোল্ট-অ্যাকশন এনফিল্ড রাইফেলের চেয়ে ভালো ছিল না। এনফিল্ড রাইফেল বেশি দূরত্বে নিখুঁতভাবে গুলি চালাতে পারত এবং সেসব ফ্ল্যাক জ্যাকেট ভেদ করতে পারত, যা কালাশনিকভের গুলি ঠেকানোর জন্য তৈরি ছিল।

RPG-7 অ্যান্টিট্যাঙ্ক গ্রেনেড লাঞ্চার ছিল মুজাহিদীনদের প্রিয় অস্ত্র। এটি ছিল এক ধরনের হালকা টেকনোলজির অস্ত্র, যা ট্যাংক, সাঁজোয়া যান, ট্রাক এমনকি হেলিকপ্টার ধ্বংসে ব্যবহার হতো। সোভিয়েত ও ডিআরএ বাহিনী মুজাহিদীনদের থেকে অন্তত ৩০০ মিটার দূরে থাকার চেষ্টা করত—কালাশনিকভ ও আরপিজি-৭-এর আওতার বাইরে। এই কৌশলগত সতর্কতা (বা ভীরুতা) মুজাহিদীনদের কাছে ক্রু-সার্ভড (দলবদ্ধ) অস্ত্রের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদীনরা ভারী মেশিনগান, রিকয়েললেস রাইফেল, মর্টার ও বহনযোগ্য মাল্টিপল রকেট লাঞ্চার সিস্টেম সংগ্রহ করে তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত করে, যাতে শত্রু বাহিনীকে থামিয়ে রেখে কাছে গিয়ে কালাশনিকভ ও আরপিজি দিয়ে আঘাত হানা যায়। তবে এই ধরনের ক্রু-সার্ভড অস্ত্র ব্যবহারে গেরিলা বাহিনীর গতিশীলতা কমে যায়।

সোভিয়েত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন জেট যুদ্ধবিমান ও বোমারু বিমান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তা বিশেষ কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারেনি। সোভিয়েত বাহিনী আকাশপথে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সাধারণ মানুষকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে, যাতে মুজাহিদীনরা খাদ্য সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। বিমান হামলায় তারা কৃষিজমি, ফসল, পশুপাল, বাগান ও সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহীন করে তোলে। ফলে মুজাহিদীনদের বাধ্য হয়ে খাদ্য এবং যুদ্ধসামগ্রীর ভার নিজেরাই বহন করতে হতো। কিন্তু মুজাহিদীন খুব কমই এমনভাবে নিজেদের স্থাপন করত যে সোভিয়েত বিমান বা আর্টিলারি তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানতে পারত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারত।

টেকনোলজি সোভিয়েতদের জন্য একটি ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার (বলগুণক) হিসেবে কাজ করেছিল। অবরুদ্ধ ঘাঁটিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকতে পারত আকাশপথে পুনঃসরবরাহের মাধ্যমে। কার্পেট বোমা প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ঠেকানো যেত। হেলিকপ্টারে চিকিৎসার জন্য আহতদের সরিয়ে নেওয়া যেত, পরে আবার তারা কাজে ফিরতে পারত। সেন্সর ব্যবহার করে দুর্গম এলাকায় নজরদারি চালানো যেত।

কমান্ডের অনৈক্য

মুজাহিদীনরা নামেমাত্র সাতটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বাস্তবে এই বিভাজন আরও গভীর ছিল। প্রতিটি গোষ্ঠীর ভেতরেই উপগোষ্ঠী ছিল। পুরনো বিরোধ ও মতবিরোধ যুদ্ধকালীন সময়েও সবসময় দূরে সরিয়ে রাখা হয়নি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুজাহিদীনদের মধ্যে প্রায়শই সশস্ত্র সংঘর্ষ হতো। কিছু গোষ্ঠীর এমন সুনাম ছিল যে তারা যেন সোভিয়েতদের চেয়ে নিজেদের মুজাহিদীন ভাইদের সঙ্গে লড়তেই বেশি আগ্রহী। তবুও, আইএসআই (ISI) বিভিন্ন গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনায় রূপ দিতে মরিয়া চেষ্টা চালায়। কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে, যেমন কান্দাহারে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুজাহিদীন রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও একসাথে সহযোগিতা করত।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে, উত্তর ভিয়েতনাম ও ভিয়েত কং ছিল একটি কঠোর শৃঙ্খলিত নির্দেশনা কাঠামোর অধীন। এটি কমিউনিস্ট বাহিনীর একটি শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ধ্বংস করতে অনেক প্রচেষ্টা

চালায়। মুজাহিদীনদের কাঠামো কোনো সোজা নির্দেশনার রেখাচিত্রে আঁকা কঠিন ছিল, এবং কখনোই এমন কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না যাকে ধ্বংস করলে পুরো আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ত। বরং এই অদক্ষ ও অগোছালো নেতৃত্বব্যবস্থা হয়তো মুজাহিদীনদের একধরনের শক্তি হয়ে উঠেছিল। যত নেতাই নিহত হোক না কেন, মুজাহিদীনদের লড়াই চলতেই থাকত, এবং সোভিয়েতদের কখনোই শত্রুর অভাব হতো না।

কৌশলগত পর্যায়ে, মুজাহিদীনরা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল আঘাত হানা, বেঁচে থাকা এবং আবার লড়াই করা। ফলে, তারা কখনো কোনো বিজয়ের পুরো সুযোগ নিতে পারত না। একটি যুদ্ধ জেতার পর, তারা ঘরে ফিরে যেত। গোষ্ঠীপ্রধান তো বটেই, এমনকি কোনো শিথিল জোটও যুদ্ধ শেষে বাহিনীকে একত্রে ধরে রাখতে পারত না। যেমনটা এক সময় ব্রিটিশরা পাহাড়ি উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বুঝেছিল—পাহাড়ি যোদ্ধারা বিজয়ে হোক বা পরাজয়ে, বেশিদিন একত্রে থাকতে পারে না। এই কারণে কৌশলগত কোনো বিজয়কেও বৃহত্তর অপারেশনাল সাফল্যে রূপান্তর করা সম্ভব হতো না।

সেনাবাহিনীর পেশাদারদের ভূমিকা

মুজাহিদীন কৌশলগত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১৫% এর বেশি পেশাদার সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন না। তবে আফগান সামরিক অফিসারদের একটি বড় অংশ সোভিয়েত আগ্রাসন ঠেকাতে বা অন্তত অচল করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যারা সরকারপক্ষে পোশাক পরেই ছিলেন, তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল—সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা এবং কমিউনিস্ট শাসন ও এর সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে গোপন অপতৎপরতা।

১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে, আফগান সামরিক কর্মকর্তারা হেরাত, পাকতিয়া, আসমার, বালা-হেসার (কাবুল) সহ বহু স্থানে একাধিক স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। বহু আফগান সামরিক অফিসার গোপনে মুজাহিদীনদের তথ্য সরবরাহ করতেন। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা অধিদপ্তরের পুরো নেতৃত্ব, অধিদপ্তরের প্রধান জেনারেল খালিলসহ (যাকে পরে সরকার মৃত্যুদণ্ড দেয়), মুজাহিদীনদের সঙ্গে গোপন সহযোগিতার কারণে গ্রেফতার হয়। বেশিরভাগ কর্মরত সামরিক অফিসার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যারা বাধ্য হয়ে যোগ দিয়েছিল, তাদের অনেকেই সরকারের প্রতি অনুগত ছিল না এবং গোপনে কোনো না কোনো মুজাহিদীন গোষ্ঠীর সদস্যপদ বহন করত।

এই অসহযোগিতাই সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তানে একটি কার্যকর স্থানীয় সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। ফলে সোভিয়েত বাহিনীকে নিজেদের সৈন্য দিয়েই মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হয়।

যেসব আফগান সামরিক অফিসার প্রকাশ্যে মুজাহিদীনদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তারা পাকিস্তান-ভিত্তিক প্রতিরোধ আন্দোলনের কাঠামোতে পুরোপুরি একীভূত হতে নানা বাধার সম্মুখীন হন। কিছু গোষ্ঠীর নেতা এসব প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তাদের নিজেদের নেতৃত্ব ও স্বার্থের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখতেন এবং তাদের পাশ কাটানোর চেষ্টা করতেন। মৌলবাদী ইসলামপন্থী মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলো সাধারণত তাদের মধ্যে বেশি বিরূপ ছিল যারা পুরনো সরকারগুলোর অধীনে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল বা কাজ করেছিল।

ফলে অনেক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সামরিক অফিসার, যারা প্রতিরোধ বাহিনীর মধ্যে দক্ষ নেতৃত্ব ও সংগঠন আনতে পারতেন, তারা "জিহাদের দলাদলিমূলক রাজনীতি"-র কারণে উপেক্ষিত হন। তবুও, এই প্রাক্তন সামরিক অফিসাররাই সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধে মুজাহিদীনদের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর কৌশলগত ও সামরিক নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন।

সরবরাহ ব্যবস্থা (লজিস্টিকস)

প্রথমদিকে, মুজাহিদগণ এমন সব গ্রামে বসবাস করতেন, যেগুলো তারা রক্ষা করতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষই তাদের খাবার ও আশ্রয় দিত। গোলাবারুদ, অস্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী স্থানীয় বাজার বা ইরান ও পাকিস্তান থেকে সংগ্রহ করা হতো।

সোভিয়েত বাহিনী জনসাধারণ ও গেরিলাদের মধ্যে এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছিল। এজন্য তারা বিমান ও কামানের মাধ্যমে গ্রাম, ফসলের ক্ষেত, বাগান, গবাদিপশুর পাল, শস্যভাণ্ডার, পানিচালিত মিল ও সেচব্যবস্থার উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। একপর্যায়ে বহু গ্রামবাসী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং মুজাহিদগণ আর সহজে এসব অঞ্চলে টিকে থাকতে পারেনি। কৃষি ব্যবস্থার ধ্বংসের ফলে মুজাহিদদের নিজস্ব খাবার ও পশুখাদ্য বহন করতে হতো।

এই সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠী আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে স্থায়ী সরবরাহ ঘাঁটি (সাপ্লাই বেস) স্থাপন করে। বড় ঘাঁটিগুলো সাধারণত পাকিস্তান সীমান্তসংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলে ছিল। ছোট ঘাঁটি ও মজুদাগারগুলো ছিল শহর ও গ্রামের বাইরে লুকানো অবস্থায়। এরপর সোভিয়েত বাহিনী এই সরবরাহ ঘাঁটিগুলো খুঁজে বের করে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আক্রমণ চালায়।

মুজাহিদদের বড় বড় ঘাঁটির ওপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ স্থায়ী সরবরাহ ঘাঁটি রক্ষা করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল। এতে সোভিয়েত বিমান ও কামান বাহিনীর জন্য একটি কার্যকর টার্গেট সেট তৈরি হয়। যদিও অস্ত্র ও রসদ পাকিস্তান থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হতো, তবে এসব সামগ্রী নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছাতে মুজাহিদদের অনেক ব্যয় করতে হতো।

প্রায়ই দেখা যেত যে, কোনো কমান্ডারের দরকারি সরঞ্জাম তাকে দেওয়া হয়নি; ফলে তাকে তা বিক্রি বা বদল করে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করতে হতো। এরপর আসে পরিবহন সমস্যা। পরিবহন সাধারণত বেসরকারি বণিক কাফেলা—গাধা, খচ্চর, উট বা পিকআপ ট্রাক—ব্যবহার করে করা হতো।

যেসব কমান্ডার বা গোষ্ঠী নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ার চেষ্টা করেছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত প্রচলিত কাফেলাগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মালামাল একবার বহনে চললে মাঝপথে নানা ধরনের ট্যাক্স বা চাঁদা দিতে হতো। যেকোনো গোষ্ঠী বা গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা পার হলে গড়ে ১০% হারে চাঁদা আদায় হতো।

যেসব মুজাহিদ গোষ্ঠী আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে গভীর অঞ্চলে ছিল, তারা সরবরাহ ব্যবস্থার একেবারে শেষে থাকত। ফলে প্রায় ৪০% মালামাল পথেই অন্য গোষ্ঠীর কাছে চলে যেত। পশ্চিমা দেশগুলো সাধারণত সাহায্য হিসেবে দ্রব্য পাঠাত, কিন্তু মুজাহিদ নেতারা (বিশেষ করে অভ্যন্তরের) নগদ অর্থকেই বেশি পছন্দ করতেন। কারণ তারা স্থানীয় বাজার থেকেই প্রয়োজনীয় মাইন, গোলাবারুদ, খাদ্য ও রসদ কিনে নিতে পারতেন। সৌদি আরব সাধারণত নগদ অর্থ দিয়েই সাহায্য করত।

প্রায়শ দেখা যেত, ফ্যাকশন থেকে পাওয়া সামগ্রী প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাই মুজাহিদ গোষ্ঠীগুলো নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করে রসদ কিনত। রত্নপাথর ও মাদকদ্রব্য—আফগানিস্তানের ঐতিহ্যবাহী দুই রপ্তানি পণ্য—এর জন্য অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

পরবর্তী সময়ে মুজাহিদদের হাতে ভারী অস্ত্র বা 'ক্রু-সার্ভড' অস্ত্র আসতে শুরু করলে গোলাবারুদের চাহিদা হঠাৎ করেই অনেক বেড়ে যায়। একই সময়ে সোভিয়েত বাহিনী পশুপাল ধ্বংসে বিমান হামলা শুরু করে এবং পাহাড়ি পথ ও গিরিপথে

‘স্ক্যাটারেবল মাইন’ ব্যবহার শুরু করে, ফলে বহু গাধা-খচ্চর মারা যায়। এতে করে রসদ বহনের জন্য পরিবহন চাহিদা বেড়ে যায়, কিন্তু বাহক প্রাণী কমে যায়।

এই ‘খচ্চর ঘাটতি’ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র মিসৌরির খচ্চর সরবরাহ করে। কিন্তু এগুলো বেশি খাবার খেত, কম বোঝা টানত এবং স্থানীয় প্রজাতির তুলনায় তাড়াতাড়ি মারা যেত।

চিকিৎসা ও মেডিকেল ইভাকুয়েশন (রোগী সরানো) ছিল মুজাহিদদের অন্যতম দুর্বলতা। মুজাহিদদের মধ্যে প্রশিক্ষিত ডাক্তার ছিল খুব কম। তবে অনেক অভিজ্ঞ আফগান ডাক্তার ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে তাদের চিকিৎসা করতেন। কোনো কোনো গোষ্ঠীর একজন মেডিক থাকত, যে পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশে আট মাস থেকে এক বছরের কোর্স করে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ গোষ্ঠী ভাগ্যবান হলে ছয় সপ্তাহের প্রাথমিক চিকিৎসা কোর্স শেষ করা একজনকে পেত।

কিছু ফরাসি ডাক্তার আফগানিস্তানের ভেতরে কাজ করতেন, যদিও অধিকাংশ পশ্চিমা চিকিৎসক পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে কাজ করতেন। কোনো আহত মুজাহিদ যদি পাকিস্তানে পৌঁছাতে পারত, তবে সে সাধারণত বেঁচে যেত। কিন্তু আফগানিস্তানের ভেতরে গুরুতর আহতদের অধিকাংশই মারা যেত।

কৌশল (Tactics)

গেরিলা যুদ্ধের জন্য উভয় পক্ষেরই বিপুল সংখ্যক দক্ষ হালকা পদাতিক বাহিনী প্রয়োজন। সোভিয়েতরা কখনও তা যথেষ্ট পরিমাণে মোতায়েন করতে পারেনি। মুজাহিদগণ প্রাকৃতিকভাবেই হালকা পদাতিক যোদ্ধা ছিল। তারা ছিল কঠিন জীবনযাপনকারী, সাহসী, দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী এবং স্থানীয়। তাদের মনোবল ছিল উচ্চ, ছিল যোদ্ধার মনোভাব ও চমৎকার কৌশলগত গোয়েন্দা-জ্ঞান। তারা অ্যামবুশ (হঠাৎ হামলা) এবং ধাওয়া (পিছনে লাগা) কৌশলে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তারা ছোটবেলা থেকেই অস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হলেও, সংগঠিত প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার অভাব ছিল।

প্রশিক্ষণের মান উপত্যকা থেকে উপত্যকা, দল থেকে দলে ভিন্ন ছিল। পাকিস্তানের আইএসআই কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স চালাত এবং আফগান সেনাবাহিনী থেকে আসা সাবেক সামরিক কর্মকর্তারা চেষ্টা করতেন মুজাহিদগণকে একটি নির্দিষ্ট মানে প্রশিক্ষিত করতে। তবুও, মুজাহিদদের মধ্যে সমমানের প্রশিক্ষণ ছিল না এবং প্রতিটি দলের কার্যকারিতা মূলত তাদের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করত।

মুজাহিদদের ছিল যোদ্ধার মনোভাব এবং তারা সরবরাহ রুটের মতো সহজ লক্ষ্যবস্তুতে আগ্রহী ছিল না; বরং যুদ্ধের উত্তেজনা, গর্জন, ব্যক্তিগত বীরত্ব এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে আগ্রহ ছিল বেশি। পাকিস্তানি আইএসআই যতই বুঝাক বা হুমকি দিক না কেন, মুজাহিদদের জন্য নিরাপত্তা পোস্ট যখন হাতের কাছেই আছে, তখন তেল পাইপলাইনের মতো অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কিন্তু “নীরব” লক্ষ্যবস্তু আক্রমণে তাদের আগ্রহ জাগানো ছিল কঠিন।

তবে মুজাহিদদের কিছু স্পষ্ট কৌশলগত দুর্বলতা ছিল। যদি তারা নিজ এলাকায় থাকে, তাহলে প্রায়শই তারা স্থানীয় নিরাপত্তাকে অবহেলা করত এবং শত্রুর দ্বারা আশ্চর্যভাবে আক্রান্ত হতো। তারা অ্যামবুশ বা মর্টার হামলার জায়গা বাছাইয়ে খুবই অনুমানযোগ্য ছিল। তারা বারবার একই জায়গা ব্যবহার করত, অথচ সোভিয়েতরা খুব একটা এই অভ্যাসকে কাজে লাগাতে পারেনি—তারা সে জায়গাগুলোতে নিয়মিত টহল, অভিযান, মাইন পুঁতে রাখা বা কামানের লক্ষ্য নির্ধারণ করত না।

মুজাহিদদের আকাশ প্রতিরক্ষা ছিল দুর্বল। যুদ্ধের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্র-সরবরাহকৃত স্টিংগার (Stinger) ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার কিছুটা সাহায্য করে, কিন্তু সোভিয়েতরা তখনই তাদের কৌশল পরিবর্তন করে। tactically speaking, সবচেয়ে বড়

হুমকি ছিল Su-25 বিমান, গানশিপ হেলিকপ্টার এবং আক্রমণ বাহিনী পরিবহনকারী হেলিকপ্টার। এর প্রতিকারে মুজাহিদরা একটি নতুন কৌশল তৈরি করে—আকাশ প্রতিরক্ষা অ্যামবুশ।

এই অ্যামবুশ কৌশলে তারা তাদের অস্ত্রকে এমনভাবে পজিশনে রাখত যেন তা সবচেয়ে কার্যকরভাবে আকাশযান ধ্বংসে ব্যবহার করা যায়। তারা এরপর ফাঁদ পাতত, যেন শত্রু হেলিকপ্টার ও বিমান সেই গলি বা গিরিপথে ঢুকে পড়ে এবং তখন একযোগে মেশিনগান ও ভারী অস্ত্র দিয়ে গুলি চালানো হতো। সবচেয়ে জনপ্রিয় পজিশন ছিল গিরিপথের পাশের পাহাড়ের গায়ে খনন করা গুহা, যেখান থেকে সরাসরি গুলি চালানো যেত। অন্য বিমানগুলো এই গুহাগুলিতে ঢোকার পথ না পাওয়ায় গুলি চালাতে পারত না।

মুজাহিদগণ আরও শিখে নেয় কোন জায়গাগুলো হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য সম্ভাব্য স্থান এবং সেই জায়গাগুলোতে তারা মাইন পুঁতে রাখত। চারপাশে মেশিনগান ও আরপিজি-৭ মোতায়েন করা হতো। হেলিকপ্টার নামামাত্রই সেগুলোতে তীব্র গুলি চালানো হতো। মুজাহিদরা মাঝে মাঝে স্থলবিমান ঘাঁটিতে থাকা বিমান ধ্বংসের জন্য মর্টার বা রকেট লঞ্চারের মাধ্যমে গোলাবর্ষণ করত। মুজাহিদদের মোট বিমান ধ্বংসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই ধরনের হামলা থেকেই ঘটেছে।

অ্যান্টিপার্সোনেল মাইন ছিল মুজাহিদদের জন্য বড় দুর্ভোগ। সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তানে কোটি কোটি মাইন ব্যবহার করে। তারা ঘাঁটি, সরকারি স্থাপনা, নিরাপত্তা পোস্ট, রাস্তার ধারে মাইন পুঁতে রাখত এবং পাহাড়ি পথ, খেত-খামার ও চারণভূমিতে স্ক্যাটারেবল মাইন ছড়িয়ে দিত। অধিকাংশ মাইনের অংশ ছিল ধাতববিহীন—ফলে সনাক্ত করা কঠিন। এসব মাইন মূলত মানুষ মারার জন্য নয়, পঙ্গু করার জন্য তৈরি। ফলে মাইন বিস্ফোরণে মুজাহিদের পা ছিঁড়ে যেত এবং তাকে অনেক কষ্ট করে পাকিস্তানে পৌঁছাতে হতো। বেঁচে গেলেও সে আর যুদ্ধ করতে পারত না, আর এই উদ্ধার প্রক্রিয়ায় আরও ছয় থেকে আটজন যোদ্ধাকে ব্যস্ত থাকতে হতো।

মাইন ডিটেক্টর বা অনুসন্ধান যন্ত্র ছিল অপ্রতুল এবং প্লাস্টিক মাইনের ক্ষেত্রে অকার্যকর। মুজাহিদগণ মাইনফিল্ড ভেদ করার জন্য কখনও বন্দি করা সোভিয়েত যানবাহন ব্যবহার করত, কখনও গরু-ছাগলের পাল চালিয়ে দিত, কখনও একের পর এক রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে পথ তৈরি করত, আবার কখনও বড় পাথর ছুঁড়ে মাইনফিল্ডে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করত। কিন্তু এসব কৌশল খুব একটা কার্যকর ছিল না।

যদিও আফগানিস্তানের কঠিন, পাথুরে মাটিতে খোঁড়াখুঁড়ি করা কঠিন, তবুও মুজাহিদরা শিগগিরই বুঝে যায়—সোভিয়েত কামান, সাঁজোয়া যান এবং বিমান হামলা থেকে বাঁচতে মাঠের দুর্গ/আস্তানা তৈরি করা কতটা জরুরি। ফলে তারা শক্ত, বহুলাংশে লুকানো ও ছদ্মবেশী বাঙ্কার ও অবস্থান তৈরি করতে শিখে যায়, যা তাদের টিকে থাকতে সহায়তা করে।

সবশেষে, মুজাহিদরা মূলত একটি কৌশলগত (tactical) বাহিনী ছিল, যাদের লক্ষ্য ছিল কৌশলগত পর্যায়ে আঘাত হানা। কিন্তু প্রয়োজনে তারা বড় পরিসরের অভিযানে অংশ নিতে সক্ষম ছিল—যেমন: গাশায় অভিযান, জাওয়ার II, এবং অপারেশন ম্যাজিস্ট্রালের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা।

এ ধরনের বড় অভিযানের নেতৃত্ব সাধারণত সাবেক আফগান সেনা কর্মকর্তারাই দিতেন। তবে মুজাহিদরা কখনও একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। সোভিয়েত বাহিনী চলে যাওয়ার পর তারা জালালাবাদ ও কাবুল আক্রমণ করে দখল করতে ব্যর্থ হয়। এগুলো শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যায় এবং ডি.আর.এ (DRA) সাহস সঞ্চয় করে এবং সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আফগানিস্তান পুনর্গঠনের চেষ্টা ও ঐক্যের উদ্যোগ আসতে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়।

সমাপ্ত